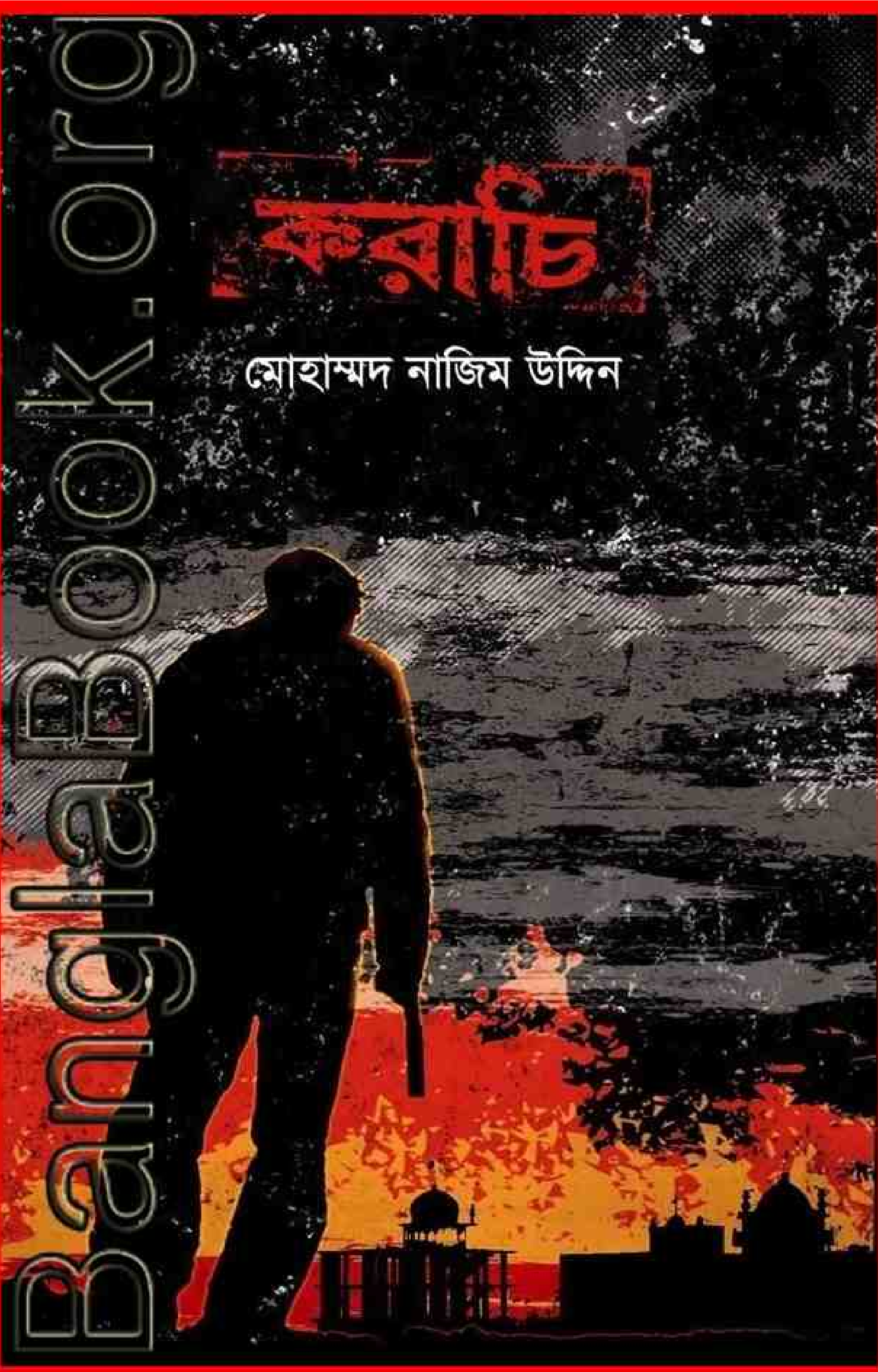

BanglaBook.org

তিনযুগ আগের একটি ঘটনার মীমাংসা করতে হবে পেশাদার খুনি বাস্টার্ডকে আর সেজন্যে পাড়ি দিতে হবে ব্যারো শ' মাইল, যেতে হবে এ বিশ্বের অন্যতম অরাজক আর বিপজ্জনক শহর করাচিতে। প্রথমে টার্গেট সহজ মিশন কঠিন ভাবলেও অচেনা করাচি তাকে বার বার চমকে দিতে শুরু করে। অপ্রত্যাশিত সব ঘটনার মুখোমুখি হয় সে। একটা সময় মনে হয় তার টার্গেটের নাগাল পাওয়াটা শুধু কঠিনই নয় অনিশ্চিতও বটে। আত্মবিশ্বাসী বাস্টার্ড হাল ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। কিন্তু চূড়ান্ত আঘাত হানার আগ মুহূর্তে বুঝতে পারে দুনিয়া কাঁপানো একটি ঘটনার মধ্যে ঢুকে পড়েছে অযাচিতভাবে!

নেমেসিস-এর ৩টি সিকুয়েল-কন্ট্রাক্ট, নেক্সাস আর কনফেশন-এর পর করাচি একটি প্রিকুয়েল, যেখানে পাঠক খুঁজে পাবেন পরিচিত বাস্টার্ডকে।

বইয়ের আলোয় আলোকিত হোন...

ISBN 978-984-8729-71-[illegible]

http://www.facebook.com/pages/batighar-prokashoni

www.BanglaBook.org

বাতিঘর প্রকাশনী

করাচি

মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

Karachi

Copyright©2015 by Mohammad Nazim Uddin
স্বত্ব © ২০১৫ লেখক

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০১৫

প্রচ্ছদ : সিরাজুল ইসলাম নিউটন

বাতিঘর প্রকাশনী, ৩৭/১, বাংলাবাজার (বর্ণমালা মার্কেট তৃতীয় তলা), ঢাকা-১১০০ থেকে মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন কর্তৃক প্রকাশিত; মুদ্রণ : একুশে প্রিন্টার্স, ১৮/২৩, গোপাল সাহা লেন, শিংটোলা, সূত্রাপুর ঢাকা-১১০০; গ্রাফিক্স: ডট প্রিন্ট, ৩৭/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০; কম্পোজ : লেখক

মূল্য : দুইশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

উৎসর্গ :

ফয়সল কবীর রক্তিম'কে
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ছাত্রের
ফটোগ্রাফির নেশা ছিলো
কিন্তু সে নিজেই এখন ছবি হয়ে গেছে! শুধুই ছবি!

মাত্র দুয়েকবার দেখা হয়েছিলো রক্তিমের সাথে। সতেজ প্রাণবন্ত ছেলেটি নিজেকে 'বাস্টার্ড' চরিত্রটির বিরাট বড়ভক্ত দাবি করে হাসতে হাসতে বলেছিলো, আমি যেনো ভবিষ্যতে বেগ-বাস্টার্ড সিরিজের কোনো বই তার নামে উৎসর্গ করি।

তার জীবিত অবস্থায় আমি সেটা করতে পারি নি, কিন্তু অকালপ্রয়াত রক্তিম এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার আগে নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টের কভার-পিক হিসেবে তখন পর্যন্ত প্রকাশিত আমার সবগুলো বইয়ের প্রচ্ছদ ব্যবহার করে। সেটাই চিরস্থায়ী হয়ে গেছে। এখনও তার ফেসবুক অ্যাকাউন্টে মাঝমধ্যে ঢুঁ মারি...দেখি...আর অসম্ভব একটি ইচ্ছের জাগে ক্ষণিকের জন্যে :

এই বুঝি রক্তিম নক্ করবে!

হাই ভাইয়া!

ভালো থেকো, রক্তিম।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

মুখবন্ধ

গোঙানীটা যে এতো তীব্র হবে সে জানতো না। এখন মনে হচ্ছে ওটাকে গাড়ির বুটে রাখলেই ভালো হতো। এটা যে মাথায় আসে নি তা নয়–সত্যি বলতে প্রথমে তাই ভেবেছিলো, পরে বাতিল করে দিয়েছে। এর কারণ ক্লায়েন্টের অদ্ভুত একটি শর্ত–ওটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

কেনজানি তার মনে হয়েছিলো বুটের ঐ ছোট্ট পরিসরে দীর্ঘক্ষণ রেখে দিলে ওটা মরে ভুত হয়ে থাকবে। এখন অবশ্য তা মনে হচ্ছে না। আসলে মানুষ এতো সহজে মরে না। কঠিন অবস্থায়ও টিকে থাকার বিস্ময়কর ক্ষমতা রয়েছে তার। আর অমানুষদের সেই ক্ষমতা থাকে আরো বেশি!

রাতের এ সময়ে রাস্তাটা একদম ফাঁকা। যতোদূর চোখ যাচ্ছে কোনো যানবাহন দেখা যাচ্ছে না। ডানহাতে স্টিয়ারিংটা ধরে পেছন ফিরলো। সিটের নীচে হাত-পা-মুখ বাধা এক হারামজাদা হাঁসফাঁস করছে। বন্দীর প্যান্টের জিপারের দিকে নজর গেলো, তারপরই হলো চোখাচোখি। তাকে দেখেই বরফের মতো জমে গিয়ে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইলো প্রাণীটি।

বামহাতের তর্জনী ঠোঁটের কাছে এনে চুপ থাকার ইঙ্গিত করলো সে। কিছু একটা বলতে গিয়েও বললো না। ফিরে তাকালো রাস্তার দিকে। তার ঠোঁটে আবারো ফুটে উঠলো বাঁকাহাসি। পেছনের সিটে যে আছে সে চুপ মেরে গেছে বলে হাসছে না, ভয়ে প্রস্রাব করে প্যান্ট ভিজিয়ে ফেলেছে ওটা!

ভয়ঙ্কর খারাপ লোকদেরকে ভয়ে-আতঙ্কে মরে যেতে দেখলে তার মধ্যে এক ধরণের ভালো লাগার অনুভূতি তৈরি হয়। ওদের চোখ দেখে তার মধ্যে কখনও মায়া জেগে ওঠে না, বরং নিজের ভেতরে আটকে রাখা হিংস্রতা যেনো বন্ধনমুক্ত হয়ে পড়ে। ফলে তার জন্যে বাকি কাজটা করা আরও সহজ হয়ে যায়। তবে আজকে এসবের কোনো দরকার হবে না। তার কাজ বলতে গেলে শেষ!

সামনে, মহাসড়ক থেকে ডানদিকে চলে গেছে একটি ইট বিছানো রাস্তা, সেই রাস্তা ধরে এগিয়ে চললো সে। বিশাল বড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল গেটটার সামনে আসতেই গাড়িটা থামিয়ে দিলো। হর্ন বাজাবে কিনা বুঝতে পারলো না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গাড়ির হেডলাইটের আলোয় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে বন্ধ গেটের আশেপাশে কেউ নেই। একটু অপেক্ষা করলো। কারোর টিকিটাও দেখা যাচ্ছে না। বাধ্য হয়েই পর পর দু-বার হর্ন বাজালো সে। তারপর আবারো অপেক্ষা। দ্বিতীয়বার যখন হর্ন বাজাতে যাবে দেখতে পেলো গেটটা ঘরঘর শব্দ করে বেশ আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে। হেডলাইটের আলোয় বলিষ্ঠ দেহের কালোমতো দারোয়ানকে দেখতে পেলো। হাত নেড়ে ভেতরে আসতে বলছে তাকে।

গাড়িটা নিয়ে এগিয়ে যেতেই পেছন থেকে আবার গোঙানি শুরু হলো কিন্তু এটা আমলেই নিলো না। পারলে ওটা ইচ্ছেমতো চিৎকার করুক, এখন আর সমস্যা নেই।

গেট দিয়ে ঢুকতেই দেখতে পেলো প্যান্ট-শার্ট আর মাথায় টুপি দেয়া মাঝবয়সী এক লোক দাঁড়িয়ে আছে। তাকে সামনের ডানদিকে চলে যাবার জন্য ইশারা করলো সে।

"ডানে...গোডাউনের দিকে যান..." গাড়িটা তার পাশ দিয়ে যাবার সময় ভদ্রলোক বললো।

ফ্যাক্টরির ভেতরটা বেশ আলোকিত। হেডলাইট বন্ধ করে দিলো সে। ডানদিকে মোড় নিতেই উঁচু ছাদের গোডাউনের বিশাল চত্বরে ঢুকে পড়লো। চারপাশে বড় বড় সাইজের অসংখ্য বাক্স স্তূপ করে রাখা। মাঝখানে বেশ ফাঁকা একটি জায়গা। সুট-টাই পরা এক ভদ্রলোক মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে সেখানে ।

ক্লায়েন্ট।

আধা-কাঁচাপাকা চুল আর চাপদাড়ি। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। রাতের এ সময়েও ঝকঝকে পরিপাটী সুট-টাই পরে আছেন। তিনদিন আগে যখন তার সাথে দেখা হয়েছিলো তখনও এই পোশাকেই ছিলেন ভদ্রলোক।

ক্লায়েন্টের খুব কাছেই গাড়িটা থামালো সে। ভদ্রলোকের চোখমুখ একদম নির্বিকার, তাতে কোনো অভিব্যক্তি থাকলেও সেটা সফলতার সাথেই পুরোপুরি আড়াল করতে পারছেন তিনি।

কারোর পায়ের শব্দ শুনে বাস্টার্ড পেছন ফিরে তাকালো। গেটের ভেতরে যে লোকটাকে দেখেছে সে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছে তাদের দিকে।

"আপনার আর লোকজন কোথায়?" জানতে চাইলো বাস্টার্ড।

ভুরু কুচকে তাকালেন ক্লায়েন্ট। "লোকজনের কি দরকার?" বেশ গম্ভীর কণ্ঠেই প্রশ্নটা করলেন তিনি।

www.BanglaBook.org

মুচকি হেসে কাঁধ তুললো সে।

"স্যার..." হাফাতে হাফাতে ছুটে এসে টুপি পরা ভদ্রলোক বললো।

ক্লায়েন্ট তার কর্মচারির দিকে চকিতে চেয়ে বাস্টার্ডের দিকে ফিরলো। "ওটা কোথায়?"

"পেছনের সিটে।"

ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে ইশারা করলেন ক্লায়েন্ট। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির দিকে ছুটে গেলো সে। পেছনের দরজা খুলে একটু থমকে গেলো, যেনো কাচুমাচু খেলো একটু। ফিরে তাকালো মনিবের দিকে।

"স্যার, আরেকজনকে ডাকি?"

"না।" সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন ক্লায়েন্ট।

ভদ্রলোক আর কোনো কথা না বলে উপুড় হয়ে সিটের নীচ থেকে ওটাকে টেনে-হিচড়ে নামাতে লাগলো। হাত-পা-মুখ বাধা যুবকের দিকে ভাবলেশহীনভাবে চেয়ে থাকলেন ক্লায়েন্ট।

টুপি পরা ভদ্রলোকের একার পক্ষে এরকম একজন মানুষকে টেনে-হিচড়ে গাড়ি থেকে নামানোটা একটু কষ্টকরই হলো কারণ বন্দী উদভ্রান্তের মতো হাত-পা ছোড়ার চেষ্টা করছে; চিৎকার দিচ্ছে প্রাণপণে; কিন্তু মুখ বন্ধ থাকার কারণে সে-আওয়াজ চাপা পড়ে যাচ্ছে।

বাস্টার্ড চুপচাপ দেখতে লাগলো। সে জানে বন্দী কেন এমন আচরণ করছে। গাড়ি থেকে বের করতেই হারামজাদা দেখে ফেলেছে ক্লায়েন্টকে। সঙ্গে সঙ্গে এক ঘন্টা ধরে ঘুরপাক খেতে থাকা সেই প্রশ্নটার জবাব পেয়ে গেছে সে—অচেনা এক লোক কেন তাকে পিস্তলের মুখে হাত-পা-মুখ বেধে গাড়িতে করে অজানা পথে পাড়ি দিচ্ছে! এখন তার কাছে সব কিছুই পরিষ্কার। এমনকি নিজের পরিণতিটাও!

"ওর মুখটা খুলে দাও," ক্লায়েন্ট বেশ শান্তকণ্ঠে বললেন।

ভদ্রলোক একমুহূর্ত ভেবে ঢোক গিলে কর্তার নির্দেশ পালন করলো।

"বাঁচাও! বাঁচাও! এরা আমারে মাইরা ফালাইবো! আমারে মাইরা ফালাইবো! বাঁচাও!"

হারামজাদার আর্তচিৎকার বিশাল গোডাউন প্রকম্পিত করলেও ক্লায়েন্টের নির্বিকার মুখে কোনো পরিবর্তন আনতে পারলো না।

"আমার কাছে নিয়ে আসো।"

ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে বন্দীর কলার ধরে টেনে নিয়ে এলো ক্লায়েন্টের পায়ের কাছে। হারামজাদা কেঁচোর মতো একবার কুকড়ে ফেলছে নিজের

www.BanglaBook.org

শরীরটা, পরমুহূর্তেই আবার সোজা করে গড়াতে চাইছে। সে যা বোঝার বুঝে গেছে। কোনো কথাই তাকে শান্ত করতে পারবে না এখন। কোনো চোখ রাঙানিতেও সে দমবে না।

বাস্টার্ডের মনে হলো তার ক্লায়েন্ট বন্দীর অসহায়ত্ব আর মৃত্যুভয়কে উপভোগ করছে যদিও মুখের অভিব্যক্তিতে এর কোনো প্রতিফলন নেই।

ক্লায়েন্ট এক পা পিছিয়ে গিয়ে টুপি পরা ভদ্রলোকের দিকে তাকালেন। চাকরিদাতার মনোভাব বুঝতে একটুও বেগ পেলো না কর্মচারি। হারামজাদার মাথার চুল শক্ত মুঠোয় ধরে একটা ঝাকুনি দিলো সে।

"চুপ! একদম চুপ থাক। স্যারের সামনে একটুও হাউকাউ করবি না!" তারপর দাঁতমুখ খিচে বললো, "শূয়োরেরবাচ্চা!"

বন্দী দম ফুরিয়ে ফ্যালফ্যাল চোখে চেয়ে রইলো ক্লায়েন্টের দিকে।

বাস্টার্ড চুপচাপ এই নাটকীয় দৃশ্য দেখছে। এখনকার নাটকে তার কোনো ভূমিকা নেই। সে কেবলই দর্শক।

"মণিরাম কোথায়?" বেশ শান্তকণ্ঠেই প্রশ্নটা করলেন ক্লায়েন্ট।

বন্দী নিশ্চুপ। এখনও হাফাচ্ছে।

"শূয়োরেরবাচ্চা, বল্!" চুলের মুঠি ধরে প্রবলভাবে ঝাঁকি দিলো টুপি পরা ভদ্রলোক। "তোকে বলতেই হবে। না বলে কোনো উপায় নেই এখন।"

তারপরও বন্দীর মুখ দিয়ে কোনো কথা বের হলো না।

বাস্টার্ড অবাক হলো তার ক্লায়েন্ট এখনও শান্ত আছে বলে। সে যতোটুকু জানে এই হারামজাদাকে হাতের মুঠোয় পেয়ে এরকম শান্ত থাকাটা স্বাভাবিক নয়। ন্যায়বিচারের আশায় দীর্ঘ ছয় বছর তিনি অপেক্ষা করেছেন, তারপর বিচার যখন পেলেন দেখলেন তার কিশোরী মেয়েকে খালি বাড়িতে যারা ধর্ষণ করে হত্যা করেছে সেই হাসান আর মণিরাম বেকসুর খালাস পেয়ে গেছে।

কয়েক মুহূর্ত কেটে গেলো। টুপি পরা ভদ্রলোকের দাঁতমুখ খিচে হুমকি-ধামকিতে কাজ হলো না। ক্লায়েন্টের অসহায়ত্ব বুঝতে পারলো বাস্টার্ড। কোমর থেকে সাইলেন্সার পিস্তলটা বের করে বন্দীর কপালে তাক্ করলো। খেয়াল করলো ক্লায়েন্ট আর তার কর্মচারি আৎকে উঠেছে। মুচকি হাসলো সে, সঙ্গে সঙ্গে ভোতা একটি শব্দ। কাছ থেকে কেউ যেনো সজোরে থুতু ফেলেছে!

ভদ্রলোক আর ক্লায়েন্ট চমকে উঠলো একটু।

"আ-আ-আ-আ!" হারামজাদার আর্তনাদে ভরে উঠলো গোডাউনের বিশাল এলাকাটি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গুলি করার আগে কপাল থেকে পিস্তলটা বন্দীর বাম হাটুর একটু উপরের দিকে তাক্ করে গুলি চালিয়েছে সে। গলগল করে রক্ত বের হচ্ছে সেখান থেকে। মুহূর্তেই গোডাউনের মেঝে রক্তে লাল হয়ে গেলো। রক্ত দেখে হারামজাদার চুলের মুঠি আলগা করে দিলো ভদ্রলোক। গুলিবিদ্ধ বন্দী মেঝেতে গড়াগড়ি খেতে শুরু করলো এবার।

এই প্রথম বাস্টার্ড দেখতে পেলো তার ক্লায়েন্টের অভিব্যক্তিতে পরিবর্তন এসেছে। ভদ্রলোক বিস্ফারিত চোখে তার দিকে চেয়ে আছেন। সম্ভবত এর আগে কখনও ভাবলেশহীনভাবে কোনো মানুষকে গুলি করতে দেখেন নি।

আবারো পিস্তল তাক্ করলো সে। "আমি তিন গুনবো...এরমধ্যে উনার প্রশ্নের জবাব দিবি...নইলে এবার তোর ডান হাটুতে গুলি করবো," একেবারে নির্বিকার ভঙ্গিতে বললো বাস্টার্ড। "এক...দুই..."

"মিরপুরে! মিরপুরে!" যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠে বলে উঠলো গুলিবিদ্ধ বন্দী।

বাস্টার্ড তাকালো ক্লায়েন্টের দিকে তারপর আবারো পিস্তল তাক্ করলো। "মিরপুরের কোথায় থাকে, বল্?"

ব্যথায় কোঁকাতে লাগলো আহত লোকটি।

"মণিরামের ঠিকানা বলে দিলে তোকে আর গুলি করবো না।"

লোকটার মুখ দিয়ে কেবল গোঙানি আর আর্তনাদই বের হচ্ছে।

"কাজটা তোরা দু-জনে মিলে করেছিস...তুই মরবি আর মণিরাম বেঁচে থাকবে..." মাথা দোলালো আফসোসের ভঙ্গি করে। "...এটা হয় না।"

আহত জানোয়ার কাঁপতে কাঁপতে বাস্টার্ডের দিকে তাকালো।

"তোর সাথে সাথে মণিরামেরও মরা উচিত...এরচেয়ে কঠিন শাস্তি পাওয়া উচিত...কি বলিস?"

লোকটা অঝোরে কাঁদতে লাগলো।

"ওর ঠিকানাটা দিয়ে দে...তোকে আর টর্চার করবো না।"

জানোয়ারটা বিড়বিড় করে কিছু বলার চেষ্টা করলো কিন্তু কেউ তার কথা বুঝতে পারলো না। বাস্টার্ড হাটু ভেঙে বসে লোকটার মাথা ধরে তার কানের কাছে নিয়ে এলো।

ক্লায়েন্ট আর তার কর্মচারি বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে।

উঠে দাঁড়ালো সে। "ওর সাথে আমার কাজ শেষ।"

আল্তো করে মাথা নেড়ে সায় দিলেন ক্লায়েন্ট। "এবার জানোয়ারটাকে মেরে ফেলো।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"না! না!" চিৎকার দিলো হাত-পা বাধা যুবক।

বাস্টার্ড তার পিস্তলটা শেষবারের মতো তাক্ করলো বন্দীর দিকে।

"দাঁড়ান," টুপি পরা ভদ্রলোক হাত তুলে থামার ইশারা করে চাকরিদাতার উদ্দেশ্যে বললো, "স্যার, এই শূয়োরটাকে এতো সহজে মেরে ফেলা ঠিক হচ্ছে না।"

ভুরু কুচকে তাকালেন ক্লায়েন্ট। বাস্টার্ড পিস্তল উঁচিয়ে রেখেই অপেক্ষা করলো।

"ওকে আরো কঠিনভাবে মারা উচিত।"

বন্দী যুবক চিৎকার থামিয়ে ভয়ার্ত চোখে তাকালো ভদ্রলোকের দিকে।

"কিভাবে?" আস্তে করে জানতে চাইলেন ক্লায়েন্ট।

"ইয়ে মানে," একটু দ্বিধা দেখা গেলো ভদ্রলোকের মধ্যে। মাথার টুপিটা খুলে হাতে রাখলো। "বলছিলাম কি, আমাদের ফ্যাক্টরির বার্নারটা আছে না...ওটার ভেতরে ঢুকিয়ে দেই...দোজখের মতো আজাব পাবে!"

"না! না! না!" বন্দী আবারো চিৎকার দিতে শুরু করলো।

ক্লায়েন্টের চেহারা যথারীতি ভাবলেশহীন থাকলেও মনে হচ্ছে বিষয়টা ভেবে দেখছেন। তবে বাস্টার্ড বুঝে গেলো সিদ্ধান্তটা কি হতে পারে। পিস্তলটা কোমরে গুঁজে নিলো সে। তাকে এটা করতে দেখে ক্লায়েন্ট সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।

"উনার আইডিয়াটা ভালো। লাশ ডাম্পিং করা খুব ঝামেলার কাজ। তাছাড়া ওর লাশ পাওয়া গেলে আপনাকেই সবাই সন্দেহ করবে।"

"লাশ পাওয়া না গেলে কি সন্দেহ করবে না?" একদম স্বাভাবিক কণ্ঠে জানতে চাইলেন তিনি।

"তখনও সন্দেহটা আপনার দিকে থাকবে কিন্তু আরো কিছু অপশন তৈরি হয়ে যাবে।"

"বাঁচাও! বাঁচাও! এরা আমারে মাইরা ফালাইবো! বাঁচাও!" বন্দী তার চিৎকার অব্যাহত রাখছে।

"ওর মুখটা বন্ধ করো।"

ক্লায়েন্টের কথা শুনে ভদ্রলোক বন্দীর মাথার চুল শক্ত করে ধরে হাতের টুপিটা দলা পাকিয়ে মুখের ভেতর ঢুকিয়ে দিলো। এবার চাপা গোঙানী ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না। বন্দী এখন কংক্রিটের মেঝেতে উদভ্রান্তের মতো গড়াগড়ি খাচ্ছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"কি রকম অপশন তৈরি হবে?"

"প্রথমত সে পুলিশের খাতায় নিখোঁজ হিসেবে থেকে যাবে। আর নিখোঁজ কাউকে নিয়ে পুলিশ খুব একটা মাথা ঘামায় না। ওরা হয়তো আপনাকে সন্দেহ করবে কিন্তু লাশ না পাওয়া পর্যন্ত আপনার বিরুদ্ধে শক্ত কোনো অভিযোগ আনতে পারবে না।"

বাস্টার্ডের দিকে চেয়ে রইলেন ক্লায়েন্ট।

"স্যার, উনি ঠিকই বলেছেন," ভদ্রলোক বললো। "লাশ পাওয়া গেলেই ঝামেলা বেশি হয়। একে আমি ঐ বার্নারে ঢুকিয়ে একদম ভ্যানিশ করে দেবো। একটুও ট্রেস থাকবে না।"

মনে হলো আরেকটু ভেবে দেখছেন ক্লায়েন্ট। অবশেষে বিশ্বস্ত কর্মচারীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "তাহলে মণিরামকেও একইভাবে ভ্যানিশ করে দিতে হবে।"

"জি, স্যার। ওদের জন্য একটু কঠিন মৃত্যুই দরকার," বললো সে। "আগুনে পুড়ে মরার মতো কঠিন মৃত্যু আর হয় না...এজন্যেই আল্লাহ্পাক দোযখে আগুনের ব্যবস্থা করেছেন।"

ক্লায়েন্ট গড়াগড়ি খাওয়া বন্দীর দিকে তাকিয়ে আস্তে করে মাথা নেড়ে সম্মতি দিলেন। "জল্দি করো।" সুটের হাতা সরিয়ে রোলেক্স হাতঘড়িটা দেখে নিলেন। "রাত অনেক হয়েছে, আমাকে ঢাকায় ফিরে যেতে হবে।"

ভদ্রলোকের মুখে প্রচ্ছন্ন হাসি ফুটে উঠলো। "স্যার, আরেকটা কথা বলি?"

ক্লায়েন্ট কিছু বললেন না শুধু তাকিয়ে থাকলেন কর্মচারির দিকে।

"বার্নারটা ফুল-ফেইজে চালু না করে এই শূয়োরটাকে ওটার ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে তারপর চালু করবো...তাহলে আস্তে আস্তে, তিলে তিলে মরবে। একেবারে দোযখের মতো মনে হবে!"

বাস্টার্ড স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো লোকটার দিকে। সে একটু অবাকই হয়েছে কারণ একে দেখে মনে হয় নি এতোটা পৈশাচিক চিন্তা করতে পারে।

ক্লায়েন্ট খুবই আস্তে করে মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

"কিন্তু আরেকজনকে ডাকতে হবে, স্যার...আমি একা এইটাকে বার্নারে তুলতে পারবো না।"

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ক্লায়েন্ট। "ঠিক আছে, ডাকো। যা করার জলদি করো।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভদ্রলোক দৌড়ে চলে গেলো গোডাউনের শেষমাথায় থাকা ছোট্ট একটি দরজার দিকে।

বাস্টার্ডের দিকে ফিরলেন ক্লায়েন্ট। "মণিরামকে কবে পাচ্ছি?"

"ও যদি ওই ঠিকানায় থেকে থাকে তাহলে কাল বিকেলের মধ্যেই পেয়ে যাবেন।"

ক্লায়েন্ট এবার বন্দীর দিকে তাকালেন। আসন্ন মৃত্যুভয়ে কই মাছের মতো আস্ফালন করছে। এই প্রথম তার মুখে হালকা হাসি দেখা গেলো। এই হাসি তিনি ছয়বছর ধরে সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন।

পেটানো শরীরের এক লোককে নিয়ে বিশ্বস্ত কর্মচারি ছুটে এলো হন্তদন্ত হয়ে। "স্যার?"

"জলদি করো, শওকত।"

ভদ্রলোকের নামটা এই প্রথম শুনলো বাস্টার্ড।

"হানিফ, ওরে শক্ত করে ধর্," পেটানো শরীরের লোকটাকে বললো শওকত সাহেব।

হানিফ নামের লোকটি একহাতে বন্দীর চুলের মুঠি ধরে তাকে রীতিমতো দাঁড় করিয়ে ফেললো। তারপর অন্যহাত দিয়ে বন্দীর গলাটা পেঁচিয়ে ধরলো সে। শওকত সাহেব সঙ্গে সঙ্গে বন্দীর বাধা পা-দুটো ধরে তাকে চ্যাংদোলা করে ফেললো। দু-জন মানুষের হাত থেকে ছোটার ব্যর্থ চেষ্টা করে যেতে লাগলো বন্দী।

"স্যার, আপনি কি দেখবেন?" শওকত সাহেব বন্দীকে নিয়ে যাবার আগে তার কর্তার কাছে জানতে চাইলো।

ক্লায়েন্ট কিছু বললেন না, শওকত আর হানিফ কোনো কথা না বলে বন্দীকে নিয়ে চলে গেলো।

"আমি তাহলে যাই," ক্লায়েন্টকে বললো বাস্টার্ড।

আল্‌তো করে মাথা নেড়ে সায় দিলেন ক্লায়েন্ট।

কিছু না বলে গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলো সে। রাত অনেক হয়ে গেছে। ঢাকায় পৌঁছাতে পৌঁছাতে ভোর হয়ে যাবে। পথে কোথাও খেয়ে নেয়া দরকার। খুব খিদে পেয়েছে তার। দীর্ঘ সময় গাড়ি চালালেই তার খিদে বেড়ে যায়।

গাড়ির ভেতরে ঢুকে ইগনিশানে চাবি ঢোকাতে যাবে অমনি দূর থেকে একটা চিৎকার ভেসে এলো। সম্ভবত ওটাকে বার্নারে ছুড়ে ফেলা হয়েছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাগো-বাবাগো বলে আহাজারি করছে। বাঁচার আকুতি জানাচ্ছে কিন্তু সবটাই অসাড়।

বাস্টার্ড গাড়ির ভেতর থেকেই দেখতে পেলো তার ক্লায়েন্ট দু-চোখ বন্ধ করে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে।

পর মুহূর্তেই গমগম করে একটা শব্দ হতেই মারণচিৎকার দিলো বন্দী।

এই ফ্যাক্টরির বিশাল বার্নারটা চালু করা হয়েছে। আগুনের লেলিহান শিখার ভোতা আওয়াজ অনেক বেশি পৈশাচিক শোনাচ্ছে এখন। যেনো প্রকাণ্ড কোনো দানব খিদের চোটে ঘোৎঘোৎ করছে। বন্দীর আর্তচিৎকার ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে এলো। কয়েক মুহূর্ত পর আর কোনো সাড়াশব্দ নেই, শুধু বার্নারের ভীতিকর শব্দটা ছাড়া।

বুঝতে পারলো বার্নারে ঢোকানোর আগে বন্দীর মুখের ভেতর থেকে দলা পাকানো কাপড় আবারো খুলে ফেলা হয়েছিলো ঐ পশুটার মরণচিৎকার শোনার জন্য। তার ক্লায়েন্ট শেষ আর্তনাদের শব্দটা শুনতে চেয়েছেন!

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১

ফ্ল্যাটের দরজায় চাবি ঢোকাতে গিয়েই থেমে গেলো সে। মেঝে আর দরজার মধ্যে যেটুকু ফাঁক আছে সেখানে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত। এটা তার সদা-সতর্ক মন, যা কিনা শিকারীর মতোই তীক্ষ্ণ। দরজার নীচে কিছু একটা তার চোখে ধরা পড়েছে।

আলোর মৃদু তারতম্য!

ফ্ল্যাটের ভেতরে কেউ আছে?!

অবিশ্বাসে তার সারা গায়ে কাটা দিয়ে উঠলো। এটা কিভাবে সম্ভব? সে যে এই ফ্ল্যাটে আছে তা কেবল জানে একজন। এই সুরক্ষিত ফ্ল্যাটে তার অনুপস্থিতিতে কে ঢুকতে যাবে?

টি-শার্টের নীচে হাত দিয়ে কোমর থেকে পিস্তলটা বের করে আনতেই দরজার নীচে আবারো আলোর তারতম্য চোখে পড়লো! স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়ায় এক পা পিছিয়ে গেলো সে। ক্লিক করে মৃদু শব্দ হলো এবার। ভেতর থেকে কেউ দরজা খুলে দিয়েছে!

আস্তে করে দরজা খুলে যেতেই দেখা গেলো একটি অবয়ব ঘুরে চলে যাচ্ছে ঘরের ভেতরে। হাফ ছেড়ে বাঁচলো সে। ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলো। টের পেলো একটা সুগন্ধী ভেসে বেড়াচ্ছে। ফ্ল্যাটটা একদম পরিস্কার আর গোছানো। অবাক না-হয়ে পারলো না।

"আপনি...কখন এসেছেন?"

"একটু আগে," পেছন ফিরে না তাকিয়েই জবাব দিলো অমূল্যবাবু। সোজা চলে গেলো ড্রইংরুমে। চুপচাপ একটি সিঙ্গেল সোফায় বসে পড়লো। "ফ্ল্যাটটা পরিস্কার করিয়েছি আজ সকালে।"

তার বুঝতে একটু অসুবিধাই হলো। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো মৌনব্রত পালন করা লোকটার দিকে।

"নিট অ্যান্ড ক্লিন নামের এক ক্লিনিং-সার্ভিসকে বলে দিয়েছি...এখন থেকে ওরা মাসে দু-বার এসে ফ্ল্যাটটা পরিস্কার করে দিয়ে যাবে।"

বাস্টার্ড আর কিছু বললো না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করাচি

"কোথায় গেছিলে?"

"একটা কাজে বাইরে গেছিলাম," সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকলো সে।

বামপাশের দেয়ালে তাকালো বাবু। ডিজিটাল দেয়ালঘড়িটা বড় বড় সংখ্যায় জানান দিচ্ছে ৮:২৫। ইঙ্গিতটা স্পষ্ট : এতো সাত-সকালে কী এমন কাজ?

"ঢাকার বাইরে গেছিলাম...চৌধুরির কাজে..."

এবার বুঝতে পারলো বাবু। "বসো।"

পাশের একটি সোফায় বসে পড়লো সে।

"কাজ শেষ?"

"না। দুয়েকদিনের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে আশা করছি।"

"তারপর ফ্রি আছো?"

"হ্যা।"

অমূল্যবাবু নিরাবেগ মুখে বললো, "একজন তোমার সাথে দেখা করতে চাইছে...সে আমার খুব ঘনিষ্ঠ।"

বাস্টার্ড বুঝতে পারলো একটা কাজের কথা বলা হচ্ছে। বাবু কখনও 'একটা কাজ আছে' কিংবা 'একজন ক্লায়েন্ট' এসব শব্দ ব্যবহার করে না। তার সাথে কেউ দেখা করতে চায় মানে নতুন আরেকটা কাজ, তবে সে খুব অবাকও হচ্ছে। পর পর দুটো কাজ, তাও আবার কোনোরকম বিরতি না দিয়ে!

"এই কাজটা একটু আলাদা...নইলে এখনই তোমাকে বলতাম না।"

"সমস্যা নেই। দেখা করবো।"

পকেট থেকে একটা বিজনেস কার্ড বের করে বাড়িয়ে দিলো তার দিকে। "আমার নাম বললেই হবে।"

কার্ডটা হাতে নিলো সে। "পরশু দেখা করি?"

"তুমি ওই কাজটা আগে শেষ করো, তারপর কোথায় কিভাবে দেখা করবে সেটা ওকে বলে দিও।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো বাস্টার্ড।

"কাজটা তোমার পছন্দ না-হলে কোনো রকম দ্বিধা না করেই বলে দেবে।"

"ঠিক আছে।"

তাদের মধ্যে এরকমটিই নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাবু কখনও তাকে বলে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

না এ-কাজটা করতেই হবে। জোর খাটানোর স্বভাব নেই এ লোকের। যদিও এরকমটি করা হলে সে কোনো প্রশ্ন না তুলেই করে দেবে। সম্ভবত অমূল্যবাবু নিজেও তা জানে।

আর কোনো কথা না বলে চলে গেলো বাবু।

কার্ডের নামটার দিকে তাকালো সে। ক্লায়েন্টের নামসহ তিন-চারটা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের নাম-ঠিকানা, ফোন-ফ্যাক্স নাম্বার দেয়া। একটু অবাক হলো। বাবু কখনও শুধুমাত্র ক্লায়েন্টের বিজনেস কার্ড দেয় না। ওখানে যে কন্ট্যাক্ট নাম্বার থাকে সে-সব ব্যবহার করে যোগাযোগ করে না সে। বিশেষ একটি নাম্বার ছাড়া যোগাযোগ করতে বড্ড অনীহা তার। ভদ্রলোকের সাথে কি তাহলে এই নাম্বারেই যোগাযোগ করবে? তিন থেকে চারটা ফোনে?

মনের মধ্যে খটকা লাগলে কার্ডটা উল্টে দেখতেই মুচকি হাসলো। সেখানে একটা ফোন নাম্বার হাতে লেখা আছে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২

করাচি
অজ্ঞাত এক সেফহোম

বিশাল ঘরটিতে তেরোজন তরুণ থাকার পরও কেমন সুনশান আর স্তব্ধ একটি পরিবেশ বিরাজ করছে। যেনো ঘুমিয়ে আছে সবাই। আসলে তেরোজনের মধ্যে সবাই সজাগ। একটু আগেই ঘুম থেকে উঠেছে তারা। গতরাতের শেষের দিকে গাড়িতে তোলার পর ভোর পর্যন্ত ভ্রমণ করে খুব সকালে এখানে এসে উঠেছে, তারপর গোসল করে ভালোমন্দ খেয়ে ঘুম দেয়। মাঝখানে সাড়ে বারোটার দিকে তাদেরকে ডাকার কথা থাকলেও সম্ভবত ক্লান্তির কথা বিবেচনায় নিয়ে সেটা করা হয় নি। এক ওয়াক্ত নামাজ কা'জা করলে কী আর এমন ক্ষতি।

প্রায় তিনমাস ধরে কি ধকলটাই না গেছে তাদের উপর দিয়ে। প্রতিদিন টানা ছয়-সাত ঘণ্টার কায়িক পরিশ্রম আর অসহ্য খাটুনি। পিঠে দশ কেজি ওজনের শোল্ডারব্যাগ নিয়ে নৌকা বাওয়া, সাঁতার-কাটা, বালুর মধ্যে দৌড়ানো, দেয়াল টপকানো, ক্রলিং করা–সবই ছিলো অমানুষিক পরিশ্রমের কাজ। প্রথম দিন তারা সবাই কাবু হয়ে পড়লেও তিন-চারদিন পর এটা গা-সহা হয়ে যায়। তাদেরকে মোট চারজন লোক ট্রেইনিং দিয়েছে, ঐ চারজনকে তারা ছোটোচাচা, বড়চাচা, কমান্ডারচাচা, মেজরচাচা নামে ডাকতো। চাচাদের আবার একজন ওস্তাদ ছিলো, তাকে সবাই 'মেজর জেনারেল' বলে ডাকলেও তার চেহারা তেরোজনের কেউ দেখে নি।

মাসখানেক আগে তাদের ট্রেইনিং শেষ হয়ে গেলে ক্লাসের পঁচিশজনের মধ্য থেকে তেরোজনকে আলাদা করে ফেলা হয়। বড়চাচা বলেছিলো, তারা সবাই 'পাক্কা' হয়ে গেছে। এরপর দু-জন করে একটি 'জুড়ি' বানিয়ে বিভিন্ন জায়গায় রাখা হয় কিছুদিন। মুজাহিদ আর ইসমাইল সে-রকমই এক জুড়ি। আবু মুজাহিদকে করাচিতে এনে মাছ ধরার ট্রলারে কাজে লাগিয়ে দেয়া হয় কিছুদিনের জন্য। গতরাতে তেরোজনকে আবারো এক করে নিয়ে আসা হয়েছে এখানে। গাড়ির কালো কাঁচের কারণে তারা বুঝতে পারে নি জায়গাটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কোথায়, কিন্তু পথে কোনো চেকপোস্ট ছিলো না, ফলে এটা করাচিরই কোথাও হবে বলে তাদের অনুমান। করাচি অনেক বড় শহর, একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তের দূরত্ব কম নয়।

এখন তেরোজন তরুণ প্রায় নিঃশব্দে বড় ঘরটায় সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে। আসরের ওয়াক্ত কা'জা করার কোনো ইচ্ছে ছিলো না বুজুর্গের। এই লোকটার সাথেই তারা বেশি সময় কাটায়। বলতে গেলে বুজুর্গই এখন তাদের অভিভাবক। আজানের সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে ডেকে তোলার পর সহীমতে ওজু করে সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি আর মাথায় টুপি পরে দাঁড়িয়ে পড়েছে ওরা। আগের মতোই এই নামাজের ইমামতি করছে বুজুর্গ নিজে। আসরের রাকাত শেষ করে জহুরের কা'জা পড়ে নিলো সবাই।

"আল্লাহু আকবার," প্রায় বিড়বিড় করে বললো বুজুর্গ। বাকিরা নিঃশব্দেই অনুসরণ করলো সেটা।

এ-ঘরের কর্মকাণ্ড বাইরের লোকজন জেনে যাক এটা তারা চায় না। এমনকি জানালার সামনে দাঁড়িয়ে নীচের রাস্তা দেখাও তাদের জন্য নিষেধ। জানালাগুলো মার্কারি কাঁচে ঢাকা। বাইরে থেকে ভেতরের কিছুই দেখা যায় না। বুজুর্গের অনুমতি ছাড়া তাদের কেউ বাইরেও যেতে পারবে না। অবশ্য বাইরে যাওয়ার দরকারও পড়ে না। খাবার-দাবার থেকে শুরু করে সবই আছে এখানে। যদিও তাদেরকে বলা হয়েছে বুজুর্গের অনুমতি নিয়ে বাইরে যেতে পারবে কিন্তু অনেকের মনে সন্দেহ, সেই অনুমতি তারা কখনও পাবে না।

নামাজ শেষ হলে বুজুর্গ আর কোনো কথা না বলে চুপচাপ চলে গেলো।

দলের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়স্ক আবু মুজাহিদ। এটা তার আসল নাম নয়। এখানে তাদের কারোরই আসল নাম নেই। এ পর্যন্ত তিনবার তাদের নাম বদলে ফেলা হয়েছে। যাকে যখন যে-নাম দেয়া হয় তাকে সে-নামেই ডাকার হুকুম দিয়েছে বুজুর্গ। সে জোর দিয়ে বলেছে, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে নাম ধরে এখানে কেউ কাউকে খুব একটা ডাকেও না। এখনও কেউ কারোর সাথে আলাপে মশগুল হয় নি। মনে হয় কেউ কারোর ব্যাপারে আগ্রহীও নয়। এর কারণ তাদেরকে কড়াকড়িভাবে বলা হয়েছে, কেউ যেনো কারো সম্পর্কে জানার চেষ্টা না করে। তবে মুজাহিদ জানে এই নির্দেশটি পুরোপুরি পালিত হবে না। তাদের ট্রেইনিংয়ের সময়ও নিজেদের মধ্যে বেশ আলাপ হতো। কে কোত্থেকে এসেছে, আগে কি করতো এসব নিয়ে কথা বলেছে। তাদের দলে যে দু-তিনজন কথা বলার নিয়মটা প্রথম ভঙ্গ করেছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তার মধ্যে মুজাহিদ অন্যতম। ছেলেটার বয়স বেশি হলে উনিশ-বিশ হবে তবে আকারে বেশ ছোটো আর চেহারাটাও বাচ্চা-বাচ্চা। নাকের নীচে সদ্য পাতলা-গোঁফ উঠছে। পাঞ্জাবের ফরিদকোটের এক হতদরিদ্র গ্রাম থেকে আসা এই ছেলের সব কিছুইতেই ভীষণ কৌতুহল। খুব অস্থির প্রকৃতির। আজ গাড়িতে করে এখানে আসার সময় বুজুর্গ তাকে ধমক দিয়ে বলেছে এখন থেকে সে যেনো কম কথা বলে। সেই থেকে মুজাহিদ বোবা হয়ে থাকার ব্যর্থ চেষ্টা করে যাচ্ছে।

দলের মধ্যে পঁচিশ বছরের ইসমাইলের সাথেই কেবল তার কথাবার্তা হয়। ইসমাইলের আসল নামটাও মুজাহিদ জানে, কিন্তু সে-নামে ডাকার কোনো উপায় নেই। সত্যি বলতে, তাদের সবার আসল নামই তারা জেনে গেছে এতোদিন একসাথে থাকার কারণে। ইসমাইল বলেছে বুজুর্গ এটা শুনলে ভীষণ রাগ করবে।

নামাজ শেষে সবাই পাশের ঘরে চলে গেলেও মুজাহিদ আর ইসমাইল নামাজঘরেই বসে রইলো।

"আমরা আসলে কি করবো, বড়ভাই?" উর্দুতে বললো মুজাহিদ।

"জিহাদ," একই ভাষায় জবাব দিলো ইসমাইল। "অনেক বড় একটা কাজ। আমাদের দুনিয়াদারির তুচ্ছ আর নান্নতের এই জীবনটা বিশাল কিছু হয়ে যাবে। এটা তুই ভালো করেই জানিস। খামোখা কেন জিজ্ঞেস করছিস?"

ইসমাইলের কথাগুলো বুজুর্গ কতোবার বলেছে তার কোনো হিসেব নেই। "আমি সেটার কথা বলছি না, বলছি কখন করবো, কোথায় করবো?"

"জানি না।" ছোট্ট করে বললো তাকে। "এটা আমাদের অনেক পরে জানানো হবে।"

"পরে কেন?"

"কারণ আগেভাগে জেনে কোনো লাভ নেই," চাপদাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে বললো ইসমাইল। তাকে বলা হয়েছে কয়েকদিন পরই এই দাড়ি শেভ করে ফেলতে হবে। অনেকদিন ধরে রাখতে রাখতে দাড়িটা তার শরীরের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গেছে।

প্রশ্নের জবাব পেতে না পেতেই আবার বলে উঠলো মুজাহিদ, "আমরা এখন যেখানে আছি সেটা কি করাচি?"

"মনে হয়।"

"আচ্ছা, আমাদের ট্রেইনিংগুলো কেন রাতেই বেশি হয়েছে?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"কারণ যে মানুষ রাতে এসব কাজ ভালোমতো করতে পারবে সে দিনের আলোয় আরো ভালোভাবে করতে পারবে।"

"ও," মুজাহিদের চোখেমুখে বিস্ময়। "আচ্ছা, আমরা এখানে কয়দিন থাকবো?"

"আহ্, এতো প্রশ্ন আমাকে কেন করছিস? আমি তো বুজুর্গ নই। আমি এসব জানিও না। একটু চুপ থাকতে পারিস না?"

দাঁত বের করে হাসলো মুজাহিদ। ইসমাইল দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাকালো ছেলেটার দিকে। ওর চেহারায় কেমন একটা মায়া-মায়া ভাব আছে। নাদান একটা বাচ্চা। বয়স যতো কম তারচেয়েও বেশি কম তার পরিপক্কতা। এর সম্পর্কে অনেক কিছুই জানে। ছেলেটা সুযোগ পেলেই, বিশেষ করে রাতে ঘুমানোর সময় নিজের পরিবার, গ্রাম, ভাই-বোন এসব নিয়ে প্রচুর কথা বলে। অভাবের সংসারে বড় হয়েছে। চার ক্লাস পড়াশোনা করার পর ওর বাপ ওকে কাজে লাগিয়ে দেয়। এখানে যোগ দেবার আগে কন্সট্রাকশনের মতো কঠিন কাজ করেছে কিছুদিন। তারপর *দাওয়া*'র লোকজনের কাছে টাকার বিনিময়ে আল্লাহর পথে উৎসর্গ করে দিয়েছে তার বাপ। জিহাদ করে ছেলেটা অসামান্য সওয়াব হাসিল করবে, সেই সাথে তাদের গরীবিও দূর হবে। ভাই-বোনদের ভবিষ্যত নিয়ে আর চিন্তা করতে হবে না। ইসমাইলের মতো বুঝেশুনে এ কাজে আসে নি সে, তাই তার কথাবার্তায় এর ছাপ পাওয়া যায় প্রতিনিয়ত। অবশ্য তাদের তেরোজনের দলে এরকম 'লারকা' আছে আরো তিনজন। বুজুর্গ চেষ্টা করে যাচ্ছে এইসব 'লারকা'দের সত্যিকারের জিহাদি জোশে উদ্দীপ্ত করতে।

"ভাই?" অনেকক্ষণ চুপ থেকে হাপিয়ে উঠলো মুজাহিদ।

"কি?" গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিলো ইসমাইল।

"ওরা এখান থেকে আমাদেরকে আর বের হতে দেবে না, তাই না?"

স্থিরচোখে চেয়ে রইলো ছেলেটার দিকে। আল্‌তো করে মাথা দোলালো অসন্তোষে। "এখানে ঢোকার পর বের হবার চিন্তা মাথায় ঢোকে কী করে?"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৩

শীতকালের সন্ধ্যা সাতটা মানে প্রায় ঘুটঘুটে রাত। মেরি অ্যান্ডারসনের রেলিং ঘেঁষে নদীর দিকে তাকালে শুধু বুড়িগঙ্গার ওপাড়ের শতশত বৈদ্যুতিক বাতির বিন্দু-বিন্দু আলো চোখে পড়ে। বুড়িগঙ্গা নদীতীরে পোস্তগোলা-পাগলা নামক জায়গায় অবস্থিত পর্যটন কর্পোরেশনের এই রেস্তোরাঁটি আসলে ভাসমান একটি লঞ্চ। এটি বেশ পুরনো। এখনও শহরের অনেক মানুষের আগ্রহ ধরে রেখে ভেসে বেড়াচ্ছে পচে যাওয়া নদীতীরে। পানি কতোটা পচে গেছে সেটা বোঝা যাচ্ছে না তবে মনে হচ্ছে এখানকার নদী এখনও পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায় নি।

ঠাণ্ডা বাতাসের কারণে জ্যাকেটের বোতামগুলো লাগিয়ে নিলো বাস্টার্ড। তার চোখ বার বার চলে যাচ্ছে দূরের একটি খালি টেবিলের দিকে, কিন্তু এমনভাবে তাকাচ্ছে কেউ বুঝতেই পারবে না কারোর জন্য অপেক্ষা করছে সে। তাকে দেখলে মনে হবে অলসভঙ্গিতে বসে আশেপাশের দৃশ্য দেখছে। তার মাথায় সানক্যাপ, একেবারে নীচু করে রাখা। দূর থেকে ভালো করে মুখ দেখার উপায় নেই।

সাতটা বাজতে এখনও এক মিনিট বাকি। সে এসেছে আরো দশ মিনিট আগে। বিকেলের দিকে ফোনে জামিল আহমেদের সাথে তার কথা হয়েছে। মাত্র চল্লিশ সেকেন্ডের বাক্যালাপেই সন্ধ্যা সাতটায় মেরি অ্যান্ডারসনে তাদের সাক্ষাতের ব্যাপারটা নিশ্চিত করা হয়।

ভুম-ভুম শব্দ করে নদী দিয়ে একটি লঞ্চ চলে গেলো। একটু দুলে উঠলো ভাসমান রেস্টুরেন্টটি। ঠিক এ-সময় প্রবেশপথের দিকে চোখ গেলো তার। মাঝবয়সী এক লোক এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে ঢুকছে। সাত নাম্বার টেবিলটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ভদ্রলোক।

নিজের আসনে বসে রইলো সে।

সাত নাম্বার টেবিলে বসেই হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে আবারো আশেপাশে কৌতূহল নিয়ে দেখলো জামিল আহমেদ। সে জানে এরকম মিটিংয়ের অভিজ্ঞতা যাদের নেই তারা একটু নার্ভাস থাকে। মিঃ আহমেদকেও কিছুটা নার্ভাস দেখাচ্ছে।

ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশের নীচে হবে। শারীরিকভাবে বেশ ফিট। ক্লিনশেভ আর পরিপাটি আচড়ানো চুল। ছাইরঙা ব্লেজার আর কালো প্যান্টে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বেশ অভিজাত একটি ভঙ্গি প্রকাশ পাচ্ছে। পায়ের ভ্যাগাবন্ড জুতো। হাতঘড়িটা দূর থেকে দেখেও আন্দাজ করা যাচ্ছে বেশ দামি একটি ব্র্যান্ডের হবে। তবে চেহারায় কেমনজানি বিষন্ন-বিষন্ন ভাব রয়েছে।

টেবিলে বসার পর মাত্র দু-তিন মিনিটেই অস্থির হয়ে উঠলো জামিল আহমেদ আন্দোলন। মুচকি হাসলো বাস্টার্ড। আস্তে করে উঠে সাত নাম্বার টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই তাকে দেখে ভদ্রলোক একটু চমকে উঠলো। খালি চেয়ারটা টেনে বসে পড়লো সে।

"মি: জামিল আহমেদ, আমার সাথেই আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট।"

ভদ্রলোক চোখ পিটপিট করে তাকে দেখতে লাগলো।

এরকম দৃষ্টির সাথে সে পরিচিত। যারা তাকে 'কন্ট্রাক্ট' করতে আসে তাদের প্রায় সবাই তাকে দেখার পর এমন আচরণ করে খুনি হিসেবে যেরকম ছবি কল্পনা করে তার সাথে একদমই মেলে না বলে। ভেতরে ভেতরে যে ভিরমি খায় সেটা খুব কম লোকজনই লুকোতে পারে।

"কি-কি খাবেন?" একটু তোতলালো জামিল আহমেদ। কথা শুরু করবে কিভাবে বুঝতে পারছে না।

"কফি," ছোট্ট করে বললো সে। "শুধুই কফি।"

ওয়েটারকে ইশারায় ডেকে দু-কাপ কফির অর্ডার দিলো ভদ্রলোক। "কফি খেতে খেতে কথা বলি, কি বলেন?"

"আপনি শুরু করুন, কফির জন্য অপেক্ষা করার দরকার নেই।"

একটু চুপ থেকে কথাগুলো গুছিয়ে নিলো জামিল আহমেদ। "ইয়ে মানে...কিভাবে বলবো বুঝতে পারছি না।"

"লোকটা কে?" ভদ্রলোককে আমতা আমতা করতে দেখে সরাসরি প্রশ্ন করলো বাস্টার্ড। "আর কেন এটা করতে চাচ্ছেন?"

স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো জামিল আহমেদ। তার সামনে যে খুনি বসে আছে সে কেবল দেখতেই হ্যান্ডসাম নয়, কথাবার্তাও স্মার্ট। গভীর করে দম নিয়ে বললো, "মওলানা ইউসুফ হোসাইনী।"

বাস্টার্ডের কপাল সামান্য কুচকে গেলো। "মওলানা?"

আলতো করে মাথা নেড়ে সায় দিলো মি: আহমেদ।

"আপনি তো একজন ব্যবসায়ি, এইসব মওলানাদের সাথে কী নিয়ে লাগলো?"

গভীর করে নিঃশ্বাস নিলো ভদ্রলোক। "লম্বা কাহিনী।"

"ছোট্ট করে বলুন।"

জামিল আহমেদ আন্দোলন কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইলো। "ওই বদমাশটা আমার বাবাকে খুন করেছে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"ও।" বুঝতে পেরেছে সে। তার আগের ক্লায়েন্টের মতোই একটি ঘটনা। "কেস করেছিলেন, মামলাও হয়েছিলো কিন্তু আসামী বেকসুর খালাস পেয়ে গেছে?" মুচকি হাসলো। "প্রথমে আদালতের উপরে আস্থা রেখেছিলেন, পরে দেখলেন কোনো লাভ হলো না?"

আলতো করে মাথা দোলালো ভদ্রলোক। "না। আমার ঘটনা সে-রকম নয়," কথাটা বলেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো আবার, "আমরা আসলে কোনো মামলা করি নি...করতে পারি নি।"

"কেন?"

"ওটা ১৯৭১ সালের ঘটনা।"

কয়েক মুহূর্ত চুপ মেরে রইলো সে। '৭১ মানে তার জন্মেরও আগের ঘটনা। মনে মনে মুচকি হাসলো। জন্মের আগের ঘটনা মিমাংসা করতে বলা হচ্ছে তাকে!

"১৪ই ডিসেম্বর ১৯৭১," জামিল আহমেদ নির্দিষ্ট করে বললো এবার।

"ও," ঘটনাটা শহীদ বুদ্ধিজীবি দিবসে বলে অবাকই হলো।

"আমার বয়স তখন দশ-এগারো," ভদ্রলোক বলতে শুরু করলো, "আমার বাবা ছিলেন নামকরা চিকিৎসক...টুকটাক রাজনীতি করতেন...মানে সমর্থন করতেন আর কি। চৌদ্দই ডিসেম্বর বিকেলে বাবাকে আমাদের বাসা থেকে মওলানা তুলে নিয়ে যায়।"

কথাটা বলেই বড় করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে গম্ভীর হয়ে গেলো জামিল আহমেদ আন্দোলন। তিক্ত স্মৃতি স্মরণ করার যন্ত্রণা ফুটে উঠলো তার চোখে-মুখে। বাস্টার্ডও কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে শহীদের সন্তানকে আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করলো। তার নিজের বাবা-মা কে সে জানে না। যাকে বাবা বলে জানে সে আছে জেলে। তাকে ঐ লোক কোত্থেকে নিয়ে এসেছিলো তাও তার অজানা। তারপরও বাবা-মায়ের প্রতি, এমনকি পালক-বাবার প্রতিও তার যে আবেগ সেটা হিসেবে নিয়ে ভেবে দেখলো, মিঃ আহমেদের জায়গায় সে হলে কেমন অনুভব করতো। ভদ্রলোকের চোখের দিকে ভালো করে তাকালো। আবেগে তার শরীরের প্রতিটি রোমকূপ আন্দোলিত হচ্ছে যেনো।

"...আমার চোখের সামনেই..." অনেকক্ষণ পর প্রায় অস্ফুটস্বরে বললো জামিল আহমেদ। তার চোখে ভেসে উঠলো বহু পুরনো আর দগদগে ঘায়ের একটি স্মৃতি। তিনযুগেরও বেশি আগের ঘটনা কিন্তু তার কাছে মনে হয় এই সেদিন, এই তো ক-দিন আগে তার চোখের সামনে ঘটে গেছে। এমনকি ঐদিনের আকাশে বাতাসে যে গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছিলো তাও স্পষ্ট মনে করতে পারে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৪

অবরুদ্ধ ঢাকা
১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৭১

শীতের পড়ন্ত বিকেলে নিজেদের বাড়ির দোতলায় কী যেনো করছিলো দশ বছরের আন্দোলন, হঠাৎ শোরগোল শুনে বেলকনিতে এসে দেখে তাদের বাড়ির সামনে একটি সাদা রঙের জিপগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

তার বাবার কাছে প্রায়ই বিভিন্ন ধরণের লোকজন আসে। তারা যখন আসে তখন তাকে দোতলায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। বাবা-মা চায় না ছোট্ট আন্দোলন কিছু বুঝুক। কিন্তু সে ঠিকই বোঝে ওরা কারা। তার বয়স কম হতে পারে কিন্তু এটুকু বোঝার ক্ষমতা ঠিকই আছে। সে কি একদিন শুনতে পায় নি তার মা বলছিলো, এভাবে বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধাদের আনাগোনা খুবই বিপজ্জনক?

যাহোক, গাড়ির সামনে দু-জন যুবককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ছোট্ট আন্দোলনও মনে করে নি ওরা মুক্তিযোদ্ধা। কারণ ওরা কখনও এভাবে গাড়িতে করে তাদের বাসায় আসে না। ওরা আসে লুকিয়ে লুকিয়ে। আর কখন চলে যায় সেটা সে জানতেও পারে না।

দু-জনের মধ্যে একজন বেশ লম্বামতো, পরনে কালো প্যান্ট, ঘিয়েরঙা শার্ট। ক্লিনশেভ। মাথার চুলগুলো সুন্দর করে একপাশে আচড়ানো। আয়েশ করে সিগারেটে টান দিচ্ছে। তার চোখেমুখের অভিব্যক্তি মোটেও প্রীতিকর নয়। কেমন চাপা আর উন্মত্ত এক হিংস্রতা ভর করেছে যেনো। লোকটার চোখ দুটো লাল টকটকে, রাতে ঘুম না-হলে যেমন হয়। সিগারেটে টান দিয়ে বার বার তাদের বাড়ির মেইনগেটের দিকে তাকাচ্ছে চাপাক্ষোভের সাথে। তখনই লোকটির শরীরে বিশেষ একটি বৈশিষ্ট্য দশ বছরের আন্দোলনের চোখে পড়লো।

একটু পরই সে দেখতে পেলো পাঁচ-ছয়জন লোক তার বাবাকে ধরে বাড়ির বাইরে নিয়ে যাচ্ছে। বাবার গায়ে স্যান্ডো গেঞ্জি আর প্যান্ট। একটু আগেই চেম্বার থেকে বাসায় ফিরেছিলেন। বাবার হাত দুটো একটা গামছা দিয়ে পেছনমোড়া করে বাধা। মাথার চুল এলোমেলো। লোকগুলো বাবাকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাড়ির বাইরে নিয়ে যাবার সময় তার মা ছুটে এসে হাতজোর করে মিনতি জানাচ্ছে, চোখের জলে অনুনয়-বিনয় করে স্বামীকে ছেড়ে দেবার আকুতি করছে, কিন্তু যুবকেরা ভাবলেশহীন।

অবরুদ্ধ ঢাকা। পঁচিশে মার্চের রাত থেকে সবকিছু পাল্টে গেছে। চারপাশে যুদ্ধ-যুদ্ধ আতঙ্ক। দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে ঢাকায় যেসব ঘটনা ঘটে যাচ্ছে তাতে করে ছোট্ট আন্দোলনের বুক ধরফর করে উঠলো অজানা আশংকায়। এমন কোনো রাত নেই যে গোলাগুলি আর মানুষজনের চিৎকার শোনা যায় না। পথেঘাটে গুলিবিদ্ধ লাশের দেখা পাওয়াটাও বিরল নয়। সে নিজে এরকম দৃশ্য দেখেছে একবার। তার মা সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ হাত দিয়ে ঢেকে দিয়েছিলো। প্রায়ই শোনা যায় লোকজন বাইরে গিয়ে আর ফিরে আসছে না। নিজের বাড়ি থেকেও ডেকে নিয়ে যাবার পর অনেকে নিখোঁজ হয়ে গেছে। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি পাক-সরকার জোর করে স্কুল-কলেজ খোলার হুকুম দেয়। আন্দোলন আবার স্কুলে যেতে শুরু করে কিন্তু ক্লাসের উপস্থিতি অর্ধেকের নীচে নেমে আসে। মাঝে-মধ্যে কয়েকদিনের জন্য বন্ধ থাকলেও নভেম্বর পর্যন্ত স্কুল খোলা ছিলো। এরপর অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়। লোকজন চাপাকণ্ঠে বলাবলি করছে মুক্তিযোদ্ধারা নাকি ঢাকার কাছাকাছি চলে এসেছে। সন্ধ্যার পর কার্ফু, রাস্তায় বের হওয়া নিষেধ। ভীতিকর এক পরিবেশ। এমনকি দিনের বেলায়ও পাড়ার বন্ধুদের সাথে খেলতে পারে না। অবশ্য খুব বেশি পাড়াতোবন্ধু নেইও, তাদের অনেকের পরিবারই শহর ছেড়ে চলে গেছে।

কয়েকদিন আগে থেকে শুরু হয়েছে ভারতীয় বিমান হামলা। ঢাকার আশেপাশে বোমা ফেলা হচ্ছে। যখনই বিমান হামলা শুরু হয় তার কানে তুলো গুঁজে দেয় মা। শোনা যাচ্ছে, পাকিস্তানী মিলিটারি নাকি কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। আর ক-দিন বাদেই দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে।

আন্দোলন বেলকনিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছিলো, তার মা, দাদি আর বুড়ো কাজের লোক হোসেন মিয়ার অনুনয়-বিনয় আর সমস্ত আকুতি বৃথা হয়ে গেলো। জিপগাড়িটা চলে গেলো তার বাবাকে নিয়ে। জিপে ওঠার আগে কী মনে করে যেনো তার বাবা ঘুরে তার দিকে তাকিয়েছিলো। বাপ-ছেলের মধ্যে কয়েক মুহূর্তের দৃষ্টি বিনিময় হয়ে যায় তখন। তার বাবার চোখের ভাষা স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিলো সে। তারপর থেকে এই দৃশ্যটি চিরকালের জন্য তার মনে গেঁথে রইলো। বাবার সেই চোখ, করুণ অভিব্যক্তি এখনও তার স্বপ্নে হানা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেয়। পনেরো-ষোলো বছর বয়স পর্যন্ত বাবার ঐ চাহনিটা স্বপ্নে দেখে চিৎকার দিয়ে জেগে উঠতো। বাবা-বাবা বলে কান্না জুড়ে দিতো। মা এসে বুকে জড়িয়ে ধরে রাখতো তাকে। সে-সব কথা মনে পড়লে আজো তার গায়ের রোমকূপ আন্দোলিত হয়। বেদনার এক সুতীব্র আবেগ এসে ভর করে বুকে। মেট্রিক পাশ করার পরও সে এই স্বপ্ন দেখতো কিন্তু তখন আর ঘুম থেকে চিৎকার দিয়ে জেগে উঠতো না, কান্নাও জুড়ে দিতো না। শুধু বিছানায় বসে থাকতো মূর্তির মতো। সত্যি বলতে, আজো, এই বয়সে এসে মাঝেমধ্যে ঐ স্বপ্নটা দেখে। ঘুম ভেঙে যায়। তারপর বাকি রাত আর ঘুমাতে পারে না, চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকে।

পাষণ্ডদের জিপটা তাদের বাড়ির সামনে থেকে চলে যাবার পর আর কোনো দিন তার বাবা ফিরে আসে নি। এমনকি তার লাশটাও পাওয়া যায় নি কোথাও। এ ঘটনার মাত্র দু'দিন পরই দেশ স্বাধীন হয়ে যায়। তারা কেউ ১৬ই ডিসেম্বরের বিজয় উৎসব করতে পারে নি। তার পরিবার আর আত্মীয়স্বজন বাবাকে খুঁজতে হন্যে হয়ে বেরিয়ে পড়ে ঢাকা শহরে। রাজাকার, আল-বদর আর পাকিস্তানী মিলিটারিদের যতো ক্যাম্প আছে সবখানে তারা খুঁজে দেখেছে কোথাও বাবাকে পাওয়া যায় নি। রায়েরবাজারের বধ্যভূমিতেও মেলে নি গলিত কোনো লাশ। তারপরও খোঁজার আশা বাদ দেয় নি তার পরিবার-আত্মীয়স্বজন। সে এক অন্তহীন খোঁজা। বড়রা নিজের কাণ্ডজ্ঞান দিয়ে বুঝে গেছিলো তার বাবার পরিণতি কি হয়েছে কিন্তু তাদের মনে ক্ষীণ আশা তখনও নিঃশেষ হয়ে যায় নি।

সব কিছুর যেমন শেষ আছে তেমনি এই খোঁজাখুঁজিরও শেষ হলো একদিন। সে বুঝে গেলো আর কোনোদিন ফিরে আসবে না তার বাবা। চেম্বার থেকে বাসায় ফেরার সময় তার জন্য কোনো খেলনা কিংবা লজেন্স, পেস্ট্রি কিংবা মিষ্টি নিয়ে আসবে না। মা আর-কোনোদিন বলবে না, সকালে বাবা যখন চা খেতে খেতে পত্রিকা পড়ে তখন যেনো তাকে বিরক্ত করা না হয়। টিচাররা আর কখনও তার বাবার চেম্বারের টেলিফোন নাম্বারটা চাইবে না। খেলতে খেলতে সন্ধ্যা হয়ে গেলে বাবার ভয়ে বাড়িতে ফেরাটাও হবে না আর। একাত্তরের অসংখ্য শহীদের দলে তার বাবাও যে যোগ দিয়েছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৫

"আপনার কফি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।"

"ও।" বাস্টার্ডের কথায় সম্বিত ফিরে পেলো জামিল আহমেদ আন্দোলন। সংক্ষেপে নিজের জীবনের সেই ভয়াল সময়টির কথা বলার পরই আনমনা হয়ে পড়েছে।

কফির কাপটা তুলে নিলো সে।

"বুঝলাম। কিন্তু আপনি একটু অপেক্ষা করে দেখতে পারেন...শোনা যাচ্ছে ওদের বিচার করার জন্য ট্রাইবুনাল করা হবে। তখন নিশ্চয় ওখানে কেস ফাইল করতে পারবেন?"

দীর্ঘশ্বাস ফেললো জামিল আহমেদ। রাজনীতিবিদদের বিশ্বাস করার মতো বোকা সে নয়। এর আগে একাত্তরের ঘাতকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে উঠলেও শেষ পর্যন্ত রাজনীতির হিসেব-নিকেশ আর ক্ষমতার লোভের কাছে হেরে যায় সমস্ত আবেগ। এবার যদি সত্যি সত্যি বিচার করা হয়ও তারপরও কথা থেকে যায়। উচ্চপর্যায়ের অনেক নেতার সাথে তার বেশ ভালো সম্পর্ক রয়েছে। সম্ভাব্য বিজয়ি দলের এক গুরুত্বপূর্ণ নেতা তাকে বলেছে নির্বাচনে জয়ি হলে কমপক্ষে বিশ-পঁচিশজন যুদ্ধাপরাধীর বিচার করা হবে এবার। কিন্তু...

উদাসিনতা কাটিয়ে টেবিলের ওপাশে তাকালো। কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে পেশাদার খুনি। যেনো তার আবেগকে সংযত হবার সময় দিচ্ছে। "যে ট্রাইবুনালের কথা বলছেন তার ক্ষমতা হবে না ঐ নরপিশাচের বিচার করা।"

"ঐ মওলানা কি অনেক শক্তিশালী? কোনো পার্টি করে?"

স্থির চোখে চেয়ে রইলো আন্দোলন। "না।"

"তাহলে?"

"মওলানা দেশে থাকে না।"

নড়েচড়ে উঠলো সে। "...কোথায় থাকে?"

দাঁতে দাঁত চেপে বললো ভদ্রলোক, "পাকিস্তানে।"

ওহ্! এই একটি দেশই আছে যেখানে কখনও যাওয়ার ইচ্ছে হয় নি, কোনোদিন যে যেতে হবে কল্পনাও করে নি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জামিল আহমেদ কফিতে চুমুক দিয়ে আবারো চুপ মেরে গেলো। দশ বছর বয়স থেকে পিতার হত্যাকারীর মুখটা সে মনে রেখেছে এই আশায়, একদিন নরপশুটাকে দেখে ঠিক ঠিকই চিনতে পারবে। আজ সাইত্রিশ বছর পর হঠাৎ করেই সেটা ঘটে গেলো কিন্তু সে কিছুই করতে পারছে না, কারণ লোকটা পাকিস্তানে থাকে!

ইসরাইল কি ইহুদি হত্যাকারী নাৎসিদের অন্য দেশ থেকে ধরে ধরে এনে বিচার করে নি? তারা কি তাদের দেশের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের একটি বিশেষ দল তৈরি করে সারাবিশ্বে লুকিয়ে থাকা নাৎসিদের খোঁজার কাজে নিয়োজিত করে নি? যাদের ধরে এনে বিচার করা সম্ভব হয় নি তাদের কি গুপ্তহত্যা করে শেষ করে দেয় নি?

তার মা দীর্ঘ ত্রিশ বছর অপেক্ষা করেছে স্বামীর হত্যাকারীর বিচারের জন্য। অবশেষে একটা আক্ষেপ নিয়েই দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হয়েছে তাকে। এখন দেখতে দেখতে তার বয়সও কম হলো না। সেও কি একই আক্ষেপ নিয়ে দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবে?

অনেক ভেবে অবশেষে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে একেবারে ভিন্নভাবে এটা করবে সে, এরজন্যে যতো টাকাই লাগুক না কেন।

"পাকিস্তানের করাচিতে..." অনেকক্ষণ চুপ থাকার পর আস্তে করে বললো জামিল আহমেদ।

একটা শহরই বটে! মনে মনে বললো বাস্টার্ড। মোহাজেরদের সাথে স্থানীয়দের রক্তারক্তি লড়াই, শিয়া-সুন্নি দাঙ্গা আর শুক্রবার হলেই একদল ঈমানদার লোক জেহাদি জোশ নিয়ে আরেকদল নামাজির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

"আপনি কিভাবে জানলেন মওলানা ওখানে থাকে? চিনলেনই বা কেমন করে?"

"গত মাসে আমি দুবাই থেকে ঢাকায় ফিরছিলাম, তখন প্লেনে দেখা হয়," ওয়েটার চলে যাবার পর বললো মি: আহমেদ। "ঘটনাচক্রে আমরা পাশাপাশি সিটে বসেছিলাম।"

একটু অবাকই হলো সে। ঘটনাচক্র আর কাকতালীয় ব্যাপারগুলো কতোই না বিস্ময়কর হতে পারে। মানুষের জীবনে এগুলো বিশাল প্রভাব ফেলে। কখনও সেটা বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি করে, আবার কখনও দারুণ সুযোগ তৈরি করে দেয়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আপনার বাবার ঐ ঘটনার পর মওলানাকে আর কখনও দেখেছেন?"

এ প্রশ্নে অবাক হলো আন্দোলন। "না।"

"পত্রিকায় তার কোনো ছবি?"

মাথা দুলিয়ে জবাব দিলো শহীদের সন্তান। যুদ্ধের পর মওলানার টিকিটাও দেখা যায় নি। তার কোনো ছবিও জোগাড় করতে পারে নি তারা। শুধু ভাসা ভাসা কিছু তথ্য ছাড়া।

"তাহলে এতোদিন পর লোকটাকে দেখে কিভাবে চিনতে পারলেন?" কফিতে চুমুক দিয়ে সঙ্গত প্রশ্নটিই করলো সে। তার কথায় সন্দেহের আভাস সুস্পষ্ট।

গভীর করে দম নিলো জামিল আহমেদ আন্দোলন। "তাকে চিনতে আমার একটুও ভুল হয় নি, এ-ব্যাপারে আমি নিশ্চিত," বেশ জোর দিয়ে বললো কথাটা।

"এতোটা নিশ্চিত করে বলতে পারেন না। আপনার তো ভুলও হতে পারে?" বাজিয়ে দেখতে চাইলো।

মাথা দোলালো ভদ্রলোক। "আমার কোনো ভুল হয় নি।"

এরকম দৃঢ়তা দেখে অবাক হলো সে। "কিভাবে বুঝলেন ভুল হয় নি? এতোদিন পর নিশ্চয় তার অনেক পরিবর্তন হয়েছে? তিনযুগ আগে কয়েক মুহূর্তের জন্য দেখেছিলেন...ভুল তো হতেই পারে।"

জামিল আহমেদ আন্দোলন বাস্টার্ডের দিকে চেয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত। ছেলেটা যা বলছে তা একদম যৌক্তিক কিন্তু ঐ লোকটাকে যে সে সঠিকভাবেই চিনতে পেরেছে এটা তার চেয়ে বেশি কেউ জানে না।

"কিছু মনে করবেন না, এসব কথা বলছি, কারণ আমি কোনো ভুল মানুষের পেছনে লাগতে চাই না। তাছাড়া ভুল লোককে হত্যা করে আপনারও কোনো ফায়দা হবে না। টাকাগুলো নষ্ট হবে...আপনার আক্ষেপ আরো বেড়ে যাবে।"

"আপনি ঠিকই বলেছেন," আস্তে করে বললো জামিল আহমেদ। "এতোগুলো বছরে তার অনেক পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু আমি তাকে ঠিকই চিনতে পেরেছি। তার সেই চোখ, সেই চাহনি আর হাতের সেই ছয়টি আঙুল...এটা আমার পক্ষে কখনও ভোলা সম্ভব নয়।"

"ছয়টি আঙুল?" অবাক হলো সে।

"হুম। লোকটার ডান হাতে ছয়টি আঙুল। যাকে বলে পলিডাকটাইলি।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"শুধু এটা দেখেই আপনি নিশ্চিত হয়ে গেলেন? এরকম ছয়-আঙুলের লোকজন আরো অনেক থাকতে পারে।"

"তা জানি। তবে আরো কিছু ব্যাপার আছে।"

"যেমন?"

"সব পলিডাকটাইলি মানুষের কড়ে আঙুলের পাশে বাড়তি আঙুল থাকে না। কারো কারো বুড়ো আঙুলের উপরে থাকে...কারোটা আবার খুব স্বাভাবিক দেখতে হয়।"

বাস্টার্ড চুপচাপ শুনে যেতে লাগলো কথাগুলো।

"ঐ লোকের কড়ে আঙুলের পাশে বাড়তি যে আঙুলটা আছে সেটা একটু বিকৃত। কোনো কাজে লাগে না।"

আল্‌তো করে মাথা নেড়ে সায় দিলো সে।

"আরেকটা ব্যাপার, একাত্তরে লোকটার নাম ছিলো ইউসুফ আলী, এখন মওলানা ইউসুফ হোসাইনী। অন্য অনেকের মতো নামটা পুরোপুরি পাল্টায় নি। যোগ-বিয়োগ করেছে শুধু।" একটু থেমে আবার বললো শহীদের সন্তান, "এভাবে অনেকেই নিজেদের নাম পাল্টে নিয়েছে। এদের অনেকেই দেশে বসবাস করে। অনেকেই নামের আগে 'মওলানা' টাইটেলও জুড়ে দিয়েছে।"

"হুম," বললো বাস্টার্ড। এটা সে জানে। নিজেদের জঘন্য অতীত মুছে ফেলার প্রথম প্রচেষ্টা হিসেবে পৈতৃক নামটাকে অনেকেই সামান্য বদলে নিয়েছে। নতুন নাম, নতুন পরিচয়, নতুন একজন মানুষ–কুখ্যাত অতীতের সাথে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার একটি কৌশলী প্রচেষ্টা।

"তারচেয়েও বড় কথা কয়েকদিন আগে আমি একটি বই হাতে পেয়েছি," বললো জামিল আহমেদ, "*একাত্তরের ঘাতকেরা কে কোথায়* নামের এ বইতে উল্লেখ আছে, তৎকালীন ইসলামী ছাত্রসংঘের নেতা, বদরবাহিনীর কমান্ডার ইউসুফ আলী বর্তমানে পাকিস্তানে বসবাস করছে।"

"হুম, বুঝেছি।"

জামিল আহমেদ আন্দোলনের মুখে হাসি দেখা গেলো না, নির্বিকার থাকার চেষ্টা করলো সে।

"কিন্তু ঐ লোক করাচির কোথায় থাকে তা কি আপনি জানতে পেরেছেন?"

"না," জবাব দিলো ভদ্রলোক। "তবে ওর বিজনেস-কার্ড আছে আমার কাছে। মনে হয় ওটা দিয়ে খুব সহজেই ওকে খুঁজে বের করা যাবে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাথা নেড়ে সায় দিলো সে। বিজনেস-কার্ড খুবই ইনফর্মেটিভ হয়ে থাকে। "ঐ লোক কি ধরণের বিজনেস করে ওখানে?"

"বিজনেস-কার্ডে লেখা আছে ফিশারিজের কথা। আমার সাথে কথাবার্তা বলার সময়ও বলেছে মিডল-ইস্টে মাছ এক্সপোর্ট করে। এ-কারণেই প্রচুর জার্নি করতে হয় তাকে।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো বাস্টার্ড।

খুনি কিছু বললো না দেখে কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে বলে উঠলো আবার, "আমার মনে হয় এই লোকটা টার্গেট হিসেবে খুবই সহজ। বিশেষ করে আপনার মতো কারোর জন্য।"

নির্বিকার রইলো সে। কথাটার মধ্যে প্রচ্ছন্ন প্রশংসা রয়েছে। "টার্গেটের কোনো ছবি আছে আপনার কাছে?" কাজের কথায় চলে গেলো সরাসরি।

আস্তে করে মাথা দোলালো ভদ্রলোক। "না।"

"শুধু বিজনেস-কার্ড...কোনো ছবি নেই," অনেকটা আপন মনে বলে উঠলো। "তার মানে তাকে খুঁজে বের করতে হবে আগে। এটা একটা সমস্যা।"

"এই সমস্যাটা মনে হয় খুব সহজেই সমাধান করা যাবে," বললো মিঃ আহমেদ।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো বাস্টার্ড।

"আপনি আমার রেফারেন্স নিয়ে ওই লোকের সাথে দেখা করতে পারেন।"

একটু অবাক হলো সে। "আমি ওই লোকের সাথে দেখা করবো?" টার্গেটের সাথে দেখা করার মতো ঝুঁকিপূর্ণ কাজ আর হয় না। এটা তার পদ্ধতিও নয়।

"এমনি এমনি তো আর যাচ্ছেন না...আপনি যাবেন একটা কাজে।"

"কি কাজে?"

"ওর একটা জিনিস আছে আমার কাছে, ওটা ফেরত দিতে যাবেন।"

"কি জিনিস?"

"একটা বই।"

"বই?" আবারো অবাক হলো সে।

"হুম। প্লেনে আমাদের মধ্যে খুব একটা কথাবার্তা হয় নি। ওই লোক যখনই জানতে পেরেছে আমি বাংলাদেশী তখন থেকেই একটু রিজার্ভ হয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গেছিলো। আমিই আগ বাড়িয়ে যা বলার বলেছি, অনেক কিছু জানার চেষ্টা করেছি। সৌজন্যতার খাতিরে সে কথা বলতে বাধ্য হয়েছে বলতে পারেন," একটু থেমে আবার বললো, "ওর হাতে একটা বই ছিলো...পলিটিক্যাল অ্যানালিসিস টাইপের নন-ফিকশন। আমি ওটা পড়ার কথা বলে ওর কাছ থেকে নিয়ে নিয়েছিলাম, পরে আর ফেরত দেই নি। মানে খেয়াল ছিলো না। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ওটা ফেরত দেবার কথা বলে আপনি ওর সাথে দেখা করতে পারেন।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো বাস্টার্ড। বুঝতে পেরেছে সে। অবশ্য তার কাছে মনে হচ্ছে না মিঃ আহমেদ বেখেয়ালে কাজটা করেছে। আর যদি করেও থাকে, টার্গেটের খুব কাছে পৌছে যাওয়ার মতো দারুণ একটা জিনিস বাগিয়ে নিতে পেরেছে। "হুম...বইটা কাজে লাগানো যেতে পারে।"

জামিল আহমেদকে সন্তুষ্ট দেখালো।

"কিন্তু টার্গেট সহজ হলেও এই মিশনটা খুব কঠিন।"

ভুরু কুচকালো আন্দোলন। "লোকটা একজন ব্যবসায়ি, নিশ্চিন্তে করাচি শহরে বসবাস করছে...একেবারেই সাধারণ একজন মানুষ।"

"হুম, তা ঠিক। কিন্তু সমস্যাটা অন্যখানে।"

জামিল আহমেদ আন্দোলন বুঝতে পারলো দেশটা পাকিস্তান, তার উপরে করাচি শহর। ওরকম একটি জায়গায় গিয়ে কোনো কাজ করাটা সত্যিই কঠিন। "পাকিস্তানের মতো একটি দেশে গিয়ে কাজ করার কথা বলছেন তো?"

মাথা দোলালো বাস্টার্ড। "না। একদিক থেকে দেখলে পাকিস্তান বলেই কাজটা করা বরং সহজ হবে। যেখানে আইনের শাসন আছে, সবকিছু মোটামুটি ঠিকঠাক চলে সেখানেই বরং এরকম কাজ করা কঠিন। তাছাড়া টার্গেটটাও মনে হচ্ছে সহজই।"

"তাহলে আপনি কিসের কথা বলছেন?"

"রিসোর্স," একটু থেমে বললো বাস্টার্ড, "ওখানে আমার কোনো রিসোর্স নেই।"

জামিল আহমেদ চুপ মেরে রইলো। বুঝতে পারছে না কী বলবে।

"বিশ্বস্ত রিসোর্স ছাড়া দেশের ভেতরে কাজ করাই খুব কঠিন, করাচিতে সেটা করা প্রায় অসম্ভব।"

মিঃ আহমেদ হতাশ হয়ে চেয়ে রইলো তার সামনে বসা খুনির দিকে। এর

www.BanglaBook.org

সম্পর্কে যা শুনেছে সবটা তাহলে সত্যি নয়। সাধারণত যা হয়, মানুষ একটু বাড়িয়েই বলে। হয়তো সে নিজের কাজে সেরা কিন্তু অতোটা নয় যে, করাচিতে গিয়ে কাউকে খুন করে আসতে পারবে।

"তাই এ মুহূর্তে আমি আপনার প্রস্তাবটায় রাজি হতে পারছি না...আমাকে একটু সময় দিতে হবে," বললো সে। "তিনদিন পর আপনাকে জানাচ্ছি।"

আন্দোলনের মুখ থেকে হতাশার কালোছায়া কিছুটা সরে গেলো। ভেবেছিলো সরাসরি না করে দেবে। অস্ফুটস্বরে বললো, "ঠিক আছে। তাহলে আপনি আমাকে কিভাবে জানাচ্ছেন?"

"ফোনে। তিনদিন পর আমি ফোন করে আবারো দেখা করার সময় বলে দেবো আপনাকে।"

কথাটা বলেই উঠে দাঁড়ালো সে। কোনোরকম সৌজন্যতা না দেখিয়ে চলে গেলো।

অপলক চোখে চেয়ে রইলো জামিল আহমেদ আন্দোলন। এরকম খুনি জীবনেও দেখে নি। পরক্ষণেই তার মনে হলো, দীর্ঘ এই জীবনে খুব বেশি খুনি দেখেও নি। সত্যি করে বললে, মাত্র দু-জনকে দেখেছে। একজনকে সেই তিনযুগ আগে, আর দ্বিতীয়জনকে এইমাত্র। তবে কোনো খুনির সাথে এক টেবিলে বসে এই প্রথম কথা বললো। অবশ্য একবারের জন্যেও তার মনে হয় নি লোকটা পেশাদার কোনো খুনি হতে পারে।

আজকাল তাহলে স্মার্ট লোকজনও খুনখারাবিকে প্রফেশন হিসেবে বেছে নিয়েছে! মনে মনে বলে উঠলো সে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৬

করাচি
অজ্ঞাত সেফহোম

মুজাহিদ ঘরের এককোণে জড়োসরো হয়ে বসে আছে। বুজুর্গকে সে এর আগে কয়েকবারই রাগতে দেখেছে, বেশিরভাগ সময়ই তার উপরে কিন্তু আজকের মতো কখনও দেখে নি। তবে স্বস্তির ব্যাপার হলো বুজুর্গ আজ তার উপরে রাগ করছে না।

লোকটার দিকে ভালো করে তাকালো। চেহারাটা কেমনজানি রাগি-রাগি। দেখতে একদম গাব্বার সিংয়ের মতো লাগছে। শুধু দাড়িটা একটু বড়, মাথার চুল ছোটো ছোটো। চোখ আর কথা বলার ভঙ্গি একদম গাব্বারের মতো! এমন কি শরীরটাও। গাব্বার যেভাবে তার চেলাদের সাথে রেগে রেগে কথা বলে বুজুর্গ এখন ঠিক সেভাবেই তাদের সাথে কথা বলছে। যেনো তারা দশজন এক একটা কালিয়া!

মুজাহিদ একটু ভয়ে আছে। তিনজন পালানোর ঘটনা সে আগে থেকেই জানতো কিন্তু কাউকে কিছু বলে নি। ঐ তিনজন তাকেও বলেছিলো ওদের সাথে যোগ দিতে, রাজিও হয়েছিলো সে কিন্তু শেষ মুহূর্তে হুট করেই সিদ্ধান্ত বদলে ফেলে। তার মনে হয়েছিলো এভাবে পালিয়ে গেলে তার বাবা আর পরিবার হয়তো বিপদে পড়ে যাবে। *দাওয়া*'র লোকজন ওদের উপরে ক্ষিপ্ত হয়ে কিছু করে ফেলতে পারে।

"আমরা তখন ঘুমিয়ে ছিলাম...সবাই," কাচামাচু ভঙ্গি করে দুর্বল উর্দুতে বললো লম্বামতো এক পশতুন। তার এখনকার নাম বাদা।

"সবাই ঘুমিয়ে ছিলে?!" চেঁচিয়ে উঠলো বুজুর্গ। "দশজন মানুষ মরার মতো পড়ে থাকলো আর তিনজন পালালো, কেউ টেরই পেলে না?!" বুজুর্গ যেনো কোনোভাবেই মানতে পারছেন না তিনজন মানুষ কি করে দশজনের মধ্য থেকে সটকে পড়তে পারলো। "এই হলো এতোদিনের শিক্ষা!" হাত ছুঁড়ে বললেন তিনি। "এই তোমাদের শিক্ষা দিলাম!" জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিলেন আবার। "আমি কি জবাব দেবো উপরওয়ালার কাছে?"

সবাই নিরুত্তর রইলো। মুজাহিদ বুঝতে পারলো না 'উপরওয়ালা' বলতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বুজুর্গ কি বুঝিয়েছেন। একজন তো অনেক উপরে বসে আছেন, সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ করেন তিনি, সারা-জাহানের মালিক!

নাকি তাদের দলের উপরমহলে বসে থাকা কারোর কথা বলছে? তার ভাবনায় ছেদ পড়লো বুজুর্গের গমগমে কণ্ঠে।

"তোমাদের রক্তে জেহাদের জোশ তৈরি করতে পারলাম না...এটা আমারই ব্যর্থতা। মনে হচ্ছে তোমরা কেউ শাহাদাতকে বরণ করতে চাও না! চাও দুনিয়ার মওজ লুটতে!"

"বুজুর্গ?" মিনমিনে গলায় বললো ছোটোখাটো গড়নের নাজিহ্। যে কিনা 'হায় ভগবান' প্র্যাকটিস করা নিয়ে যারপরনাই বিরক্ত হয়ে আছে বিগত কয়েকদিন ধরে। সে একজন সাচ্চা মুসলমান। ইসলামের খেদমতে সে নিজের জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। আর তাকে কিনা মালোয়ানদের খোদার নাম জপ করতে দিয়েছে!

"কি?" চেঁচিয়েই জবাব দিলো বুজুর্গ।

"যারা গেছে তাদেরকে গালাগালি করেন সমস্যা নেই, আমরা যারা ইসলামের জন্য এখনও জান-কুরবান করতে প্রস্তুত তাদের নিয়ত নিয়ে কথা বলাটা কি ঠিক হচ্ছে?"

বুজুর্গ যেনো বেমক্কা ধাক্কা খেলো। রাগে ফেঁটে পড়বে কিনা বুঝতে পারলো না। ছেলেটা যা বলেছে তার সবটাই সত্যি, তবে সত্যিটা বেয়াদপের মতো করে বলেছে।

"তাদেরকে আমি কোথায় পাবো!?" চিৎকার করে দু-হাত ছুঁড়ে বললো অবশেষে।

সবাই মাথা নীচু করে রাখলো, শুধু প্রশ্নকর্তা বাদে। সে এখনও বুজুর্গের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে আছে, যেনো তার প্রশ্নের জবাব এখনও পায় নি।

"কোথায় পাবো সেইসব গাদ্দারগুলোকে? না জানি কতো বড় ক্ষতি করবে তারা!"

"ওরা আবার কি ক্ষতি করবে?"

"কি ক্ষতি করবে?" দাঁতে দাঁত চেপে বললো বুজুর্গ। "এটা বোঝার মতো আক্কল তোমার এখনও হয় নি?" হতাশা দেখালো লোকটাকে। "ওই বেঈমানগুলো যদি পুরো ব্যাপারটা ফাঁস করে দেয়?"

"কার কাছে ফাঁস করবে?" প্রশ্ন কর্তাকে এখন না-বুঝ বলে মনে হচ্ছে।

"কার কাছে!" কপালে চাপড় মারলেন বুজুর্গ। "কার কাছে আবার,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমাদের শত্রুদের কাছে! যারা আমাদের ভাইদেরকে পশুপাখির মতো হত্যা করে। নামাজ আদায় করতে দেয় না। আজান দিতে বাধা দেয়। এমন কি যাদের কারণে আমাদের মুসলিম ভায়েরা কোরবানি দিতেও পারে না। তারা চায় মুসলমান হবে হিজড়ারদল! সব সময় তাদের পায়ের নীচে পড়ে থাকবে!"

সবাই নিশ্চুপ হয়ে রইলো। কিন্তু ঐ একজন নাছোরবান্দা। "এখানকার দায়িত্বে যারা আছে তারা কি করলো? আমরা তো একটু বাইরে যেতে চাইলেও তারা যেতে দেয় না। এমনকি জানালা খুলতে গেলেও বাধা দেয়। গতকাল ছাদে উঠতে গেছিলাম...তাও দেয় নি, অথচ আজ তিন-তিনজন পালিয়ে গেলো তাদের চোখের সামনে দিয়ে?"

বুজুর্গ দাঁতে দাঁত চেপে বেয়াদপটার কথা হজম করে নিলো। "তোমরা সবাই প্রস্তুত হয়ে নাও, একটু পর গাড়ি আসবে। আমরা সবাই অন্য জায়গায় চলে যাবো।"

কাউকে আর কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেলে হাফ ছেড়ে বাঁচলো সবাই।

"ওরা পালিয়ে গেলো কেন?" বাকিরা ঘরের বিভিন্ন অংশে জটলা পাকিয়ে নীচুস্বরে কথা বলায় ব্যস্ত হতেই ছোট্ট মুজাহিদ প্রথম সুযোগে প্রশ্নটা করে বসলো ইসমাইলকে।

"ওরা মরতে ভয় পায় তাই পালিয়েছে," বিরক্ত হয়ে জবাব দিলো সে।

"মরতে তো সবাই ভয় পায়, তাই না, ভাইজান?"

রেগেমেগে তাকালো ইসমাইল। না-বুঝ পোলাপানের সাথে কথা বললে এই এক সমস্যা। "সবাই ভয় পায় পাক। আমরা যারা ইসলামের খেদমতের জন্য জান-কুরবান করবো তাদের এতো মরার ভয় কেন? আমরা কি দোযখের আগুনে পুড়বো? জাহান্নামে পচে মরবো?" মাথা ঝাঁকালো সে। "আমরা তো সোজা জান্নাতে চলে যাবো। আমাদের কেন এতো ভয় থাকবে?"

নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরলো মুজাহিদ। "আমার কিন্তু মরার কোনো ভয় নেই। আমি তো এগুলো জানি।"

ইসমাইল তাকালো ছেলেটার দিকে। "ভালো।"

"আপনার, ভাইজান? আপনি কি মরতে ভয় পান?"

"চুপ!" ধমক দিয়ে উঠলো ইসমাইল। "খালি বক-বক! এতো কথা কেন বলিস? যা, ব্যাগ গোছাতে শুরু কর। আমরা এখান থেকে চলে যাবো।"

"আমরা কোথায় যাবো, ভাই?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"উফ্!" বিরক্ত হলো ইসমাইল। "এটা তুই বুজুর্গকে গিয়ে বল...আমাকে এসব বলে বিরক্ত করিস না তো।"

"না, বাবা, ঐ গাব্বার সিংকে কিছু বলা যাবে না। আমাকে কাঁচা খেয়ে ফেলবে।"

ইসমাইল ভুরু কুচকে তাকালো ছেলেটার দিকে। "গাব্বার সিং?"

জিভ কাটলো মুজাহিদ। বুঝতে পারছে ভুল হয়ে গেছে।

"তুই খুব সিনেমা দেখতি?"

গাল চুলকালো সে। গ্রামে থাকতে ভিসিআর-এ কতো সিনেমা দেখেছে। বেশিরভাগই হিন্দি। তার প্রিয় নায়ক অমিতাভ বচ্চন ছিলো কিন্তু এখন সে বুড়ো হয়ে গেছে। হালজমানায় তার ভালো লাগে সালমান খানকে।

মুখ টিপে হাসলো ইসমাইল। মুজাহিদের পিঠে আল্‌তো করে চাপড় মেরে বললো, "যা, ব্যাগ গোছা। আমিও অনেকবার শোলে দেখেছি!"

মুজাহিদ অবাক চোখে তাকিয়ে রইলো ইসমাইলের দিকে।

"খবরদার, এটা কাউকে বলবি না।" চোখ টিপে বললো সে।

নির্দোষ হাসি দিলো মুজাহিদ। "আচ্ছা।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৭

জামিল আহমেদের সাথে দেখা করার পরদিনই পুরনো ঢাকার নবাবপুরের আড়াইতলায় গিয়ে অবাক হলো সে। দরজায় বিশাল তালা লাগানো। শুটার সামাদকে ফোনে সব সময় পাওয়া যায় না, এদিকে গতকাল থেকে তার ফোন বন্ধ। ভেবেছিলো সরাসরি চলে এলেই দেখা করতে পারবে, এখন দরজায় তালা দেখে বুঝতে পারছে কিছু একটা হয়েছে আর সেটা অবশ্যই খারাপ। দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলো সে। সামাদের সাথে যোগাযোগ করাটা ভীষণ জরুরি। তার আশংকা সাবেক শুটার হয়তো ঢাকা ছেড়ে চলে গেছে কিছুদিনের জন্য। এর আগেও এরকম ঘটনা ঘটেছে। সেটা যদি হয় তাহলে কমপক্ষে দুয়েক সপ্তাহ লোকটার দেখা পাওয়া যাবে না।

রাস্তায় নেমে ফুটপাত দিয়ে হাটতে হাটতে যখন এসব ভাবছে তখন হঠাৎ টের পেলো তার বাম বাহুটা স্পর্শ করেছে কেউ, একেবারে আলগোছে। একটু চমকে সেদিকে তাকাতেই দেখতে পেলো অল্প বয়সি এক ছেলে তাকে পাশ কাটিয়ে ফুটপাত দিয়ে চলে যাচ্ছে। পেছন থেকে দেখলেও সে নিশ্চিত এটা ঐ বোবা ছেলেটি। বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে সেও একদম স্বাভাবিকভাবে হাটতে শুরু করলো ওর পিছু পিছু। কেউ তাকে দেখলে বুঝতেই পারবে না একজনকে অনুসরন করছে।

কিছু দূর যাবার পর বামদিকের একটা গলি দিয়ে ঢুকে পড়লো ছেলেটা। বিভিন্ন ধরণের হার্ডওয়্যার বিক্রির ছোটো-বড় অসংখ্য দোকান সেই গলির দু-পাশে। আরেকটু সামনে এগোতেই বোবা আবারো বাম দিকে আরেকটি গলিতে ঢুকে পড়লো, তারপর ডানে। এই গলিটা অপেক্ষাকৃত নিরিবিলি। বোবা এবার হাটা থামিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো হাসিমুখে।

"ঘটনা কি?" জানতে চাইলো সে। এই ছেলেটা জন্ম থেকে বোবা নয় তাই কানে শোনে। "সামাদ ভাই কোথায়?"

আমার সাথে আসুন, চিন্তার কোনো কারণ নেই, বোবা অঙ্গভঙ্গি করে বোঝানোর চেষ্টা করলো।

"ঠিক আছে," আর কোনো কথা না বলে বোবার সাথে এগিয়ে চললো গলির আরো ভেতরের দিকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিছুক্ষণ পর গোলকধাঁধাতুল্য মহল্লার একটি বাড়ির তিনতলায় এসে পৌছালো তারা।

গুটার সামাদ সোফায় পা তুলে টিভি দেখছে। তাকে ঘরে ঢুকতে দেখে হেসে ফেললো। "আপদকালীন অবস্থায় আছি।"

"কি হয়েছে?" অস্ত্রব্যবসায়ির পাশে বসে জানতে চাইলো সে।

"গতকাল আমার একটা 'বাচ্চা' ধরা খেয়েছে। এক বাল-পাকনা ছেলে নিয়েছিলো...সম্ভবত ও সব বলে দিয়েছে ডিবিকে।"

"বলেন কি? তাহলে তো ওরা আপনার ঘরে রেইড দেবে।"

"খবরটা পাওয়ার সাথে সাথেই সব জিনিসপত্র সরিয়ে ফেলেছি," হেসে বললো সামাদ। "চিন্তার কোনো কারণ নেই।"

মুচকি হাসলো বাস্টার্ড। বাচ্চা মানে ছোটো অস্ত্র, পিস্তল। মাঝেমধ্যে এরকম অস্ত্র ধরা পড়ে, কখনও কখনও মারও খায়। ঘরের চারপাশে তাকালো সে। সম্ভবত এটা সামাদের কোনো আত্মীয়ের কিংবা বন্ধুর বাড়ি হবে। "আমি তো ভয় পেয়ে গেছিলাম, আপনি বোধহয় ঢাকা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে গেছেন।"

"বয়স হচ্ছে, ভাই...এখন আর গা ঢাকা দিতে ভালো লাগে না। আশেপাশেই সরে থাকি।" এরপর বোবা ছেলেটার দিকে তাকালো, "ভালো করে দুই কাপ চা নিয়ে আয় তো...ময়নার দোকান থেকে আনবি।"

ছেলেটা চুপচাপ চলে গেলো ঘর থেকে।

"এখন বলো, কি নিতে এসেছো। আমার সব জিনিস কিন্তু আশেপাশেই আছে...চাইলেই দেয়া যাবে।"

"আমি কিছু নিতে আসি নি," বললো সে। "অন্য একটা দরকারে এসেছি।"

"কি দরকারে?" সামাদ অবাক হলো একটু।

"আমি করাচিতে যেতে চাইছি..."

ভুরু কুচকে ফেললো অস্ত্রব্যবসায়ি। "করাচিতে?!"

মাথা নেড়ে সায় দিলো সে। "ওখানে আমাকে হেল্প করতে পারে এমন কেউ আছে আপনার জানামতে?"

"তুমি ওখানে...?!"

মুচকি হাসলো সে। কথাটা শুনে গুটার সামাদ যে অবাক হবে সেটাই স্বাভাবিক। ওরকম বিপজ্জনক জায়গায় গিয়ে কাজ করাটা কতো ঝুঁকিপূর্ণ তা আর বলে বোঝানোর দরকার নেই।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"জায়গাটা কঠিন হলেও টার্গেট খুব সহজ," জানালো সে। "কিন্তু সমস্যা একটাই–ওখানে আমার কোনো রিসোর্স নেই।"

একটু চুপ থেকে বলে উঠলো অস্ত্রব্যবসায়ি, "কি ধরণের হেল্প চাচ্ছো?"

"এই তো, আপনি যে-রকম হেল্প করেন আমাকে?"

কথাটা শুনে একটু ভাবলো সাবেক শুটার। "শুধুই অস্ত্র নাকি তারচেয়েও বেশি কিছু?"

"আপনি তো জানেনই আমি একা কাজ করি। একটা অস্ত্র আর রেন্ট-এ-কার জোগাড় করে দিলেই হবে।"

"হুম।" মাথা নেড়ে সায় দিলো সামাদ। তার সাথে যে করাচির কানেকশান আছে সেটা বাস্টার্ড জানে। সে-কারণেই এমন সাহায্য চাইছে। "ওখানে আমার পরিচিত যে ছেলেটা আছে সে আবার ভালো ড্রাইভও করতে পারে। মানুষ হিসেবেও খুব ভালো, কিন্তু ওর সাথে কথা না-বলে তোমাকে কিছু বলতে পারছি না।"

আশার আলো দেখতে পেলো বাস্টার্ড।

"এক সময় ওর বড়ভায়ের কাছ থেকে সিকান্দার বন্দুক কিনতাম। কয়েক বছর আগে সে মারা গেছে।"

বাস্টার্ড জানে নব্বই দশকের দিকে পাকিস্তানের তৈরি সিকান্দার বন্দুক বেশ ভালো বিক্রি হতো আন্ডারওয়ার্ল্ডে। নিম্নমানের বন্দুক হলেও দামে খুব সস্তা আর সহজে এর গুলি পাওয়া যেতো বলে ব্যাপক চাহিদা ছিলো। তবে এটাই সামাদের সাথে করাচির একমাত্র কানেকশান নয়। পকিস্তান আমলে শুটার সামাদের বাবা করাচিতে থেকেছে অনেকদিন, ওখানেই এক মোহাজের পরিবারের মেয়েকে বিয়ে করে। স্বাধীনের পর ওরা সপরিবারে চলে আসে ঢাকায়। এখনও দু-তিন বছর পর পর সামাদ করাচিতে যায় ওর বৃদ্ধমাকে নিয়ে। নানার বাড়ির লোকজনের সাথে বেশ ভালোই যোগাযোগ আছে তার। তবে সত্যি বলতে এসব ছাড়াও করাচির সাথে শুটার সামাদের আরেকটি কানেকশান আছে, যেটা বলতে গেলে হাতেগোনা অল্প কিছু মানুষই জানে।

বহু আগে থেকেই শুটার হিসেবে সামাদের দক্ষতা ছিলো প্রশ্নাতীত। নব্বইর পর স্বৈরাচারের পতন হলে সামাদ বছরখানেক সময়ের জন্য করাচিতে নানা বাড়িতে ছিলো। কারণ নভেম্বরের শেষের দিকে এক ছাত্রনেতার সাথে তারা সদলবলে যোগ দিয়েছিলো তৎকালীন সরকারের পক্ষে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে ছাত্র আন্দোলন নস্যাৎ করতে চেয়েছিলো কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা ব্যর্থ হয়। স্বৈরাচার পতনের পর ডাক্তার

www.BanglaBook.org

মিলন হত্যা-মামলায় আসামী হিসেবে অন্য অনেকের সাথে সামাদের নামও ছিলো।

যাহোক, একটা গুজব আছে, করাচিতে থাকার সময় মোহাজের কওমি মুভমেন্টের হয়ে সামাদ একজন স্নাইপার হিসেবে কাজ করেছে। তার নানাবাড়ির অনেকেই এই দলটির সাথে যুক্ত। ফলে ওখানকার সশস্ত্র রাজনীতি আর আন্ডারওয়ার্ল্ডের অনেককে সে ভালো করেই চেনে। বাস্টার্ডের ধারণা করাচির যে ছেলেটার কথা বলছে তার ভায়ের সাথে সেকান্দার বন্দুকের ব্যবসার কথাটা সত্যি নয়। সম্ভবত অন্য কোনো কারণে তাদের মধ্যে এই সখ্যতা গড়ে উঠেছিলো।

"কিন্তু এ মুহূর্তে সে তোমাকে 'বাচ্চা' ছাড়া আর কিছু দিতে পারবে বলে মনে হয় না। অবশ্য চাইলে ওখানকার ব্ল্যাক-মার্কেট থেকে তুমি যেকোনো অস্ত্রই কিনে নিতে পারবে। তবে একজন বাইরের লোক হিসেবে সেটা করতে গেলে ঝামেলা হয়ে যেতে পারে।"

"কি রকম ঝামেলা?"

"যে বিক্রি করবে সে যদি টের পায় তুমি বিদেশী তাহলে তোমার সাথে দুই নম্বরি করতে পারে। দেখা যাবে টাকা নিয়ে জিনিস দিলো না তোমাকে, সেক্ষেত্রে তুমি কিছুই করতে পারবে না।"

"আমার অবশ্য হেভি জিনিস লাগবে না। আগেই বলেছি, টার্গেটটা খুব সহজ।"

"তার মানে মিশনটা কঠিন," গম্ভীর কণ্ঠে বললো সামাদ। এটা তার বহুদিনের পোড়খাওয়া অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান।

মাথা নেড়ে সায় দিলো সে। একমত না-হয়ে পারলো না।

"টার্গেট আর মিশন দুটোই সহজ, এরকম খুব কমই দেখেছি," বললো সাবেক শুটার।

আবারো সহমত পোষণ করতে হলো তাকে। কারণটা খুব সহজ। টার্গেট আর মিশন বেশি সহজ হলে কাজটা প্রফেশনালদের দেয়া হয় না। কে চাইবে সহজ কাজটা করানোর জন্য কাড়ি কাড়ি টাকা ঢালতে? হয় নিজেরাই করবে নয়তো ছোটোখাটো মাস্তান, চোর-ছ্যাচর আর ছিনতাইকারীদের দিয়ে করিয়ে নেবে। মাথা থেকে এই ভাবনাটা দূর করে দিয়ে কাজের কথায় চলে এলো।

"একটা অটোমেটিক পিস্তল আর বিশ-ত্রিশ রাউন্ড গুলি আর একটা রেন্ট-এ-কারের ব্যবস্থা করে দিতে পারলেই হবে। আর যদি সাইলেন্সার কিনতে হয় ঐ ছেলেটার মাধ্যমেই কিনবো, কি বলেন?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সাবেক শুটার ভালো করেই জানে একা একা কাজ করে বলে পিস্তলের সাইলেন্সার তার জন্য বিরাট সুবিধা বয়ে আনে। "অবশ্যই," বললো অস্ত্র ব্যবসায়ি। ক্লায়েন্টের কাজের ব্যাপারে ডিটেইল জানার আগ্রহ সে কখনও দেখায় না, কিন্তু তার এই ঘনিষ্ঠ ক্লায়েন্ট যেহেতু অন্য ধরণের সাহায্য চাইছে আর করাচির ব্যাপারে তার ভালো ধারণা রয়েছে তাই একটু জেনে নেবার চেষ্টা করলো। "যদি কিছু মনে না করো, তোমার মিশন সম্পর্কে একটু বলতে পারবে? আমি জানি এসব নিয়ে কথা বলা ঠিক না, তবে আমাকে আরেকটু বললে তোমার জন্যই ভালো হবে। বলা তো যায় না, যদি সেম-সাইড হয়ে যায়...বুঝতে পেরেছো?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো সে। অবশ্যই বুঝতে পেরেছে। করাচিতে সামাদের যে সোর্স আছে সে রাজনীতি করে, কাকতালীয়ভাবে যদি টার্গেটের সাথে ঐ সোর্সের পরিচয় থাকে কিংবা তাদের পার্টির সাথে যুক্ত হয়ে থাকে তাহলে বিরাট সমস্যা দেখা দেবে। এর ফল হতে পারে ভয়াবহ।

"অবশ্যই বলা যাবে," মুচকি হেসে বললো। "আসলে আমি নিজেই বলতাম।" একটু থেমে আবার বললো সে, "টার্গেটি ওখানকার কেউ না। এ দেশেরই এক লোক।"

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো শুটার।

"একাত্তরে এখানে সমস্যা হয়েছিলো তাই ওখানে চলে গেছে।"

আস্তে করে সামাদের ভুরু কপালে উঠে গেলো। "আচ্ছা...মনে হয় বুঝতে পেরেছি।"

"যতোটুকু বুঝতে পারছি টার্গেটি সহজই।"

"হুম, আমারও তাই মনে হচ্ছে," বললো সামাদ। "কতোদিনের মিশন?"

"আমার ধারণা দু-সপ্তাহের বেশি লাগবে না।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো শুটার। তবে সে কিছু বলার আগেই বোবা এসে চুপচাপ দু-জনকে দু-কাপ চা দিয়ে গেলো। চায়ের কাপটা তুলে নিয়ে বললো শুটার, "আমি যার কথা বলছি সে তোমাকে সাইলেন্সারও জোগাড় করে দিতে পারবে। সম্ভবত গাড়িটার ব্যবস্থাও করতে পারবে।"

চোখেমুখে খুশির ঝলক দেখা গেলো বাস্টার্ডের, চায়ের কাপ তুল নিলো সে। "আপনি কি দুয়েক দিনের মধ্যে ওর সাথে যোগাযোগ করে আমাকে জানাতে পারবেন?"

"আমি আজকেই ওর সাথে যোগাযোগ করবো। আশা করি রাতের মধ্যে জানাতে পারবো তোমাকে।"

www.BanglaBook.org

করাচি

"ওই ছেলেটাকে কি পুরোপুরি বিশ্বাস করা যাবে?"

"তুমি যদি ওকে মূল মিশন থেকে দূরে রাখো...মানে বুঝতেই পারছো, সে কোনো প্রফেশনাল হ্যান্ড নয়...তাহলে কোনো সমস্যা নেই। ছেলেটা খুবই বিশ্বস্ত। ওর দিক থেকে বেঈমানির কোনো সম্ভাবনা নেই। তুমি আমার রেফারেন্সে যাচ্ছো, এটা ওর জন্য বিরাট ব্যাপার। মানে, আমি তোমার ইন্সুরেন্স হিসেবে কাজ করবো আর কি।"

মুচকি হাসলো বাস্টার্ড। এর অর্থ তার কাছে পরিস্কার। সামাদ ভায়ের লোকের সাথে কিছু করলে পরিণাম হবে ভয়াবহ।

"গাড়িটা মনে হয় খুব সহজে ম্যানেজ করে দিতে পারবে ও। গাড়ি তো আর ইলিগ্যাল কোনো জিনিস না। তাছাড়া গতবার যখন মাকে নিয়ে ওখানে গেলাম তখন ওকে একটা গাড়ি চালাতে দেখেছি। ওর নিজের না...সম্ভবত ঘনিষ্ঠ কারোর।" একটু থেমে চায়ে চুমুক দিয়ে আবার বললো অস্ত্রব্যবসায়ি, "আশা করি গাড়ি নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না।"

"তাহলে তো ভালোই হলো।"

"আচ্ছা, ওখানে কি তুমি বাংলাদেশি পাসপোর্ট ইউজ করবে?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো সে। "হ্যা। কেন, সমস্যা আছে নাকি?"

"না, ঠিক তা নয়...তবে একটু সাবধানে থাকবে।"

বাস্টার্ড জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো।

"বোঝোই তো, ওরা আড়ালে-আবডালে আমাদের গাদ্দার বলে। ঠিক বিশ্বাস করতে চায় না। একটু রিজার্ভেশন আছে। বাংলাদেশি কেউ ওখানে পিস্তল নিয়ে ধরা পড়লেই ধরে নেবে ভারতের র-এর এজেন্ট। ওদের ধারণা 'র' তাদের এজেন্টদের বাংলাদেশি পাসপোর্টে ওখানে ঢোকায়।"

শুটার সামাদ ঠিকই বলেছে, সেও এরকম কথা শুনেছে।

"মিডল-ইস্টের কোনো কান্ট্রির পাসপোর্ট থাকলে অনেকটা নিশ্চিন্তে থাকতে। ওরা আবার আরবের গাধাকেও পয়গম্বর মনে করে। ওদের পুরো শরীরটা উপমহাদেশে পড়ে থাকলে কি হবে, মাথাটা ঘুরিয়ে রেখেছে আরবের দিকে।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো সে। শুটার সামাদের এই রাজনৈতিক মূল্যায়নটি নিঃসন্দেহে যথার্থ। "কিন্তু ওইসব দেশের পাসপোর্ট জোগাড় করা তো খুবই কঠিন।"

"জাল পাসপোর্ট সবখানেই পাওয়া যায়। কাজটা কঠিন কিন্তু টাকা থাকলে সহজ।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"জাল পাসপোর্ট দিয়ে পাকিস্তানে ঢোকাটা রিস্কি হয়ে যাবে না?"

"তুমি বাংলাদেশের পাসপোর্টেই ঢুকবে কিন্তু ওখানে নামার পর ওইসব দেশের কোনো জাল পাসপোর্ট নিয়ে চলাফেরা করবে। বুঝতে পেরেছো?"

"বুঝলাম, কিন্তু এটা আমি কিভাবে জোগাড় করবো?"

"আমি যে ছেলেটার কথা বলছি সে হয়তো এটারও ব্যবস্থা করে দিতে পারবে।"

"গ্রেট," বলে উঠলো বাস্টার্ড। তার বিশ্বাস ছিলো শুটার সামাদ তাকে সাহায্য করতে পারবে। এখন মনে হচ্ছে করাচি মিশনটা নিয়ে যদি মাঠে নামে তাহলে শুটার সামাদই হবে তার সবচেয়ে বড় রিসোর্স। "তবে এটা অপশনাল। ওখানে গিয়ে আগে দেখি, যদি সমস্যা হয় তাহলে অন্য পাসপোর্ট নিয়ে নেবো। ওসব জোগাড় করতে কি খুব বেশি সময় লাগবে?"

"না। মিনিমাম তিন-চারদিন," বললো অস্ত্রব্যবসায়ি, "তুমি চিন্তা কোরো না, ওখানে তোমার যেকোনো ধরণের সাহায্য লাগলে আমাকে জানাবে।"

উঠে দাঁড়ালো বাস্টার্ড। "আজ তাহলে যাই, রাতে আমাকে জানিয়েন।"

"অবশ্যই।" কথাটা বলেই ডানহাত বাড়িয়ে দিলো সে, তারপর হুট করে একটা কথা মনে পড়ে গেছে এমন ভঙ্গিতে বললো, "ভালো কথা, ঐ ছেলেটা কিন্তু টুকটাক বাংলা জানে।"

"বলেন কি?" বাস্টার্ড অবাক না-হয়ে পারলো না।

হেসে বললো সামাদ, "কয়েক বছর আগে ওখানে এমকিউএম-এর অবস্থা খারাপ হয়ে গেলে ও ঢাকায় এসে আমার কাছে ছিলো চার-পাঁচমাস।"

"দারুণ," বলে উঠলো সে। "আমি জানতাম আপনি ছাড়া আমাকে এরকম সাহায্য আর কেউ করতে পারবে না। থ্যাঙ্কস, ভাই।"

মুচকি হেসে সাবেক শুটারের সাথে করমর্দন করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো সে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৮

মুজাহিদের চারপাশটা ঘুরছে আর লেপ্টে যাচ্ছে যেনো!

একটু আগে 'ডাক্তার' এসে তাদের সবাইকে 'ভিটামিন' ইনজেকশান দিয়ে যাবার পর থেকেই এরকম শুরু হয়েছে। অনেক কষ্টে চোখ টেনে পাশে বসা ইসমাইলের দিকে তাকালো। তাকে দেখে স্বাভাবিকই মনে হচ্ছে তার কাছে। ঝিম মেরে বসে আছে ঘরের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে। বাকিদের দিকে তাকালো। কাউকে দেখে কিছু বুঝতে পারছে না। অন্য সময় যেমন সবাই চুপ মেরে থাকে আজো তাই আছে।

"ইসমাইল ভাই?" আস্তে করে ডাকলো সে।

"কি?"

"আমার কেমনজানি লাগছে!"

ভুরু কুচকে তাকালো বড়জন। "কেমন লাগছে?"

"মাথা ঘোরাচ্ছে...চোখেও ঝাপসা দেখছি।"

হাসলো ইসমাইল। "ভিটামিন ইনজেকশান দিলে এরকম একটু লাগে। চিন্তার কিছু নেই, ঠিক হয়ে যাবে। সবারই এমন হচ্ছে।"

মুজাহিদ অবাক হলো, সেইসাথে আশ্বস্তও। "তাই নাকি?"

আস্তে করে মাথা নেড়ে সায় দিলো ইসমাইল।

"আপনারও হচ্ছে?"

"হুম।"

"সবার হচ্ছে?"

"বললাম তো হচ্ছে।"

মুজাহিদ হাফ ছেড়ে বাঁচলো যেনো। "ওহ্...আমি তো মনে করেছিলাম শুধু আমারই এরকম হচ্ছে।"

মুচকি হাসলো ইসমাইল। তার খুব ভালো লাগছে। কথা বলতে ইচ্ছে করছে না।

"আচ্ছা, আমাদেরকে ভিটামিন ইনজেকশান দিচ্ছে কেন?"

"শক্তি বাড়ানোর জন্য," অনিচ্ছায় জবা দিলো বড়জন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আমাদের শক্তি কি কম?"

"হুম।"

"তাহলে এতো কঠিন ট্রেইনিং করলাম কিভাবে?"

"উফ!" বিরক্ত হলো ইসমাইল। "নাদানের মতো কথা বলিস কেন সব সময়? একটু বেশি শক্তির দরকার আছে না?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো মুজাহিদ। "আলবৎ দরকার আছে।"

"তাহলে এবার চুপ থাক," আবারো ফাঁকা দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে রইলো ইসমাইল।

"আচ্ছা," কয়েক মুহূর্ত পর পুণরায় সরব হয়ে উঠলো উনিশ বছরের ছেলেটি, "ওই লোকটা কি ডাক্তার ছিলো?"

তার দিকে তাকালো ইসমাইল। "কার কথা বলছিস?"

"ওই যে...আমাদের ইনজেকশান দিলো যে?"

"হুম...ডাক্তার।"

"কিন্তু তাকে দেখে আমার ডাক্তার মনে হয় নি।"

"তাহলে কি মনে হয়েছে?"

"কি জানি...তা তো বলতে পারবো না...তবে তাকে আমার ডাক্তার মনে হয় নি।"

"শোন, তোকে একটা কথা বলি।"

মুজাহিদ উদগ্রীব হয়ে উঠলো কথাটা শোনার জন্য।

"ভিটামিন ইনজেকশান দেবার পর এতো কথা বলতে নেই। বুঝলি? বেশি কথা বললে ভিটামিনের পাওয়ার কমে যায়।"

"বলেন কি," নিষ্পাপ বিস্ময় নিয়েই বলে উঠলো সে। "তাহলে কি করবো?"

"আমার মতো চুপ মেরে বসে থাক, দেখবি অনেক ভালো লাগছে।"

"ঠিক আছে, ভাই।"

সেও দেয়ালে হেলান দিয়ে ইসমাইলের অনুকরণে বসে রইলো। এভাবে কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর সত্যি সত্যি টের পেলো তার মধ্যে ভালো লাগার একটি অনুভূতি তৈরি হচ্ছে। যেনো ক্লান্তি বলে কিছু নেই। দুশ্চিন্তা বলেও কিছু নেই মাথায়। অথচ শরীরে কী রকম এক তেজ অনুভব করছে। বিশাল একটা মাঠে যদি তাকে ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে বোধহয় বাইশ চক্কর দিয়ে দিতে পারবে এখন!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৯

ধানমণ্ডির একটি বারো তলায় অবস্থিত অ্যাট দি টপ রেস্টুরেন্টে বসে আছে **জামিল** আহমেদ আন্দোলন। টপফ্লোরের এই রেস্টুরেন্টটি বিভিন্ন কারণে তার **প্রিয়**। তবে আজকে এই প্রিয় জায়গাটি সে নিজে বেছে নেয় নি।

তিনদিনের কথা বলা হলেও ঐ স্মার্ট খুনি দু-দিন পরই দেখা করার জন্য তাকে ফোন করেছে। যদিও বিস্তারিত কিছুই বলে নি, তারপরও ধরে নেয়া যায় প্রস্তাবটায় সে রাজি হয়েছে। দেখা যাক কি হয়–এমনটা ভেবে কফির কাপে চুমুক দিয়ে হাতঘড়িটা একটু দেখলো। কথা ছিলো বিকেল পাঁচটায় আসবে, এখন বাজে পাঁচটা পাঁচ। সে একটু আগে এসে পড়াতে এক কাপ কফির অর্ডার দিয়েছে। আরেকটা চুমুক দিতেই দেখতে পেলো যার জন্য অপেক্ষা করছে সে এগিয়ে আসছে তার টেবিলের দিকে।

"সরি, পাঁচ মিনিট লেট," চেয়ারে বসতে বসতে বললো বাস্টার্ড। জামিল আহমেদ কিছু বলতে যাবে তার আগেই আবারও বললো সে, "লিফটা খুব রাশ ছিলো...আর এটা একদম টপ ফ্লোরে...তাই লেট হয়েছে।"

মি. আহমেদ বুঝতে পারলো না সামান্য পাঁচ মিনিট লেটের জন্য এদেশে কেউ সরি বলে। তাও আবার পেশাদার খুনির মতো কোনো মানুষ! "ইটস ওকে।" হেসে বললো সে। "কি অর্ডার দেবো?"

"এক কাপ কফি।"

"আর কিছু?"

"না।"

ওয়েটারকে ডেকে আরো এক কাপ কফির অর্ডার দিতে বললো জামিল আহমেদ। ওয়েটার ছেলেটা শুধু কফির অর্ডার পেয়ে মুখ কালো করে চলে গেলো। সে জানতেও পারলো না, এই রেস্টুরেন্টটির সত্তরভাগ মালিক তার সামনে বসে আছে। তারা যাকে মালিক বলে সব সময় দেখে সেই লোক ওয়ার্কিং-পার্টনার হিসেবে মাত্র বিশ শতাংশের অধিকারী। বাকি দশ শতাংশ এই রেস্টুরেন্টের অভিজ্ঞ শেফের। ছেলেটার এমন ভঙ্গি দেখে মনে মনে খুব মজাই পেলো। আরেকটা ব্যাপারও সে উপভোগ করেছে। পেশাদার এই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খুনিও জানে না সে এই রেস্টুরেন্টের মালিক। খুনি খুবই সতর্ক একজন মানুষ, এক জায়গায় দু-বার দেখা করে না। কাকতালীয়ভাবে সে নিজে থেকেই প্রস্তাব করেছে এখানে দেখা করার জন্য। প্রস্তাবটা শুনে মনে মনে হেসেছিলো জামিল।

"আপনার কাজটা করা যাবে," আস্তে করে বললো বাস্টার্ড।

গুটার সামাদ তাকে গতপরশু রাতেই জানিয়েছে করাচিতে যে ছেলেটা আছে তার সাথে যোগাযোগ করতে পেরেছে। তার কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া যাবে। আর তার পরিচিত এক লোক জানিয়েছে অতি দরকারি একটি জিনিস সে সেট করে দিতে পারবে, সুতরাং কাজটা নেয়া যায় এখন।

কথাটা শুনে স্বস্তি পেলো মিঃ জামিল।

"কিন্তু একটা ব্যাপার খোলাখুলি বলে নেয়া দরকার।"

বাস্টার্ডের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো জামিল আহমেদ। "বলুন?"

"আমাকে যে বিজনেস কার্ড দিয়েছেন ওটা ব্যবহার করে যদি লোকটার ঠিকানা খুঁজে বের করতে না পারি তাহলে কাজটা বাদ দিয়ে দিতে হবে।"

জামিল আহমেদের কপালে ভাঁজ পড়ে গেলো। "বুঝলাম না?"

"বিজনেস কার্ডটা থেকে ঐ লোকের ঠিকানা বের করা না-ও যেতে পারে," বললো সে, "সেক্ষেত্রে আমার কিছু করার থাকবে না। করাচির মতো শহরে করে ঠিকানা খুঁজে বের করাটা খুবই কঠিন কাজ হবে।"

ঢোক গিললো জামিল। "আমার মনে হয় কার্ডটা ভুয়া নয়। আপনি ঐ ঠিকানায় গিয়ে মওলানার সাথে ঠিকই দেখা করতে পারবেন।"

"আমিও সে-রকম আশা করছি। কিন্তু যদি না-হয়, তখন আমার পক্ষে ওখানে দীর্ঘদিন থাকা সম্ভব হবে না।"

চুপ মেরে রইলো শহীদের সন্তান।

"সেক্ষেত্রে আপনার কিছু টাকা নষ্ট হবে, কারণ ওখানে যাওয়ার আগে আমাকে কিছু টাকা অ্যাডভান্স দিতে হবে।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো জামিল আহমেদ। "বুঝতে পেরেছি।"

"আরেকটা কথা, কোনো কারণে যদি পাকিস্তান হাই-কমিশন থেকে আমার ভিসা ইসু করা না হয় সেক্ষেত্রেও আমার কিছু করার থাকবে না।"

জামিল আহমেদ কিছু বললো না। সে জানে ভিসার ব্যাপারটা আসলেই অনিশ্চিত। এটা নির্ভর করে পাসপোর্টের উপর।

"তবে আমার মনে হয় ওরা আমাকে ভিসা দেবে," আশ্বস্ত করে বললো সে। "সম্ভবত ভিসা নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না। তারপরও নিশ্চিত করে কিছু বলা যাচ্ছে না।

www.BanglaBook.org

"আপনার পাসপোর্টে প্রফেশনের জায়গায় কি আছে...বিজনেস নাকি সার্ভিস?" জানতে চাইলো ব্যবসায়ি।

মুচকি হাসলো বাস্টার্ড। তার পাসপোর্টের সংখ্যা একাধিক। এরমধ্যে বিজনেস আর সার্ভিস দুটো প্রফেশনই রয়েছে। "এটা কেন জানতে চাইছেন?"

"না মানে, যদি সার্ভিস হয়ে থাকে তাহলে আমি আপনাকে ভিসা পেতে হেল্প করতে পারবো হয়তো।"

"কিভাবে?"

"আমার প্রতিষ্ঠানের একজন এমপ্লয়ি হিসেবে দেখালাম...ম্যানেজারিয়াল কোনো পোস্ট?"

একটু ভেবে দেখলো সে। "ঠিক আছে, আগে আমি ট্রাই করে দেখি। না-হলে এটা ভেবে দেখা যাবে।"

কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে জামিল আহমেদ বললো, "ধরুন বিজনেস কার্ড দিয়ে ঐ লোককে খুঁজে পেলেন না...ইন দ্যাট কেস, আমি যদি আপনাকে বাড়তি কিছু টাকা দেই তাহলে কি আপনি ওই লোককে খুঁজে বের করার কাজটা করতে পারবেন?" একেবারে ব্যবসায়ির মতোই প্রস্তাব দিলো।

মুচকি হাসলো বাস্টার্ড। "শুনুন, এটা টাকার ব্যাপার নয়," বেশ শান্তকণ্ঠেই বললো সে। "বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করুন। করাচি শহরে একজন বিদেশী, বিশেষ করে বাংলাদেশী কেউ ঘুরে ঘুরে একটা ঠিকানা খুঁজছে, এটা খুবই বিপজ্জনক কাজ হয়ে যাবে।"

"কেন?"

"কারণ ওই শহরে হাজার-হাজার ইন্টেলিজেন্স আর টিকটিকি ঘুরে বেড়ায়। আরো আছে অসংখ্য মিলিট্যান্ট গ্রুপ। তাদেরও নিজস্ব স্পাই রয়েছে। ওদের যে কারোর চোখে পড়ে যাবার সম্ভাবনা নব্বই ভাগ। তারা যখন দেখবে আমি বাংলাদেশী পাসপোর্ট নিয়ে পাকিস্তানে ঢুকেছি তখন আরো বেশি করে সন্দেহ করবে।"

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো ব্যবসায়ি।

"ওরা মনে করে ভারতের র-এর অনেক এজেন্ট এ দেশের পাসপোর্ট নিয়ে পাকিস্তানে ঢোকে।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো জামিল আহমেদ। "বুঝতে পেরেছি। আমি রাজি।"

এমন সময় ওয়েটার এসে এক কাপ কফি দিয়ে গেলো, ছেলেটার মুখ এখনও বেজার। জামিল আহমেদকে দেখে তার মনে হয়েছিলো বিরাট কিছু অর্ডার দেবে। দু-কাপ কফির অর্ডার পেয়ে তাই হতাশ। এরা যে আর কিছু খাবে না সেটা বুঝে গেছে। আদৌ কোনো টিপ্‌স পাবে কিনা কে জানে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো বাস্টার্ড। "এতো দ্রুত রাজি হবেন না। আমরা কিন্তু এখনও পেমেন্ট নিয়ে কোনো কথা বলি নি।"

মুচকি হাসলো মিঃ আহমেদ। "বলুন, কতো দিতে হবে?"

"কাজটা অফার করছেন আপনি, সুতরাং আপনিই বলুন, কতো টাকা দিয়ে এ কাজটা করাতে রাজি আছেন।"

জামিল আহমেদ অবাক হলো। পেশাদার খুনি এভাবে ডিল করে তা আগে জানা ছিলো না। সে নিজে বলবে কতো টাকা দিয়ে কাজটা করাতে চাইছে? আজব! সে কি জীবনে কখনও কাউকে টাকা দিয়ে খুন করিয়েছে? নাকি খুনখারাবির এই অন্ধকার জগতের বাজার-দরের কোনো চার্ট আছে যে জেনে নেবে?

"আমার এ ব্যাপারে কোনো ধারণাই নেই।"

জামিল আহমেদের কথা শুনে অবাক হলো না বাস্টার্ড। এমনটাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঘটে। ক্লায়েন্টের পক্ষে সব সময় নিজে থেকে রেট বলাটা সহজ হয় না। "আন্দাজ করে বলুন?"

মাথা দোলালো শহীদের সন্তান। "আই ডোন্ট হ্যাভ এনি আইডিয়া অ্যাট অল। আর আমি ওয়াইল্ড গেস্ করতে ভীষণ অপছন্দ করি।"

মুচকি হাসলো সে। "আমার মনে হয় কথাটা সত্যি নয়।"

"কোন্ কথাটা?"

"একদম না জেনে আপনি আমার সাথে দেখা করেন নি। একটা ধারণা ঠিকই করে নিয়েছেন...আমি সেটাই শুনতে চাইছি।"

জামিল আহমেদ চুপ মেরে ভেবে যেতে লাগলো। এটা তার ব্যবসায়িক সত্তা। দ্রুত হিসেব করে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়ার গুণ তার রয়েছে।

"পঞ্চাশ লাখ?" কফির কাপটা তুলে নিয়ে আস্তে করে চুমুক দিয়ে বললো।

অপেক্ষা করলো বাস্টার্ড। তার অভিব্যক্তি দেখে বোঝার উপায় নেই টাকার অঙ্কটা তাকে খুশি করেছে নাকি করে নি।

"প্লাস, আপনার প্লেন ফেয়ার, হোটেলে থাকা?..." যোগ করলো জামিল আহমেদ, "...যে কয় দিন লাগে আর কি।"

এতোটা আশা করে নি সে। ক্লায়েন্টকে দিয়ে রেট বলানোর এই এক সুবিধা! কখনও কখনও প্রত্যাশার চেয়ে বেশিই পাওয়া যায়। "ওকে।"

জামিল আহমেদের চেহারায় প্রশান্তি নেমে এলো যেনো।

"এর মধ্যে অ্যাডভান্স দশ লাখ দিতে হবে।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো শহীদের সন্তান।

"জায়গাটা করাচি বলে একটু বেশিই অ্যাডভান্স লাগছে। ওখানে যে

www.BanglaBook.org

রিসোর্স আছে তাকে বেশ ভালো টাকা দিতে হবে।"

আলতো করে মাথা নাড়লো মিঃ জামিল। "তাহলে কবে থেকে কাজ শুরু করছেন?"

কফিতে আরেকটা চুমুক দিয়ে একটু ভেবে নিলো। "ভিসা নিতে যতো সময় লাগে...তারপর বড়জোর তিন-চারদিনের মধ্যেই রওনা দিয়ে দেবো।"

"অ্যাডভান্স টাকাটা কবে দিতে হবে?"

"ভিসা হবার পর।"

"কিভাবে দেবো?"

"আমাদের কমন ট্রাস্টির কাছে দিয়ে দিলেই হবে।"

"ঠিক আছে।"

তাদের কমন ট্রাস্টি অমূল্যবাবুর সাথে পেশাদার খুনির সম্পর্কটা কি বুঝতে পারছে না জামিল আহমেদ। বাবুর সাথে তার বেশ ভালো খাতির। সম্পর্কটা নিছক ব্যবসায়িক নয়। বাবার হত্যাকারীকে চিনতে পারার পর একমাত্র তার সাথেই এ নিয়ে কথা বলেছে। তারপর যখন জানতে চাইলো, দেশে এমন কেউ কি আছে, যে পাকিস্তানের করাচিতে গিয়ে লোকটাকে খুন করতে পারে—তখন বাবু অনেকক্ষণ চুপ থেকে আস্তে করে মাথা নেড়ে জানিয়েছিলো। একজন আছে, সম্ভবত তার পক্ষেই এটা করা সম্ভব। এরপর পেশাদার এই খুনির সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাইলে বাবু তাকে শুধু বলেছিলো, কাজের কথার বাইরে তার সম্পর্কে কিছু জানার দরকার নেই। জামিল তখন বলেছিলো, তার হয়ে যেনো খুনিকে এই কাজটা দেয়া হয়, কিন্তু অমূল্যবাবু রাজি হয় নি তাতে। পেশাদার এই খুনি নাকি ক্লায়েন্টের সাথে সরাসরি দেখা না করে কোনো কাজ করে না। প্রক্সি-ক্লায়েন্টের হয়ে কাজ করে না সে।

"ঠিক আছে, নাইস টু মিট ইউ," স্মার্ট-খুনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

জামিল আহমেদ বুঝতে পারছে না পেশাদার কোনো খুনির সাথে করমর্দন করাটা ঠিক হবে কিনা। শেষ পর্যন্ত নিজের হাতটা গুটিয়েই রাখলো। "তাহলে আমি বাবুর সাথে দেখা করে সব সেটেল করে নেবো।"

বাস্টার্ড চলে যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়াতেই থেমে গেলো, ফিরে তাকালো ভদ্রলোকের দিকে। "আপনার রেস্টুরেন্টের কফিটা বেশ ভালো। আই থিঙ্ক, বেস্ট কফি ইন দ্য টাউন।"

জামিল আহমেদ ভিরমি খেলো। মুখ দিয়ে কোনো কথা বের হলো না। তাকে হতবুদ্ধিকর অবস্থায় রেখেই চলে গেলো দেবদূতের মতো দেখতে পেশাদার খুনি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১০

আজিজাবাদ, করাচি

আগের জায়গাটা যদি জেলখানা হয়ে থাকে তাহলে এখনকারটা কনডেমসেল।

মুজাহিদের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বড়ভাই ইসমাইল চুপচাপ বসে ভাবছে। তিনজন কাপুরুষের জন্য তাদেরকে এমন শাস্তি দেবার কোনো মানেই হয় না। আর মাত্র কয়েকটা দিন, তারপরই তাদের ইহকালের জীবনটা অত্যন্ত সম্মানের সাথে পরিসমাপ্তি ঘটবে। মহৎ একটি উদ্দেশ্যে তারা জান-কুরবান করতে যাচ্ছে, দুনিয়ার আরাম-আয়েশ নিয়ে মোটেও চিন্তিত নয় কিন্তু অন্যের অপরাধে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে বলে ব্যাপারটা মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে। সে খেয়াল করেছে, দলের প্রায় সবাই, এমনকি যে লোকটা সারাদিন কোরান পড়ে সময় কাটায়, কারোর সাথে কথা বলে না, সেও মনোক্ষুন্ন হয়েছে এমন সিদ্ধান্তে।

দশজনের দলটি আগেও খুব একটা কথাবার্তা বলতো না, এখন এই অজ্ঞাত সেফহোমে নিয়ে আসার পর তারা যেনো পাথর হয়ে গেছে। শুধুমাত্র বয়সে সবচেয়ে ছোটো মুজাহিদের মধ্যে অস্থিরতা একটুও কমে নি।

"আমাদেরকে এখানে কতোদিন রাখবে, ভাইজান?"

ইসমাইল তার দিকে না তাকিয়েই বললো, "জানি না।"

বিশাল একটা ঘরে এদি-ওদিক জটলা করে বসে আছে দশজন মানুষ। ইসমাইল ঘরের এককোণে দেয়ালে হেলান দিয়ে ফাঁকা দৃষ্টি নিয়ে বসে আছে মুজাহিদের পাশে। অল্পবয়সি ছেলেটা উন্মুখ হয়ে চেয়ে আছে তার দিকে।

"অনেক দিন রাখবে?"

এবার মুজাহিদের দিকে তাকালো সে। "অনেক দিন মানে কি?" একটু রুষ্ট হয়েই বললো। "আমরা শাহাদাত বরণ করতে এসেছি। আমরা কেন দিন গুনবো? কতোদিন কোথায় থাকবো, কি করবো এসব নিয়ে আমাদের ভেবে কী লাভ?"

মুজাহিদ চুপ মেরে গেলো, তবে সেটা কয়েক সেকেন্ডের জন্য। "ভাইজান, সবাই তাহলে মন খারাপ করে আছে কেন?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ইসমাইল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। বাচ্চাছেলেটাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। সেও তাদের দলের একজন, সবার মনোভাব তার চোখ এড়িয়ে যাবে তাতো হয় না। "জায়গাটা কারোর পছন্দ হয় নি।" সত্যিটাই বললো সে।

আবু মুজাহিদ মাথা নেড়ে সায় দিলো। আরেকবার ঘরের চারপাশে চোখ বুলালো সে। আগের ফ্ল্যাটের তুলনায় আকারে বিশাল একটি ঘর কিন্তু তার কাছে মনে হচ্ছে এটা আসলে মালঘর। শহরের লোকজন এরকম ঘরকে গোডাউন বলে। পাঞ্জাব শহরে সে ঠিক এরকম গোডাউন দেখেছে। তার বাল্যবন্ধু আখতার আর সে গ্রাম থেকে পালিয়ে সেই শহরে গেছিলো। একটা গোডাউন থেকে কিছু মাল চুরি করে বিক্রি করেছিলো তারা। লাহোরে যখন রাজমিস্ত্রির যোগাল হিসেবে কাজ করতো তখনও এরকম অনেক ঘর বানানোর কাজ করেছে।

"আমারও জায়গাটা পছন্দ হয় নি," বললো সে। "এটা আসলে মালঘর।"

ইসমাইল তার দিকে তাকালো। "মালঘর? তুই মালঘর চিনিস?"

কাচুমাচু খেলো মুজাহিদ। "ইয়ে...মানে, সিনেমাতে দেখেছি।" মিথ্যে বললো সে।

মাথা দোলালো ইসমাইল। "তুই কি সিনেমা ছাড়া আর কিছু বোঝোস না?"

নির্দোষ হাসি দিলো ছেলেটি। "আমি তো খালি মারামারির সিনেমা দেখতাম, এজন্যেই ট্রেইনিংয়ে ভালো করেছি।"

ইসমাইল মুচকি হাসলো। কথাটা আসলেই সত্যি। মুজাহিদ ওদের মধ্যে সবচেয়ে ছোটো হলেও ট্রেইনিংয়ে সে বেশ পারদর্শিতা দেখিয়েছে। গুলি করাতে, গ্রেনেড ছুড়ে মারতে, এমন কি সাঁতার কাটতেও সে বেশ ওস্তাদ। "বুদ্ধু। সিনেমা দেখে কেউ এসব শিখতে পারে!"

"পারে তো," আগ্রহভরে বললো মুজাহিদ। "এই যে আমি...সিনেমা দেখেই তো মারামারি শিখেছি। পিস্তল কিভাবে চালায়, বোমা কিভাবে মারে–"

"ব্যস," হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিলো ইসমাইল। "এবার একটু চুপ থাক। আমার মন-মেজাজ ভালো নেই। কানের কাছে ঘ্যানর ঘ্যানর করবি না।"

চুপ মেরে গেলো মুজাহিদ। বড়জোর দু-মিনিট। তারপরই আবার তার বেমক্কা প্রশ্ন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আচ্ছা, যারা পালিয়ে গেছে ওদেরকে যদি বুজুর্গ আর চাচারা ধরতে পারে তাহলে কি করবে?"

"সোজা জাহান্নামে পাঠিয়ে দেবে!"

হাসলো মুজাহিদ। "আর আমরা সবাই যাবো জান্নাতে, তাই না?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো বড়জন। "যদি কথামতো কাজ করতে পারি তাহলে আমরা সবাই জান্নাতের সবচেয়ে সম্মানের জায়গায় থাকবো।"

"কাজটা কি সেটা আমাদের বলছে না কেন?"

"সময় হলেই বলবে।"

"আমার মনে হয় খুব জলদিই আমাদের কাজে পাঠাবে।"

ইসমাইল তাকালো অল্পবয়সির দিকে। "তুই কেমনে বুঝলি?"

"বা-রে, আমাদের ট্রেইনিং শেষ হয়ে গেছে না?"

ছেলেটার সহজ-সরল জবাবে ইসমাইল কিছু বললো না। সে জানে খুব জলদিই তাদেরকে মিশনে পাঠানো হবে। তবে মিশনটা ঠিক কি ধরণের সেটা তাদের দলে মাত্র পাঁচজনকে বলা হয়েছে। বাকি পাঁচজন কিছুই জানে না। জানার দরকারও নেই। ওদের কাজ হবে ঐ পাঁচজনকে অনুসরণ করা। ওদের নির্দেশে কাজ করা।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১১

নতুন জায়গায় এলে সব সময়ই অপ্রত্যাশিত কিছুর সাথে পরিচয় ঘটে। করাচিতে নামার সাথে সাথে বাস্টার্ডেরও তাই হলো। আরব-সাগরের তীরে অবস্থিত করাচি পাকিস্তানের রাজধানী নয় তবে একসময় তাই ছিলো। পরে রাওয়ালপিণ্ডি, তারপর ইসলামাবাদে রাজধানী সরিয়ে নেয়া হলেও এ শহরের গুরুত্ব মোটেও কমে যায় নি। পাকিস্তানের প্রায় সবকিছুই এই করাচিকেন্দ্রিক। প্রধান সমুদ্রবন্দর, বাণিজ্যিক শহর, ব্যবসা-বাণিজ্য, টিভি-পত্রিকার অফিস সবকিছু এখানে। এটা পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় আর জনবহুল শহরও বটে। মেট্রোপলিটান শহর হিসেবে পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ আর জনবহুল একটি নগরী।

পাকিস্তান আর করাচি সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করেছিলো, যেমনটা মনে মনে আশা করেছিলো তার কিছুই দেখতে পেলো না জিন্নাহ এয়ারপোর্টে নেমে। বিশাল আর জমকালো স্থাপত্য। যেমন আধুনিক তেমনি অভিজাত। বিশ্বের যেকোনো উন্নত দেশের বিমানবন্দরের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। চারপাশের স্কাইলাইন দেখেও তার মনে হচ্ছে শহরটা বেশ সমৃদ্ধ। এই সমৃদ্ধির অন্তরালে যে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানকে শোষণ আর তাদের সোনালি আঁশ পাটের বিরাট ভূমিকা রয়েছে সেটা ক-জন জানে?

টারমার্ক দিয়ে হেটে এক্সিট লাউঞ্জে যাবার সময় বাতাসের গন্ধটা টের পেলো। প্রতিটি শহরের নিজস্ব গন্ধ রয়েছে। সেই গন্ধই বলে দেয় শহরটা কি রকম হতে পারে। সেদিক থেকে দেখলে করাচির গন্ধ তাকে বিভ্রান্তই করলো!

বাস্টার্ড তার যে পাসপোর্টটি ব্যবহার করে খুব সহজেই পাকিস্তানের ভিসা পেয়ে গেছে তাতে ভারতীয় কোনো ভিসা নেই, বরং মিডলইস্টের কিছু দেশসহ মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড আর হংকংয়ের ভিসা রয়েছে। এটাই বোধহয় নির্বিঘ্নে ভিসা পাওয়ার অন্যতম কারণ।

নভেম্বরের শীত হাঁড়ে কাঁপন ধরাচ্ছে না। দরকার পড়লো না জ্যাকেটের জিপার লাগানোর। এই অচেনা জায়গায় প্রথমবার পা রাখলেও এয়ারপোর্টে তার জন্য অপেক্ষা করছে একজন। ব্যাপারটা দারুণ স্বস্তির, আর এটা সম্ভব

www.BanglaBook.org

হয়েছে শুটার সামাদের বদান্যতায়। ঐ লোকটি গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করবে এয়ারপোর্টের বাইরে—এমনই বলা হয়েছে তাকে।

সমস্ত ফর্মালিটি সারতে আরো আধঘণ্টা লেগে গেলো। মাত্র একটি লাগেজ নিয়ে এয়ারপোর্টের বাইরে এসে দেখতে পেলো একপাশে অসংখ্য ট্যাক্সিক্যাব সুশৃঙ্খলভাবে পার্ক করে আছে। অন্যপাশে প্রাইভেটকারের ভীড়। বেশিরভাগ ট্যাক্সিক্যাবের সামনেই উন্মুখ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ড্রাইভাররা। অনেকক্ষণ ধরে দেখে গেলো সে, কোনো প্ল্যাকার্ড চোখে পড়লো না। শুটার সামাদ বলে দিয়েছে লোকটার হাতে তার নাম লেখা প্ল্যাকার্ড থাকবে।

"তওফিক ভাই?"

কথাটা শুনে চমকে পেছনে ফিরে দেখলো ত্রিশ-বত্রিশ বছরের এক যুবক দাঁড়িয়ে আছে হাসিমুখে। পুরু গোফ আর পরনে ঘিয়েরঙা ঐতিহ্যবাহী কাবুলি পোশাক, তার উপরে সবুজ রঙের একটি কোটি। গায়ের রঙ ঘন-শ্যামবর্ণ। কিন্তু লোকটার হাতে কোনো প্ল্যাকার্ড নেই।

"ইয়েস," বললো সে।

"আমি জাভেদ। জাভেদ ওয়ার্সি। সামাদ ভায়ের লোক।"

উর্দুতে বললেও বাস্টার্ড বুঝতে পারলো। সে অবশ্য উর্দু বলতে পারে না, হিন্দিজ্ঞান দিয়ে বুঝে নিলো। সামাদ ভাই বলেছে, ছেলেটা ইংরেজিতে কথা বলতে পারে না। তবে চিন্তার কোনো কারণ নেই, এর সাথে হিন্দি দিয়ে চালিয়ে নিতে পারবে।

হাত বাড়িয়ে দিলো সে। জাভেদ সহাস্যে করমর্দন করলো তার সাথে।

"চলেন?"

বাস্টার্ড তার সাথে সাথে এগিয়ে গেলো অসংখ্য প্রাইভেটকারের দিকে। "আমি কিন্তু উর্দু বলতে পারি না। টুকটাক হিন্দি পারি," কথাটা হিন্দিতেই বললো।

হাসি দিলো জাভেদ। "সমস্যা নেই। হিন্দি আর উর্দু প্রায় একই রকম। যে উর্দু পারে তার পক্ষে হিন্দি বোঝা আরো সহজ। আপনি হিন্দিতেই কথা বলেন।" একটু থেমে আবার বললো, "আমার বাপ-দাদারা বিহারের লোক ছিলো। বাড়িতে আমরা হিন্দি বলি।"

কথাটা শুনে খুশি হলো বাস্টার্ড।

জাভেদ আর কোনো কথা না বলে তার হাত থেকে লাগেজটা নিয়ে নিলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"শুকরিয়া।"

"এই তো, আপনি ভালোই উর্দু বলছেন," উৎসাহ দেবার ভঙ্গিতে বলে উঠলো বিহারি ছেলেটা।

মুচকি হেসে মাথা দোলালো বাস্টার্ড। "আশা করি আপনার সাথে কয়েকদিন থেকে টুকটাক উর্দু শিখতে পারবো।"

"অবশ্যই।" গাড়ির ড্রাইভিং দরজাটা খুলে দিয়ে বাস্টার্ডকে ঢুকতে দিলো ভেতরে। তারপর ঘুরে লাগেজটা ভেতরে রেখে ড্রাইভিং সিটে এসে বসে পড়লো। ইগনিশান করার আগে বললো, "আমাকে তুমি করে বলবেন। ঠিক আছে?"

"ওকে।"

"আমি অল্প-অল্প বাঙালা শিখেছিলাম...এখন আর তেমন পারি না," উর্দুটানে বংলায় বললো জাভেদ।

"হুম...সামাদভাই বলেছে," বাস্টার্ডও বাংলায় বললো এবার।

দাঁত বের করে হাসলো মোহাজের। "আমি সহজ-সহজ উর্দু বলবো...একেবারে হিন্দির মতো করে...আপনার বুঝতে কোনো সমস্যাই হবে না।"

সৌজন্যমূলক হাসি দিলো সে।

"ভালো কথা, কতোদিন থাকবেন আপনি? সামাদ ভাই বলেছেন এক কি দু-সপ্তাহ।"

"দু-সপ্তাহের বেশি থাকবো না মনে হয়," হিন্দিতে বলার চেষ্টা করলো সে।

গাড়ির ইঞ্জিন স্টার্ট দিলো ছেলেটি। "ভালোই হলো আমার জন্য। পনেরো-বিশদিন পর আমার লিডার আসবে লন্ডন থেকে...তখন খুব ব্যস্ত হয়ে যাবো।"

"লিডার?"

আবারো চওড়া হাসি দিলো জাভেদ। গাড়িটা পার্কিং এরিয়া থেকে বের হতে শুরু করেছে। "আমি এমকিউএম করি। মুত্তাহিদা কওমি মুভমেন্ট। নাম শুনেছেন নিশ্চয়।"

এই দলটির নাম বহুবারই শুনেছে সে। এরা করাচির সবচেয়ে আলোচিত একটি রাজনৈতিক দল। ভারত-পাকিস্তান জন্মের সময় থেকে যেসব মুসলমান ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে করাচিতে এসেছিলো তাদেরকে মোহাজের বলে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডাকা হয়। এই মোহাজেররা আশির দশকে এমকিউএম নামের একটি রাজনৈতিক দল গঠন করে।

"কিন্তু আমি তো জানতাম এমকিউএম মানে মোহাজের কওমি মুভমেন্ট?" বললো সে।

মুখে হাসি ধরে রেখে মাথা ঝাঁকালো ছেলেটি। তার চোখ রাস্তার দিকেই। "প্রথমে ওটাই ছিলো...পরে মোহাজের বাদ দিয়ে মুত্তাহিদা করা হয়েছে।"

তাদের গাড়িটা এয়ারপোর্ট থেকে বের হয়ে প্রধান সড়কে উঠতেই জাভেদের কণ্ঠটা আবার শোনা গেলো।

"মুত্তাহিদা মানে ইউনাইটেড," হাসি দেখা গেলো তার মুখে, "আমিও টুকটাক ইংলিশ পারি। আপনার সাথে কয়েকদিন ঘুরে আরো কিছু শিখতে পারবো, ইনশাল্লাহ্।"

বাস্টার্ড কিছু না বলে মাপা হাসি হেসে বাইরে তাকালো। করাচির পথঘাট আর অত্যাধুনিক সুউচ্চ ভবনগুলো দেখে আরেকবার ভিরমি খাবার জোগাড় হলো তার। চোখ ধাঁধানো একটি শহর। রাস্তাগুলো বেশ চওড়া আর পরিস্কার। যানবাহনও প্রচুর। দামি দামি সব গাড়ি। সুরম্য অট্টালিকা। অত্যাধুনিক অ্যাপার্টমেন্ট গজিয়ে উঠছে। আমাদের এখানে যেটাকে সিএনজি নামে ডাকা হয় সেই স্কুটারও দেখা গেলো পথেঘাটে তবে রিক্সার মতো কিছু চোখে পড়লো না।

"আপনি কিন্তু এখনও বলেন নি কোথায় যাবেন?"

জাভেদের কথায় সম্বিত ফিরে পেলো সে। "ও, সরি...খেয়াল ছিলো না," আবারো হিন্দিতেই বললো। "আসলে ভালো একটা হোটেলে উঠতে চাইছি। মোটামুটি ভালো...খুব হাই-ফাই কিছু নয়।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো ছেলেটি। "বুঝতে পেরেছি। এরকম প্রচুর হোটেল আছে করাচিতে। কোন্ এলাকায় থাকবেন সেটা কি ঠিক করেছেন?"

"গুলশান-এ-ইকবাল। ওই জায়গাটার আশেপাশে থাকলেই আমার জন্যে বেশি সুবিধার হবে।"

বাস্টার্ডের দিকে পাশ ফিরে তাকালো জাভেদ। তার মুখে হাসি। "ওখানে ভালো একটা হোটেল আছে। কোনো সমস্যা নেই। পার ডে দু-হাজার কি তিনহাজার রুপির মতো লাগবে...অবশ্য ওই হোটেলে চার-পাঁচ হাজার রুপির রুমও আছে...আপনার যেটা খুশি।"

"দু থেকে তিনহাজার রুপির রুম হলেই চলবে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"ওকে," হেসে বললো জাভেদ।

শুটার সামাদ তাকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলেছে, জাভেদ তার কাজের ব্যাপারে কিছু জানতে চাইবে না। দরকারি প্রশ্ন ছাড়া কোনো প্রশ্নও করবে না। ওকে নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করতে পারে। তারপরও নিজের মিশন সম্পর্কে দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তিকে বিন্দুমাত্র ধারণা দেবার ইচ্ছে নেই তার।

"করাচি কেমন দেখছেন?" রাস্তার দিকে তাকিয়েই জিজ্ঞেস করলো ছেলেটা।

"খুব সুন্দর," ছোট্ট করে বললো সে।

নিঃশব্দে হেসে মাথা নেড়ে সায় দিলো এমএমকিউএম-এর কর্মি। যেনো বোঝাতে চাইছে, দেখো, আমাদের শহরটা! এবার তোমাদের সাথে মিলিয়ে নাও!

"আমার একটা গাড়ি লাগবে...কয়েকদিনের জন্য," আস্তে করে বললো বাস্টার্ড।

"হুম, সামাদ ভাই বলেছে।" রাস্তা থেকে কয়েক মুহূর্তের জন্য চোখ সরিয়ে তার দিকে তাকালো। "এই গাড়িটা হলে চলবে তো?"

জাভেদ একটা টয়োটা চালাচ্ছে। গাড়িটা বেশি দামিও না আবার একেবারে সস্তাও বলা যাবে না। এমনটাই তার কাজের জন্য বেশি উপযুক্ত। "চলবে।"

"কয়দিনের জন্য নিতে চাইছেন?"

"উমম," মনে মনে দ্রুত হিসেব করে নিলো সে, "এক সপ্তাহ...বড়জোর আট-নয়দিন?"

কাঁধ তুললো ছেলেটি। "ওকে।"

"গাড়িটা তো তুমিই চালাবে, তাই না?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো। "জি, ভাই...আপনার এই বান্দাই চালাবে।"

আশ্বস্ত হলো সে। "গুড," একটু থেমে আবার বললো, "এটা কি তোমার নিজের গাড়ি?"

"না...আমার লিডারের। আমি উনার এই গাড়িটাই চালাই। গত বছর লিডার মামলা খেয়ে লন্ডনে চলে গেছেন। পনেরো-বিশদিন পর আবার চলে আসবেন। তখন আমি আবার তার ড্রাইভার হয়ে যাবো।"

বাস্টার্ড বুঝতে পারলো জাভেদের কাজটা কি। সে এমকিউএম-এর লিডারের নিছক কোনো ড্রাইভার নয়। সম্ভবত, বডিগার্ড-কাম ড্রাইভার।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এরকম লিডাররা নিজেদের বিশ্বস্ত লোকজনকে নিয়ে সারাক্ষণ চলাফেরা করে।

"তবে আমি কিন্তু লিডারের ড্রাইভার না," বললো ছেলেটি। "লিডার আমাকে খুব বিশ্বাস করেন। আমি তার খুবই ঘনিষ্ঠ লোক।"

"তোমাকে দেখেই বোঝা যায়...তুমি খুবই বিশ্বাসী।"

"থ্যাঙ্ক ইউ, ভাইজান," হেসে বললো জাভেদ।

এবার মুচকি হেসে বাইরে তাকালো বাস্টার্ড। রাস্তার সাইন দেখে বুঝতে পারলো গুলশান-এ-ইকবাল এসে গেছে তারা। চমৎকার একটি জায়গা। মোটামুটি ধনীদের আবাসিক এলাকা বলেই মনে হচ্ছে। এখনও ডুপ্লেক্স বাড়িগুলো সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে সুউচ্চ অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের ফাঁকে ফাঁকে। তবে হিসেব করলে হয়তো দেখা যাবে ডুপ্লেক্স বাড়ির সংখ্যাই বেশি। এলাকাটি বেশ সুনসান। যানবাহনের ভীড় তেমন একটা নেই। আবাসিক এলাকাটি শেষ হতেই কিছুটা জনাকীর্ণ জায়গায় চলে এলো তারা। এখানে রাস্তার দু-পাশে বাড়ি-ঘরের সংখ্যা অনেক কম, অফিস আর ব্যবসা প্রতিষ্ঠান প্রচুর। রাস্তার দু-পাশের দৃশ্য দেখতে লাগলো। জাভেদ চুপ মেরে আছে অনেকক্ষণ ধরে। কিছুক্ষণ পরই গাড়ি থামলো একটি পাঁচতলা ভবনের সামনে। তার নজরে পড়লো বড় করে লেখা সাইনটার দিকে : হোটেল সামুনাবাদ।

"এই হোটেলটা বেশ ভালো..." বললো জাভেদ। "অন্য হোটেলের চেয়ে একটু সস্তাও।"

বাস্টার্ড কিছু বলার আগেই গাড়িটা ডানে মোড় নিয়ে ফ্রন্টগেটের সামনে থামলো।

"আজকে আমার কাজ কি?"

"আমার দুটো সিম লাগবে...কাগজপত্র ছাড়া কি ওগুলো কেনা যাবে?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো ছেলেটি। "যাবে। করাচিতে আপনি সবই পাবেন শুধু একটু বেশি টাকা দিতে হবে। এ নিয়ে চিন্তা করবেন না। আমি দুটো সিম নিয়েই আসবো।"

"কতো দিতে হবে?" মানিব্যাগটা বের করতে করতে বললো সে।

"সাত শ' রুপি দিলেই হবে।"

এক হাজার রুপির একটা নোট বের করে ছেলেটার হাতে দিলো। "তোমার ফোন নাম্বারটা আমাকে দাও।"

জাভেদ তার নাম্বারটা বলে গেলে নিজের মোবাইলে সেভ করে নিলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"তুমি একটু লাউঞ্জে বসো, আমি চেক-ইন করে রুম নাম্বারটা তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি। একটু পর সিমটা কিনে আমাকে দিয়ে চলে যাবে। আমি বিকেলের দিকে তোমাকে ফোন দেবো।"

"ঠিক আছে। আর ওটা কখন লাগবে?" জাভেদ জানতে চাইলো।

"তিন-চারদিন পর।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো ছেলেটি। "ঠিক আছে। কিন্তু জিনিসটা রাখবেন কোথায়?"

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো বাস্টার্ড। "এই হোটেলে কি ওটা রাখা যাবে না?"

"না। এখানকার গেটে মেটাল-ডিটেক্টর বসানো আছে। মাঝেমধ্যে পুলিশ চেকও হয়।"

"ও," গাল চুলকালো সে।

"অন্য কোথাও রাখতে হবে।"

"কোথায় রাখা যায়, বলো তো?"

জাভেদও একটু ভেবে নিলো। "গাড়িতে রাখা যায় কিন্তু অনেক সময় রাস্তাঘাটেও চেকিং হয়। করাচিতে কোনো অঘটন ঘটলে ব্যাপক তল্লাশি চলে।"

ঠোঁট ওল্টালো বাস্টার্ড। বুঝতে পারছে ব্যাপারটা। "তাহলে তো প্রবলেম হয়ে গেলো।"

"আরে কী বলেন, আমি আছি না," অভয় দিয়ে বললো ছেলেটি। "এটা নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই। আমি একটা উপায় বের করে নেবো। ভালো কথা, অটোমেটিক লাগবে তো, নাকি?"

"হুম।"

"আর কিছু?"

"সাইলেন্সার জোগাড় করে দিতে পারবে?"

ভুরু কুচকে তাকালো এমকিউএম-এর কর্মী। "আপনার ওই জিনিস লাগবে?"

"হুম...শুনেছি এখানে ওসব জিনিস পাওয়া যায়।"

"তা পাওয়া যায়। মার্কেট থেকে কিনে দেয়া যাবে।"

বাস্টার্ড জানে এই মার্কেট মানে বৈধ কিছু নয়। করাচিতে অস্ত্র বিক্রি করার মতো প্রচুর জায়গা রয়েছে। উন্নতমানের অস্ত্র থেকে শুরু করে সবই পাওয়া যায়। "গ্রেট।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আপনি কি ওটা কিনতে চাইছেন?"

"হুম।"

"ওকে। নো প্রবলেম। যখন বলবেন কিনে দেবো। ওগুলো মার্কেটে এভেইলেবেল।"

গাড়ি থেকে লাগেজটা নিয়ে হোটেলের লবিতে চলে গেলো জাভেদ, তার সাথে সাথে মি: তওফিক আহমেদ। সে একজন পর্যটক। অনেক দেশ ঘুরেছে, এখন বেরিয়েছে উপমহাদেশ ঘুরতে।

জাভেদকে লাউঞ্জে বসিয়ে রেখে খুব সহজেই সামুনাবাদ হোটেলের রিসেপশনে আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে ফেললো। ৪০৯। চারতলার একটি চমৎকার রুম। জাভেদ রুম নাম্বারটা জেনে চলে গেলো।

রুমসার্ভিসের ছেলেটাকে বেশ ভালো অঙ্কের বখশিস দিয়ে তার গোমড়া মুখ এক নিমেষে পাল্টে দিলো। ঘরে ঢুকেই বেলকনিতে এসে দাঁড়ালো সে। স্লাইডিংডোরটা টেনে খুলে দিতেই দেখতে পেলো করাচির অভিজাত এলাকাটি।

নতুন একটি শহর, নতুন একটি মিশন। সব সময়ের মতো এক ধরণের চ্যালেঞ্জ অনুভব করছে সে। ভিনি ভিডি ভিসি'র মতোই–এই শহরে এসে কাজটা করে চলে যাবে। এখানে তার কোনো পিছুটান নেই। মওলানা ইউসুফ ছাড়া আর কোনা লেনদেনও নেই করাচির সাথে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১২

বিহার কলোনি
আল ফালাহ্ রোড, করাচি

দুপুরের পর এই কুফা সময়ে যেখানে কাস্টমারের জন্য হা করে বসে থাকতে **হয়,** কিংবা মাছি মারার মতো বেশুমার সময় থাকে হাতে তখন গুল্লা একটুখানি **ঘুমিয়ে** নেয়। নিজের চেয়ারে বসে পা দুটো ডেস্কের উপরে তুলে দিয়ে চোখ **বন্ধ** করে রাখে। অনেক সময় গাঢ় ঘুমেও ঢলে পড়ে। কাস্টমার কিংবা ইয়ার-দোস্তরা এসে তার সেই ঘুম ভাঙায়। কিন্তু আজ সেটা হয় নি। একটু আগে পা দুটো তুলে দিয়ে যে-ই না ঘুমাতে যাবে অমনি কোথেকে এক কাস্টমার এসে হাজির হয় তার দোকানে। ভনিতা না করেই সরাসরি জানতে চায় কোনো রকম কাগজপত্র ছাড়া সেলফোনের সিম কেনা যাবে কিনা।

কয়েক মুহূর্তের জন্য গুল্লা ভুরু কুচকে চেয়ে থাকে, লোকটাকে ভালো করে দেখে নেয়। মুখে চাপদাড়ি, পরনে শার্ট-প্যান্ট, হাতে ছোট্ট একটি হ্যান্ডব্যাগ। আস্তে আস্তে মুখের পান চিবোচ্ছে। চোখ দুটো কেমন ধূর্ত।

কাগজপত্র ছাড়া সিম বিক্রি করা বে-আইনি। তবে এখন পর্যন্ত এই বে-আইনি কাজ-কর্মের ব্যাপারে কেউ ইনকোয়্যারি করতে আসে নি তার দোকানে। কিন্তু আসতে কতোক্ষণ। গুল্লা তাই সতর্ক হয়ে জবাব দেয়, তার দোকানে কাগজপত্র ছাড়া সিম বিক্রি করা হয় না।

পাথরের মতো খোদাই করা নির্বিকার মুখটা আশ্বস্ত করে বলে সে কোনো সরকারি লোক নয়, আর তার কাছে খবর আছে গুল্লামিয়ার দোকানে কাগজপত্র ছাড়া সিম কেনা যায়। সে যদি বিক্রি করতে রাজি হয় তো এক্ষুনি কিছু সিম কিনবে, নইলে অন্য জায়গা দেখবে।

লোকটার কথা শুনে ধন্দে পড়ে যায় গুল্লা। কিছু সিম কিনবে—তার মানে একটা নয়, দুই-তিনটা? আজ সকাল থেকে মাত্র একটা সিম বিক্রি করেছে। সারাদিনে বড়জোর তিনটা বিক্রি করবে। তার মধ্যে কাগজপত্র ছাড়া হয়তো একটা কি দুইটা থাকবে। লাভ তো ওসবেই বেশি হয়।

কাস্টমারের দিকে ভালো করে তাকায় সে। তার মনে হয় নি লোকটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সরকারি কেউ–পুলিশ কিংবা গোয়েন্দা সংস্থার। লাভের আশায় সে একটা ঝুঁকি নিয়েই ফেলে। ব্যবসা মানেই তো ঝুঁকি। ঝুঁকি না নিলে কিসের ব্যবসা? এতো ভয়-ডর থাকলে ফয়-ফরমাশ খেটে অন্যের চাকরি করাই ভালো।

একটু ভেবে তারপর সে বলে, আলবৎ দেয়া যাবে। তবে একটু বেশি টাকা দিতে হবে।

লোকটাকে দেখে মনে হয় নি বেশি টাকার কথা শুনে একটুখানিও ভেবেছে। সঙ্গে সঙ্গে জানতে চায়, প্রতি সিমের জন্য কতো দিতে হবে।

প্রায় দ্বিগুন দাম হাঁকিয়ে বসে গুল্লা। যদিও সে জানতো শেষপর্যন্ত দেড়গুন দামে ফয়সালা হবে, কিন্তু ঐ কাস্টমার আর কিছু না বলে পকেট থেকে একগাদা টাকা বের করে গুণতে শুরু করে। টাকাগুলো দেখে গুল্লার চোখ গোল গোল হয়ে যায়। বোকার মতো কাস্টমারের দিকে তাকায় সে।

তারপরই লোকটা নির্বিকারমুখে জানায় একটা নয় দুটো নয়, ত্রিশটি সিম চাই তার! সে যেনো টাকাগুলো গুণে ঝটপট সিমগুলো দিয়ে দেয়।

কথাটা হজম করতে গুল্লার কয়েক মুহূর্ত লেগে গেছিলো। ধাতস্থ হতেই সে উঠে গিয়ে দরজাটা লক করে দেয়। ড্রয়ার খুলে দ্রুত হিসেব করতে থাকে আদৌ তার কাছে ত্রিশটি সিম আছে কিনা। গোণা শেষ হলে দেখে বত্রিশটি সিম আছে। হাফ ছেড়ে বাঁচে সে।

ত্রিশটি সিমকার্ড হ্যান্ডব্যাগে ঢুকিয়ে কাস্টমার চলে যায়, দ্বিতীয় কোনো শব্দও উচ্চারণ করে নি আর।

এই বেশুমার বিক্রি থেকে কতো লাভ হলো সেটা হিসেব না করে গুল্লা হতভম্ব হয়ে বসে থাকে কয়েক সেকেন্ড। তারপর সৌভাগ্যের দিনটাকে আরো বাড়িয়ে দিয়ে ঢুকে পড়ে আরেকজন কাস্টমার। এই ছেলেটা অবশ্য তার পরিচিত, তাই জাভেদ ওয়ার্সির আগমনে তার বিহ্বলতা কেটে যায়। টুকটাক কথা বলে পাকটেলের দু-দুটো সিম কিনে চলে যায় সে। এই দুটো সিমও কাগজপত্র ছাড়া বিক্রি করেছে। মোট বত্রিশটি কাগজপত্রবিহীন সিম বিক্রি করে কতো লাভ হলো সেটা হিসেব করতে গিয়ে গুল্লাকে রীতিমতো ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে হয়েছে।

এখন সেই খুশিতে গদগদ হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলো ইলতুৎমিশ মিয়ার শাহী-বিরিয়ানি ছাড়া লাঞ্চ করাটা ভীষণ অন্যায় হয়ে যাবে আজ। পকেটে একগাদা টাকা নিয়ে নিজের চেয়ার ছেড়ে যে-ই না উঠতে যাবে অমনি ভুতের মতো হাজির হলো আরেকজন কাস্টমার।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঘটনা কি? মনে মনে বলে উঠলো গুল্লা। করাচির সব কাস্টমার কি আজ তার দোকানকেই টার্গেট করেছে নাকি?

কিন্তু লোকটা তার দোকানে ঢুকেই কোনো কথা না বলে দরজা লক্ করে দিলে গুল্লা ভড়কে গেলো।

"দরজা বন্ধ করলেন কেন?" জানতে চাইলো সে।

"কাজ আছে," জবাব দিলো নতুন কাস্টমার। তার মধ্যে খবরদারি মনোভাব প্রকট।

গুল্লা ভালো করে দেখলো লোকটাকে। বয়স ত্রিশের মতো হবে। গায়ের রঙ অতোটা ফর্সা নয়। মোটা গোঁফ আর চোখ দুটো কেমন সতর্ক। সাদা ফুলহাতা শার্ট আর খয়েরি রঙের প্যান্ট পরে আছে। কালো কুচকুচে চুলে সম্ভবত তেল দেয়া। লোকটা স্থিরচোখে চেয়ে থেকেই তার সামনে এসে দাঁড়ালো।

"একটু আগে এক লোক কিছু সিম কিনে নিয়ে গেছে...কোনো রকম কাগজপত্র ছাড়া।"

গুল্লা মনে মনে প্রমাদ গুণলো। তার এমন সৌভাগ্যের পর এই আজরাইল কোত্থেকে উদয় হলো? কে এই লোক? তার কাছে এসব জানতে চাইছে কেন?

"ওর কাছে কয়টা বেচেছো?"

হায় আল্লাহ! মনে মনে বলে উঠলো দোকানি। এতোদিন ধরে এই ব্যবসা করে আসছে, এই প্রথম সরকারী লোকজনের পাল্লায় পড়লো বুঝি।

"ভয় পেয়ো না...আমাকে বলো...তোমার কোনো সমস্যা হবে না।"

ঢোক গিললো গুল্লা। বুঝতে পারছে না কি বলবে। লোকটার হাবভাব দেখে সাহস করে বলতেও পারছে না সে কেন এসব জানতে চাইছে। "ইয়ে মানে..."

"বললাম তো তোমার কোনো ভয় নেই। তুমি শুধু বলো কয়টা বেচেছো।"

মাথার পেছনটা চুলকালো দোকানি। "পাঁচ-ছয়টা..." অবশেষে কমিয়ে বললো সে। অপরাধ ধরা পড়ে গেলে কমিয়ে স্বীকার করে নেয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

মাথা নেড়ে সায় দিলো লোকটি। "ঠিক আছে, ঐ সিমগুলোর নাম্বার আমাকে দাও...তোমার কোনো সমস্যা হবে না।"

গুল্লা কিছুই বুঝতে পারলো না। "নাম্বারগুলো!"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"প্রতিটি নাম্বারের জন্য তোমাকে পাঁচশ' রুপি দেবো।" কথাটা বলেই পকেট থেকে পাঁচশ' রুপির পাঁচটা নোট বের করে দিলো সে। "এই নাও...এখন আমাকে ঐ নাম্বারগুলো দাও, ঠিক আছে?"

গুল্লা বেকুব হয়ে চেয়ে রইলো লোকটার দিকে।

"নাও?" তাড়া দিলো আবার।

মন্ত্রতাড়িত হয়ে টাকাগুলো তুলে নিলো। প্রতিটি সিমের নাম্বার জানতে একহাজার রুপি দিচ্ছে?! সরকারী লোক হলে তো উল্টো তাকে ফাপড় মেরে টাকা খেতো। তাহলে এই লোকটা কে?

"কাগজপত্র ছাড়া সিম বিক্রি করা বে-আইনি কিন্তু আমি তোমাকে সেজন্যে ধরবো না। শুধু নাম্বারগুলো দিয়ে দিলেই হবে। যারা বে-আইনি সিম কিনেছে আমরা কেবল তাদের ধরবো...তোমাকে ধরে কোনো লাভ নেই...তুমি গরীব মানুষ..ছোটোখাটো ব্যবসা করে চলো।"

মনে মনে সায় দিলেও গুল্লা চুপ মেরে রইলো। লোকটা বোঝাতে চাইছে সে সরকারী লোক। যদি তা-ই হয়ে থাকে তাহলে তাকে টাকা দিচ্ছে কেন?

"তোমাকে টাকা দিচ্ছি যাতে তুমি এটা কাউকে না বলো।" যেনো তার মনের কথা পড়ে ফেলে বললো লোকটি।

"*সাহাব*," ঢোক গিলে বললো সে, "ওই আদমি তো বত্রিশটা সিম কিনেছে।" ইচ্ছে করেই অন্য দুটো সিমও যোগ করে দিলো বেশি পাবার আশায়।

"কি!" লোকটার চোখ কপালে উঠে গেলো। "বত্রিশটা?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো গুল্লা। ড্রয়ার থেকে সিমকার্ডের নাম্বার সংবলিত কাগজগুলো বের করে রাখলো ডেস্কের উপরে। এই কাগজগুলো প্রতিটি সিমের সাথেই থাকে। বিক্রি করার সময় এগুলো দেয়া হয় না। প্রতিটি নাম্বারের জন্য ভুয়া কাগজ তৈরি করে ফোন কোম্পানিতে জমা দিয়ে দেয়। ব্যাস, সব ল্যাঠা চুকে গেলো। আইনও মানা হলো আবার ব্যবসাও করা গেলো। ফোন কোম্পানির মার্কেটিংয়ের লোকজন তাদের মতো ডিলারদের এটা শিখিয়ে দিয়েছে।

"এই যে...এগুলো..."

অবিশ্বাসে চেয়ে রইলো লোকটি, তারপর দ্বিতীয় কোনো কথা না বলে পকেট থেকে আরো ছয়টি একহাজার রুপির নোট বের করে গুল্লার দিকে বাড়িয়ে দিলো। "এ মুহূর্তে আমার কাছে তো অতো টাকা নেই...তুমি এগুলো রাখো...ঠিক আছে?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"ঠিক আছে, *সাহাব*।" টাকাগুলো পকেটে রেখে দিলো সে।

লোকটা ধাতস্থ হয়ে ডেস্কের উপরে রাখা কলম আর এক টুকরো কাগজ নিয়ে সিমের নাম্বারগুলো লিখে নিলো দ্রুত।

গুল্লা চুপচাপ দেখে গেলো সবকিছু। নিজের সৌভাগ্যকে সে বিশ্বাসই করতে পারছে না। কাগজ ছাড়া সিম বিক্রি করলে এমনিতেই বেশ ভালো লাভ হয়, তার উপরে বত্রিশটি সিমের শুধু নাম্বারের জন্য সাড়ে-আট হাজার রুপি ইনকাম করতে পেরে সে যেনো আকাশে উড়ছে।

"এই ব্যাপারটা কাউকে বলবে না," নাম্বারগুলো টুকে নিয়ে বললো লোকটি। "বললে তোমারই মুসিব্বত হবে।"

"*জি, সাহাব,*" মাথা নেড়ে সায় দিলো গুল্লা। "আপনার সাথে আমার এই জিন্দেগিতে কখনও মোলাকাতই হয় নি।" দাঁত বের করে হাসলো সে।

"তুমি খুব আকালমান্দ!" মুচকি হেসে লোকটা চলে গেলো তার দোকান থেকে।

গুল্লার মুখে হাসি ফুটে উঠলো। আল্লাহ যখন দেয় তখন ছাপ্পাড় মেরেই দেয়! এখন ইলতুৎমিশ মিয়ার বিরানিটাও কেমন ফকিরি-ফকিরি বলে মনে হচ্ছে তার কাছে। আরেকটু ভালো, আরেকটু খানদানি লাঞ্চ করা উচিত।

গুন গুন করে জনপ্রিয় একটা গান গাইতে গাইতে দোকান বন্ধ করে চলে যেতে উদ্যত হলো সে। আজকে আর দোকানদারি না করলেও চলবে। শুধুমাত্র নাম্বার বিক্রি করে হাজার-হাজার রুপি কামাই করার মতো দিন তো আর রোজ রোজ আসে না।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১৩

তাড়াহুড়ো করে কাজ করা তার ধরণ নয়, তবে এ শহরে বেশিদিন থাকার কথাও ভাবছে না। তাই বলে প্রথম দিনে কাজে নেমে যাবার কোনো ইচ্ছে নেই। কাজ শুরু করবে আগামীকাল থেকে।

হোটেলরুমে ঢুকেই শাওয়ার নিয়ে জামা পাল্টে বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে বিশ্রাম নিলো একটু। আগামীকাল সকালে, লাঞ্চের ঠিক আগে মওলানা দর্শন করবে। বিজনেস কার্ডে যে ঠিকানাটা দেয়া আছে সেটা এই গুলশান-এ-ইকবাল এলাকার। তার ধারণা হোটেল সামুনাবাদ থেকে বড়জোর পাঁচ-দশ মিনিটের পথ হবে।

সে জানে কাজটা খুব সতর্কতার সাথে করতে হবে। একদম স্বাভাবিক থাকতে হবে তাকে। ঘুণাক্ষরেও যেনো মওলানা কিছু টের পেয়ে না যায়। প্লেনের সহযাত্রি ভুল করে সামান্য একটি বই নিয়ে গেছে আর সেটা ঢাকা থেকে করাচিতে লোকমারফত ফেরত পাঠানোর ব্যাপারটা মোটেও সহজভাবে দেখার কথা নয়। দুনিয়ার সবচেয়ে ভালোমানুষটির কাছ থেকেও কেউ এমনটি আশা করবে না। আর যদি এমন কেউ থেকেও থাকে, যে কিনা অন্যের সামান্যতম জিনিসও–সেটা যতো তুচ্ছই হোক না কেন–নিজের কাছে রাখতে চায় না, সে নিশ্চয় করাচিতে লোক পাঠিয়ে ওটা ফেরত দেবে না। ডিএইচএল, ফেডেক্সসহ আরো কিছু ইন্টারন্যাশনাল কুরিয়ার সার্ভিস আছে, তাদের মাধ্যমে পাঠানোটাই স্বাভাবিক আর যৌক্তিক।

রুমের সিলিংয়ে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে। বই ফেরত দেবার প্রস্তাবটি যখনই করেছিলো তার ক্লায়েন্ট তখনই সে বুঝতে পেরেছিলো সুযোগটার সদ্ব্যবহার করতে হবে। এটাকে শুধু মওলানা দর্শনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যাবে না। অনেক ভেবে অবশেষে করাচির উদ্দেশ্যে রওনা দেবার আগেই একজনের সাথে দেখা করেছিলো। লোকটা ইলেক্ট্রনিক্সের বিভিন্ন গেজেট নির্মাণ করে; মোডিফাই করে। ডুপ্লিকেট সিম বানানো, আইডি নাম্বার শো না-করাসহ বহু কিছু করে থাকে সে। বলাই বাহুল্য, এগুলো একদম বে-আইনি কাজ। তাই তাকে কাজ করতে হয় আন্ডারগ্রাউন্ডে। বিশ্বস্ত কাস্টমার ছাড়া

www.BanglaBook.org

কারো সাথে এসব বিষয় নিয়ে কথাও বলে না। এর আগে মাত্র দু-বার গিয়েছিলো তার কাছে। প্রথমবার কলার আইডি শো না-করার কাজে, দ্বিতীয়বার একটি সিমের ডুপ্লিকেট বানাতে। এই লোকের ঘনিষ্ঠ একজন আবার তার খুব কাছের লোক। ফলে খুব একটা যোগাযোগ না থাকলেও অনেকদিন পর দেখা করতে সমস্যা হয় নি।

"বইয়ের মইধ্যে ঢুকাইতে হইলে তো অনেক পাতলা হইতে হইবো," সে কি চাইছে তা জানার পর লোকটি চিন্তিত ভঙ্গিতে বলেছিলো। "একটা সিমের চায়া সামান্য বড় সাইজ হইলে হইবো?"

মাথা নেড়ে সায় দিয়েছিলো সে। "মনে হয় হবে।"

"সিমের চায়া ডাবল মোটা...স্কয়্যার সাইজ...এই ধরেন এতো বড় হইবো..." তর্জনি আর বুড়ো আঙুল দিয়ে আকারটা বোঝালো সে। "তাইলে কি চলবো?"

তখনই হিসেব করতে শুরু করেছিলো বাস্টার্ড। একটা সিমের চেয়ে দ্বিগুন পুরু? সেটা বইয়ের কোন্ জায়গায় রাখলে কখনও কারোর চোখে পড়বে না–এমন কি বইটা পড়তে গেলেও?

"চলবো না?" ইলেক্ট্রনিক্সে অভিজ্ঞ লোকটি জানতে চেয়েছিলো।

"এরকম জিনিস্ বইয়ের কোথায় লুকিয়ে রাখলে বোঝা যাবে না?" পাল্টা প্রশ্ন করেছিলো সে।

"উমমম," চুন্নুভাই নামের লোকটি আবারো চিন্তা করে জবাব দিলো, "বইটা কতো মোটা?"

"এই ধরেন এরকম..." তজর্নি আর বুড়ো আঙুলের মাঝখানে আড়াই ইঞ্চির মতো ফাঁক তৈরি করে দেখালো সে।

"বাইন্ডিংটা কেমন?"

"মানে?" বাস্টার্ড বুঝতে পারলো না।

"মানে, হার্ড বাইন্ডিং নাকি পেপারব্যাক?"

এ সম্পর্কে তার কোনো ধারণা না থাকায় সে বলতে পারে নি, তবে চুন্নুর ঘরের চারপাশে তাকিয়ে দেখতে পায় সেখানে অল্প কিছু বইপত্র আছে। কিছু গল্পের বই, বাকিগুলো কম্পিউটার মেরামতের ম্যানুয়াল।

"আপনার ঐ পূর্ব-পশ্চিমের মতো," সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বিখ্যাত বইটির প্রথম খণ্ড দেখিয়ে বলেছিলো সে।

"ও," হাসি দিয়ে বলেছিলো চুন্নু। "তাইলে তো হার্ডবাইন্ডিং। ওই রকম

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বইয়ের ভিতরে আরামসে ঢুকানো যাইবো। কেউ টের পাইবো না। বইটা আমার কাছে নিয়া আইসেন...আমি নিজে সেট কইরা দিমু, কোনো সমস্যা নাই।"

কথাটা শুনে হাফ ছেড়ে বেঁচেছিলো বাস্টার্ড। মাত্র পাঁচ-হাজার টাকার বিনিময়ে একদিন পরই কাজটা করে দিয়েছে চুন্নুভাই।

এই জিপিএস ট্র্যাকার জিনিসটা খুবই নতুন। আর ছোটো আকারের ডিভাইস সচরাচর পাওয়া যায় না। চুন্নুভাই নিজে এটা মোডিফাই করে নি, বাইরে থেকে কালেক্ট করেছে।

"এগুলারে বলে স্পাই-গেজেট," বলেছিলো সে। "আগে তো এইসব জিনিস পাবলিকের হাতে থাকতো না...এখন যুগ পাল্টাইছে। কতো কি যে বাইর হইতাছে...দেখলে মাথা নষ্ট হইয়া যাইবো।"

বাস্টার্ড নিজেও এসব জিনিসের কথা শুনেছে, তবে এই প্রথম ব্যবহার করতে যাচ্ছে।

"চায়না থেইকা এক পিস নিয়া আসছিলো এক লোক কিন্তু ইউজ করবার পারে নাই...আমার কাছে বেইচা দিছে।"

এই ব্যাপারটাই তাকে একটু দ্বিধার মধ্যে ফেলে দিয়েছিলো। সে সব সময় ব্যাক-আপ রাখে। জিপিএস ট্র্যাকারের বেলায় সেটা করা সম্ভব হচ্ছে না। যাহোক, আগামীকাল সকালে রওনা দেবার আগে সে আরেকবার পরীক্ষা করে দেখবে ডিভাইসটি ঠিকমতো কাজ করে কিনা। চুন্নুকে সে দেখেছে কিভাবে বইয়ের বাইন্ডিং খুলে ওটা সেট করেছিলো। কতো সহজেই না সামান্য একটি অ্যাডহেসিভ ব্যবহার করে বইটা আবার আগের অবস্থায় নিয়ে যেতে পেরেছিলো লোকটি।

আরেকটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলো। বইটা ফেরত দিয়েই সোজা চলে আসবে। সম্ভবত পাঁচ মিনিটের একটি সাক্ষাত। এর বেশি সময় নেবে না। মওলানাকে বুঝিয়ে দিতে হবে মিঃ জামিল আহমেদের অনুরোধের ঢেঁকি গিলেছে সে। এইসব ফালতু জিনিস পৌঁছে দেয়ার ব্যাপারে তার একটুও আগ্রহ ছিলো না। নিতান্তই সম্পর্কের খাতিরে করেছে এটা।

বিছানায় উঠে বসলো সে। জিপিএস ডিভাইসটি বের করে অন করলো। ভার্চুয়াল মানচিত্রে দেখা যাচ্ছে করাচির গুলশান-এ-ইকবাল এলাকার একটি জায়গায় লাল-বিন্দুটি বিপ্ করছে। বইয়ের ভেতরকার ডিভাইসটি ঠিকঠাকমতোই কাজ করছে তাহলে। জিপিএসটি পকেটে ভরে রুম থেকে বের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হয়ে গেলো সে। নীচতলায় নেমে রুমের চাবিটা ডেস্কে জমা দিয়ে হোটেলের বাইরে চলে এলো। রাস্তায় নেমে বামদিকে বেশ কিছুটা হেটে আবারো পকেট থেকে বের করলো ডিভাইসটি। এখনও কাজ করছে ওটা। মুচকি হাসলো সে। পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় সেলফোন কোম্পানি পাকটেলের সিম ব্যবহার করেছে। এটা সমগ্র পাকিস্তানই কাভার করবে।

জিপিএস ট্র্যাকারটি পকেটে রেখে হাটতে হাটতে প্রায় এক ব্লকের মতো দূরে এসে আরেকবার চেক করে দেখলো। জিনিসটা এতো দূরেও ঠিকমতোই কাজ করছে। সবকিছু যখন ঠিকঠাক কাজ করে তখন তার ভালো লাগে। আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায় বহুগুনে।

ডিভাইসটি পকেটে ভরে আবারো ফিরে গেলো হোটেলে। আজকে আর কোনো কাজ নেই। এখন বিশ্রাম নিয়ে নিজেকে ফিট করতে হবে। আগামী কয়েকটা দিন বেশ ভালোই ব্যস্ত থাকতে হবে তাকে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১৪

বুজুর্গ খুব টেনশনে পড়ে গেছে। সে জানে তিনটি ছেলের পালানোর ঘটনাটি খুবই মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। তবে আপাতত একজনের কাছে জবাবদিহি করাটাই তার কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। উপরওয়ালাদের কাছে জবাবদিহি করতে সে কখনও ভয় পায় না কিন্তু একটু পর যে লোক আসবে তার সামনে কথা বলতেই কেমন অস্বস্তি বোধ করে। লোকটা তার থেকে কম করে হলেও বিশ বছরের ছোটো। এর সম্পর্কে অনেক কিছুই তাদের অজানা। এক রহস্যময় আদমি। তাদের দলের চিফ-কমান্ডার এই ত্রিশবছর বয়সি লোকটাকে খুবই সমীহ করেন। বলা হয় কমান্ডারের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠজন হলো এই মীর!

হ্যা। তাকে সবাই মীর বলেই ডাকে। বুজুর্গ শুনেছে তার নাকি আরো অনেক নাম আছে। সাজিদ মীর। মাজিদ সাজিদ। আবু বারা। আঙ্কেল বিল। সাজিদ বিল। ইব্রাহিম।

একজন মানুষের এতোগুলো নাম থাকার একটাই অর্থ—লোকটা গভীরজলের মাছ। ভীষণ বিপজ্জনকও বটে। তারা যে বিশাল কাজটা করতে যাচ্ছে সেটার সর্বেসর্বা হলো এই লোক। নিজেকে সে এই প্রজেক্টের ম্যানেজার হিসেবে পরিচয় দেয়। তাকে দেখলে মনে হবে খুবই সজ্জন আর ভদ্রগোছের একজন মানুষ। তার ব্যবহার সব সময়ই অমায়িক। কখনও তাকে রাগতে দেখে নি। মাঝারি উচ্চতা, গায়ের রঙ শ্যামবর্ণ, পরিপাটি করে আঁচড়ানো চুল আর সুন্দর করে ছাটা চাপদাড়ি। যখনই দেখা করতে আসে সঙ্গে থাকে দু-জন বিশ্বস্ত দেহরক্ষি। আর সব সময় কোমরে থাকে তার প্রিয় অস্ত্র মাকারভ পিস্তল।

বুজুর্গ শুনেছে লোকটা নাকি এক সময় মিলিটারিতে ছিলো। আরবি, উর্দু, হিন্দি, ইংরেজি ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারে। দীর্ঘদিন সৌদি আরবে ছিলো, ইউরোপ-আমেরিকায় হরহামেশা যাতায়াত করে। এই রহস্যময় লোকটি সাদা চামড়াদের সাথে এমন সখ্যতা গড়ে তুলেছে যে, তাদের দিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজও করিয়ে নেয়। ফ্রান্সে তার প্রচুর কানেকশান রয়েছে।

www.BanglaBook.org

এতো বেশি যোগ্যতাসম্পন্ন লোক বলে এর সান্নিধ্যে এলেই বুজুর্গ একটু নার্ভাস বোধ করে। লোকটার চোখ দুটোও গভীর আর অন্তর্ভেদি। মনে হয় ভেতরটা পড়ে ফেলছে বিনা বাধায়।

দরজায় নক করা হলে সম্বিত ফিরে পেলো বুজুর্গ। বুঝতে পারছে ঐ রহস্যময় লোকটি চলে এসেছে। নিজে গিয়েই দরজা খুলে দিলো।

দু-জন বডিগার্ড দাঁড়িয়ে আছে। তাদের ঠিক পেছনেই চাপদাড়িতে হাত বোলাচ্ছে মীর।

"আসসালামুআলাইকুম ওয়া-রাহমাতুল্লাহি ওয়াবা-রাকাতুহু..." বুজুর্গ আদবের সাথে সালাম দিলো।

"ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়ারাহমাতুল্লাহ," প্রসন্নভাবে হেসে ঘরে ঢুকে পড়লো মীর।

তার দেহরক্ষি দু-জন ভেতরে ঢুকলো না। তাদের মধ্যে একজন বাইরে থেকেই দরজাটা বন্ধ করে দিলো।

"বুজুর্গ কি পেরেসানে পড়ে গেছেন নাকি?" ঘরের এককোণে সোফার দিকে এগিয়ে যাবার সময় বললো মেহমান।

"না, মানে..." কাচুমাচু খেলো সে। "...আসলে চিন্তা না করেও তো উপায় নেই...তাই না?"

সোফায় বসে অভয় দেবার জন্য চওড়া হাসি দিলো মীর। "তসরিফ নিন।"

বুজুর্গ পাশের একটি সোফায় বসে পড়লো।

"বাকিদের কি অবস্থা?"

"ওরা ভালোই আছে। মনে হয় না ওদের মধ্য থেকে কেউ পালাবে।"

মির স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলে একটু অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেলো বুজুর্গ।

"আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করছি ওদের মধ্যে জিহাদি জোশ পয়দা করতে। এরইমধ্যে ভিটামিনও দেয়া শুরু করে দিয়েছি। আমার মনে হয় বাকি দশজনকে নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই।"

আল্‌তো করে মাথা নেড়ে সায় দিলো মেহমান। "ভালো, কিন্তু ওদের দিকে কড়া নজর রাখতে হবে।"

"জি। আমি কড়া নজর রাখছি সবার উপরে।"

মুচকি হাসলো সাজিদ মীর। "আপনি একা দশজন ছেলের উপরে নজর রাখতে পারবেন না। তাছাড়া নজরদারি করার কাজও আপনার নয়।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বুজুর্গ আবারো টের পেলো সেই পরিচিত অস্বস্তিটা।

"এটা যাদের করার তারাই করবে।"

মনে মনে ঢোক গিললো সে। তার আশংকা তাকে এ কাজ থেকে সরিয়ে দেয়া হবে। কিন্তু সিদ্ধান্ত নিলো চুপচাপ সব শুনে যাবার জন্য।

"আমি আগামীকালই দু-জনকে পাঠিয়ে দিচ্ছি...ওরা-ই সব ব্যবস্থা করে দেবে।"

"ঠিক আছে," মাথা নেড়ে সায় দিলো বুজুর্গ। তর আশংকা সত্যি প্রমাণিত হলো।

"ঐ ছেলেগুলো যেনো ওদের না দেখে...বুঝলেন?"

বুজুর্গ ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো। ওদের দেখবে না মানে? তাহলে নজরদারির কাজটা কিভাবে করবে? "জি, বুঝলাম না?"

"ওই দু-জন এখানে এসে কিছু কাজ করবে...ওই সময়টাতে আপনি ছেলেগুলোকে অন্য ঘরে সরিয়ে রাখবেন। ভালো হয় নামাজ-ঘরে ওদের রেখে দিলে। কাজ শেষ হলে ওরা চলে যাবে। আপনি নিজে ওদের সাহায্য করবেন।"

"জি, আচ্ছা," বুজুর্গ একটু খুশি হলো। এবার সে বুঝতে পারছে, তাকে সরিয়ে দেয়া হচ্ছে না। শুধুমাত্র নজরদারি করার একটি ব্যবস্থা করা হবে। আর সেটা কোনো মানুষ দিয়ে নয়।

মির পকেট থেকে একটা পেনড্রাইভ বের করে বুজুর্গের হাতে তুলে দিলো। "এটা রাখুন। এখানে কিছু ভিডিও ফাইল আর ডকুমেন্টারি আছে...ওদেরকে কোন্‌টা কখন দেখাবেন সেটার ইন্সট্রাকশনও দেয়া আছে।"

"জি, আচ্ছা।"

"তবে তার আগে আপনি নিজে দেখে নেবেন। আর এইসব দেখানোর সময় ওদের কি বলবেন সেটা আগে থেকেই ঠিক করে রাখবেন। বুঝেছেন?"

"জি, জি...সবটাই বুঝতে পেরেছি।"

"শুকরিয়া," প্রসন্নভাবে হেসে বললো মীর।

বুজুর্গ টের পেলো তার ভেতর থেকে একটা চাপা আশংকা আর অস্বস্তি দূর হয়ে গেছে মুহূর্তে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১৫

যা ভেবেছিলো তা-ই। হোটেল সামুনাবাদ থেকে মওলানা ইউসুফ হোসাইনীর অফিসটি গাড়িতে করে গেলে মাত্র পাঁচ মিনিটের পথ।

কথামতোই গতকালের গাড়িটা নিয়ে সকাল সাড়ে দশটার দিকে হোটেলে এসে হাজির হয় জাভেদ। ততোক্ষণে সে নাস্তা সেরে ফিটফাট পোশাক পরে নিয়েছিলো। তার আজকের এই পোশাকটি একদমই অন্যরকম। সচরাচর এ ধরণের পোশাক সে পরে না, কিন্তু আজকের ভিজিটটাও আর সব কিছুর চেয়ে আলাদা–একজন ব্যবসায়ি কিংবা এক্সিকিউটিভ। করাচিতে একটা কাজে এসেছে। জামিল আহমেদের সাথে তার সখ্যতার কারণে একটা অনুরোধ রাখতেই মওলানার অফিসে আসা।

রওনা দেবার আগে জাভেদকে ঠিকানাটা বলতেই অবাক হয়ে যায় সে। এটা তো হাটাপথের দূরত্ব!

যাহোক, ছেলেটার একটা গুণ আছে, খুব বেশি প্রশ্ন করে না। মেজাজ বুঝে টুকটাক কিছু কথা বলে। ঠিকমতো সাড়া না পেলে একদম বোবা হয়ে থাকে। এটা তার দারুণ পছন্দ।

হোটেল সামুনাবাদের চারপাশে প্রচুর অফিস আর বাণিজ্যিক ভবন রয়েছে। মওলানা ইউসুফের অফিসটি সে-রকমই একটি ভবনের আটতলায় অবস্থিত। পার্কিংলটে গাড়ি না রেখে জাভেদকে ভবনের বাইরে থাকতে বললো সে। মাত্র পাঁচ মিনিটের সাক্ষাত। সব মিলিয়ে দশ মিনিটের বেশি লাগবে না।

বইটা হাতে নিয়ে বাস্টার্ড ঢুকে পড়লো ভবনের ভেতরে। সে মওলানার বিজনেস কার্ডটা জাভেদকে দেখায় নি। ওখান থেকে অফিসের ঠিকানাটা মুখস্ত বলেছে। এটুকু সতর্কতা তাকে করতেই হয়েছে। কোন ভবনে যাচ্ছে সেটা জানানো যেতে পারে কিন্তু কার সাথে কি নিয়ে দেখা করতে যাচ্ছে সে-সব এই পাকিস্তানিকে জানানোর দরকার নেই। অভিজ্ঞতা থেকে সে জানে, অপ্রয়োজনীয় কাজ করলে লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হয়। যার যতোটুকু জানার তাকে ততোটুকুই জানাও–এই নিয়মটি সে বহুকাল আগেই শিখেছিলো। জাভেদ যতোই বিশ্বস্ত হোক, দরকারের বাইরে তাকে কোনো কিছু জানানো যাবে না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যে ভবনে সে ঢুকলো সেটা খুবই ছিমছাম আর দেখতে মনোরম। মেইনগেটে দু-জন সশস্ত্র রক্ষী, তাদের হাতে চায়নিজ রাইফেল। যেখানে প্রতিনিয়তই আত্মঘাতি বোমা হামলা হয়, গান-ফাইট হয়, হত্যা-খুন নিয়মিত ব্যাপার, সেখানে এমন নিরাপত্তা থাকাটাই স্বাভাবিক।

লিফট দিয়ে আটতলায় ওঠার সময় কি বলবে সে-সব কথা শেষবারের মতো গুছিয়ে নিলো। এ ধরণের কাজে তার মধ্যে কখনও নার্ভাসনেস কাজ করে না, শুধু বাড়তি একটু সতর্ক থাকে সে। ভালো করেই জানে, আগেভাগে শিকার টের পেয়ে গেলে শিকারীর জন্য কাজটা কঠিন হয়ে যায়—সেই শিকার যতোই নিরীহ হোক না কেন।

হরিণের মতো দুর্বল আর নিরীহ প্রাণীকে শিকার করার সময়ও বাঘ-সিংহ ধৈর্য ধরে ওৎ পেতে থাকে। দূর থেকে শিকারকে নজরবন্দি করে, তার গতিবিধি বোঝার চেষ্টা করে, তারপর আস্তে আস্তে কাছে এগিয়ে যায়। পরাক্রমশালী শিকারী পশুও চায় না দুর্বল হরিণ আগেভাগে টের পেয়ে যাক; তাই একদম শেষ সময়ে এসে আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ে শিকারের উপর। কোনোভাবে যদি শিকার আগেভাগে টের পেয়ে যায় তাহলে সামান্য হরিণও বাঘ-সিংহকে ভুগিয়ে ছাড়ে। কখনও কখনও শিকার বেহাতও হয়ে যায়।

লিফটের দরজা খুলে যাবার পর গভীর করে দম নিয়ে পা বাড়ালো বাস্টার্ড। ঘুণাক্ষরেও সে চায় না একাত্তরের ঐ ঘাতক সামান্যতম সন্দেহ করুক তাকে নিয়ে। বিজনেস কার্ডে অল্প যেটুকু তথ্য আছে তার সবটাই তার মুখস্ত, তারপরও কার্ডটা পকেটে রেখেছে। বাম হাতে বড় একটা এনভেলপের ভেতরে বইটা নিয়ে কোনো রকম ঝামেলা ছাড়াই মওলানার অফিসের মেইনগেটের সামনে চলে এলো সে। কাঁচের ডাবল-ডোরটা দিয়ে অফিসের সামনের অংশটা বাইরে থেকে দেখতে পেলো। খুব একটা লোকবল নেই। মাঝারিগোছের একটি অফিস। কাঁচের দরজায় লেখা 'আল হোসাইনী ফিসারিজ লিমিটেড,' তার নীচে লাল অক্ষরে ইংরেজিতে লেখা 'পুশ।' বাস্টার্ড দরজাটা ধাক্কা দিয়ে ঢুকে পড়লো ভেতরে।

রিসেপশন ডেস্কে বসা মাঝবয়সি লোকটি হাতে কিছু কাগজ নিয়ে দেখছে, তাকে ঢুকতে দেখে উর্দুতে বলে উঠলো, সে কি চায়।

কিন্তু বাস্টার্ড তাকে ইংরেজিতে জানালো মওলানা ইউসুফ হোসাইনীর সাথে দেখা করার জন্য এসেছে।

তার কি অ্যাপয়েন্টমেন্ট রয়েছে?

www.BanglaBook.org

না।

এটা কি প্রাইভেট সাক্ষাৎ?

না।

মওলানা কি তাকে চেনে?

না।

তাহলে?

মওলানার বিজনেস কার্ড রিসেপশনিস্টের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে সংক্ষেপে জানালো এখানে আসার উদ্দেশ্য।

রিসেপশনিস্ট তাকে অপেক্ষা করতে বলে পাশের একটা ঘরে ঢুকে পড়লো। বাস্টার্ড তিনসেট সোফার কোনোটাতে না বসে দাঁড়িয়েই রইলো ডেস্কের সামনে। অফিসের চারপাশে খুব একটা চোখ বুলালো না ইচ্ছে করেই। এখানে যদি কোনো সিসিক্যাম থেকে থাকে তাহলে তার এই তাকানোর ব্যাপারটা ধরা পড়ে যেতে পারে। সে বরং বিরক্তিকর একটি ভাব করলো চোখেমুখে। যেনো খামখেয়ালি লোকজনের ফালতু অনুরোধ রক্ষা করতে এসেছে। তারপরও যেটুকু দেখলো তাতে মনে হলো এই অফিসটি শুধুমাত্র আল-হোসাইনী ফিসারিজের কাজেই ব্যবহার করা হয় না, আরো একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। ঐ প্রতিষ্ঠানের লোগো আর নাম উর্দু কিংবা আরবিতে লেখা—সে নিশ্চিত হতে পারলো না। আরবি-উর্দুর নীচে ছোট্ট করে ইংরেজিতে কিছু লেখা থাকলেও দূর থেকে সেটা বুঝতে পারলো না। ভালো করে লেখাটা দেখতে যাবে অমনি রিসেপশনিস্ট ফিরে এলো ডেস্কের কাছে।

"প্লিজ, দিস্ ওয়ে," দরজাটা দেখিয়ে ইংরেজিতে বললো সে।

"থ্যাঙ্ক ইউ," সৌজন্যমূলক হেসে বাস্টার্ড ঢুকে পড়লো মওলানা ইউসুফের রুমে।

মাঝারি আকৃতির চমৎকার একটি অফিস। দরজার ঠিক বিপরীত দিকের দেয়াল ঘেষা ডেস্কে বসে আছে বয়স্ক একজন মানুষ। মাথায় টুপি থাকলেও গায়ে ঘিয়েরঙা সুট আর টাই। মুখের চাপদাড়ি আর গোফের বেশিরভাগই সাদা হয়ে গেছে। সম্ভবত চুলগুলোও, তবে টুপির কারণে সেটা পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে না। গায়ের রঙ মোটামুটি ফর্সাই। চোখে কালো ফ্রেমের পাওয়ারের চশমা। জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

"স্লামালেকুম," মুখে হাসি এঁটে বললো সে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"ওয়ালাইকুম আস সালাম ইয়া রহমাতুল্লাহ," বেশ নম্রভাবেই সালামের জবাব দিলো মওলানা।

"আমি তওফিক আহমেদ...বাংলাদেশ থেকে এসেছি।"

ইংরেজিতে বললো মওলানা, "প্লিজ, বসুন।"

বাস্টার্ড একটা চেয়ারে বসে পড়লো। সে খেয়াল করেছে বাংলাদেশের কথা শুনে মওলানা জোর করে অভিব্যক্তি অপরিবর্তিত রাখার চেষ্টা করছে। "মিঃ জামিল আহমেদের কথা আপনার নিশ্চয় মনে আছে...দুবাইর ফ্লাইটে আপনার সহযাত্রি ছিলেন?"

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে প্রসন্ন হাসি দিলো মওলানা। "হুম, মনে আছে। চমৎকার একজন ভদ্রলোক। খুব মিশুক," বেশ চোস্ত ইংরেজিতে বললো সে।

বাস্টার্ড এনভেলপে মোড়ানো বইটা বাড়িয়ে দিলো মওলানার দিকে। "এই যে আপনার বই...এটা উনি আপনার কাছ থেকে নিয়েছিলেন পড়ার জন্য...তারপর ফেরত দিতে ভুলে গেছিলেন।"

বইটা হাতে নিয়ে বিস্মিত হবার ভঙ্গি করলো মওলানা ইউসুফ। "সামান্য একটা বইয়ের জন্য উনি আপনাকে পাঠিয়েছেন? বইটা ফেরত দেবার কোনো দরকারই ছিলো না। তাছাড়া, উনি খুব সহজে কুরিয়ার করে দিলেই পারতেন।"

যা ভেবেছিলাম তা-ই, মনে মনে বললো বাস্টার্ড। তবে মুখে হাসি এঁটে রাখলো। "উনি তা-ই করতেন, কিন্তু যখন শুনলেন আমি করাচি যাচ্ছি তখন ঠিক করলেন আমার লাগেজের ভার একটু বাড়িয়ে দেবেন।" কথাটা ঠাট্টাচ্ছলে বললো সে। "বড়দের অনেক কিছুই ছোটোদের সহ্য করতে হয়...আমাকেও তাই এরকম অনুরোধ রক্ষা করতে হয়েছে।"

হাসলো মওলানা ইউসুফ। "উনি বোধহয় ব্যাপারটা একটু বেশি সিরিয়াসলি নিয়ে নিয়েছেন।"

"একদম ঠিক বলেছেন," সহমত পোষণ করলো বাস্টার্ড। "উনি মনে করেছেন বইটা ফেরত না দিয়ে বিরাট অন্যায় করে ফেলেছেন...আপনি হয়তো উনাকে বইচোর ভেবে বসে আছেন।"

হেসে ফেললো মওলানা। "বিজনেস ক্লাসের সহযাত্রি...যার হাতে রোলেক্স ঘড়ি তাকে আমি পঁচিশ ডলারের একটি বইয়ের জন্য বইচোর ভাববো?"

মুচকি হেসে কাঁধ তুললো বাস্টার্ড। চকিতে দেখে নিলো মওলানার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডেস্কের উপরে একটি ক্যালেন্ডার আর পেছনের দেয়ালে অন্য একটি প্রতিষ্ঠানের লোগো আর নাম বড় করে লেখা।

"আমার কি মনে হয় জানেন?" তারপর জবাবের জন্য অপেক্ষা না করেই আবার বললো সে, "জামিল ভাই হয়তো চোর বলতে ক্লেপটোম্যানিয়ার কথা বুঝিয়েছেন। এ ধরণের মানসিক রোগিরা বড়লোক হলেও সামান্য জিনিস হাতিয়ে নেয়।"

অবাক হলো এক সময়কার ইউসুফ আলী। "আমি উনাকে ক্লেপটোম্যানিয়াক ভাববো?" হাসতে হাসতে মাথা দোলালো সে। "বলতে বাধ্য হচ্ছি, সামান্য একটা বইয়ের জন্য অনেক বেশি ভেবে ফেলেছেন উনি।"

"এ ব্যাপারে আর কেউ একমত পোষণ না করলেও আমার পক্ষে দ্বিমত পোষণ করা সম্ভব নয়," হালকা চালে বললো তওফিক আহমেদ। "কারণ এই পঁচিশ ডলারের সেকেন্ডহ্যান্ড বইটা আমাকেই কষ্ট করে এতোটা পথ বয়ে আনতে হয়েছে।"

নিঃশব্দে হেসে মওলানা ইউসুফ বললো, "মিঃ জামিল আহমেদ আমাকে একটা ফোন করে জানালেই হতো বইটা ভুলে ফেরত দেন নি। উনার কাছে তো আমার বিজনেস কার্ডটা ছিলোই, এতো ঝামেলা করার দরকারই ছিলো না।"

"আসলে উনি খুব লজ্জিত ছিলেন তাই হতো ফোন করেন নি।"

মওলানা কিছু বললো না।

"উনি খুবই রক্ষণশীল আর সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের ছেলে। আপনি হয়তো অবাক হবেন, উনার লাভ ম্যারেজটা ভেঙে গেছিলো স্রেফ উনার শ্বশুড় ঘুষ খান বলে।" মিথ্যেগুলো অনায়াসে বলে গেলো সে। কখনও ভেবে দেখে নি এটা সে কবে থেকে রপ্ত করেছে।

"ইন্টারেস্টিং," মওলানা কৃত্রিম অবাক হবার চেষ্টা করলো।

"হুম। আমার কাছে অবশ্য এটা বাড়াবাড়ি বলেই মনে হয়েছে।"

"না, না। আমি মনে করি উনার পরিবার সঠিক কাজটাই করেছেন। হারামের পয়সা রোজগার করা পরিবারে বিয়ে না করাই ভালো। তাতে হারামের সাথে অংশীদার হয়ে যেতে হয়।"

কাঁধ তুললো বাস্টার্ড। "এ নিয়ে আমি তর্ক করবো না। এটা একদমই আমার নিজস্ব মন্তব্য।" তারপর হুট করে কিছু মনে পড়েছে এমন ভঙ্গি করে বললো সে, "ওহ্," হাতঘড়ির দিকে তাকালো। "আমাকে এখন উঠতে হবে।

www.BanglaBook.org

আসলে মাত্র পাঁচ মিনিট সময় নিয়ে এসেছি এখানে।"

"কি বলেন, আজব!" এবার সত্যি সত্যি অবাক হলো মওলানা ইউসুফ। "কিছু না খেয়ে কিভাবে যাবেন? মেহমান বলে কথা। অন্তত এককাপ কফি–"

"প্লিজ," উঠে দাঁড়ালো সে। "আমি মোটেও মেহমান নই...আমাকে বড়জোর একজন ডেসপাচার বলতে পারেন। আসলে যাবার পথে বইটা দিয়ে গেলাম। আমাকে এক্ষুণি লিয়াকাতাবাদ যেতে হবে। জরুরি একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে ওখানে।"

"আশ্চর্য, তাই বলে কিছু–"

হাত তুলে মওলানাকে থামিয়ে দিলো সে। "আমাকে যদি আপনার ধন্যবাদ দিতে হয়, আপ্যায়ন করতেই হয় তবে দেরি না করে চলে যাবার *এজাজাত* দিন।" ইংরেজির মধ্যে এজাজাত শব্দটি সে ব্যবহার করলো ইচ্ছে করেই।

"কী আর করা...এতো দূর থেকে এলেন অথচ কিছুই খেয়ে গেলেন না...ভালো করে আলাপ পরিচয়ও হলো না..."

"যদি করাচিতে আরো এক সপ্তাহ থাকি তাহলে চেষ্টা করবো একদিন আপনার এখানে এসে এককাপ কফি খেয়ে যেতে।" কথাটা বলেই হাত বাড়িয়ে দিলো সে।

ডানহাতটা বাড়িয়ে দিলো ইউসুফ হোসাইনী।

"আপনার সাথে দেখা করতে পেরে খুব ভালো লাগলো। খোদা হাফেজ।"

"খোদা হাফেজ," প্রায় বিড়বিড় করে বললো মওলানা।

দ্রুত ঘর থেকে বের হয়ে গেলো বাস্টার্ড। তাকে দেখে সত্যি মনে হচ্ছে জরুরি একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট মিস্ করার টেনশনে পড়ে গেছে।

দরজা দিয়ে বাইরে পা রাখতেই একটা প্রশ্ন তার মনে উদয় হলো : লোকটার বামহাতে ছয় আঙুল ছিলো কি? অতি সতর্ক আর সচেতন থাকার কারণে সে লোকটার হাতের দিকে খুব একটা তাকায় নি।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১৬

আজিজাবাদ, করাচি

অসংখ্য লাশ। কোনোটা মুখ থুবড়ে, কোনোটা চিৎ হয়ে পড়ে আছে। কারো চোখ খোলা, কারোর বন্ধ। কিছু মুখ দেখলে মনে হবে তারা বুঝি ঘুমাচ্ছে। কারো কারোর চেহারায় সুতীব্র আতঙ্ক চিরকালের জন্যই স্থির হয়ে আছে। রক্তের মাঝে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে মৃতদেহগুলো। কাঁচাহাতের ক্যামেরাম্যান সবগুলো লাশের ছবি তুলতে গিয়ে ক্যামেরাটা ডানে-বায়ে সরাচ্ছে অস্থিরভাবে। ক্লোজশট নিতে গিয়ে বার বার আউট অব ফোকাস হয়ে যাচ্ছে। ভীতিকর একটি দৃশ্য। বিশেষ করে ছোটোছোটো বাচ্চাদের মুখগুলো! নিষ্পাপ শিশুরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই মানুষের চরম বর্বরতার বলি হয়ে গেছে।

তারপরই আরেকটি দৃশ্য। আগের চেয়ে আরো বেশি পৈশাচিক। আরো বেশি বীভৎস। শুধু নিহত মানুষজনই নয়, তাদের বিচ্ছিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। কারোর হাত, কারোর পা। কোনো লাশের মস্তক নেই। কারো শরীরের নিম্নাংশ উড়ে গেছে বোমায়। রক্তগুলো কালচে হতে হতে রাজপথের পিচের মতো রঙ ধারণ করেছে।

দৃশ্যের বদল চলছে তো চলছে।

বোমা ফেলা হচ্ছে আকাশ থেকে। শত শত যুদ্ধযান ধেয়ে যাচ্ছে ধুলো উড়িয়ে। বোমায় উড়ে যাচ্ছে বাড়ি-ঘর। শহরের একাংশ। গ্রামের পর গ্রাম। ভেঙে পড়া ভবনের ভেতর থেকে উদ্ধার করা হচ্ছে আহতদের। বের করে নিয়ে আসা হচ্ছে লাশ।

অন্ধকার ঘরে বিশাল পর্দায় যুদ্ধ প্রক্ষেপিত হচ্ছে বিরামহীনভাবে। দ্রুত এক দৃশ্য থেকে অন্য দৃশ্যের আর্বিভাব ঘটলেও ঘরে বসে থাকা দশজন মানুষ চোখের পলক ফেলতে ভুলে গেছে যেনো। তাদের সবার অভিব্যক্তির মধ্যে একটি মিল আছে—ক্ষুব্ধ তারা। বিক্ষুব্ধ তাদের হৃদয়।

"এরা সবাই মুসলমান!" অন্ধকার ঘরে একটি পরিচিত কণ্ঠ বলে উঠলো। দশজনের মতো তার কণ্ঠেও ক্ষোভ সুস্পষ্ট। "আমাদের ভাই।" তারপর একটা নিখুঁত হিসেব করা বিরতি। ঘরের দশজন যুবক এরইমধ্যে বুঝে গেছে বুজুর্গ কতোটা বিরতি দেবার পর আবার শুরু করবে। এটা তাদের দীর্ঘ দু-মাসের অভ্যস্ততা। "কিন্তু যারা হত্যা করছে, যারা নির্বিচারে আমাদের ভাইদের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বোনদের শিশুদের খুন করছে তারা কারা? তাদের কি আমরা চিনি?"

দশজন যুবক, যারা মেঝেতে বসে আছে সুশৃঙ্খলভাবে তাদের চোখমুখ আরো শক্ত হয়ে গেলো।

"আমরা তাদেরকে চিনি।" কণ্ঠটা জোর দিয়ে বললো। "আমরা তাদেরকে জানি। আমরা তাদের পাশাপাশি বসবাসও করি!" তারপর আবারো সেই হিসেব করা বিরতি। "কিন্তু আমরা কি করি? আমরা মুসলমানেরা তাদের কি করি?"

সামনে বসে থাকা মুখগুলোর দিকে ভালো করে তাকালো বুজুর্গ। প্রজেক্টরের আলো আর দৃশ্য প্রতিফলিত হচ্ছে অন্ধকারের মুখগুলোতে!

"আমরা হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকি। আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি যেনো আমাদের মুসলিম ভাইদের এই নিদান থেকে নাজাত দেন।"

গভীর করে দম নিলো এবার। তার চোখেমুখে তিক্ততা। মঞ্চ-অভিনেতার মতোই প্রতিটি চাহুনি আর অভিব্যক্তি আগে থেকে ঠিক করে, হিসেব করে তারপর ডেলিভারি দেয় সে।

"কিন্তু পাক-কিতাবে মহান আল্লাহ-তা-আলা আমাদের স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন, চোখের বদলে চোখ! খুনের বদলে খুন!" কেউ মুখ না খুললেও তিনি জানেন দশজনের দলটি তার কথার সাথে একমত পোষণ করছে। "এভাবে মার খেয়ে খেয়ে বেঁচে থাকার কী মানে আছে? আখেরাতে গিয়ে তো আল্লাহর কাছে মুখও দেখাতে পারবো না। তিনি যখন বলবেন, তোমাদের মুসলিম ভায়েরা যখন নির্যাতিত হচ্ছিলো, বাল-বাচ্চা নিয়ে বেঘোরে মারা যাচ্ছিলো তখন তোমরা তাদের জন্য কি করেছো...তখন কি জবাব দেবো আমরা?" একটু থেমে আবার বললো, "আমাদের শত্রু...কাফিররা ক্ষমতাশালী তাই আমরা কিছু করি নি? আমরা কাপুরুষের মতো গুটিয়ে রেখেছিলাম নিজেদের?" গভীর করে দম নিলো বুজুর্গ। "আমরা কি এমন কথা বলে পার পাবো ওনার কাছ থেকে?"

মাথা না দোলালেও ঘরের দশজন যুবকের মনোভাব বোঝা গেলো তাদের চোখমুখ দেখে।

"কাপুরুষের এই জিন্দেগির চেয়ে শাহাদাতের মৃত্যু কি শ্রেষ্ঠ নয়? যে মৃত্যু আমাদেরকে জান্নাতবাসি করবে, সম্মান দেবে, সেটা কি এই নান্নতের জীবনের চেয়ে উত্তম নয়?"

দশটি মুখের চোখগুলো জ্বলজ্বল করে উঠলো।

বুজুর্গ জানে তার সামনে বসে থাকা যুবকদের জীবন তুচ্ছ থেকে তুচ্ছতর। এদের কোনো লক্ষ্য নেই। উদ্দেশ্য নেই। এরা জন্মেছে নিতান্তই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জৈবিক নিয়মে! দীনহীন জীবন এদের। এখন মহান একটি উদ্দেশ্য বাতলে দেয়া হচ্ছে ওদেরকে। নিজেদের তুচ্ছ জীবনটাকে মহিমান্বিত করার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে এরা।

"ইসলামের জন্য শহীদ হবার সৌভাগ্য সবার হয় না," আচমকা বেশ শান্ত কণ্ঠে বললো বুজুর্গ। "আল্লাহপাক সবাইকে সেই তৌফিক দেনও না। কিন্তু তিনি তোমাদের প্রতি রহম করেছেন। তোমাদেরকে শহীদের পথে এনে দাঁড় করিয়েছেন তিনি। আমরা তো উসিলামাত্র। আমাদের ক্ষমতা নেই তোমাদের রুহের ভেতরে শাহাদাতের মর্ম ঢুকিয়ে দেবার। এটা করতে পারেন শুধু ঐ মহান রাব্বুল আলামিন।" একটু থামলো এবার। "তোমরা যদি খাস-দিলে চাও, তোমাদের নিয়ত যদি ঠিক থাকে তাহলে তিনি তোমাদের শাহেদান কবুল করবেন।"

ঘরে নেমে এলো পিনপতন নীরবতা। প্রজেক্টরে ভেসে উঠলো কোরানের বাণী। সম্মোহিত কণ্ঠে কেরাত করছে একজন ক্বারি।

"অনেক পরিশ্রম, অনেক কষ্টের পর তোমাদের সেই সৌভাগ্যের দিন আজ সমাগত। বলো, আলহামদুলিল্লাহ।"

দশজন যুবক সমস্বরে বলে উঠলো : "আলহামদুলিল্লাহ!"

"মনে রাখবে, তোমরা এক একজন ফেদেইন! আল্লাহর পথে যুদ্ধ করা সৈনিক! যার কোনো পিছুটান নেই। ভয় নেই। এক আল্লাহ ছাড়া যে কাউকে ভয় করে না। কাউকে পরোয়া করে না। তার সামনে শত্রুরা কাপুরুষের মতো লেঁজ গুটিয়ে পালাবে। যারা আমাদের ভাইদের হত্যা করে তারা নিজেদের জীবন বাঁচানোর জন্য দিগভ্রিক হয়ে পালানোর পথ খুঁজবে। যারা আমাদের ভাই-বোনদের, নিষ্পাপ বাচ্চাদের হত্যাকাণ্ড দেখে মুচকি হাসে তারা তাদের স্বজনদের লাশ নিয়ে আহাজারি করবে।"

এবার বেশ দীর্ঘ বিরতি দিলো বুজুর্গ। সবার মুখভঙ্গি দেখে নিলো তীক্ষ্ণ চোখে। সন্তুষ্ট হলো সে। এরা কেউ পালিয়ে যাবে না! কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়। এদের ভেতরে আরো আগুন জ্বালিয়ে দিতে হবে। এরা এক একজন বারুদের ডিপো। সেই ডিপোতে আগুন ধরিয়ে দিতে পারলেই হলো।

"তোমরা ফেদেইন!" বেশ গম্ভীর কণ্ঠে বললো। "তোমরা নির্ভিক। অপ্রতিরোধ্য! তোমাদের সামনে একটাই লক্ষ্য...ইসলামের শত্রুকে খতম করা। ইসলাম আজ বিপদে পড়ে গেছে। সেই বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে হলে চাই রক্ত। আর মুসলমান রক্ত দেখে কখনও ভয় পায় না।"

একটু দম নিয়ে নিলো সে।

"ইসলামের শত্রদের এমনভাবে খতম করতে হবে, এমনভাবে ওদের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আত্মবিশ্বাস ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে হবে যেনো আর কোনো মুসলমানের গায়ে হাত তোলার আগে, ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার আগে এক শ' বার ভাবে।"

আবারো বিরতি। সবগুলো মুখের দিকে তাকালো। কেমন জ্বলজ্বল করছে চোখগুলো! বুজুর্গ খুব খুশি হলো ভেতরে ভেতরে।

"তোমাদের ভয় নেই! তোমাদের সাথে আল্লাহ্‌পাক আছেন। তোমাদের জন্য তিনি জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থান বরাদ্দ করে রেখেছেন।" তর্জনি উপরের দিকে তুলে প্রতীকি ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করলো। "জান্নাতের সর্বোচ্চস্থানে তোমরা অধিষ্ঠিত হবে। দুইদিনের এই পাপি দুনিয়াদারির কোনো মূল্য নেই। জান্নাতের তুলনায় এসব নিতান্তই ফালতু। তুচ্ছ!"

বুজুর্গ দেখতে পেলো দশটি মুখ কেমন মন্ত্রতাড়িত হয়ে চেয়ে আছে তার দিকে। "আল্লাহর পথে নেমেছো তোমরা। তোমাদের কোনো ভয় নেই!"

"আমাদের কোনো ভয় নেই, বুজুর্গ!" বসে থেকেই বেশ জোর গলায় বলে উঠলো মুলতান থেকে আসা বাদা নামের ছেলেটি।

মাথা নেড়ে সায় দিলো বুজুর্গ। "আমি জানি। আর এও জানি, তোমরা শাহাদাতের পরীক্ষায় জয়ি হবে।"

"আমরা জয়ি হবো!" বেশ জোরে বলে উঠলো ফাহাদুল্লাহ। "আমরা ফেদেইন! আমরা শেষ নিঃশ্বাস নেবার আগ পর্যন্ত লড়ে যাবো শত্রুর বিরুদ্ধে!"

বাকিদের মুখের দিকে তাকালো বুজুর্গ। তারাও তার কথায় উদ্দীপ্ত। "শহীদের মুখ কখনও দেখেছো তোমরা?"

দশজনের কেউ কখনও শহীদ দেখে নি, তবে গাজি দেখেছে প্রচুর। তাদেরকে যারা ট্রেইনিং দিয়েছে, যারা তাদেরকে সবক দেয় তারা প্রায় সবাই গাজি। তাদের সামনে এখন যে কথা বলছে সেও একজন গাজি।

"তাদের মুখ থেকে নুরের জ্যোতি বের হয়। মুখগুলো নুরের আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠে। সেই মুখ দেখাটাও খোশ-নসিবের ব্যাপার।" একটু থেমে আবার বললো সে, "আমি এখনই তোমাদের মুখে সেই নুরের জ্যোতি দেখতে পাচ্ছি!"

"আমরা ফেদেইন! আমরা মরবো! আমরা লড়বো! আমরা শহীদ হবো!" চিৎকার করে বলে উঠলো পেছন থেকে কেউ একজন। তার কণ্ঠের আবেগ যেনো বাঁধ ভেঙে পড়েছে।

তারপর প্রায় সমস্বরে একসাথে বলে উঠলো দশজন মানুষ, "আমরা শহীদ হবো!"

বুজুর্গের মুখ প্রশান্তিতে ভরে উঠলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১৭

মওলানার অফিস থেকে সোজা হোটেল রুমে চলে আসার পর তার আত্মবিশ্বাস টগবগ করছে। যেমনটি ভেবেছিলো তার চেয়েও ভালোভাবে সম্পন্ন হয়েছে কাজটা। মওলানা ইউসুফ ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করবে না তার আগমনের সত্যিকারের উদ্দেশ্যটি।

খুশির আরেকটি কারণ, জিপিএস ডিভাইসটি দারুণ কাজ করছে। ভার্চুয়াল মানচিত্রে দেখতে পাচ্ছে গুলশান-এ-ইকবালের একটি মেইনরোডের পাশে ডিরেকশন পয়েন্টটি দেখা যাচ্ছে। এটাই মওলানার অফিস ভবন। এখন বইটা নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেই জিপিএস ডিভাইস তাকে জানিয়ে দেবে মওলানা কোথায় থাকে।

মোহাজের জাভেদকে বলে দিয়েছে সে যেনো লাঞ্চ করে বিশ্রাম নিয়ে সন্ধ্যার দিকে চলে আসে। আজ করাচি শহরের রাত দেখবে। একসাথে খাওয়া-দাওয়াও করবে। এ শহরকে সিটি অব লাইট বলা হয়-সেটা কতোটুকু সত্যি দেখতে হবে। আদতে শহর দেখার কোনো ইচ্ছে তার নেই।

তার দৃঢ় বিশ্বাস, আজই জানা যাবে মওলানা কোথায় থাকে। লোকটা কোথায় থাকে সেটা জানা খুব জরুরি। অফিস এলাকাটি মোটেও নিরাপদ নয়। দু-জন অস্ত্রধারী প্রহরা দেয় মেইনগেটে। প্রচুর পুলিশও দেখেছে রাস্তায়। নিশ্চয় সাদাপোশাকেও আছে অনেকে। তাছাড়া অফিসের সামনের রাস্তাটি বেশ ব্যস্ত থাকে। সুতরাং অফিসের ভেতরে কিছু করার প্রশ্নই ওঠে না। বাইরেও কাজটা করা প্রায় অসম্ভব। ঝুঁকির হিসেব করলে এটা বাতিল করে দেয়া যায় অনায়াসেই।

করাচিতে পা দেবার আগেই সে ধারণা করেছিলো, মওলানাকে তার বাড়িতে খুন করটাই বেশি সহজ হবে। মানুষ নিজের বাড়িতে একদম নিশ্চিন্তে থাকে। এদিক থেকে দেখলে মওলানা টার্গেট হিসেবে কঠিন কিছু নয়। একজন ব্যবসায়ি। বিদেশে মাছ রপ্তানী করে ভালোই আছে। পাশাপাশি একটি ইসলামি এনজিও পরিচালনা করে। জীবনের উপরে হুমকি আসতে পারে, তাও আবার তিনযুগের পুরনো কোনো ঘটনায়, এটা তার কল্পনাতেও নেই।

www.BanglaBook.org

অল্প সময়ের মধ্যে মওলানার যে স্ট্যাটাস সে দেখেছে তাতে মনে হচ্ছে মোটামুটি সচ্ছল জীবন-যাপনই করে। তার বাড়িটা যেখানেই হোক কয়েকদিন রেকি করার পর জানা যাবে কাজটা কিভাবে করলে ভালো হবে। দরকার পড়লে বাড়িতে ঢুকেও কাজটা করা যেতে পারে। তার ধারণা ঐ লোক বাড়িতে কুকুর পোষে না। একজন মওলানার বাড়িতে ছাপান্ন ইঞ্চির টিভি থাকতে পারে কিন্তু কুকুর থাকবে না। কারণ খুব সহজ। ইসলামে কুকুরকে সুনজরে দেখা হয় না। বাড়িতে যদি সিসিক্যাম থাকে তাহলে সেটা নিয়ে সে মোটেও চিন্তিত নয়। কাজটা হয়ে যাবার পর পুলিশ যদি তার ছবি সিসিক্যাম থেকে সংগ্রহও করে তাতে কোনো সমস্যা হবে না—ততোক্ষণে সে করাচি থেকে সটকে পড়তে পারবে। সাধারণ একজন ব্যবসায়ি খুন হলে পুলিশ নিশ্চয় বিদ্যুৎবেগে মাঠে নেমে পড়বে না।

সামুনাবাদ হোটেলে ফিরে সুইমিংপুলে সাঁতার কেটে নিলো একটু। তারপর নীচতলায় চমৎকার একটি রেস্টুরেন্টে গিয়ে লাঞ্চ করে এলো বাস্টার্ড। পাকিস্তানি খাবারের মান ভালোই মনে হলো তার কাছে। একটু মসলাদার আর মাংসনির্ভর, কিন্তু খুবই সুস্বাদু। রেস্টুরেন্ট থেকে রুমে আসার সময় একটি কোকের বোতল নিয়ে এলো। জিপিএস ট্র্যাকারটার দিকে বার বার চোখ রাখতে শুরু করলো সে। মওলানাকে দেয়া বইটা একদমই নড়ছে না। ওটা যেখানে থাকার সেখানেই আছে। বুঝতে পারলো অফিস আওয়ার শেষ হলে ঘটনা ঘটতে শুরু করবে।

কিন্তু বিকেল পাঁচটার পরও কোনো পরিবর্তন না-হলে সে উদ্বিগ্ন হতে শুরু করলো। যদিও তার মনের একাংশ বলছে, সবাই নিশ্চয় বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত অফিস করে না। দরকার পড়লে কেউ কেউ ছ'টা-সাতটা পর্যন্ত অফিসে থাকতেই পারে।

সন্ধ্যার একটু আগে যখন জাভেদ ফোন করে জানালো সে হোটেলের নীচে আছে তখনও ট্র্যাকারে আশাব্যঞ্জক কিছু দেখতে না পেয়ে হতাশ হলো। জিপিএস ট্র্যাকারটা পকেটে ভরে হোটেল রুম থেকে বের হয়ে গেলো সে।

*

BanglaBook.org

মওলানা ইউসুফ হোসাইনী নিজের অফিসে বসে আছে। সাধারণত অন্য কোনো দিন হলে আরো আগেই অফিস থেকে বের হয়ে যেতো। আজকে

www.BanglaBook.org

জরুরি কোনো কাজও নেই, কিন্তু অন্য একটা কাজে তাকে থাকতে হচ্ছে। দুপুরের পর থেকে বেশ কিছু কাজ ছিলো বলে একটা ব্যাপার নিয়ে ভাবার ফুরসত পায় নি।

ডেস্কের উপরে রাখা বইটা হাতে তুলে নিলো। সেথ জি. জোন্সের লেখা *ইন দ্য গ্রেভইয়ার্ড অব এম্পায়ার্স : আমেরিকা'স ওয়ার ইন আফগানিস্তান।* ৪৪৮ পৃষ্ঠার সুবিশাল এই বইটির বড়জোর একশ' পৃষ্ঠার মতো পড়েছিলো দুবাই থাকতে। প্লেনের বিরক্তিকর ভ্রমণে বইটা আবার হাতে নিয়েছিলো, দুই পৃষ্ঠার বেশি পড়তে পারে নি। অনেকেই প্লেনে বই পড়ে কিন্তু তার পক্ষে বেশিক্ষণ পড়া সম্ভব হয় না, হালকা মাথাব্যথা শুরু হয়ে যায়। তার সহযাত্রি বইটা পড়ার জন্য বেশ আগ্রহ দেখিয়েছিলো। যদিও বই পড়ার চেয়ে তার সাথে গল্প-গুজব করতেই বেশি উৎসাহি ছিলো ভদ্রলোক। প্রচুর প্লেন-জার্নি করার অভিজ্ঞতা থেকে সে জানে, এরকম বেশিকথা বলা প্যাসেঞ্জার হরহামেশাই জুটে যায়। খুব সম্ভবত এরা প্লেন-জার্নির ভয় কাটানোর জন্য এটা করে নয়তো তাদের স্বভাবটাই এমন যে, কথা না বলে থাকতে পারে না। তবে তার মনে হয়েছিলো মিঃ জামিল আহমেদ এরকম কোনো কারণে বক-বক করে নি। তার আগ বাড়িয়ে খাতির করা, এটা ওটা জানতে চাওয়ার মধ্যে প্রচ্ছন্ন অস্বাভাবিকতা ছিলো। তাছাড়া বার কয়েক তার বামহাতের ষষ্ঠ আঙুলের দিকেও চোখ যাচ্ছিলো লোকটির। সে পুরাপুরি নিশ্চিত হতেও পারছে না। এটা তার মনের ভুলও হতে পারে। মানুষ চেনা আসলেই কঠিন। হলফ করে বলে দেয়া যায় না এই মানুষটি এরকম আচার-ব্যবহার করার কারণে এরকম কিংবা ওরকম। মানুষ একেক সময় একেক রকম আচরণ করতে পারে। তার মেজাজ, পরিস্থিতি, মানসিক অবস্থা, আশেপাশের মানুষজনের সাথে তার সম্পর্ক—এরকম অনেক কিছুই ব্যক্তির আচরণের জন্য দায়ি। সম্ভবত মিঃ জামিল আহমেদের ব্যাপারটা অন্যরকম—নিঃসঙ্গতা যাদের একদম সহ্য হয় না। হতে পারে নিঃসঙ্গতা কাটানোর জন্যে পাশের যাত্রির সাথে আলাপ জুড়ে দিয়েছিলো সে। আর বাড়তি আঙুলের দিকে তাকানোর ব্যাখ্যা আরো সহজ। তার সাথে প্রথম পরিচয় হওয়া প্রায় সব মানুষই এরকম চোরা চাহনিতে আঙুলটা দেখে।

প্লেন ল্যান্ডিং করার আগে দিয়ে অবশ্য ভদ্রলোক একটু গুটিয়ে গেলে মওলানা হাফ ছেড়ে বেঁচেছিলো। তাড়াহুড়া করতে গিয়ে তার কাছ থেকে বইটা নেবার কথা ভুলে যায়। এটা এমন কোনো ঘটনা ছিলো না। সত্যি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলতে দেশে ফিরে এসে বইটার কথা ভুলেই গেছিলো। তার রিসেপশনিস্ট যখন সংক্ষেপে ঘটনাটা বললো তখনই বইটার কথা মনে পড়ে যায় তার। কিন্তু এরকম একটা বই ফেরত দেবার জন্য বাংলাদেশ থেকে কেউ করাচিতে আসবে ব্যাপারটা মোটেও স্বাভাবিক নয়। অবশ্য ঐ যুবক যা বললো তাতে মনে হচ্ছে, বইটা এভাবে করাচি পর্যন্ত বয়ে আনতে সে মোটেও পছন্দ করে নি। সম্ভবত সিনিয়র ব্যবসায়ির কথা রাখতে গিয়ে তাকে এরকম অপ্রয়োজনীয় কাজ করতে হয়েছে। ছেলেটাকে নিয়ে তার মধ্যে কোনো সন্দেহ তৈরি হচ্ছে না। তার যেটুকু সন্দেহ মি: জামিলকে নিয়েই। ভদ্রলোকের আচরণ পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারছে না। লোকটা কে? তাকে কি কখনও দেখেছে?

মাথা দোলালো সে। প্রশ্নই ওঠে না। এর আগে তার সাথে কোথাও দেখা হয়েছে বলে মনে পড়ছে না। তাছাড়া ভদ্রলোকের বয়স বড়জোর চল্লিশ-পাঁচল্লিশের কোঠায়। আজ থেকে সাইত্রিশ বছর আগে সে ছিলো নাবালক। পরিবার আর আত্মীয়স্বজনের বাইরে এরকম নাবালক কারোর কথা সে মনেও করতে পারলো না।

ফোনটা বেজে উঠলে সম্বিত ফিরে পেলো সে। বইটা ডেস্কের উপর রেখে ফোনটা তুলে নিলো। এই ফোনের অপেক্ষায়ই ছিলো এতোক্ষণ।

"আসসালামুওয়ালাইকুম ওয়া-রাহামাতুল্লাহে।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১৮

করাচিতে রাত নেমে এসেছে। আর অসংখ্য রঙের বাতি জ্বলে উঠে সিটি অব লাইট নামটি স্বার্থক করে তুলেছে যেনো। দিনের চেয়ে রাতেই বেশি মোহনীয় লাগছে শহরটাকে। চারপাশে যেদিকেই তাকাচ্ছে আলোয় ঝলমল করছে। চমৎকার স্থাপত্যশৈলির সব ভবন। প্রশস্ত পথঘাট। রাস্তায় দামি দামি গাড়ি। অত্যাধুনিক বিলবোর্ড আর নিয়ন-সাইন বাড়তি অলঙ্কার হিসেবে শোভা বর্ধন করছে রাতের শহরে। দেখে মনে হচ্ছে না এটা খবরের শিরোনাম হওয়া সন্ত্রাস কবলিত একটি নগরী।

গাড়ির জানালা দিয়ে অনেকটা ফাঁকাদৃষ্টিতে দেখে যাচ্ছে সে। জাভেদ ছেলেটাও চুপ মেরে আছে অনেকক্ষণ ধরে। হোটেল থেকে বের হবার সময় জানতে চেয়েছিলো সে কোথায় যেতে চায়। কাঁধ তুলে ছেলেটাকে বলেছিলো, তার যেখানে খুশি নিয়ে যেতে পারে। শুধু একটু ঘোরাঘুরি। দেখার মতো নির্দিষ্ট কোনো জায়গা নেই। আজকের রাতে কোনো কাজ নেই বলে এই নিশুতি অভিযান। শুধুই ঘুরে দেখবে। জাভেদ মুচকি হেসে বলেছিলো, কোনো সমস্যা নেই। পুরো শহরটা তার নখদর্পনে। সে তাকে ভালো ভালো জায়গা ঘুরিয়ে দেখাবে। আর যেসব জায়গায় 'প্রবলেম' আছে সেগুলোতে ভুলেও নিয়ে যাবে না।

প্রবলেম? স্বাভাবিক কারণেই বাস্টার্ড জানতে চেয়েছিলো।

জাভেদ বোকার মতো হেসে জানিয়েছিলো, বিদেশিরা টিভিতে আর পত্রপত্রিকায় যেসব গণ্ডগোলের খবর দেখে সেগুলো করাচির হাতেগোনা কয়েকটি স্থানে সংঘটিত হয়। ঐ জায়গাগুলো সে ভালো করেই চেনে। সত্যি বলতে ঐ জায়গাগুলো বাদ দিলে শহরের বেশিরভাগ অংশ একদম নিরাপদ। কেউ যদি জানে কোন্ কোন্ জায়গা বাদ দিয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে তাহলে ঝামেলায় পড়ার সম্ভাবনা নেই।

কথাটা শুনে আশ্বস্ত হবার ভঙ্গি করেছিলো সে, যদিও ভেতরে ভেতরে মোটেও চিন্তামুক্ত ছিলো না, তবে এর কারণ করাচির 'প্রবলেম' নিয়ে নয়। জিপিএস ট্র্যাকার তাকে হতাশ করে দিয়ে জানান দিচ্ছে বইটা এখনও একই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জায়গায় আছে। এটা তার হিসেবে মিলছে না। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার পরও মওলানা নিশ্চয় অফিস করছে না।

"তওফিকভাই, আপনি কি বিবাহিত?" গাড়ি চালাতে চালাতে নিজের মাতৃভাষায় জানতে চাইলো জাভেদ।

"না।" একটু থেমে আবার বললো সে, "তুমি?"

"আমিও না।" ছেলেটা এমনভাবে হাসি দিলো যেনো বিয়ে না-করাটা এক ধরণের বাড়তি সুবিধা!

মুচকি হাসলো সে।

"তাহলে যেকোনো দরকারে আমাকে বলবেন। শরমিন্দা হবেন না।"

বাস্টার্ড বুঝতে পারলো কথাটার মানে। "এখানে ওসবও চলে নাকি?" চলনসই হিন্দিতে জানতে চাইলো সে।

পাশ ফিরে চকিতে তাকালো জাভেদ। "করাচিকে আপনি কি মনে করেন? মক্কা? মদিনা?" মাথা দোলাতে দোলাতে নিঃশব্দে হাসতে লাগলো সে।

"না, তা ভাবি না," হেসেই জবাব দিলো।

"এখানে আপনি সবই পাবেন। বুঝলেন?"

ভুরু তুললো বাস্টার্ড। "সব?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো জাভেদ ওয়ার্সি, তারপরই ইঙ্গিতপূর্ণভাবে হাসলো। "এ শহর আপনাকে তাজ্জব করে দেবে।"

সে জানে সব বলতে জাভেদ কি বুঝিয়েছে। মদের বার, বেশ্যাপাড়া, জুয়ার আখড়া–এই হলো আন-হলি ট্রিনিটি! এই তিনটি জিনিস পৃথিবীর সবখানেই পাওয়া যায়। এমনকি কট্টর ইসলামিক রাষ্ট্রেও।

গাড়িটা ডানে মোড় নিয়ে আবার বললো জাভেদ, "ড্রিঙ্ক চলে?"

"চলে।"

"বিয়ার, হুইস্কি, ভদকা?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো সে।

"গুড।" হেসে বললো ছেলেটি। "আমি ভদকা খুব পছন্দ করি।"

"আমি বিয়ার।"

"ভদ্রলোকের জিনিস," বলেই তাকালো তার দিকে। "তেমন নেশা হয় না, মনে হয় সরবত খাচ্ছি।"

হা-হা-হা করে হেসে ফেললো বাস্টার্ড। "আমার অবশ্য এরকম সরবতই বেশি ভালো লাগে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করাচি

"খাবেন নাকি, আপনার ঐ সরবত?"

"এখানে?"

মাথা দোলালো জাভেদ। "এখানে না। সামনেই বিচ আছে, ওখানে পাওয়া যাবে।"

বিচ? সঙ্গে সঙ্গে কক্সবাজারের সমুদ্রসৈকতের কথা মনে পড়ে গেলো তার। সে যে কয়টি দেশে গেছে তার মধ্যে বেশিরভাগ দেশেরই বিচ আছে। কিন্তু কোনোরকম পক্ষপাতিত্ব না করেই বলা যায়, কক্সবাজারের সমুদ্রসৈকতটি সবচেয়ে সেরা, শুধু অব্যবস্থাপনা আর আমাদের নোংরা করার স্বভাবটা বাদ দিলে।

"তাহলে চলো...দেখি তোমাদের বিচটা কেমন।"

মুচকি হাসলো ছেলেটি। "আমার মনে হয় আমাদের বিচ আপনার ভালোই লাগবে।"

দেখা যাক, মনে মনে বললো বাস্টার্ড।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১৯

আজিজাবাদ, করাচি

"হায় ভগবান! হায় ভগবান!" কথাটা বলেই কম্বলের নীচ থেকে ফিক করে হেসে দিলো মুজাহিদ।

ভাগ্য ভালো আশেপাশে এখন তারা দু-জন ছাড়া আর কেউ নেই। বাকিরা বিশাল ঘরের এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে ঘুমাচ্ছে। শীতের তীব্রতায় মোটা কম্বলের নীচে গুটিশুটি মেরে আছে সবাই।

তার দিকে ভুরু কুচকে তাকালো ইসমাইল। "কি হয়েছে? ইঁদুরের মতো হাসছিস কেন?"

"হিন্দি সিনেমায় এই ডায়লগটা কতো শুনেছি," হাসতে হাসতেই বললো মুজাহিদ। "কিছু হলেই ওরা বলে 'হায় ভগবান।' "

"সব সময় তুই সিনেমার কথা বলিস কেন, সিনেমা ছাড়া আর কিছু নেই?"

কাচুমাচু খেলো অল্পবয়সি।

"আমরা যা করছি তা কোনো সিনেমা নয়, বুঝলি? তাছাড়া সিনেমা দেখা পাপ। এতে গুনাহ্ হয়।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো মুজাহিদ। বুজুর্গও এটা বলেছে। "আচ্ছা ভাইজান, ভগবান নাকি ভগমান?"

বিরক্ত হলো ইসমাইল। "এখন কেন এটা জানতে চাচ্ছিস? তুই না সিনেমায় বলতে দেখেছিস...ওখানে ওরা কি বলে?"

মাথা চুলকালো ছেলেটি। "ওদের কথা শুনে তো মনে হয় ভগমান-ই বলে। কিন্তু বুজুর্গ বললেন 'ভগবান।' কোন্‌টা ঠিক বুঝতে পারছি না।"

"তোর কানের চেয়ে বুজুর্গের মুখ অনেক বেশি সঠিক। উনি যেটা বলেছেন সেটাই ঠিক।"

"জি, ভাইজান।" একটু থেমে আবার বললো, "বুজুর্গ সব সময় ঠিক কথা বলেন কিভাবে? আমরা তো এটা করতে পারি না। আমাদের কতো ভুল হয়!"

"আমরা আর বুজুর্গ কি এক? না-বুঝের মতো কথা বলিস কেন।"

www.BanglaBook.org

ইসমাইল পাশ ফিরে অন্যদিকে মুখ করে শুয়ে থাকার চেষ্টা করলো। "এবার ঘুমা। ফজরের ওয়াক্তে যেনো দশবার ডাকতে না হয়।"

"আচ্ছা ভাইজান, বুজুর্গ কি আসলেই গাজি?" অন্ধকার ঘরের ছাদের দিকে তাকিয়েই প্রশ্নটা করলো মুজাহিদ।

দীর্ঘশ্বাস ফেললো ইসমাইল। এই ছেলেটার সমস্ত প্রশ্ন কেবল তার কাছেই। "উনি গাজি কিনা আমি জানি না। তবে উনি যে বুজুর্গ এটা সবাই জানে।"

"আমার মনে হয় না উনি গাজি।"

ইসমাইল পাশ ফিরে আবার তাকালো মুজাহিদের দিকে। "কেন তোর এটা মনে হচ্ছে?"

"আমি স্কুলে কিছুদিন পড়েছি...যারা টিচার তারা কখনও পরীক্ষা দেয় না...তারা সব সময় এলেম দেয় আর পরীক্ষা নেয়। বুজুর্গও আমাদের এলেম দেন...কিন্তু কখনও পরীক্ষা দেন না।"

"গাধা," ভৎর্সনা করে বলে উঠলো ইসমাইল। "টিচাররা অনেক পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেই টিচার হয়, বুঝলি?"

"তাহলে বুজুর্গ অনেক পরীক্ষা দিয়েছেন?"

"আলবৎ দিয়েছেন।" জোর দিয়ে বললো বড়জন।

"তার মানে উনি অনেকবার বেঁচে গেছেন...গাজি হয়েছেন?"

ইসমাইল চুপ মেরে রইলো কয়েক মুহূর্ত। প্রশ্নটার উত্তর কি দেবে বুঝতে পারছে না। এটা সে জানে না তাই নিশ্চিত করে বলতে পারছে না। আন্দাজে কিছু বলাটা মিথ্যেরই শামিল। মিথ্যে কথা বলে জীবনের শেষ ক'টা দিন সে পাপেপূর্ণ করতে চাইছে না।

"কোনোবারই শহীদ হন নি...সব সময় বেঁচে গেছেন?"

ইসমাইল নিশ্চুপ রইলো।

"উনি কেন আমাদের শেখাচ্ছেন না কিভাবে বার বার বেঁচে থাকা যায়? গাজি হওয়া যায়?"

ইসমাইল চোখ বন্ধ করে দীর্ঘশ্বাস ফেললো। "এবার ঘুমা। এতো বেশি প্রশ্ন করা ঠিক না।"

"কেন ঠিক না?"

"এতে করে ঈমানের জোর কমে যায়। যার ঈমানের জোর যতো কম তার মনে ততো প্রশ্ন।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মুজাহিদ চুপ মেরে গেলো। এটাও বুজুর্গ একদিন তাদের বলেছিলো। *একিনে দরিয়া পার।* বিশ্বাস করলে নাকি নদীও পার হয়ে যাওয়া যায়। পানির উপরে দিয়ে হেটে যাওয়া যায়! কিন্তু সে জানে তার মনে অনেক প্রশ্ন। বিক্ষিপ্তভাবে সেগুলো মাথার মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। বেশিরভাগের সদুত্তরই তার জানা নেই। আর যেগুলো জানে সেগুলো নিয়েও তার মনে আবার প্রশ্নের উদয় হয়। এটা যে তার দুর্বল ঈমানের পরিচয় সেটা বুঝতে পেরে ভয়ে কুকড়ে গেলো কম্বলের নীচে। মনে মনে ঠিক করলো যে ক'টা দিন বাঁচে চেষ্টা করবে প্রশ্ন না করতে। *আস্তাগ ফিরুল্লাহ! আল্লাহ আমাকে মাফ করে দিও!*

*

করাচির ক্লিফটন বিচের নিরিবিলি একটি জায়গায় বসে আছে বাস্টার্ড। তার হাতে কার্লসবার্গ বিয়ার। পাশে বসা জাভেদও বিয়ার পান করছে। এখানে প্রকাশ্যে ভদকা খাওয়ার উপায় নেই। ওটা খেতে হলে ধারেকাছে অনেক বার রয়েছে সেখানে যাওয়া যেতে পারে, কিন্তু ঢাকা থেকে আসা লোকটি বারে যেতে রাজি হয় নি। তার কথা পান করার কোনো ইচ্ছে নেই, শুধু বিচটা দেখবে। তাই অনেকটা বাধ্য হয়েই সরবত খাচ্ছে জাভেদ।

"কেমন লাগছে?"

"ভালো। চমৎকার।"

মুচকি হেসে ক্যানে চুমুক দিলো মোহাজের। "কিছু যদি মনে না করেন একটা কথা বলবো?"

বাস্টার্ড সমুদ্রের জলরাশি থেকে চোখ সরিয়ে ছেলেটার দিকে তাকালো। "বলো।"

"আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে টেনশনে আছেন।"

চুপ মেরে রইলো সে। কথাটা মিথ্যে নয়। "না। আমি ঠিকই আছি।" আবারো ফিরে তাকালো কালো জলরাশির দিকে। জাহাজ আর ট্রলারের বাতিগুলো ছোটো ছোটো আলোক-বিন্দুর মতো দেখা যাচ্ছে। মাঝেমধ্যে ওগুলো থেকে হুইসেলের শব্দও ভেসে আসছে, তবে সৈকতে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের শব্দটাই বেশি জোড়ালো। প্রচুর লোকজন এসেছে বেড়াতে। বউ-বাচ্চা নিয়ে কোনো স্বামী, প্রেমিকাকে নিয়ে কোনো প্রেমিক, দল বেধে বন্ধুবান্ধব। এমন কি বয়স্ক কিছু লোককেও দেখতে পেলো। একঘোড়ায় টানা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দু-চাকার কিছু ছোটোছোটো গাড়ি এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পিঠে যাত্রি নিয়ে মরুর উট ঘুরে বেড়াচ্ছে সমুদ্রসৈকতে! দারুণ দৃশ্য।

বিয়ারে চুমুক দিয়ে শেষ করে ফেললো ক্যানটা।

"আরেকটা নেবেন?" জাভেদ নতুন একটা ক্যান বাড়িয়ে দিলো তার দিকে।

নতুন ক্যানটা খুলে চুমুক দিলো সে।

"রাতে কোথায় খেতে চান? এখানকার কোনো রেস্টুরেন্টে নাকি অন্য কোথাও?"

বিয়ারে আবার চুমুক দিয়ে বললো, "ভালো কোনো রেস্টুরেন্ট হলেই চলবে।"

"ওকে।"

সব সময় বিয়ার পেটে পড়তেই তার ভালো লাগার অনুভূতি হয় কিন্তু আজ একদম হচ্ছে না। একটা চিন্তা তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। এখানে আসার পর গাড়ি থেকে নামার আগেও জিপিএস ট্র্যাকারটা চেক করে দেখেছে, আশাব্যঞ্জক কিছু পায় নি। বইটা একই জায়গায় রয়ে গেছে। এখন রাত সাড়ে আটটা। এতো রাতে নিশ্চয় মওলানা অফিসে নেই। সম্ভবত বইটা সাথে করে বাড়িতে নিতে ভুলে গেছে, নয়তো আরো খারাপ কিছু ঘটবে–বইটা আদৌ বাড়িতে নেয়া হবে না। ওটা অফিসেই রেখে দিয়েছে।

আস্তে করে দীর্ঘশ্বাস ফেললো সে। জিপিএস ট্র্যাকারের মতো জিনিস পাবার পর ভেবেছিলো মওলানার বাড়ি খুঁজে বের করাটা পানির মতো সহজ হয়ে যাবে কিন্তু ঘুণাক্ষরেও ভাবে নি, ঐ বইটা নিজের অফিসেই রেখে দেবে। সাধারণত এ-ধরণের বই বাড়িতেই সংগ্রহ করে রাখা হয়। অফিসে যে কেউ বই রাখে না তা নয়। তবে লোকটার অফিসে কোনো বই, বই রাখার শেল্ফও দেখে নি। পুরো ব্যাপারটা যে এভাবে হতাশায় পরিণত হবে সেটা কে জানতো। তার মন বলছে, ঐ বইটা আর মওলানা নিজের বাড়িতে নিয়ে যাবে না।

"ওটা কবে লাগবে, বড়ভাই?"

জাভেদের কথায় আনমনা কাটিয়ে জানালো সে। "তিন-চারদিন পর।"

"ঠিক আছে। যখন লাগবে তার একদিন আগে আমাকে বলবেন। ওসব জিনিস আমি বাড়িতে রাখি না, অন্য একজনের কাছে রাখি।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো সে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আগামীকালের প্ল্যান কি?"

চুপ মেরে রইলো কয়েক মুহূর্ত। মওলানার বাড়ি কোথায় সেটা জানার আগ পর্যন্ত এভাবে বসে বসে সমুদ্রের ঢেউ গোনা ছাড়া কোনো কাজ নেই। "আমি ফোন করে জানাবো, তবে সকালের দিকে আসার দরকার নেই, লাঞ্চের পর আসলেই হবে।"

"ঠিক আছে," বলেই বিয়ারে মনোযোগ দিলো জাভেদ।

বাস্টার্ড চুপচাপ বিয়ারে চুমুক দিতে দিতে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বিকল্প একটা পরিকল্পনার কথা ভাবলো। সব সময়ই ব্যাক-আপ রেখে কাজ করে সে কিন্তু জিপিএস ট্র্যাকারের ক্ষেত্রে সেটা করা যায় নি।

চিন্তায় মগ্ন বাস্টার্ড খেয়াল করলো না জাভেদ নামের করাচির বাসিন্দা বিয়ারে চুমুক দিতে দিতে এরমধ্যেই বার কয়েক তাকে দেখে নিয়েছে। ছেলেটার মাথায় ঢুকছে না এরকম এক লোক করাচিতে এসেছে কেন। তাকে দেখে মোটেও খারাপ কিছু ভাবার উপায় নেই। একেবারে সুদর্শন এক যুবক। তার যদি এরকম চেহারা আর শরীর-স্বাস্থ্য থাকতো তবে নির্ঘাত লাহোরে চলে যেতো, নায়ক হিসেবে নাম লেখাতো। পরক্ষণেই তার মনে হলো, সে যেমনটা ভাবছে আদতে এই যুবক তেমন কেউ নয়। নিষ্পাপ চেহারার এই মানুষটি ঢাকা থেকে করাচিতে এসেছে গোপন এক মিশন নিয়ে। সেই মিশনটা কি তা তার জানা নেই। এ নিয়ে কিছু জিজ্ঞেসও করতে পারছে না। সামাদভাই জোর দিয়ে বলেছে, এই লোকের সাথে কাজ করার সময় বাড়তি কোনো প্রশ্ন যেনো না করে। তার যা প্রাপ্য তারচেয়ে বেশিই পাবে, শুধু কথামতো কাজ করতে হবে। তবে তার ধারণা সামাদভায়ের মতোই কোনো কাজ করবে সে। তার বড়ভায়ের সাথে সামাদের বেশ খাতির ছিলো। এমকিউএম-এর হয়ে ঢাকার লোকটি কিছু কাজ করেছে। তার হাতের নিশানা নাকি দুর্দান্ত।

কিন্তু একটা বিষয় তার মাথায় একদমই ঢুকছে না—একা আর একটামাত্র পিস্তল দিয়ে এই যুবক করবেটা কি?

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২০

করাচির তৃতীয় দিন সকালে একটু দেরি করেই ঘুম থেকে উঠলো সে। গতরাতে ক্লিফটন বিচে বসে ছয়টা বিয়ার আর মাঝরাতে হোটেলে ফেরার আগে জাভেদের ভাষ্যমতে করাচির সেরা রেস্টুরেন্ট *চেয়ারম্যান মাও*-এ গিয়ে ভালোমন্দ খেয়েছে। পোর্ট গ্র্যান্ড নামের একটি এলাকায় জিন্নাহ ফ্লাইওভারের কাছেই অবস্থিত রেস্টুরেন্টটি শুধুমাত্র নামের কারণেও অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম। পাকিস্তানের মতো দেশে, করাচির মতো শহরে চেয়ারম্যান মাও! এরচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার আর কি হতে পারে। এ যেনো ভুতের রাজ্যে রামের মন্দির!

তবে *মাও*-এর খাবারের মান আর স্বাদ খুবই ভালো। হয় রেস্টুরেন্টটির মালিক একজন মাওভক্ত কমিউনিস্ট নয়তো চায়নার সাথে গভীর কানেকশান বোঝাতে এরকম নামকরণ করা হয়েছে।

রাত প্রায় একটার দিকে খেয়েদেয়ে হোটেল সামুনাবাদে ফিরে আসে সে। মজার ব্যাপার হলো, যে শহরটি জঘন্য আইন-শৃঙ্খলা আর আত্মঘাতি বোমাবাজদের ক্ষেত্র হিসেবে পরিচিত সারাবিশ্বে, সেখানে প্রায় সারারাত লোকজন চলাফেরা করে, প্রচুর রেস্টুরেন্ট আর খাবারের দোকান খোলা থাকে। যানবাহনের চলাচলও চোখে পড়ার মতো। জাভেদের কথামতোই করাচি তাকে তাজ্জব করতে শুরু করে দিয়েছে!

ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই জিপিএস ট্র্যাকারটা অন করে দেখলো। সকাল সাড়ে দশটার দিকে আশা করে নি ভিন্ন কিছু দেখতে পাবে। তা-ই হলো। বইটা এখনও মওলানার অফিসেই আছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে কয়েক মিনিট বসে রইলো বিছানার উপরে। এটার আশা বাদ দিতে হবে। এভাবে বসে বসে প্রতীক্ষা করার কোনো মানেই হয় না। তাকে খুব দ্রুত কার্যকরি একটি প্ল্যান করতে হবে।

গতকাল রাত থেকে এটা ভেবে যাচ্ছে, এখনও কোনো সমাধান বের করতে পারে নি। বিছানা ছেড়ে উঠে হট-ওয়াটারে শাওয়ার নিয়ে নিলো। সাধারণ শার্ট-প্যান্ট আর মাথায় একটা সানক্যাপ পরে চলে গেলো নীচের

www.BanglaBook.org

রেস্টুরেন্টে। হালকা নাস্তা করার সময়ও তার মাথায় ঐ একটাই চিন্তা–এখন সে কি করবে?

নাস্তা করার পর বেরিয়ে পড়লো হোটেল থেকে। বিক্ষিপ্তভাবে হাটাহাটি না করে চলে গেলো কয়েক ব্লক দূরে মওলানার অফিসের দিকে। একটা উদ্দেশ্যে সে এখানে এসেছে–অন্য একটি বিকল্প–জিপিএস'টা যদি শেষপর্যন্ত কাজ না করে তাহলে মওলানাকে তার অফিসে 'অ্যাসল্ট' করা যায় কিনা সেই সম্ভাবনাটি আরেকবার খতিয়ে দেখা।

পরবর্তী আধ-ঘণ্টা ভালো করে ঘুরে দেখলো সে। বিশেষ করে রাস্তাঘাটের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখলো। যেকোনো মেট্রোপলিটান শহরের চেয়ে অনেক বেশি পুলিশ ঘোরাফেরা করে এখানে। তার মানে সাদা পোশাকের পুলিশ আর গোয়েন্দার দলও আছে প্রচুর। মওলানা ইউসুফকে তার অফিসে খুন করে নির্বিঘ্নে বের হয়ে আসাটা প্রায় অসম্ভব। কাজটা হয়তো করা যাবে অনায়াসে কিন্তু ধরা পড়ার সম্ভাবনা নব্বইভাগ। ঝুঁকিটা খুব বেশি। সুতরাং এটা আরো একবার বাতিল করে দিলো। দ্বিতীয়ত, রাস্তায় কোথাও পথরোধ করে খুন করার ব্যাপারটাও ঝুঁকিপূর্ণ। এরজন্য যে পরিমাণ লোকবলের দরকার তার সেটা নেই। জাভেদ নামের যে একজন আছে তাকে এ কাজে জড়িত করা যাবে না। সবচেয়ে বড় কথা, ছেলেটা নিজেও মনে হয় না এরকম কোনো কাজে জড়িত হতে চাইবে। সে একটা রাজনৈতিক দলের উঠতি ক্যাডার। কিছু অস্ত্র আছে তার কাছে, কিংবা ওগুলো জোগাড় করে দেবার সামর্থ্য রাখে–এর বেশি না। তাকে মোটামুটি অন্ধকারে রেখেই পুরো মিশনটা শেষ করার ইচ্ছে বাস্টার্ডের। তার কাছ থেকে অস্ত্র নেবে, একটা রেন্ট-এ-কার ব্যবহার করবে, এটাই অনেক বেশি। ফলে রাস্তায় পথরোধ করে খুন করার আইডিয়াটি কোনাভাবেই তার পক্ষে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না। সে একা কাজ করে। তার নিজস্ব একটা ধরণ রয়েছে। শিকারি পশুর মতো অলক্ষ্যে থেকে, শিকারের উপর তীক্ষ্ণ নজরদারি করে উপযুক্ত সময়ে আঘাত হানে। ধীরে ধীরে এই কাজটাকে সে রীতিমতো শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে এসেছে।

মওলানার অফিসের উল্টোদিকের রাস্তায় দাঁড়িয়ে যখন এসব ভাবছে ঠিক তখনই আইডিয়াটা তার মাথায় চলে এলো। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলো এটাতে কাজ হবে। সে জানতো ঠাণ্ডা মাথায় কিছুক্ষণ চিন্তা করলে সমাধান আসবেই। মুচকি হেসে সানক্যাপটা একটু উপরে তুলে বারো তলার ভবনটি দেখে নিলো আরেকবার।

www.BanglaBook.org

হ্যা। এতে কাজ হবে। ব্যাপারটা আরো আগে তার মাথায় আসা উচিত ছিলো। মনে মনে বলে উঠলো সে : *খিদমতে-এ-খালাক!*

*

বিকেল পাঁচটার একটু আগে দিয়ে হোটেল থেকে আবার বের হলো বাস্টার্ড। লাঞ্চের পর জাভেদকে ফোন করে বলে দিয়েছিলো বিকেলের এই সময়টায় চলে আসতে।

জাভেদ বরাবরের মতোই চুপচাপ গাড়ি চালাচ্ছে। গতকালের মতো সামনের সিটে নয়, এবার বাস্টার্ড বসেছে পেছনের সিটে। সেখান থেকে রিয়ার-মিররে তাকালো। জাভেদের মনে কি প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে আন্দাজ করতে পারলো—একই জায়গায় পর পর দু-দিন যাওয়ার মানেটা কি?—মনে মনে মুচকি হাসলো। সব প্রশ্নের উত্তর সব সময় দিতে হয় না। আর এই ছেলে যতো কম জানবে ততোই ভালো। এই ভালোটা তাদের দু-জনের জন্যই।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তারা চলে এলো মওলানার অফিসের কাছে। রিয়ার মিররে তাকালো জাভেদ। "অফিসের আন্ডারগ্রাউন্ড পার্কিংয়ে চলে যাবো?"

"হুম। তুমি গাড়িতে অপেক্ষা করবে।"

"ঠিক আছে।"

গাড়িটা নিয়ে সে ঢুকে পড়লো বারোতলা ভবনের আন্ডারগ্রাউন্ড পার্কিংলটে। ঢোকার সময় জাভেদকে থামিয়ে প্রহরি জানতে চাইলো কোথায় যাচ্ছে তারা। জবাবটা আগেই জানা ছিলো তার। প্রহরিকে সেটা বললে আর কোনো কথা জানতে চাইলো না।

পার্কিংলটটা বেশ বড়। প্রায় ত্রিশ-চল্লিশটির মতো গাড়ি আছে। সুবিধাজনক জায়গায় পার্ক করে রাখতেই গাড়ি থেকে নেমে পড়লো সে। জাভেদকে বললো, বড়জোর দশ-পনেরো মিনিটের মতো লাগতে পারে।

কথামতোই জাভেদ গাড়িতে বসে রইলো। জানালার কাঁচ নামিয়ে একটা সিগারেট ধরালো সে। ঢাকা থেকে আসা তওফিক আহমেদের কাজকারবার এখনও তার মাথায় ঢুকছে না। তবে তার মন বলছে লোকটা সাধারণ কোনো কাজ করতে আসে নি। তার চলাফেরা, কথা বলার ভঙ্গি, কম কথা বলা আর চোখের চাহনি দেখে আন্দাজ করতে পারছে বড়সড় কিছুই করতে যাচ্ছে। তবে এ নিয়ে তার মনে কোনো ভয় নেই। তার কাজ হলো একটা অস্ত্র দেয়া আর গাড়িতে করে এখানে ওখানে নিয়ে যাওয়া। সামাদভাই তাকে আশ্বস্ত

www.BanglaBook.org

করে বলেছে, এই লোক যা করার একা একাই করবে। তাকে নিয়ে চিন্তার কোনো কারণ নেই।

লিফটের সামনে এসে ফোনটা বের করলো বাস্টার্ড। বিজনেস কার্ড থেকে মওলানার অফিসের নাম্বারে ফোন করলো। কলটা ধরলো রিসেপশনিস্ট।

"হ্যালো, আমি ফয়সাল ব্যাঙ্ক থেকে বলছি," ইংরেজিতে বললো সে, "মওলানা ইউসুফ হোসাইনীকে একটু চাচ্ছিলাম।" আজ হোটেলের দেয়া পাকিস্তানের নামকরা ইংরেজি দৈনিক ডন-এ ফয়সাল নামের একটি ব্যাঙ্কের বিজ্ঞাপন দেখেছিলো প্রথম পৃষ্ঠায়।

"আপনার নাম?" রিসেপশনিস্টও ইংরেজিতে জানতে চাইলো। লোকটার চেহারা বাস্টার্ডের স্পষ্ট মনে আছে।

"অ্যাসিসটেন্ট মার্কেটিং ম্যানেজার আলী নক্‌ভি বলছি। উনি কি অফিসে আছেন নাকি বের হয়ে গেছেন?"

"উনি একটা জরুরি কাজে ব্যস্ত আছেন। এখন ফোন দেয়া যাবে না।"

"ওকে। নো প্রবলেম। আমি পরে ফোন দিচ্ছি। উনি অফিসে কতোক্ষণ আছেন?"

"আধঘণ্টার মতো...তারপরই বের হয়ে যাবেন।"

"আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি একটু পর ফোন দিচ্ছি।"

ফোনটা রেখে পা বাড়ালো পার্কিংলটের দিকে। সে আর ফোন না করলেও রিশেপসনিস্টের মধ্যে কোনো সন্দেহ জাগবে না। প্রতিদিন অসংখ্য কল রিসিভ করে। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই এটা ভুলে যাবে লোকটি।

পার্কিং-এরিয়াটি দেখলো। এখানকার মৃদু আলোয় দূরের গাড়িগুলো ভালো করে দেখার উপায় নেই। দুই সারিতে রাখা ত্রিশ-চল্লিশটি গাড়ির দিকে চোখ বুলাতে খুব একটা বেগ পেলো না। লিফটের দরজার কাছ থেকে ধীরে ধীরে হাটতে হাটতে কাজটা করতে লাগলো সে। একটু পরই ছয়-সিটের বিলাসবহুল হামার এইচ-টু লাক্সারিটা দেখে থেমে গেলো। কালো রঙের গাড়িটির সাইডডোরে স্টিকার লাগানো। উর্দু আর ইংরেজিতে লেখা নামটিও স্পষ্ট চোখে পড়লো : খিদমত-এ-খালাক!

একটু দূর থেকেও দেখতে পাচ্ছে লম্বা দাড়ি আর মাথায় টুপি পরা ড্রাইভার গাড়ির ভেতরে বসে ঝিমুচ্ছে। তার মানে মওলানা কিছুক্ষণ পরই অফিস থেকে বের হবে।

বেশ স্বাভাবিকভাবেই হেটে মওলানার গাড়িটার সমানে দিয়ে চলে গেলো সে। যাবার সময় নাম্বারপ্লেটটা দেখে নিলো ভালো করে, তারপর পা বাড়ালো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সামনের দিকে। বিশগজ দূরেই জাভেদ তার গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে। তাকে আসতে দেখে সিগারেটের শেষ অংশটুকু ফেলে দিলো গাড়ির বাইরে।

"কাজ হয়ে গেছে?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো সে। প্যাসেঞ্জার ডোরটা খুলে ঢুকে পড়লো ভেতরে।

"এখন কোথায় যাবো?"

"কোথাও না।"

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো জাভেদ।

"অপেক্ষা করো...একটু পরই রওনা দেবো।"

*

মওলানার অফিস থেকে বের হবার পর দশ মিনিট অতিক্রান্ত হয়ে গেছে তারপরও গুলশান টাওয়ারের পার্কিংলট ছেড়ে যায় নি তাদের গাড়িটা।

বাস্টার্ড বসে আছে গাড়ির পেছনের সিটে, গভীর মনোযোগের সাথে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। স্টিয়ারিংয়ের উপর দু-হাত রেখে বিরক্তিকর সময় পার করছে জাভেদ।

একটু আগে তাকে বলেছে একটা গাড়ি ফলো করতে হবে, তবে বেশ দূর থেকে। ঘুণাক্ষরেও যেনো ওই গাড়ির লোকজন টের না পায়।

ছেলেটা শুধু বলেছে "ওকে, ভাই।" আর কোনো প্রশ্ন করে নি।

বাস্টার্ডের মনে হচ্ছে এরকম কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে তার। "আগে কখনও এরকম কাজ করেছো?"

মুচকি হেসে জাভেদ জবাব দিলো, "খুব বেশি না। তবে পুলিশ আর আইএসআই'র এজেন্টদের হাত থেকে অনেকবারই আমার লিডারকে বাঁচিয়েছি গাড়ি চালিয়ে। ওরা আমাদের পিছু নিয়েছিলো।"

ভুরু তুলে প্রশংসার সুরে বললো বাস্টার্ড, "গ্রেট।"

"আমার লিডার বলে আমি নাকি খুব ভালো ড্রাইভিং করি।"

"আমারও তাই মনে হচ্ছে," কথাটা বলেই আবারো তাকালো পার্কিং এরিয়ার দিকে।

তার মনে হচ্ছে আজ আর ব্যর্থ হবে না। যে গাড়িটা সে দেখেছে সেটা নিশ্চিতভাবেই মওলানা ব্যবহার করে। এরকম দামি গাড়ি *খিদমত-এ-খালাক*'র কোনো কর্মচারির ব্যবহার করার কথা নয়। হামার এইচ-টু লাক্সারি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খুব কম কর্মচারিই ব্যবহার করবে। এনজিওগুলো গরীবের জন্য কাজ করলেও এর হর্তা-কর্তারা রাজকীয়ভাবে চলাফেরা করে। সুতরাং এটা নিশ্চিতভাবেই মওলানার গাড়ি।

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পরও মওলানার গাড়িটাকে বের হতে দেখলো না। ঘড়িতে সময় দেখলো, পৌনে ছ-টা। এরইমধ্যে গুলশান টাওয়ারের আন্ডারগ্রাউন্ড পার্কিং থেকে একে একে অনেক গাড়ি বের হয়ে যেতে শুরু করেছে। তার মনে আশংকার দানা বাঁধতে শুরু করলো আবার। প্রায় নিঃশব্দে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো সে।

এদিকে চুপচাপ অপেক্ষা করতে করতে জাভেদও বিরক্ত হয়ে উঠলো। একের পর এক সিগারেট ধরাচ্ছে সে আর সেগুলো খুব দ্রুতই শেষ হয়ে যাচ্ছে। প্রতিদিন মোটা অঙ্কের টাকা পাচ্ছে বলে কিছু বলছে না। সামান্য কাজে এতো টাকা সে কখনও পায় নি। তার আসল যে কাজ সেই পিস্তলের ব্যবস্থা এখনও করে দেয় নি, শুধু গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এখানে-সেখানে, খুব বেশি তেলও খরচ হচ্ছে না, তারপরও দিনশেষে ছয় হাজার রুপি জুটে যাচ্ছে। এই পরিমাণ রুপির কথা সে নিজে থেকে বলে নি। তার ধারণা ছিলো চার-পাঁচ হাজার রুপি পাবে হয়তো। সেটাই যথেষ্ট ছিলো। লিডারের গাড়িটা বেশিরভাগ সময় পড়েই থাকে। মাঝেমধ্যে রেন্ট-এ-কার হিসেবে চালিয়ে কিছু ইনকাম করে। সে তো আর ট্যাক্সি ড্রাইভার নয় যে প্রতিদিন গাড়ি নিয়ে বের হবে। লিডার যতোদিন করাচিতে না আসছে ততোদিন একটু আধটু কামিয়ে নিচ্ছে, এই যা। এতে দোষের কিছু দেখছে না।

সামাদভাই বলেছে, এই তওফিক আহমেদ নামের লোকটাকে সাহায্য করলে শেষে মোটা অঙ্কের বখশিস পাবে সে। কিন্তু কথা হলো, লোকটা কি করতে চাইছে সে সম্পর্কে তার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। একটু আগে যখন বলেছে একটা গাড়ি বের হলে সেটাকে ফলো করতে হবে তখন কিছুটা আঁচ করতে পেরেছে। তার ধারণা এই লোক ঐ ভবনের কাউকে খুন করবে। এখন যা করছে সেটাকে বলা যেতে পারে রেকি। এই রেকি জিনিসটার সাথে তার পরিচয় হয়েছিলো লিডারের একটি কাজ করতে গিয়ে। কয়েক বছর আগে তার লিডার নাজিমাবাদের এক লোকের পেছনে লেগে থাকার কাজ দিয়েছিলো—লোকটা কখন কোথায় যায়, কি করে, কার সাথে দেখা করে সব জেনে নিতে হবে। ঐ কাজটা অবশ্য সে একা করে নি। তাদের পার্টির এক বড়ভাই আসলাম খান আর সে মিলে এক সপ্তাহ ধরে লোকটার পেছনে লেগেছিলো। ওই সময়েও তার কাজ ছিলো গাড়ি চালানো, আর আসলাম যা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যা দেখতো, জানতে পারতো তার সবকিছু টুকে রাখতো একটা কাগজে। তাদের কাজে লিডার খুব খুশি হয়েছিলো, বখশিসও দিয়েছিলো বেশ ভালো। তবে যে লোকটার পেছনে তারা লেগেছিলো তার খুন হবার খবরটি পত্রিকায় এসেছিলো কাজ শেষ হবার চারদিন পরই। করাচির ন্যাপিয়ের রোডের বেশ্যাপাড়ার এক ফ্ল্যাটের ভেতরে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয় সে। টানা একসপ্তাহ লোকটার পেছনে লেগে থাকার কারণে নিহতের রক্তাক্ত মুখের ছবি দেখেও জাভেদের চিনতে একটুও ভুল হয় নি। খবরে আরো বলা হয়েছিলো, লং-রেঞ্জের রাইফেলের গুলিতেই খুন করা হয়েছে তাকে। সে জানে, ঐ সময় দক্ষ নিশানাবাজ সামাদ করাচিতেই ছিলো!

এ-ব্যাপারে আসলামকে জিজ্ঞেস করতে গেলে সে তাকে সতর্ক করে বলে এসব ব্যাপার নিয়ে কারো সাথে কথা বলার দরকার নেই। লিডার জানতে পারলে খুবই রাগ করবেন।

"জাভেদ!"

সম্বিত ফিরে পেয়ে পেছনে তাকিয়ে বললো সে, "জি, ভাই?"

"গাড়ি স্টার্ট দাও।" বাস্টার্ড দেখতে পেলো হামারটা গুলশান টাওয়ার থেকে বের হয়ে যাচ্ছে। "ঐ যে কালো রঙের হামারটা...ওটাকে ফলো করতে হবে।"

"ওকে, ভাই।" জাভেদ গাড়িটা চালু করে পার্কিং এরিয়া থেকে বের হতে লাগলো।

দিনের আলো তিরোহিত হয়ে গেছে এতোক্ষণে, সন্ধ্যার অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ছে, তাই গাড়ির ভেতরে কে আছে সেটা দেখা গেলো না। হামারটি বেশ ধীরগতিতেই ভবন থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামলো।

"খুব বেশি কাছ থেকে ফলো করার দরকার নেই...একটু দূর থেকে করলেও হবে।"

পেছনের সিট থেকে ইন্সট্রাকশন দিলে মাথা নেড়ে সায় দিলো জাভেদ। "বুঝেছি, ভাই।"

সামনের হামারটার দিকে চোখ রাখতে শুরু করলো বাস্টার্ড। গুলশান-এ-ইকবাল টাউন থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ওটা। অনেকটা পথ এগিয়ে বামদিকে মোড় নিতেই জাভেদকে বললো সে, "এটা কোন্ রাস্তা?"

"হাবিব মেট্রোপলিটান ব্যাঙ্ক রোড," রাস্তার দিকে তাকিয়েই জবাব দিলো ছেলেটি।

জাভেদ খুব সুন্দরভাবে সন্দেহহীন দূরত্ব বজায় রেখে গাড়ি চালাচ্ছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তার কাজটা সহজ করে দিচ্ছে পথের স্বল্পসংখ্যক যানবাহন। কিছুক্ষণ পর আবারো বামদিকে মোড় নিলো গাড়িটা।

"এটা?"

"ইউনিভার্সিটি রোড।"

আরেকটু এগোলে সাইন দেখে সামনের রাস্তাটার নাম জানতে পারলো সে। সুপারকো রোড। হামারটা সেই রাস্তা ধরে এগিয়ে যাচ্ছে এখন।

"মনে হয় গুলজার-এ-হিজরি'তে যাচ্ছে," জাভেদ বলে উঠলো। তার চোখ হামার থেকে এক মুহূর্তের জন্যেও সরছে না।

রাস্তার দু-পাশে তাকালো বাস্টার্ড। চমৎকার সব বাড়ি। বেশিরভাগই ডুপ্লেক্স নয়তো তিনতলা। উঁচু ভবন খুব কম। দেখেই বোঝা যায় এটা ধনীদের এলাকা। মনে মনে খুশিই হলো সে। জায়গাটা বেশ নিরিবিলি আর ছিমছাম। লোকজন খুব একটা দেখা যাচ্ছে না। নব্বইর দশকে ঢাকার গুলশান-বারিধারা আবাসিক এলাকার কথা মনে পড়ে গেলো তার। তবে গুলজার-এ-হিজরি আরো বেশি অভিজাত, আরো বেশি জমকালো বলে মনে হচ্ছে। চারপাশে তাকিয়ে বুঝতে পারলো এটা প্রায় 'বেডরুম কমিউনিটি।' লোকজন রাতের বেলায় ফিরে আসে; ঘুমায়; তারপর সকাল হলেই যে যার কাজে চলে যায়।

দারুণ! মনে মনে বললো সে। কাজ করার জন্য ভালো জায়গা।

মওলানা ইউসুফের হামারটি একটি কর্নার প্লটের দ্বিতীয় বাড়ির সামনে এসে গতি কমিয়ে দিলো।

"এখন কি করবো?" জাভেদ রিয়ার-মিরর দিয়ে পেছনে তাকিয়ে চাইলো। সঙ্গে সঙ্গে কোনো জবাব পেলো না। সে দেখতে পাচ্ছে তওফিক আহমেদ স্থিরচোখে চেয়ে আছে বাইরে। তার সেই চোখ দেখে বোঝার উপায় নেই সে কি ভাবছে।

"আরেকটু সামনে এগিয়ে রাস্তার পাশে রাখো," অবশেষে মওলানার গাড়িটার দিকে তাকিয়ে থেকেই বললো।

বাস্টার্ড একটু অবাকই হচ্ছে বাড়িটা দেখে। এরকম কিছু আশা করে নি মোটেও। যে প্রশ্নগুলোর জবাব মনে মনে খুঁজছিলো তার কিছু জবাব পেয়ে গেলো।

কোথায় এবং কখন।

আর কিভাবে, সেটা নিয়ে তার মধ্যে কোনো দ্বিধা নেই।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২১

ইসমাইলসহ দলের পাঁচজনকে আলাদাভাবে ডেকে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে আবু মুজাহিদ ভীষণ কৌতুহলি হয়ে পড়েছে। ঘরে এখন যে পাঁচজন আছে তারা প্রায় সমবয়সি, আর যাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে তারা সবাই তাদের থেকে বয়সে বড়। বড়দের কেন আলাদা ডেকে নিয়ে যাওয়া হলো?

মুজাহিদের মনে অনেক প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে কিন্তু ঘরে এখন যারা আছে তাদের কারো কাছ থেকে সদুত্তর পাওয়া যাবে না। সত্যি বলতে এদের সাথে তার তেমন কথাও হয় না। উসখুশ করতে থাকা মুজাহিদের দিকে তাকালো আবু আলী নামের এক ছেলে। ওকারা থেকে এসেছে সে। বয়সে মুজাহিদের চেয়ে এক-দু-বছরের বড়ই হবে, তবে সমবয়সি হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হয় নি।

"তুমি এমন ছটফট করছো কেন?"

আলীর প্রশ্নে কপাল কুচকে চেয়ে রইলো মুজাহিদ। "মানে? কি বলতে চাইছো?"

"ওরা ঘর থেকে চলে যাবার পরই তুমি পেরেসান হয়ে আছো...কেন?"

"বাহ্, ওদের আলাদা ডেকে নিয়ে গেলো কেন, এটা নিয়ে ভাববো না? তুমি ভাবছো না বুঝি?"

"আমি এসব নিয়ে ভাবতে যাবো কেন?" আলী বেশ জোর দিয়ে বললো। "আমি আল্লাহর পথে নেমেছি। এসব বিষয় নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই।"

মুজাহিদ চুপ মেরে গেলো।

"তোমাকে একটা কথা বলি, মন দিয়ে শোনো।"

আলীর দিকে চেয়ে রইলো সে। ছেলেটার ভাব-ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে তার চেয়ে বয়সে অনেক বড়।

"এই পেরেসানি একটু কমাও। নইলে শাহাদাতের পথে ঠিকমতো এগিয়ে যেতে পারবে না।"

মুজাহিদের রাগ চড়ে গেলেও ছেলেটার কথার কোনো জবাব দিলো না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ইসমাইল ভাই ছাড়া নিজেকে তার বড্ড একা আর অসহায় লাগে। সেই ছেলেবেলা থেকেই তার জীবনটা অনাদরে, অস্থিরতায় আর অনিশ্চয়তার মধ্যে কেটেছে। ফলে এইসব জিনিস তার স্বভাবে ঢুকে পড়েছে। ইচ্ছে করলেও বাদ দিতে পারছে না। আশার কথা, খুব জলদিই তার জীবনটা পাল্টে যাবে। সে আর তুচ্ছ, অসহায়, চিরবঞ্চিত একজন থাকবে না। অনেক বড় মানুষ হয়ে যাবে। তার স্থান হবে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে! সব মুমিনের আজন্ম সাধনার বস্তু!

*

অবশেষে লোকটার ডেরা খুঁজে পাওয়া গেছে!

করাচির গুলজার-এ-হিজরি নামের আবাসিক এলাকার ৩ নাম্বার রোডের ২ নাম্বার বাড়িতে থাকে মওলানা ইউসুফ হোসাইনী। কিন্তু বাড়ির নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা দেখে অবাকই হয়েছে মনে মনে।

জাভেদ বুঝতে পারছে তাওফিক আহমেদ তার উপরে বেশ সন্তুষ্ট। গাড়িটা সুন্দর করে ফলো করেছে সে, তারপর কোনো রকম ঝামেলা ছাড়াই বাড়ির খোঁজ পেয়ে গেছে।

তাদের গাড়িটা এখন গুলজার-এ-হিজরির ঐ বাড়ি থেকে একটু সামনে এগিয়ে রাস্তার পাশে পার্ক করে রাখা।

"চলো, হোটেলে ফিরে যাই," আস্তে করে বললো বাস্টার্ড।

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে জাভেদ ইগনিশানে চাবি ঘোরালো। গাড়িটা ইউ-টার্ন করে আবার ফিরে যেতে শুরু করলো হোটেল সামুনাবাদে।

গাড়িটা চলতে শুরু করলে বাস্টার্ডের মাথায় কিছু প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে লাগলো। মওলানা ইউসুফ একজন সাধারণ নাগরিক, একটি ইসলামিক এনজিও চালায়। তার সমস্ত পাপ বারো শ' মাইল দূরে জন্মভূমিতে ফেলে এসেছে ছত্রিশ-সাইত্রিশ বছর আগে, অথচ তার বাড়িটা দূর্গের মতোই সুরক্ষিত!

কেন?

প্রায় দশ-বারো ফুট উঁচু দেয়াল দিয়ে বাড়িটা ঘেরা। সেই দেয়ালের উপরে আবার তিনফুটের মতো কাঁটাতারের বেষ্টনি। সেই বেষ্টনির প্রায় পুরোটাই অর্কিডের সবুজ পাতায় ঢাকা। মেইনগেটটা যেমন বিশাল তেমনি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভারি। বড় গেটের বামদিকে মানুষজন চলাচলের জন্য তিন-চার ফুট চওড়া আরেকটি গেট আছে। তার চেয়েও বড় কথা মেইনগেটটা আট-নয় ফুটের মতো উঁচু। উপরের দিকটা আবার তিন-চার ফুটের মতো কাঁটাতারের বেষ্টনি, এবং একই রকম অর্কিডে ঢাকা। ফলে গেটের ওপাশে কি আছে সেটা বাইরে থেকে দেখার কোনো উপায় নেই। এর অর্থ বাড়ির চারপাশে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে। সে আরো ধারণা করলো, বেশ কয়েকটি সিসিক্যাম আছে বাড়ির ভেতরে এবং বাইরে। তবে কুকুর না-থাকার সম্ভাবনাই বেশি। কট্টরপন্থী ওয়াহাবি মতবাদে বিশ্বাসী লোকজন বাড়িতে কুকুর রাখবে না। তার বদলে হয়তো অন্য কিছুর ব্যবস্থা করবে।

কিন্তু কথা হলো, এতোটা সুরক্ষার দরকার পড়লো কেন?

মওলানা ইউসুফ হোসাইনী নিজের বাড়িটাকে কেন এরকম দূর্গ বানিয়ে রেখেছে সেটা কোনোভাবেই তার বোধগম্য হচ্ছে না। তবে ঘটনা যা-ই হোক একবার যখন মওলানার নাগাল পেয়ে গেছে মিশন শেষ না করে ফিরে যাবে না। বাড়িটার খোঁজ পাবার আগে খুন করার স্থান আর সময় নিয়ে নিশ্চিত ছিলো না মোটেও।

গুলজার-এ-হিজরি থেকে হোটেল সামুনাবাদ গাড়িতে করে গেলে মাত্র পনেরো মিনিটের পথ। জায়গাটা তার হোটেলের কাছাকাছি হওয়াতে একদিক থেকে সুবিধাই হলো।

হোটেলের কাছে আসতেই অনেকক্ষণ পর কথা বলে উঠলো জাভেদ। "আজকে আর কোথাও যাবেন, ভাই?"

"না।"

"তাহলে আগামিকালের কাজ কি?"

একটু ভেবে জবাব দিলো সে, "কাল সকালের দিকে কোনো কাজ নেই। বিকেলের পরে গাড়িটা লাগবে আমার। বিকেল থেকে রাত সাতটা-আটটা পর্যন্ত।"

"ঠিক আছে।"

"তুমি সাইলেন্সারটা কিনে ফেলতে পারো কাল বিকেলের মধ্যে।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো ছেলেটি। "ওকে। আর জিনিসটা?"

বাস্টার্ড বুঝতে পারলো পিস্তলের কথা বলছে সে। "ওটা কি আগামীকাল সঙ্গে করে নিয়ে আসতে পারবে?"

"পারবো।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"কোনো সমস্যা হবে না? পথে পুলিশ চেকিং হয় যদি?"

"আমি ওটা গাড়ির এমন জায়গায় লুকিয়ে রাখবো যে ওরা খুঁজেও পাবে না। এ নিয়ে আপনি কোনো চিন্তা করবেন না," আশ্বস্ত করে বললো জাভেদ।

"গুড।"

"সাইলেন্সারের জন্য কতো দিতে হবে?"

"এখন কিছু দিতে হবে না। আমি জিনিসটা কিনে আনি তারপর দাম দিয়েন," একটু হাসলো সে। "আসলে এই জিনিস কখনও ইউজ করি নি...কেনা তো দূরের কথা, তাই দাম জানা নাই আমার। তবে মার্কেটে এরকম জিনিস দেখেছি।"

কথাটা শুনে খুশিই হলো বাস্টার্ড। আজকের পর থেকে যেকোনো দিন সুযোগ চলে আসতে পারে, সেজন্য তাকে পুরোপুরি প্রস্তুত থাকতে হবে। এখন হোটেলে ফিরে ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে হবে কোথায় এবং কিভাবে কাজটা করলে সবচেয়ে ভালো হয়।

জাভেদকে বিদায় দিয়ে সোজা হোটেলের রুমের দিকে পা বাড়ালো সে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২২

করাচির চতুর্থ দিনটি শুরু হলো সুন্দরভাবেই। সকাল থেকেই রোদ আর শীতের প্রকোপ একটু কম। জিন্স প্যান্ট, সাদা শার্ট, কালো লেদারের জ্যাকেট আর চোখে সানগ্লাস পরে বাইরে বের হলো সে। জাভেদকে ছাড়াই একা একা পায়ে হেটে শহরের কিছু অংশ ঘুরে দেখলো। দুপুরের খাবার খেলো করাচি ইউনিভার্সিটির কাছাকাছি একটি রেস্টুরেন্টে। ওখান থেকে কিছুটা পথ হেটে গুলজার-এ-হিজরি'তে চলে গেলো। শহরের পথঘাট আর জায়গাগুলো তার চিনে রাখা দরকার। গাড়িতে বসে থেকে কোনো শহরের রাস্তাঘাট আর এলাকা সহজে মনের মধ্যে গেঁথে রাখা যায় না। সবচেয়ে ভালো পায়ে হেটে ঘুরে দেখলে।

গতকাল কিভাবে মওলানার বাড়ির সামনে চলে এসেছিলো সেটা তার মনে আছে। তিন নাম্বার রোডের দুই নাম্বার বাড়ি। গুলজার-এ-হিজরি'তে ঢুকে খুব সহজেই পৌঁছে গেলো সেখানে।

মওলানার বাড়িটা বাইরে থেকে সামান্য অংশও দেখার উপায় নেই। রাস্তার ওপাড়ে গিয়ে একটু দূর থেকে দেখার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো। মেইনগেটের ভেতরে বেশ বড় বড় গাছ সীমানা প্রাচীর ছাড়িয়ে উপরে উঠে গেছে। গাছগুলোর ডালপালা এমনভাবে ছেয়ে আছে যে ফাক-ফোকর দিয়ে শুধু একটা দালানের কিছু অংশ চোখে পড়ে। বাড়িটার দু-পাশ থেকে কিছু দেখারও উপায় নেই। দু-দিকে দুটো বাড়ি। সীমানা প্রাচীরের উচ্চতা আর গাছের আধিক্য থাকার কারণে পাশ থেকেও কিছু বোঝা গেলো না। তবে ধারণা করলো বাড়িটা বেশ বড়।

বাস্টার্ড খুব সতর্ক থাকলো একটা ব্যাপারে। বেশিক্ষণ বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে নজরদারি করলে সন্দেহের সৃষ্টি হবে, তাই ক্যাজুয়াল ভঙ্গিতে ঘুরে বেড়ালো সে। যদিও সানগ্লাসের আড়ালে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বাড়িটাকেই দেখে গেলো। হেটে হেটে বাড়িটার পেছনের রাস্তায় চলে গেলেও যথারীতি হতাশ হলো। মওলানার বাড়ির পেছন দিকে আরেকটা বাড়ি আছে। সেই বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েও কিছু দেখতে পেলো না, কারণ এই বাড়িটি আশেপাশে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হাতেগোনা কিছু অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের একটি। গুনে দেখলো ভবনটি আটতলা উঁচু।

ওখান থেকে আর মওলানার বাড়ির সামনে ফিরে না গিয়ে গুলজার-এ-হিজরি থেকে বের হয়ে এলো বাস্টার্ড।

বিকেল চারটার পর পায়ে হেটেই হোটেল সামুনাবাদ ফিরে এলো। বেশখানিকটা হাটাহাটি করে একটু ক্লান্ত হয়ে গেছে। ঠিক করলো পাঁচটা পর্যন্ত বিশ্রাম নেবে, তারপর আবার জাভেদকে নিয়ে চলে যাবে মওলানার বাড়ির সামনে। হোটেল রুমে ফিরে এসে ভাবতে লাগলো, আসন্ন রেকিটা কিভাবে করলে কারো চোখে সন্দেহ সৃষ্টি করবে না।

একটা রিকন্ডিশান প্রাইভেটকার। দু-জন যুবক। কারোর বাড়ির সামনে পথের পাশে দু-তিন ঘণ্টা পার্ক করে রাখলে কি কি সমস্যা হতে পারে?

নিজে নিজেই জবাব খুঁজতে লাগলো সে।

আবাসিক এলাকার কোনো উৎসুক লোকের চোখে পড়তে পারে এটা। টহল পুলিশ থাকলে তাদের চোখেও পড়বে হয়তো। সেক্ষেত্রে জবাবটা আগে থেকেই ঠিক করে রাখা দরকার। কিন্তু কি জবাব দেবে? ঘোরাঘুরি করছে? আবাসিক এলাকায়? দু-তিনঘণ্টা ধরে?

না। এটা যৌক্তিক কোনো ব্যাখ্যা হবে না। তারা যা-ই বলুক, ওখানে যদি তাদের কোনো পরিচিত লোক না থাকে, সত্যি সত্যি কারো সাথে দেখা করতে না গিয়ে থাকে তাহলে কোনো বানোয়াট কথাই ধোপে টিকবে না। এই ব্যাপারটা নিয়ে জাভেদের সাথে কথা বলতে হবে। সমস্যা দেখা দিলে দু-জনকে একই কথা বলতে হবে। দু-জনের কথা দু-রকম হলেই বিপদ।

বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে ছাদের দিকে চেয়ে রইলো একদৃষ্টিতে। সে জানে ব্যাখ্যাটা হতে হবে সহজ আর সাধারণ। জটিলতার ভাঁজে ভাঁজে থাকে সন্দেহ। একটু পর জাভেদ চলে এলে তারা বেরিয়ে পড়বে আবার। কিন্তু তার আগেই এই প্রশ্নের সহজ একটি জবাব জেনে নিতে হবে।

এভাবে ভাবতে ভাবতে কখন যে সময় গড়িয়ে গেলো টেরই পেলো না। জাভেদের ফোনকল তার চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটালে বুঝতে পারলো বেশ খানিকটা সময় পেরিয়ে গেছে। বিছানা থেকে উঠে শুধু জুতোটা পরে নিলো। রুমে ঢোকার পর পোশাক পাল্টায় নি। একই বেশে বেরিয়ে পড়লো আবার।

নীচে নেমে দেখলো সামুনাবাদ হোটেলের বাইরে জাভেদ অপেক্ষা করছে। ছেলেটা প্রচুর সিগারেট খায়। গাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে উদাস হয়ে

www.BanglaBook.org

সিগারেট টানছে। তাকে আসতে দেখে নিঃশব্দে হাসি দিলো।

"খোশখবর আছে, ভাই," সিগারেটে টান দিতে দিতে বললো সে।

প্যাসেঞ্জার ডোরটায় হাত রেখে জানতে চাইলে বাস্টার্ড, "ওটা কিনেছো?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো ছেলেটি। সিগারেটটা ফেলে ড্রাইভিং সিটে বসে পড়লো। বাস্টার্ডও ঢুকে পড়লো গাড়ির ভেতরে। "দেখবেন নাকি?"

"এখানে?"

"সমস্যা কি?"

মাথা দোলালো সে। "গাড়ি চালাও...যেতে যেতে দেখে নেবো।"

মুচকি হেসে গাড়ির ইঞ্জিন স্টার্ট দিলো জাভেদ। "কোথায় যাবেন? ওখানে?"

"হুম।"

তাদের গাড়িটা চলতে শুরু করলো। তার হোটেল থেকে গুলজার-এ-হিজরির দূরত্ব মাত্র পনেরো মিনিটের। করাচির এই অংশে তেমন একটা ট্রাফিক জ্যামও নেই যে সময়টা বেশি লাগবে।

"করাচিতে তেমন ট্রাফিক জ্যাম দেখলাম না...ঘটনা কি?"

"এখানে জ্যাম খুব একটা নেই। এটা বড়লোকদের এলাকা। বাকি শহরে জ্যাম আছে।"

বুঝতে পারলো ব্যাপারটা। বিশাল এই শহরের সবচেয়ে ভালো অংশে আছে তারা। এখন পর্যন্ত নোংরা করাচি দেখার সুযোগ হয় নি। হবেও যে তার কোনো সম্ভাবনা দেখছে না।

"আচ্ছা, ওখানে যদি দু-তিন ঘণ্টার জন্য রাস্তার পাশে গাড়ি রাখি তাহলে লোকজন সন্দেহ করবে না?"

রিয়ার-মিররে তাকালো জাভেদ। দু-তিন ঘণ্টার কথা শুনে একটু অবাকই হয়েছে। "সন্দেহ করবে কেন? আমরা তো কিছু করবো না। নাকি?"

"হুম, শুধু গাড়িতে বসে থাকবো। হয়তো একটু এদিক ওদিক হাটাহাটিও করবো।"

কাঁধ তুললো জাভেদ। "তাহলে প্রবলেম কি?"

"ওটা রেসিডেন্সিয়াল এলাকা...কারোর বাড়ির সামনের রাস্তায় গাড়ি পার্ক করে রাখলে পুছতাছ করতেই পারে।"

"আমার মনে হয় না কেউ কিছু করবে। বড়লোকেরা এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না। ওরা নিজেদের গাড়ি নিয়ে সোজা বাড়িতে ঢুকে পড়ে...বাইরে কি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হলো না হলো সে-সব নিয়ে ওদের কোনো পরোয়া নেই।"

বাস্টার্ড জানে জাভেদ ঠিকই বলেছে কিন্তু খারাপ পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকারও দরকার আছে। "ধরো, পুলিশ কিংবা অন্য কেউ যদি আমাদের কাছে এসে জানতে চায় আমরা ওখানে কি করছি...তখন?"

একটু ভেবে বললো জাভেদ, "নো প্রবলেম। বলবো, আমাদের গাড়ি নষ্ট হয়ে গেছে।"

কথাটা শুনে অবাক হয়ে গেলো সে। কতো সহজ সমাধানই না বের করে ফেললো ছেলেটা। দারুণ!

"এটা বললে কাজ হবে না?"

"আলবৎ হবে।" জোর দিয়ে বললো বাস্টার্ড। যে কারোর গাড়ি যেকোনো জায়গায় বিগড়ে যেতে পারে। এরকম সহজ-সরল আর যৌক্তিক সমাধানে মুগ্ধ সে। এটা তার মাথায় আগেই আসা উচিত ছিলো।

"তবে আমার মনে হয় কেউ কিছু জানতে চাইবে না।"

জাভেদের কথায় মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"ওটা কি এখন দেখবেন?"

করাচি ইউনিভার্সিটি রোডটা বেশ নিরিবিলি, তাদের গাড়ি এখন সেই পথ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে।

"ওকে।"

ডানহাতে স্টিয়ারিং ধরে বামহাতে গাড়ির সিটের নীচ থেকে পুরনো পত্রিকার কাগজে মোড়া একটি প্যাকেট বের করে আনলো। "এই যে..." সাইলেন্সার আকৃতির প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিলো বাস্টার্ডের দিকে।

জিনিসটা হাতে নিয়ে কাগজটা খুলে দেখলো সে। রাশিয়ার তৈরি 'প্রিবেজ' সাইলেন্সার। একটু পুরনো। তবে তাতে কিছু যায় আসে না। কাজ করলেই হলো।

"ঠিক আছে।" আবারো কাগজে মুড়িয়ে রাখলো জিনিসটা। "রেখে দাও।"

একটা হাত পেছনে বাড়িয়ে জিনিসটা নিয়ে নিলো সে। রেখে দিলো আগের জায়গায়। "এখানেই রাখলাম। সমস্যা হবে না। করাচির এইসব এলাকায় পুলিশ চেক-আপ খুব একটা হয় না।"

গুড! মনে মনে বলে উঠলো বাস্টার্ড। তার কাজের জন্য বাড়তি একটি সুবিধা!

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২৩

এশার নামাজ পড়ে সবাই বিশ্রাম নিচ্ছে। বিশ্রাম বলতে নিজেদের ঢালা বিছানায় গা এলিয়ে দেয়া। নীচুকণ্ঠে কথা বলছে কেউ কেউ, তবে দু-একজন কারো সাথে কোনো রকম আলাপে মশগুল নেই। তাদের এই *কনডেম-সেলে* করার মতো কিছু নেইও। তাই নামাজ পড়া আর বুজুর্গের মাসালা শোনার পর কিছুই করার থাকে না। অনেকে কোরান তেলাওয়াত করে সময় কাটায়। কেউ কেউ জিকর্‌ও করে। কিন্তু মুজাহিদ আর ইসমাইল এসব করে না। আজো তারা পাশাপাশি শুয়ে আছে। ইসমাইলের চোখ আবছা-অন্ধকার সিলিংয়ের দিকে নিবদ্ধ কিন্তু তার বামপাশের বিছানায় শোয়া মুজাহিদ পাশ ফিরে চেয়ে আছে তার দিকে।

"ভাইজান, বললেন না তো?..." প্রায় ফিসফিসিয়ে বললো মুজাহিদ।

ইসমাইল ছাদের দিকে চেয়েই বললো, "কি বলবো?"

"ঐ যে, আপনাদের কেন ডেকে নিয়ে গেলো?"

"কাজ ছিলো তাই ডেকে নিয়ে গেছে," কাটাকাটাভাবে জবাব দিলো সে।

"কি কাজ?"

ইসমাইল যেনো জানতো এরপর এই প্রশ্নটাই করা হবে। "আমরা যেটা করতে যাচ্ছি।"

মুজাহিদ চুপ মেরে গেলো কয়েক মুহূর্তের জন্য। কিন্তু সে দমে যাবার পাত্র নয়। "তাহলে সবাইকে ডাকলো না কেন?"

কী বলবে বুঝতে পারলো না ইসমাইল। পাঁচজন সিনিয়রকে যে আলাদা করে অপারেশনের ব্যাপারে বিস্তারিত বলা হচ্ছে এটা বাকি পাঁচজন জুনিয়রকে বলা যাবে না–এমনটাই বলেছে বুজুর্গ।

"আমাকে জিজ্ঞেস না করে বুজুর্গকে করবি, কেন সবাইকে একসঙ্গে ডাকা হলো না, ঠিক আছে?"

"এটা তো বুজুর্গকে বলা যাবে না।"

"কেন?"

"উনি রাগ করবেন।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"তাহলে আমাকে বলছিস কেন?"

"আপনি তো রাগ করবেন না।" নিরবে হাসলো মুজাহিদ।

"আমিও রাগ করেছি। তোর এইসব প্রশ্নের জবাব দিতে ইচ্ছে করছে না। কয়েকটা দিন যাক, সব প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবি। একটু ধৈর্য ধরে ইনতেজার কর," একটু থেমে আবার বললো সে, "*ইন্নাল্লাহ্ মা সোয়াবেরিন।* বুঝলি?"

মুজাহিদকে দেখে মনে হলো না সে কিছু বুঝেছে।

"আল্লাপাক ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন।"

পাঞ্জাবের ফরিদকোটের ছেলেটি চুপ মেরে গেলো। তার ধৈর্য বলতে গেলে নেই-ই। তাহলে কি আল্লাহ তার সঙ্গে থাকবেন না?

*

তিনঘণ্টা প্রায় হতে চললো কোনো ফলাফল নেই। মওলানা ইউসুফ হোসাইনীর বাড়ি থেকে একটু সামনে এগিয়ে ইউ-টার্ন করে রাস্তার বিপরীত দিকে গাড়িটা পার্ক করে রাখা হয়েছে। সামনের বাম দিকেই রয়েছে সুরক্ষিত বাড়িটি। ওটার মেইনগেটের ঠিক বিপরীতে পার্ক করা হয় নি ইচ্ছে করেই। তাতে হয়তো সন্দেহজনক বলে মনে হতো। তবে জাভেদের কথাই সত্যি। গুলজার-এ-হিজরি এলাকার কোনো প্রাণী এসে তাদের কাছে জানতে চায় নি কেন তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা এখানে বসে আছে-কি তাদের উদ্দেশ্য। এই ব্যাপারটা নিশ্চয় স্বস্তির, কিন্তু বাস্টার্ডের কাছে নয়। রেকি করার প্রথম দিনটা পুরোপুরি হতাশাজনক। তারা এখানে আসার পর থেকে একটা গাড়িও ভেতরে ঢোকে নি, বাড়ি থেকেও কোনো গাড়ি বের হয়ে যায় নি।

জাভেদের দিকে তাকালো। ছেলেটা বহুকষ্টে চুপ মেরে আছে। একটু আগে দশ মিনিটের জন্য ছুটি দিয়েছিলো তাকে। ঐ সময়টা হাটাহাটি করে, সিগারেট খেয়ে কাটিয়েছে। বিরক্ত হলেও মুখ ফুটে কিছু বলছে না।

"আর মাত্র আধ-ঘণ্টা থাকবো, ওকে?"

পেছনের সিটের দিকে ফিরে তাকালো জাভেদ। "নো প্রবলেম, ভাই।"

বাস্টার্ড কিছু বললো না। আজকের দিনটা হতাশার হলেও সে জানে রেকি করাটা খুবই ধৈর্যের কাজ। কঠিন একাগ্রতা নিয়ে লেগে থাকার মতো গুণাবলী যাদের আছে তারাই এ কাজে সফল হয়। যেকোনো মানুষকে কয়েকটা দিন নজরদারিতে রাখলে, তার গতিবিধি, চাল-চলন আর লাইফ-স্টাইল পর্যবেক্ষণ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করলে দুর্লভ তথ্য পাওয়া যায়। মওলানা ইউসুফ সম্পর্কে খুব কম তথ্য আছে তার কাছে। লোকটার সন্তান-সন্ততি কয়জন, স্ত্রী বেঁচে আছে কিনা, বাড়িতে কতোজন লোক বসবাস করে, এসব কিছুই জানে না, তবে এগুলো যে খুব জরুরি তাও নয়। আসলে এখানে রেকি করার উদ্দেশ্যটা খুবই সহজ-সরল : মওলানা প্রতিদিন সাধারণত কয়টার দিকে অফিস থেকে বাসায় ফেরে, সঙ্গে কে কে থাকে—এটা জানাই বেশি জরুরি।

এই বাড়ির সুকঠিন নিরাপত্তা দেখার পরই সে ঠিক করেছে মেইনগেটের সামনেই অ্যাম্বুশ করবে। যেহেতু জায়গাটা খুবই নিরিবিলি, লোকজনও খুব কম, তাই প্রকাশ্যে কোনো গানম্যান গুলি করে খুব সহজেই সটকে পড়তে পারবে। বিশেষ করে গাড়িটা যে মুহূর্তে গেটের সামনে চলে আসবে তখনই অতর্কিতে গুলি চালিয়ে হত্যা করাটা সহজ হবে, কিন্তু সেটা করতে হলে তাকে আগে নিশ্চিত হতে হবে গাড়ির ভেতরে মওলানা ইউসুফ রয়েছে। কালো-কাঁচের কারণে গতকাল গাড়ির ভেতরে কে ছিলো দেখতে পায় নি, তাই নিশ্চিত করে বলার উপায় নেই ঐ হামারে করে মওলানাই বাড়িতে ফিরেছিলো। আন্দাজে চান্স নিয়ে কাজ করাটা তার পদ্ধতি নয়। তাকে আগে নিশ্চিত হতে হবে। শতভাগ নিশ্চিত না-হয়ে পিস্তল থেকে গুলি ছোঁড়া তো দূরের কথা, দ্বিতীয়বারের মতো মওলানার ধারে-কাছেও যাবার ইচ্ছে নেই। সে চায় না শিকার টের পেয়ে যাক তার পেছনে শিকারি লেগেছে।

হাতঘড়িতে সময় দেখলো। রাত সাড়ে আটটা। যথেষ্ট হয়েছে। এখানে বসে থেকে আর কোনো লাভ নেই।

"চলো...হোটেলে ফিরে যাই।"

কথাটা শুনে আবারো পেছনে ফিরে তাকালো জাভেদ। "চলে যাবো?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো সে।

"ওকে।" ওদের গাড়িটা গুলজার-এ-হিজরি থেকে বের হতে শুরু করলো।

"রাতে কোথায় খাবেন?" পেছনে না তাকিয়েই জিজ্ঞেস করলো জাভেদ।

"তুমিই বলো, কোথায় খাওয়া যায়?"

"করাচিতে স্ট্রিট-ফুড খুব ভালো হয়। খাবেন নাকি? দামও কম, স্বাদও বেশ ভালো।"

কাঁধ তুললো সে। "ঠিক আছে। চলো তাহলে।"

তাদের গাড়িটা ইউনিভার্সিটি রোডের দিকে চলে যাচ্ছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"করাচিতে কিন্তু অনেক রাত পর্যন্ত মানুষ ঘুরে বেড়ায়।" গাড়ি চালাতে চালাতে বললো জাভেদ।

"হুম, তা তো দেখলামই।"

"আসলে দিনের চেয়ে রাতের করাচিই বেশি সুন্দর।"

মুচকি হাসলো সে। কথাটা মিথ্যে নয়।

রিয়ার-মিরর দিয়ে পেছনের সিটের যাত্রির দিকে তাকিয়ে বললো ছেলেটি, "ভাই কি ডিসকো'তে যাবেন?"

"ডিসকো? এখানে?!" দারুণ অবাক হলো সে, কারণ দেশটার নাম পাকিস্তান।

মুখ টিপে হাসলো জাভেদ ওয়ার্সি। "আগেই বলেছি, করাচি আপনাকে তাজ্জব করে দেবে।"

"সত্যি কি ডিস্‌কো আছে এখানে?" বাস্টার্ডের যেনো বিশ্বাসই হচ্ছে না। ঢাকা শহরেই বৈধ ডিসকো বলে কিছু নেই। গোপনে কিছু ডিসকো-নাইটক্লাব চলে, তবে ওগুলোর খোঁজ খুব কম মানুষই জানে। আর করাচির মতো শহরে ডিসকো? তাও জাভেদের মতো স্বল্পশিক্ষিত একজন তার খোঁজ জানে! ব্যাপারটা ভাবতেই কেমন অবিশ্বাস্য লাগছে।

"আছে মানে," জাভেদ বললো। মনে হচ্ছে খুব মজা পাচ্ছে সে, "কয়টাতে যেতে চান?"

বাস্টার্ডের ভুরু কপালে উঠে গেলো। "কয়টা মানে?"

মুখ টিপে হাসলো ছেলেটি। "আছে তো অনেকগুলোই...তবে আমি চিনি কেবল একটা।"

"এখানে যে ডিসকো আছে এটা কি মোল্লা আর তালিবানরা জানে?"

"আলবৎ জানে।"

"বলো কি?"

মনে হলো বাস্টার্ডকে অবাক করে দিতে পেরে জাভেদ ছেলেটা দারুণ মজা পাচ্ছে।

"আমার কথা বিশ্বাস না-হলে চলেন, একটু ঘুরে আসি। দারুণ অভিজ্ঞতা হবে আপনার।"

"এখনই যেতে চাইছো?"

"হুম। ওগুলো তো রাতেই ওপেন হয়। এই তো...আর একটু পরই জমে উঠবে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একটু দ্বিধায় পড়ে গেলেও প্রচণ্ড কৌতুহলের কারণে সে রাজি হয়ে গেলো। "ওকে, চলো তবে।"

জাভেদ ওয়ার্সি চওড়া হাসি দিয়ে গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিলো। "পোর্ট গ্র্যান্ডের স্ট্রিট-ফুডের খুব কাছেই...বিচের দিকে...এক কাজে দুই কাজ হয়ে যাবে।"

"ওরা কি আমাদের ঢুকতে দেবে?"

"আরে ভাই, আমি আছি না," জাভেদের বুকটা যেনো ফুলে উঠলো। "এ নিয়ে কেনো টেনশনই করবেন না।"

বাস্টার্ড বুঝতে পারলো ছেলেটা সম্ভবত প্রায়শই ডিসকোতে যাওয়া-আসা করে। "ওখানে রেগুলার যাও নাকি?"

"আরে না," লজ্জিত ভঙ্গিতে বললো সে। "আমার এক ভাই কাজ করে ওখানে...ওর সাথে দেখা করতে যাই মাঝেমধ্যে।"

"ও।" আর কিছু বললো না সে। করাচি তাকে তাজ্জব করবে!? মনে মনে বলে উঠলো, *ঠিক আছে, দেখা যাক কতোটা তাজ্জব করতে পারে।*

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২৪

আরব-সাগরের তীরে করাচি বিচের খুব কাছে একটি অভিজাত এলাকায় ঢুকে পড়লো জাভেদ ওয়ার্সির গাড়ি। পেছনের সিটে বসে চারপাশে চোখ বুলাচ্ছে বাস্টার্ড। জায়গাটা বেশ জমকালো। সম্পদশালীদের একটি এলাকা, তাই খুব সহজেই চোখে পড়ে প্রাচুর্য আর ঐশ্বর্য। পথেঘাটে যেসব লোকজন ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের বেশভুষাও বলে দিচ্ছে এখানে যারা থাকে তারা বেশ ধনী, করাচির সবচেয়ে সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ। পোর্ট গ্র্যান্ড থেকে দেখেছে লোকজনের পোশাক আধুনিক হতে হতে ক্রমশ 'ফিল্মি' হয়ে যাচ্ছে। ছেলেদের প্যান্ট শর্টসে পরিণত হচ্ছে, আর মেয়েদের সালোয়ার-কামিজ বদলে যাচ্ছে প্যান্ট-শার্ট আর স্কার্টে। প্রচুর বিদেশী টুরিস্টও ঘুরে বেড়াচ্ছে। করাচির রাতের সৌন্দর্য উপভোগ করছে তারা।

নিরিবিলি রাস্তায় ঢুকে চমৎকার একটি বাড়ির সামনে এসে থামলো তাদের গাড়িটা।

"এসে গেছি, ভাই," জাভেদ সহাস্যে বলে উঠলো।

গাড়ি থেকে নেমে বাড়িটার দিকে তাকালো সে। তিনতলা একটি বাড়ি। সম্ভবত প্রথমবার নির্মাণের সময় ডুপ্লেক্স ছিলো, পরে বাড়তি একটি ফ্লোর যোগ করা হয়েছে। মেইনগেটের সামনে যে দু-জন যুবক দাঁড়িয়ে আছে তাদের দেখে দারোয়ান বলে ভুল করার কোনো কারণই নেই। পরনে লেদার জ্যাকেট আর জিন্সপ্যান্ট। একজনের কানে আবার রিং। দু-জনেই চুইংগাম চিবোচ্ছে।

"চলুন," জাভেদ তার বাহুটা আলতো করে ধরে বললো।

মেইনগেটের সামনে এসে জাভেদ ঐ যুবকের সাথে উর্দুতে নীচু গলায় কিছু বললে তারা মাথা নেড়ে সায় দিয়ে চকিতে বাস্টার্ডের দিকে তাকালো, চাপাস্বরে কিছু কথাও বললো।

"আসুন, ভাই," কয়েক মুহূর্ত পর তার উদ্দেশ্যে বলে উঠলো জাভেদ।

যুবকদের একজন মেইনগেট খুলে দিলে জাভেদের সাথে ঢুকে পড়লো সে। ছোট্ট একটা লন আর ড্রাইভওয়ে পেরিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়লো তারা। কানে শুনতে পেলো ডান্সবিটের ভোতা শব্দ। শুধু ড্রামসের আওয়াজটাই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভেসে আসছে। বাড়িটার আরো ভেতরে যাবার আগে ছোট্ট একটা ডেস্কের সামনে দাঁড়ালো জাভেদ। বাস্টার্ডকে টাকা বের করার ইশারা করলো সে। গাড়িতেই বলেছিলো, এখানে ঢোকার এন্ট্রি মাথা প্রতি তিন-হাজার রুপি। তবে এখানে যেহেতু ওর ভাই কাজ করে তাই ওর জন্য কোনো টাকা দিতে হবে না।

তিনহাজার রুপি দেবার পর তারা দু-জনে ঢুকে পড়লো বাড়ির ভেতরে। একটি আলো-আঁধারি হলওয়ে দিয়ে চলে গেলো বাড়িটার পেছন দিককার দোতলায়। সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই টের পেলো মিউজিকের শব্দ প্রকট হয়ে উঠেছে। একটা দরজা খুলে দিতেই ডিসকোথেক লাইটের বিচ্ছুরণ আর চড়া ভলিউমের ডান্সবিট তাদের দু-কান চেপে ধরলো।

বিশাল এক ফ্লোরে শ-খানেক নারী-পুরুষ দ্রুতলয়ের সঙ্গিতের তালে তালে উন্মাতাল হয়ে নাচছে। কোনোদিকে তাদের ভ্রুক্ষেপ নেই। বাদামি চামড়ার ফাঁকে ফাঁকে কিছু সাদা চামড়াও চোখে পড়লো। সত্যিকার অর্থেই তাজ্জব হয়ে চেয়ে রইলো বাস্টার্ড। এটা তার জন্য এক ধরণের কালচারাল শকই বটে!

জাভেদ কোনো কথা না বলে হাসি-হাসি মুখে তাকালো তার দিকে। যেনো তাকে চমকে দিতে পেরে খুব মজা পাচ্ছে। "করাচির সবচেয়ে ফেমাস ডিসকো!" চড়া সঙ্গিতের সাথে পাল্লা দিয়ে চিৎকার করে বললো সে।

বিস্ময়ে কয়েক মুহূর্ত কিছুই বলতে পারলো না বাস্টার্ড। অনেক দেশের নাইটক্লাব-ডিসকো দেখেছে কিন্তু পাকিস্তানের কারাচিতে এমন জিনিস দেখে তাজ্জব না-হয়ে পারলো না। বিশাল ঘরের চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে লোকজন। একপাশে ডিজে'র দল কানে ইয়ারফোন চাপিয়ে মিউজিক নিয়ে ব্যস্ত। ঘরের দু-দিকে বসার জন্য কিছু সোফা আর চেয়ার রয়েছে। ওখানে বসে বসে লোকজন বিয়ার আর মদ খাচ্ছে। প্রায় কারোরই হাতই খালি নেই। ফ্লোরে গিয়ে উন্মত্ত হয়ে নাচছে, ক্লান্ত হয়ে আবার ফিরে আসছে সোফায়, চেয়ারে। বিয়ার-মদ পান করে কিছুটা শক্তি সঞ্চয় করে আবার চলে যাচ্ছে উন্মাতাল ফ্লোরে।

আরো অবাক করার ব্যাপার হলো, নারী-পুরুষের দেহজ ভঙ্গি খুবই খোলামেলা। একে অন্যেকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছে, আদর করছে, নেচে বেড়াচ্ছে। কারোর দিকে কেউ তাকিয়েও দেখছে না। বড়লোকের কিছু প্লেবয় ছেলে একসঙ্গে দু-দুজন যুবতী বগলদাবা করে মুদ্রাবিহীন নাচ নেচে যাচ্ছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঝলমলে আলোতে আরো দেখতে পেলো ছেলে-ছেলে আর মেয়ে-মেয়েতেও চলছে এসব। তবে এখানে সবচেয়ে সৌভাগ্যবান ব্যক্তিটি খুব সহজেই তার নজর কাড়লো। তাকে ঘিরে আছে কমপক্ষে পাঁচ-ছয়জন তরুণী! যেনো নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগীতা করছে কে কার আগে জড়িয়ে ধরবে, চুমু খাবে।

মুচকি হাসলো সে।

"এ হলো আমাদের ফেমাস আলী!" তার কানের কাছে মুখ নিয়ে জাভেদ বললো। "এদিকে আসুন, ভাই।"

তার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলো ঘরের অন্য মাথায়। ঘরের এদিকটায় মদ আর বিয়ার বিতরণ করা হচ্ছে। লোকজন ছোট্ট একটা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে, আবার ফিরে আসছে হাতে বিয়ার-মদের বোতল আর গ্লাস নিয়ে। তাকে নিয়ে সেই ঘরে ঢুকে পড়লো জাভেদ।

"ইয়াসিন?" আমুদেকণ্ঠে ডেকে উঠলো সে।

জিন্সপ্যান্ট আর টি-শার্ট পরা মাঝারিগোছের এক যুবক কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, মেঝেতে রাখা বিয়ারের ক্যানের দিকে গভীর মনোযোগের সাথে তাকিয়ে আছে সে। চমকে মুখ তুলে তাকাতেই হাসি ফুটে উঠলো তার ঠোঁটে।

"আরে, ওয়ার্সিসাব দেখি!" জাভেদের দিকে এগিয়ে এসে জাপটে ধরলো তাকে। "কি অবস্থা?"

"এই তো...চলছে," আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হয়ে বললো জাভেদ।

"হঠাৎ এখানে? অনেকদিন পর এলে..."

"এক মেহমানকে নিয়ে এলাম তোমাদের হেরেমখানা দেখাতে," পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা বাস্টার্ডকে দেখিয়ে বললো সে। "এ হলো তওফিক ভাই...লন্ডন থেকে এসেছে...আমার লিডারের আত্মীয়।" তার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে দিলো সে।

ইয়াসিনের দিকে হাত বাড়ালো বাস্টার্ড।

"উর্দু জানেন?" করমর্দন করতে করতে বললো ইয়াসিন।

মাথা ঝাঁকালো সে। "একটু আধটু...বলার মতো না।"

জাভেদ হেসে বললো, "তওফিক ভায়ের উর্দু শুনলে তোমার মনে হবে উনি হিন্দিতে কথা বলার চেষ্টা করছেন।"

হাতটা ছেড়ে দিয়ে হেসে ফেললো ইয়াসিন। "হিন্দি সিনেমার কারণে এটা হয়েছে। আমার বড়বোনের ছেলেমেয়েরা থাকে কানাডায়...ওরা হিন্দি সিনেমা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেখে দেখে হিন্দিটা ভালোই পারে কিন্তু উর্দু তেমন একটা পারে না।"

কিছু বললো না বাস্টার্ড।

"শোনো, আমি তো এখন ব্যস্ত আছি, তোমরা ফ্লোরে গিয়ে এনজয় করো। তওফিক ভাইকে একটু পান করাও। পরে কথা হবে, ঠিক আছে?"

"ওকে," ইয়াসিনের পিঠে চাপড় মেরে বললো জাভেদ।

তারা আবারো চলে এলো ফ্লোরে।

"নাচবেন নাকি?"

মাথা দুলিয়ে জবাব দিলো বাস্টার্ড। প্রশ্নই ওঠে না।

"তাহলে চলেন, বসে বসে সরবত খাই আর তামাশা দেখি।"

মুচকি হাসলো সে। "চলো।"

ঘরের এককোণে একজোড়া খালি সোফায় বসে পড়লো তারা। একের পর এক মিউজিক বাজছে আর তার তালে তালে নেচে উঠছে সবাই। "ইয়াসিন কি হয় তোমার?...বন্ধু?"

"বন্ধু এবং আত্মীয় দুটোই। আমরা একই এলাকায় থাকি।" তারপরই সে উঠে দাঁড়ালো। "আপনি বসেন, আমি ড্রিঙ্কস নিয়ে আসছি। আপনি তো ঐ সরবতই খাবেন নাকি অন্য কিছু? আমি কিন্তু আজ ভদকা খাবো।"

"তাহলে দু-জনের জন্যেই ভদকা নিয়ে এসো।"

"ওকে।" জাভেদ ওয়ার্সি হাসিমুখে চলে গেলো।

ঠিক এমন সময় বাস্টার্ড দেখতে পেলো একটু আগে যে লোকটাকে পাঁচ-ছয়জন তরুণী ঘিরে চুমু খাচ্ছিলো, জড়িয়ে ধরছিলো সে এক যুবককে জড়িয়ে ধরে তার দিকেই এগিয়ে আসছে। মুখে হাসি এঁটে রকস্টারদের মতো বড় বড় চুল দুলিয়ে কথা বলছে। তারা দু-জন এসে বসলো ঠিক তার পাশের সোফাতে। বসতে না বসতেই আলীকে চুমু খেলো সঙ্গি যুবকটি।

খুব কাছ থেকে ভালো করে তাকিয়ে দেখলো আলীর ভুরু প্লাক করা, ঠোঁটে হালকা লিপস্টিক, চোখে মাসকারা! এমন কি তার পোশাকটিও অন্য রকম। লম্বা পাঞ্জাবির মতো ঘিয়েরঙা একটি জামা। সেই পাঞ্জাবির নীচে যেটা দেখতে পাচ্ছে সেটা তাকে ভীষণ অবাক করলো।

আলী ব্রা পরেছে!

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২৫

সবাই যাকে আলী বলে ডাকে সে আসলে বেগম নওয়াজিশ আলী!

তথ্যটা জেনে ভিরমি খেলো বাস্টার্ড। জাভেদ তাকে আরো জানালো আলীই এই ডিসকো'র আয়োজক। বলা যেতে পারে প্রধান ব্যক্তি। তার কিছু পার্টনার আছে অবশ্য, তবে সবাই এটাকে আলীর ডিসকো হিসেবেই জানে।

একটা মেয়ে ডিসকো চালাচ্ছে এই করাচি শহরে! আরো একবার তাজ্জব হলো সে। ভদকার গ্লাসে আস্তে করে চুমুক দিলো। লোকজনের উন্মাতাল নৃত্য দেখছে। কাউকে স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে না। এটা অবশ্য সব ডিসকো আর নাইটক্লাবের বেলায় প্রযোজ্য। যারা এখানে আসে তারা ইচ্ছে করেই স্বাভাবিক খোলস থেকে বের হয়ে যেতে চায়। যেনো কৃত্রিম এক আবরণে নিজেদের ঢেকে রাখে দৈনন্দিন জীবনটাকে, মাঝেমধ্যে সেটা ছেড়ে বেরিয়ে এসে একটু দম নিয়ে হাফ ছেড়ে বাঁচে।

তাদের পাশে এখনও বসে আছে বেগম নওয়াজিশ আলী। সুদর্শন এক যুবককে প্রগাঢ় চুম্বনে সিক্ত করার পর এখন মদ্যপানে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। নীচু গলায় কথা বলছে তারা। মাঝেমধ্যেই হেসে উঠছে দু-জনে। বাস্টার্ড বুঝতে পারছে এই বেগম বাই-সেক্সুয়াল। ছেলে-মেয়ে দুটোতেই গমন করে।

"আলী কিন্তু খুবই ফেমাস," পাশ থেকে বললো জাভেদ।

"হুম, তা তো দেখতেই পাচ্ছি," মুচকি হেসে বললো সে। "সবাই তার সাথে খাতির জমাতে চায়।"

"আমি সেটার কথা বলছি না।"

জাভেদের দিকে তাকালো বাস্টার্ড।

"আলী টিভিতে প্রোগ্রাম করে।"

"কি?!"

ছেলেটা মুখ টিপে হাসলো। "তার প্রোগ্রাম কিন্তু খুবই জনপ্রিয়। প্রচুর লোকে দেখে।"

কী দেখে! মনে মনে বলে উঠলো সে। *ডিসকো ড্যান্স?*

"আমার লিডারও একবার তার প্রোগ্রামে গেছিলেন।"

বাস্টার্ড বুঝতে না পেরে চেয়ে রইলো। জাভেদের লিডার মানে এমকিউএম-র স্থানীয় এক নেতা। সে আলীর প্রোগ্রামে গিয়ে কি করেছে?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলডান্স? আলীর সাথে?

"তার প্রোগ্রামের দাওয়াত পাবার জন্য ইয়াসিনকে সুপারিশ করতে বলেছিলেন লিডার," ভদকা গিলতে গিলতে বললো জাভেদ। "আমার রিকোয়েস্টে ইয়াসিনই ব্যবস্থা করে দেয়। আলীর সাথে তো ওর খুব খাতির।"

ডিসকো চালানো বাইসেক্সুয়াল এক মেয়ের প্রোগ্রামে দাওয়াত পাবার জন্য কোনো পলিটিশিয়ান হন্যে হয়ে উঠবে, এটা বিশ্বাস করতেও তার কষ্ট হচ্ছে। জাভেদ তাকে তাজ্জব করার জন্য বাড়িয়ে বলছে না তো? "তোমার লিডার ওর প্রোগ্রামে গিয়ে কি করলো?" কৌতুহল দমাতে না পেরে জানতে চাইলো সে।

"কি আর করবে...কথা বললো..." গ্লাসটা খালি করে ফেললো জাভেদ। "আলী তো পলিটিক্যাল টকশো করে।"

পলিটিক্যাল টকশো করে?! এরকম এক মহিলা পাকিস্তানের মতো দেশে বসে ডিস্কো চালাচ্ছে টকশো করছে, তাও আবার পলিটিক্যাল! *ঠিক আছে, আমি যথেষ্ট তাজ্জব হয়েছি!*

উঠে দাঁড়ালো ছেলেটি। "আমি আরো ভদকা নেবো, আপনি?"

তার গ্লাসে এখনও অর্ধেক ভদকা রয়ে গেছে, আর বেশি পান করার ইচ্ছে নেই। সত্যি বলতে ভদকা তার খুব একটা ভালো লাগে না। "আমি আর নেবো না। এটাই শেষ করতে পারি নি।"

"তাহলে একটা সরবত নিয়ে আসি?"

কাঁধ তুললো সে। ভদকা খেলেই তার মুখটা কেমনজানি হয়ে যায়। স্প্যানিশ *স্মিরনফ* আর সুইডিশ *অ্যাবসলিউট* ছাড়া ভদকা জিনিসটা তার খুব একটা ভালো লাগে না।

গানের তালে তালে দুলতে দুলতে চলে গেলো জাভেদ।

বেগম নয়াজিশ আলী হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে পড়লো। কাউকে ঘরে ঢুকতে দেখে আহ্লাদে ডেকে উঠলো সে। সঙ্গি যুবককে রেখেই চলে গেলো মাঝবয়সি একজনের দিকে। বাস্টার্ড দেখতে পেলো সেই যুবকও উঠে দাঁড়িয়ে কয়েক মুহূর্ত বোকার মতো এদিক ওদিক তাকিয়ে চলে গেলো বাইরে। বেগম সাহেবা নতুন মেহমানকে জড়িয়ে ধরে স্বাগত জানালো। এরপর ঐ মাঝবয়সি লোকটার ঠোঁটে ঠোঁট রেখে প্রগাঢ় চুম্বন করে বসলো সে। প্রকাশ্যেই তারা দু-জন ফ্রেঞ্চ কিস্ করতে লাগলো। বেগম সাহেবার নিতম্বেও হাত রাখলো মাঝবয়সি মেহমান। আলী সেটা টের পেয়েও কিছু করলো না, বরং প্রচ্ছন্ন উৎসাহ দিলো তার গালে টোকা মেরে। দূর থেকেও সে বুঝতে পারলো মহিলা এ সময় কি বলেছে।

নটি বয়!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মুচকি হেসে মাথা দোলালো বাস্টার্ড। ভদকার গ্লাসের দিকে তাকালো। চুমুক দেবে কিনা বুঝতে পারছে না। এমন সময় আচমকা কেউ একজন তার উপরে হুমরি খেয়ে পড়লো!

"সরি সরি!"

টলতে টলতে এক মেয়ে বলে উঠলো। দু-পা স্থির রাখতেই হিমশিম খাচ্ছে। হালকা গোলাপি রঙের একটি আটোসাটো ককটেল ড্রেস পরে আছে। অনেকটা ইউরোপ-আমেরিকান মেয়েদের মতো। একজন বাদামি মেম! দেখেই বোঝা যাচ্ছে অতিরিক্ত মদ খেয়ে বেসামাল হয়ে পড়েছে।

"ইটস অলরাইট," হাত তুলে মেয়েটাকে অভয় দিয়ে বললো সে।

"ওহ্, শিট!" মেঝেতে পড়ে থাকা ভাঙা গ্লাসের দিকে তাকিয়ে বললো মেয়েটি। তারপরই ধপাস করে বসে পড়লো একটু আগে যেখানে আলী বসেছিলো সেখানে। "আ'ম এক্সট্রিমলি সরি।"

"এতোটা দুঃখিত হবার দরকার নেই," ইংরেজিতে বললো সে। "ভদকা আমার ফেবারিট ড্রিঙ্কস নয়। সত্যি বলতে, কোথায় ফেলবো জায়গা খুঁজে পাচ্ছিলাম না।"

মেয়েটা ভুরু তুলে হাসলো। "তাই নাকি!" সেও চমৎকার ইংরেজিতে বললো। বাচনভঙ্গি বলে দিচ্ছে দীর্ঘদিন ইউরোপ-আমেরিকায় ছিলো। "তাহলে, আপনার পছন্দের কথাটা একটু শুনি...দেখি আমি ক্ষতিপূরণ করতে পারি কিনা।"

"আমার মনে হয় সেটার কোনো দরকার নেই।"

"কেন?"

"আমার পছন্দের ড্রিঙ্কস এসে গেছে," লিকার-রুমের দরজার দিকে দেখালো। একহাতে বিয়ার আর অন্যহাতে ভদকার গ্লাস নিয়ে জাভেদ আসছে তাদের দিকে।

মেয়েটা ভুরু কুচকে চেয়ে রইলো। সে বুঝতে পারছে না কোনটা এই আগন্তুকের প্রিয় জিনিস।

"এই নিন, আপনার সরবত," বাস্টার্ডের দিকে বিয়ারের ক্যানটা বাড়িয়ে দিয়ে তার বামপাশের চেয়ারে বসে পড়লো জাভেদ।

"বিয়ার?!" মেয়েটি খুব অবাক হয়ে বললো।

জাভেদ মাথা ঝুঁকে দেখে নিলো মেয়েটিকে। এইমাত্র সে খেয়াল করেছে।

বিয়ারটা একটু তুলে ধরে দেখালো সে। "হুম। এটাই আমার ফেবারিট।"

"আহ্!"

"হতাশ হলেন নাকি?"

www.BanglaBook.org

করাচি

জাভেদ ভদকার গ্লাসে চুমুক না দিয়ে মেয়েটার সাথে তওফিক আহমেদের কথোপকথন শুনে যেতে লাগলো।

"না। ঠিকই আছে। যার যেটা ভালো লাগে তার সেটাই নেয়া উচিত।"

"তা ঠিক।" বিয়ার-ক্যানের মুখটা খুলে ফেললো সে।

"আমি যদি আপনাকে আরেকটা বিয়ার কিনে দেই তাহলে কি আপনি কিছু মনে করবেন?"

"সরি বলাটাই যথেষ্ট। ক্ষতি পূরণের কোনো দরকার নেই।"

"শিওর?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো সে।

"থ্যাঙ্কস।" টেনে বললো কথাটা। তারপরই হাত দিয়ে মাথার ডানপাশটায় ঘষতে লাগলো।

"কে, তওফিক ভাই?" ফিসফিসিয়ে বলে উঠলো জাভেদ। "পরিচিত নাকি?"

"চিনি না। এখানেই দেখা হয়েছে...আমার ড্রিঙ্কস ফেলে দিয়েছিলো," চাপাস্বরে বলে পায়ের কাছে ভাঙা গ্লাসটা দেখিয়ে দিলো।

"ড্রাঙ্ক হয়ে গেছে মনে হয়," নীচুস্বরে বললো ছেলেটা।

কিছু না বলে বিয়ারে চুমুক দিতে দিতে মেয়েটার দিকে ভালো করে তাকালো। বয়স সম্ভবত সাতাশ-আঠাশ হবে। দেখতে বেশ স্মার্ট আর আকর্ষণীয়। বড়লোক বাবা-মার বখে যাওয়া সন্তান।

হঠাৎ করে মেয়েটার সাথে তার চোখাচোখি হয়ে গেলো। "কি দেখছেন?"

"মাথা ধরেছে?"

"উফ্! ফাকিং হ্যাংওভার! জাস্ট কিলিং মি!" কপালে হাত বোলাতে বোলাতে অনেকটা বিড়বিড় করে বললো।

বাস্টার্ডও বুঝতে পারলো বেশি খেয়ে হ্যাংওভার হয়ে গেছে। "আপনার উচিত বাড়িতে চলে যাওয়া।"

"ফাকিং হোম!" বিরক্ত হয়ে বলে উঠলো মেয়েটি। পরক্ষণেই বুঝতে পারলো অচেনা কারোর সামনে এটা বলা ঠিক হয় নি। "সরি...হোপ ইউ ডোন্ট মাইন্ড?"

"ইটস ওকে।"

"আপনি স্মোক করেন?" অনেকটা হুট করেই জানতে চাইলো।

"কেন?"

"আমার একটা সিগারেট ধরাতে হবে...নইলে এই মাথাব্যথা আরো বাড়তে থাকবে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"দাঁড়ান।" জাভেদের দিকে ফিরলো। ছেলেটা বিস্ময়ের সাথে ভদকায় চুমুক দিচ্ছে আর তাদের কথা শুনছে। "একটা সিগারেট হবে?"

তড়িঘড়ি পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার বের করে দিলো সে।

জাভেদের কাছ থেকে প্যাকেটটা নিয়ে মেয়েটার দিকে বাড়িয়ে দিলো।

কম্পিত হাতে প্যাকেট আর লাইটারটা নিয়ে একটা সিগারেট ধরালো মেয়েটি। "থ্যাঙ্কস," প্যাকেট আর লাইটারটা ফেরত দিয়ে বললো।

ঠিক এমন সময় এক লোক এসে হাজির হলো মেয়েটার সামনে। "আরে, এখানে কি করছো? ফ্লোরে চলো!" ইংরেজিতেই চেঁচিয়ে বললো সে।

বিরক্ত হয়ে যুবকের দিকে তাকালো সে। "আমার ভালো লাগছে না। খুব মাথা ধরেছে।"

"আহা," বলেই মেয়েটার হাত ধরে তাকে রীতিমতো টেনে দাঁড় করালো। "আসো তো। আরেকটু নাচলে তোমার মাথাব্যথা চলে যাবে।"

"প্লিজ!"

মেয়েটার অনুরোধ পাত্তাই দিলো না যুবক। তাকে অনেকটা টেনে-হিচড়ে ডান্স-ফ্লোরে নিয়ে গেলো।

"দেখলেন তো, ভাই," পাশ থেকে বলে উঠলো জাভেদ। "এই হলো করাচি!"

"অনেক হয়েছে...এবার চলো...খিদে পেয়েছে।"

"ওকে," বলেই ভদকার গ্লাসটা খালি করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো জাভেদ।

উঠে দাঁড়ালো বাস্টার্ড। ডান্সফ্লোরের দিকে চোখ যাচ্ছে বার বার : মাতাল মেয়েটিকে ইচ্ছের বিরুদ্ধে নাচতে বাধ্য করছে ঐ যুবক। সম্ভবত বয়ফ্রেন্ড কিংবা স্বামী। ছেলেটাও যে স্বাভাবিক অবস্থায় নেই সেটা বোঝা যাচ্ছে।

"চলেন, ভাই," তাড়া দিলো জাভেদ।

সম্বিত ফিরে পেলো সে। "হ্যা, চলো।"

আলীর ডিসকো থেকে বেরিয়ে গেলেও কেউ সেটা খেয়ালই করলো না। সবাই উন্মাতাল গানের তালে নেচে যাচ্ছে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২৬

মুজাহিদ বুঝতে পারছে না কি লিখবে। কাগজ আর কলম নিয়ে বসে আছে সে। উসখুশ করে তাকাচ্ছে আশেপাশে। বাকি নয়জন চুপচাপ লিখে যাচ্ছে নিজেদের কথা। এখন ঘরে উজ্জ্বল বাতি জ্বলছে। সেই বাতির আলোয় দেখতে পাচ্ছে কেউ কেউ নিজেদের চোখ মুছতে মুছতে কলম চালিয়ে যাচ্ছে। বাকিরা চোখের জলে একাকার না হলেও মুখ ভার করে লিখে যাচ্ছে সাদা কাগজের উপরে।

"কিরে, এখনও কিছুই লিখিস নি?" ইসমাইল বললো পাশ থেকে।

মুজাহিদ ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। "কি লিখবো, ভাই? আমি তো কখনও কাউকে চিঠি লিখি নি।"

মুচকি হাসলো ইসমাইল। "আমিও কোনোদিন চিঠি লিখি নি...এই প্রথম লিখছি।" তারপর একটু থেমে আবার বললো, "এই শেষ!"

ঢোক গিললো স্বল্প-শিক্ষিত ছেলেটি। শেষ চিঠির কথা শুনে তার বুকের ভেতরটা কেমনজানি করলো।

"কিছু একটা লিখ্," তাগাদা দিলো ইসমাইল।

"আমি তো লিখতে পারছি না, ভাই।"

"কেন, তুই না চার-ক্লাস পর্যন্ত পড়াশোনা করেছিস?"

"হুম," মাথা নেড়ে সায় দিলো আবু মুজাহিদ। "কিন্তু সেটা তো কতো আগের কথা।"

"সব ভুলে গেছিস নাকি?"

বলপেনের মাথা দিয়ে গাল চুলকালো ছেলেটি। আসলেই সে ভুলে গেছে।

"ঠিক আছে, আমি তোরটা লিখে দেবো।" আর কোনো কথা না বলে ইসমাইল নিজের চিঠি লিখতে লাগলো আবার।

"আমাদের একটা মোবাইলফোন দিলেই তো পারতো?...আম্মির সাথে কথা বলতাম?"

কাগজ থেকে মুখ তুলে তাকালো বড়জন। কিছু বলতে গিয়েও বললো না। সেও আবেগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। বুক ঠেলে কান্না পাচ্ছে কিন্তু অনেক কষ্টে দমিয়ে রেখেছে। এই চিঠিগুলো যখন তাদের নিকটজনদের কাছে পৌঁছে যাবে তখন তাদের কেউই এই পাপি দুনিয়াতে থাকবে না। "উনারা যা ভালো মনে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করেছেন তা-ই করেছেন। এ নিয়ে কথা বলা ঠিক হচ্ছে না।"

চুপ মেরে রইলো মুজাহিদ। পুরো ঘরে যে দশজন মানুষ আছে সেটা বোঝাই যাচ্ছে না। শুধু কাগজের উপরে খসখসে শব্দ হচ্ছে। শব্দগুলোর আকার দিতে গিয়ে যে খুব বেগ পাচ্ছে সেটাও জানান দিচ্ছে বিরতি আর টেনে টেনে খসখস করা আওয়াজগুলো।

"আপনি কি আপনার আম্মির কাছে লিখছেন?"

ছলছল চোখে তাকালো ইসমাইল, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, "আম্মি আর বুল্লার কাছে।"

"বুল্লা?"

"আমার ছোটোভাই। তোর মতোনই বয়স হবে।" চোখ সরিয়ে নিয়ে আবারো লেখায় মনে দিলো।

"আপনি খুব আদর করতেন ওকে?"

মাথা নেড়ে সায় দেবার সময় ইসমাইলের দু-চোখ বন্ধ হয়ে গেলো কয়েক মুহূর্তের জন্যে। "যখন ছোটো ছিলো আমাকে ছাড়া ও ঘুমাতেই পারতো না। খুব জ্বালাতো। সব সময় আমার পেছন পেছন ঘুর ঘুর করতো।"

মুজাহিদ উন্মুখ হয়ে চেয়ে রইলো।

"সবাই বলতো ও আমার 'লেঞ্জু' হয়ে গেছে।"

মুজাহিদ দেখতে পেলো ইসমাইলের চোখ দিয়ে টপ-টপ করে পানি পড়ছে। কয়েক মাস ধরে তারা একসঙ্গে আছে, কখনও তাকে কাঁদতে দেখে নি। "ভাই, আপনি কাঁদছেন!" একটু অবাকই হলো সে।

চোখ মুছে নিলো ইসমাইল। "এটাই আমার জীবনের শেষকান্না। আর কখনও আমি কাঁদবো না।"

আবু মুজাহিদেরও খুব কান্না পেলো কিন্তু চোখে পানি এলো না। তার গ্রামের কথা ভাবলো, চোখ ভিজলো না। বন্ধুবান্ধব, পরিচিত সবার কথা ভাবলো, চোখ সাড়া দিলো না। কিন্তু মায়ের মুখটা কল্পনা করতেই দু-চোখ দিয়ে অঝোরে পানি পড়তে লাগলো। তার কষ্টে থাকা মা। সন্তানদের জন্য সারাটাদিন খেটে যাওয়া *আম্মি!*

সাদা কাগজে মুজাহিদের কলম কোনো আঁচড় ফেলতে না পারলেও তার চোখের জলে দাগ তৈরি করতে পারলো। অনেক কষ্টেও অশ্রু সংবরণ করতে পারলো না। তার চোখ দুটো যেনো তাদের গ্রামের সেই সরকারি পানির কলটার মতো, যেটার চাবি নষ্ট হয়ে থাকতো বলে সব সময়ই পানি পড়তো, কখনও সেটা বন্ধ করা যেতো না!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২৭

করাচির পোর্ট গ্র্যান্ডের স্ট্রিট-ফুড সত্যিই অসাধারণ ছিলো।

জাভেদ যতোটুকু বলেছে খাবারের মান আর বৈচিত্র্য আসলে তারচেয়ে অনেক অনেক বেশি। তবে পোর্ট গ্র্যান্ডের বৈচিত্রপূর্ণ সুস্বাদু খাবারের চেয়েও মনোমুগ্ধকর ছিলো আরব-সাগরের তীরে খোলা রেস্টুরেন্টগুলো। মনে হয় নি জায়গাটি পাকিস্তানের মতো কোনো দেশের। তার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিলো। প্রচুর টুরিস্টও দেখেছে ওখানে। রাজনৈতিক পরিস্থিতি ভালো হলে জায়গাটা নিশ্চয়ই পর্যটকে গিজগিজ করতো। মওলানার মিশনটা নিয়ে যদি না আসতো তবে সময় নিয়ে, বেছে বেছে অনেক খাবার চেখে দেখতো সে।

যাক, শেষ পর্যন্ত তিনঘন্টারও বেশি বিরক্তিকর সময় কাটিয়ে রাতের শেষে দুটো ঘন্টা দারুণই কেটেছে। তবে আলীর ডিসকো-ক্লাব ভড়কে দিয়েছে তাকে। বিশ্বাস করতেও কষ্ট হচ্ছে এটা পাকিস্তানে সম্ভব। যেখানকার ক্রিকেটাররা পর্যন্ত মাঠে ইসলামি জোশ দেখাতে উন্মুখ হয়ে থাকে, খোদার কাছে শুকরিয়া আদায় করার জন্য সেজদা দেয় হর-হামেশা, যারা নিজেদেরকে ইসলামের পরাকাষ্ঠা ভেবে আত্মতৃপ্তি লাভ করে, তালিবানদের মতো বর্বরের জন্ম দেয়, আত্মঘাতি বোমাবাজদের বীরের চোখে দেখে, সেখানে আলীর মতো বাইসেক্সুয়াল একজন টিভিতে টকশো করে বেড়ায়, রাতে ডিসকো চালায়!

বাস্টার্ড বুঝতে পারলো করাচি কেন তাকে বার বার চমকে দিচ্ছে, তাজ্জব করে দিচ্ছে। আসলে এই শহরটা সম্পর্কে সে যতোটুকু জানে তা দুনিয়ার বাকি লোকদের মতোই মিডিয়া থেকে আহরিত। আর মিডিয়া কখনও এসব দেখাবে না। ভয়াবহ খারাপ দিকগুলোই ওদের কাছে প্রাধান্য পায় সব সময়। ওরা অনেকটা কফিন ব্যবসায়ির মতো নিজের ব্যবসার সমৃদ্ধির জন্য যাদেরকে মানুষের মৃত্যু কামনা করতে হয়!

হোটেল রুমে ফিরে আসার আগে জাভেদকে বলে দিয়েছে, কাল থেকে পিস্তলটা যেনো গাড়িতেই রাখে–অবশ্যই গোপন আর নিরাপদ কোনো কম্পার্টমেন্টে। ছেলেটা তাকে আশ্বস্ত করে বলেছে, গুলি-পিস্তল আর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সাইলেন্সার এমন জায়গায় রাখবে যে, অটোমোবাইল মেকানিকের পক্ষেও সেটা খুঁজে বের করা কষ্টকর হবে। এমকিউএম-এর স্থানীয় এক নেতার সহচর হিসেবে এ কাজে তার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা রয়েছে। ছেলেটাকে দেখেও মনে হয় খুব বিশ্বস্ত। আন্ডারওয়ার্ল্ডে থাকতেই বাস্টার্ড শিখে গেছিলো কিভাবে মানুষের চোখ দেখে বোঝা যায় সে বিশ্বস্ত কিনা। তার ধারণা যদি ভুল না-হয়ে থাকে তাহলে জাভেদ ওয়ার্সি বিশ্বস্ত একজন মানুষ।

বাতি নিভিয়ে শোবার পোশাক পরে বিছানায় শুয়ে অনেক ভেবে দেখেছে, মওলানাকে রেকি করার জন্য চার থেকে পাঁচদিন দিন সময় ব্যয় করবে। তার ধারণা এতেই হয়ে যাবে। যদিও প্রথম দিনটা পুরোপুরি বিফলে গেছে, কিন্তু তিন-চারদিনের মধ্যেই মোটামুটি একটা ধারণা পেয়ে যাবে ঐ যুদ্ধাপরাধী কখন বাড়ি ফেরে, তার সঙ্গে কে থাকে। বাড়ি ফেরার সময় যদি মওলানার সঙ্গে দু-একজন থেকেও থাকে তবুও সেটাকে বড় কোনো বাধা হিসেবে দেখছে না। ওরা নিশ্চয় সঙ্গে করে পিস্তল নিয়ে ঘুরে বেড়াবে না।

নিরস্ত্র লোকজনকে নিয়ে তার কোনো মাথাব্যথা নেই। অভিজ্ঞতা থেকে জানে, গোলাগুলি শুরু হলে এরা অসহায়ের মতো আচরণ করবে। আতঙ্কিত হয়ে নিজের জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করবে, খুনির পেছনে লাগতে যাবে না।

তাকে আসলে একটা বিষয়েই নিশ্চিত হতে হবে—ঐ হামারে করেই মওলানা ইউসুফ হোসাইনী যাতায়াত করে। ওটাতে করেই সে অফিস থেকে বাড়ি ফেরে। শতভাগ নিশ্চিত না হয়ে কিছু করা যাবে না। দরকার পড়লে আরো কয়েকটা দিন বেশি ব্যয় করবে।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠলো একদম নির্ভার হয়ে। সারাদিন কি করবে সেটা নাস্তা খেতে খেতে ঠিক করে নিলো। করাচিতে তার একটাই কাজ, একটাই মিশন।

আজ আবার মওলানার বাড়ির সামনে রেকি করবে বিকেল থেকে। কোনো কিছু ঘটুক আর না ঘটুক, এ কাজটা তাকে করে যেতে হবে চার-পাঁচদিন। তারপর পরবর্তী পদক্ষেপের কথা ভেবে দেখবে।

নাস্তা শেষে আবারো হোটেল থেকে বের হয়ে গেলো। গতকালের মতোই হাটতে হাটতে চলে গেলো গুলশান টাওয়ারে। এবার অফিস ভবনটির চারপাশের এলাকা ভালো করে দেখে নিলো। গুলশান-এ-ইকবাল একটি বিশাল টাউন। এটা পুরোপুরি আবাসিক নয়। বিরাট একটি অংশ বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত হয়। এখান থেকে করাচি ইউনিভার্সিটি খুব কাছে। গুলশান

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নামে বেশ কিছু এলাকা রয়েছে করাচি শহরে। গুলশান-এ-কানিজ ফাতিমা, গুলশান-এ-জোহার, গুলশান-এ-হাদিদ এরকম কিছু জায়গা।

লাল-কমলার মিশেলে এক রঙের ইউনিফর্ম পরে পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা রাস্তার পাশে ডাস্টবিন থেকে ময়লা তোলার কাজ করছে। সাদা ইউনিফর্মের ট্রাফিক পুলিশ হুইসেল বাজিয়ে নির্দেশ দিচ্ছে চলাচলকারী যানবাহনগুলোকে। পথচারী নারীদের মধ্যে শাড়ি পরা কাউকে খুব একটা চোখে পড়ছে না। প্রায় সবাই সালোয়ার-কামিজ পরেছে। কেউ কেউ পরেছে ঘাগড়া জাতীয় ঐতিহ্যবাহী পোশাক। প্যান্ট-শার্ট আর টি-শার্ট পরা পুরুষদের ভীড়ে বহুল পরিচিত কাবুলি ড্রেসও চোখে পড়ছে প্রায়শই।

গতকালের মতোই সে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ালো অনেকটা সময় কাটানোর জন্য, অনেকটা রেকির অংশ হিসেবে। যদি শেষ পর্যন্ত কোনো কারণে বাড়ির সামনে কাজটা করা না যায় সেক্ষেত্রে বিকল্প একটি জায়গা ঠিক করে রাখতে হবে। প্রথমে অফিসের ব্যাপারটা বাদ দিলেও তার এখন মনে হচ্ছে উপায় না দেখলে ওখানেও একটা চেষ্টা করা যেতে পারে। এর কারণ তার কাছে এখন সাইলেন্সার আছে, আর মওলানার সাথে দ্বিতীয়বার দেখা করার একটা রাস্তাও খোলা রেখেছে। সে কি বলে নি, করাচিতে থাকাকালীন যদি সময় পায় তাহলে মওলানার অফিসে এসে এক কাপ কফি খেয়ে যাবে?

ঐ এককাপ কফি খাওয়ার উসিলায় ওখানে আরেকবার যাওয়া যেতেই পারে। তবে ভালো করেই জানে দ্বিতীয়বার দেখা করতে গেলে লোকটা গভীরভাবে সন্দেহ করতে শুরু করবে। সেটা অবশ্যই বাস্টার্ডের চিন্তার কারণ হবে না। ঐ দেখাটাই যে শেষ দেখা হবে। মওলানা আর কখনও এ নিয়ে ভাবার ফুরসতই পাবে না!

দ্বিতীয়বার যদি ঐ অফিসে যায় তাহলে সেখান থেকে বের হবার আগেই মওলানার দেহটা নিথর হয়ে পড়ে থাকবে। একটামাত্র বুলেট। কপালের ঠিক মাঝখানে। কোনো শব্দ নেই। কোনো সন্দেহ নেই। নিজের ডেস্কে গুলি খেয়ে বসে থাকবে লোকটা। বাঁচার জন্য কোনো প্রচেষ্টা নেবার আগেই সব শেষ হয়ে যাবে। তারপর ঠাণ্ডা মাথায় বেরিয়ে পড়বে সে।

আর যদি মওলানার সাথে ঘরে অন্য কেউ থেকে থাকে?

কোলাটেরল ড্যামেজ! মনে মনে বললো। সেক্ষেত্রে তার কিছু করার থাকবে না।

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২৮

বিকেলের পর জাভেদ ওয়ার্সি গাড়ি নিয়ে চলে এলে বাস্টার্ড তাকে নিয়ে সোজা চলে গেলো গুলজার-এ-হিজরিতে। আবার সেই একই কাজ—বসে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রেকি করা।

এবার একটা কাজ করলো তারা। ওখানে যাবার পথে কিছু শুকনো খাবার আর সফট-ড্রিঙ্কস নিয়ে নিলো। জাভেদ বলেছিলো রাস্তার পাশে কিছু ভালো কাবাব নিয়ে নিলে ভালো হতো, সে রাজি হয় নি। পর পর কয়েকদিন মসলাদার খাবার খাওয়া ঠিক হবে না। সাধারণত এরকম কোনো কাজের সময় দরকার ছাড়া বাড়তি খাবার খায় না সে। হুট করেই হজমে সমস্যা হয়ে যেতে পারে। শরীর খারাপ করে জ্বর-টরও চলে আসতে পারে।

গুলজার-এ-হিজরির তিন নাম্বার রোডের দুই নাম্বার বাড়ির সামনে যে রাস্তাটা চলে গেছে সেটার উল্টোদিকে, ঠিক গতকালের জায়গাতেই গাড়িটা পার্ক করলো জাভেদ। প্রায় আধঘণ্টা গাড়ির ভেতরেই বসে রইলো তারা দু-জন। বিরক্তিকর সময়টি সহজ করার জন্য নীচু ভলিউমে গান ছেড়ে দিলো এমকিউএম-এর কর্মী। পাঞ্জাবি ফোক গান, শুনতে খারাপ নয় বলে সে বাঁধা দিলো না।

"পিস্তলটা গাড়ির কোথায় রেখেছো?" অনেকক্ষণ চুপ থাকার পর জানতে চাইলো বাস্টার্ড।

"এই তো...এখানে," ড্যাশবোর্ডের নীচে হাত দিয়ে দেখালো।

"ওখানে?" অবাক হলো সে। "এই তোমার কঠিন জায়গা?"

দাঁত বের করে হাসলো ছেলেটা। "আলবৎ, বড়ভাই," ড্যাশবোর্ডের নীচে টোকা মেরে বললো, "এটা কিন্তু মোডিফাই করা। কেউ বুঝতেই পারবে না এর পেছনে ছোট্ট একটা কম্পার্টমেন্ট আছে।"

"তুমি মোডিফাই করেছো?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো সে। "হুম। স্কুল ছাড়ার পর আমি তিন-চার বছর মেকানিকের কাজ করেছি এক ওস্তাদের কাছে।"

বাস্টার্ড কিছু বললো না। একটা গাড়ি এগিয়ে আসতে দেখে সে ওদিকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাকালো কিন্তু তাকে হতাশ করে দিয়ে গাড়িটা চলে গেলো মওলানার বাড়ি অতিক্রম করে।

"প্রাইভেটকারের কোন্ জায়গায় কি থাকে সব আমার জানা। এসব মোডিফাই করা আমার জন্য কোনো ব্যাপারই না।"

"আচ্ছা।"

"ভেবে দেখলাম গাড়িতে জিনিস নিয়ে ঘুরে বেড়ানোটা একটু রিস্কি হয়ে যায়। তাই আজ সকালে ড্যাশবোর্ডটা মোডিফাই করে একটা ছোট্ট কম্পার্টমেন্ট বানিয়ে নিয়েছি।"

"কিন্তু পুলিশ চেকিংয়ে কি তোমার এই কম্পার্টমেন্ট ধরা পড়বে না?"

"ইনশাল্লাহ্ কেউ বুঝতেই পারবে না," জোর দিয়ে বললো জাভেদ।

"তুমি ওটা বের করে দেখাও আমাকে।" সে দেখতে চাইছে কথাটা কতোটুকু সত্য।

হাসতে হাসতে জাভেদ ওয়ার্সি ড্যাশবোর্ডের নীচে এমন একটি জায়গায় হাত ঢোকালো যেখানে কোনো কিছু থাকার কথা নয়। একটু জোরে চাপ দিয়ে হাতটা ভেতরে ঢুকিয়ে পিস্তলটা বের করে আনলো সে। "এই যে..."

"সাইলেন্সার আর কিছু গুলিও বের করো।"

ছেলেটা তাই করলো।

বাস্টার্ড পিস্তলের ম্যাগাজিনটা ভরে নিয়ে সাইলেন্সারটা লাগিয়ে নিলো ব্যারেলে। "এবার এটা রেখে দাও ওখানে।"

"ওকে," কাঁধ তুলে বললো জাভেদ। সাইলেন্সার লাগানো পিস্তলটা খুব সহজেই লুকিয়ে ফেললো সে।

"ভালো হয়েছে। মনে হয় না কেউ ওখানে চেক করতে যাবে।"

আবারো দাঁত বের করে হাসলো এমকিউএম-এর কর্মী। "আমি আর আপনি ছাড়া।"

নিঃশব্দে হাসলো সে। তারপর আবারো নীরবতা নেমে এলো গাড়ির ভেতরে। পুণরায় বিরক্তিকরভাবে বসে বসে সামনের একটা বাড়ির দিকে চোখ রাখা।

জাভেদ ভেবে পাচ্ছে না এই লোক এতো ধৈর্য পায় কোথায়। সে নিজেও এরকম কাজ করেছে তার লিডারের জন্য, কিন্তু এভাবে খামোখা কোনো কাজ ছাড়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার করে নি। ওই কাজেও তারা দু-জন ছিলো। গাড়ি নিয়ে বের হলেও পায়ে হেটেই বেশিরভাগ কাজ করেছে। একটা লোককে

www.BanglaBook.org

ফলো করা, সে কোথায় যায়, কখন যায় সেটা দেখা–এসব কাজের মধ্যে মজা ছিলো। তাদের টার্গেটি আবার নানান জায়গায় ঢুঁ মারতো, এমনকি বেশ্যাপাড়ায়ও। জাভেদ আর তার পার্টনার লোকটার পেছনে লেগে থাকতো আঠার মতো। কখনও তারা পায়ে হেটে ফলো করতো, কখনও গাড়িতে করে, আবার অনেক সময় জাভেদ গাড়ি চালিয়ে ফলো করতো আর তার পার্টনার স্কুটার ভাড়া করে লোকটার পিছু নিতো। এক জায়গায় এভাবে ঝিম মেরে বসে থাকার কাজ ছিলো না ওটা। এভাবে বসে থাকতে থাকতে তার পায়ে ঝিঁ-ঝিঁ ধরে গেছে। টের পাচ্ছে প্রস্রাবের বেগও চাপ দিচ্ছে ভীষণ।

"ভাই, আমি একটু আসছি," কড়ে আঙুল দেখিয়ে গাড়ি থেকে বের হয়ে গেলো জাভেদ।

বাস্টার্ডের মনে হলো তারও প্রস্রাব করা দরকার। গাড়ির ভেতর থেকে সে দেখতে পেলো মওলানার বাড়ির পরের দুটো বাড়ির মাঝখানে ঝোঁপের মতো একটি জায়গায় ঢুকে পড়লো ছেলেটি। মুচকি হাসলো সে। ভারতীয় উপমহাদেশের লোকজন টয়লেট সমস্যার চটজলদি সমাধান করতে বরাবরই পটু।

জাভেদ ফিরে এলে কড়ে আঙুল আর মুখে হাসি এঁটে গাড়ি থেকে বের হয়ে গেলো। মুচকি হেসে ছেলেটা বসে পড়লো ড্রাইভিং সিটে। রাস্তাটা পার হয়ে জাভেদ যেখানে কাজ সেরেছে সেখানে চলে গেলো। দুটো বাড়ির মাঝখানে যে ফাঁকা জায়গা আছে সেটা আসলে ড্রেন। উপরে স্ল্যাবগুলোর জায়গায় জায়গায় ভেঙে উন্মুক্ত হয়ে আছে। ফাঁকটার মুখের কাছে আবার ঝোঁপের মতো কিছু একটা থাকায় আড়াল হিসেবে কাজ করে।

ঝোঁপের ফাঁক গলে ঢুকে পড়লো সে। মিনিটখানেক বাদে ঝোঁপ থেকে বের হতেই থমকে গেলো। তার বাম দিকে একটা বাড়ির পরই মওলানার বাড়িটা। মেইনগেট দিয়ে একটা প্রাইভেটকার বের হচ্ছে ধীরে ধীরে। গাড়িটা রাস্তায় নেমেই বাম দিকে মোড় নিয়ে গতি বাড়িয়ে চলে গেলো।

বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে রইলো সে। ড্রাইভিং ডোরের কাঁচ নামানো ছিলো বলে গাড়িটা যে চালাচ্ছে তাকে দেখতে পেয়েছে অল্প কিছুক্ষণের জন্যে। যে মুখটা দেখেছে সেটা চিনতে একটুও কষ্ট হয় নি।

আরো একবার করাচি তাকে তাজ্জব করে দিলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২৯

গাড়ি চালাচ্ছে জাভেদ ওয়ার্সি। এই প্রথম তওফিক আহমেদ নামের লোকটি তাকে কাজের মতো কাজ দিয়েছে—একটা গাড়িকে ফলো করতে হবে। গাড়িতে বসে বসে বিরক্ত হওয়ার চেয়ে এটা অনেক বেশি রোমাঞ্চকর কাজ।

রিয়ার-মিররে তাকালো সে। তওফিক আহমেদ উদগ্রীব হয়ে সামনের রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে। ঘটনা কি কিছুই বুঝতে পারছে না জাভেদ। প্রস্রাব করে ফিরে আসার পর গাড়িতে বসে সফট ড্রিঙ্কসের বোতলটা খুলে চুমুক দিচ্ছিলো। সামনের ঐ বাড়ি থেকে কেউ বের হয়েছে কিনা দেখতেও পায় নি। ঝড়ের বেগে গাড়িতে উঠেই সামাদভায়ের লোকটি তাকে গাড়ি স্টার্ট দিতে বলে। গতি বাড়িয়ে সামনের একটা গাড়িকে ধরেও ফেলে সে, অবশ্য পেছনের সিট থেকে তাকে বলা হয় নিরাপদ দূরত্ব রেখে ফলো করতে। তাই করে যাচ্ছে। কাজটা তেমন কঠিন কিছু নয়। যে গাড়ি চালাচ্ছে সে খুবই ভদ্র ড্রাইভার। রাস্তার নিয়ম আর স্পিড লিমিট মেনে সুন্দরভাবে ড্রাইভ করছে। করাচির এই অংশটা ধনীদের এলাকা আর বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত। বেশ নিরিবিলি। পথে যানবাহনের সংখ্যা খুবই কম, ফলে সহজেই ফলো করা যাচ্ছে।

জাভেদ আবারো তাকালো রিয়ার-মিরর দিয়ে। একটা প্রশ্ন করতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে করলো না।

"এই রাস্তাটার নাম কি?" জানতে চাইলো বাস্টার্ড।

"ইস্পাহানি রোড," সামনের দিকে তাকিয়েই জবাব দিলো ছেলেটি।

তাদের সামনের গাড়িটার বামদিকের ব্যাক-লাইট জ্বলে উঠলো এবার।

"বামদিকে যাচ্ছে?"

"মনে হচ্ছে জান্নাত-এ-গুল টাউনের দিকেই যাচ্ছে।"

আর কিছু বললো না সে। তার চোখ সামনের গাড়িটার দিকে নিবদ্ধ।

"হুম, গুল টাউনেই যাচ্ছে," বললো জাভেদ।

বাস্টার্ড দেখতে পাচ্ছে গাড়িটা গুল টাউন নামের আবাসিক এলাকায় ঢুকে পড়েছে। চারপাশে সব উঁচু উঁচু অ্যাপার্টমেন্ট। সম্ভবত নতুন একটি এলাকা।

"আস্তে চালাও।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গতি কমিয়ে দিলো জাভেদ।

ডানে-বামে কয়েকটা মোড় নিয়ে একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের সামনে থামলো গাড়িটা।

"রাখো," বেশ দূরে থাকতেই নির্দেশ দিলো। এখানেই পার্ক করে রাখো। সব লাইট অফ করে দাও।"

ছেলেটা তাই করলো।

অ্যাপার্টমেন্টের সামনে গাড়িটা থামলেও কেউ বের হয়ে এলো না। প্রায় তিন-চার মিনিট পর বোরকা পরা এক নারী অ্যাপার্টমেন্ট ভবন থেকে বের হয়েই ঢুকে পড়লো সেই গাড়িতে।

"ফলো করো," সামনের গাড়িটা চলতে শুরু করলে সে বললো। "কোনোভাবেই মিস কোরো না। ওকে?"

"ওকে, ভাই।" দৃঢ়তার সাথেই জবাব দিলো ছেলেটি।

বাস্টার্ড দেখলো প্রায় পনেরো মিনিট ধরে একটানা ছুটে যাচ্ছে সামনের গাড়িটি।

জাভেদ রিয়ার-মিররে তাকিয়ে বললো, "ভাই, পোর্ট গ্র্যান্ডে যাচ্ছে মনে হয়।"

গাড়িটা পোর্ট গ্র্যান্ডের একটি আবাসিক এলাকায় প্রবেশ করলো। বাস্টার্ড রিয়ার-মিররে তাকালে দেখতে পেলো জাভেদের দু-চোখ কুচকে আছে। "জায়গাটা চেনা চেনা লাগছে?"

আলতো করে মাথা নেড়ে সায় দিলো ছেলেটি। "জি, ভাই। গতকাল আমরা এখানে এসেছিলাম।"

বাস্টার্ড কিছু বললো না। তার দৃষ্টি একেবারেই সামনের গাড়িটার দিকে নিবদ্ধ। খুবই পরিচিত পথ ধরে ছুটে চলেছে ওটা।

"আহ্," অস্ফুটস্বরে বলে উঠলো জাভেদ ওয়ার্সি। "আলীর ডিসকোতে যাচ্ছে দেখি!"

"তাই নাকি!" অবাক হলো পেছনের সিটের যাত্রি।

গাড়িটা ডিসকো'র সামনে আরো কিছু গাড়ির পাশে পার্ক করা হলো।

"কি করবো, ভাই?"

"এখানেই রাখো।" সে চাচ্ছে না সামনের গাড়ির যাত্রিরা তাদের দেখে ফেলুক। একটু নিরাপদ দূরত্বে থাকাই ভালো। "আজকে ভেতরে ঢোকা যাবে তো?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"ইয়াসিন যতোদিন আছে নো প্রবলেম," হেসে বললো জাভেদ।

সামনের গাড়ির বাতি নিভে গেলো। ইঞ্জিন বন্ধ করে ফেলা হয়েছে। একটু পরই গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো এক তরুণী, তবে তার গায়ে কোনো বোরকা নেই। তারপর ড্রাইভিং ডোর খুলে যে বেরিয়ে এলো তাকে দেখেই চিনতে পারলো জাভেদ।

তাহলে এই মেয়েটার পেছনেই লেগেছে তওফিক ভাই? মনে মনে বলে উঠলো সে। গতরাতে আলীর ডিসকোতে এই মেয়েটার সাথেই তাকে কথা বলতে দেখেছে। কিন্তু তার বিশ্বাস হচ্ছে না এটা। নিশ্চয় অন্য কোনো কারণ আছে। যাক, সময় হলে সবই জানা যাবে।

এদিকে বাস্টার্ড খুব উত্তেজনার মধ্যে থাকলেও তাকে দেখে কিছুই মনে হচ্ছে না। মওলানা ইউসুফের বাড়ি থেকে যে গাড়িটা বের হতে দেখেছে সেটা চালাচ্ছিলো এমন একজন যার সাথে গতরাতে আলীর ডিসকোতে ঘটনাচক্রে দেখা হয়েছে, কথাবার্তাও হয়েছে সামান্য। এই কাকতালীয় ঘটনাটি তার জন্য সৌভাগ্য না দুর্ভাগ্য বয়ে আনবে ভেবে পেলো না। *দুনিয়াটা আসলেই খুব ছোটো,* মনে মনে বলে গাড়ি থেকে নেমে পড়লো সে।

একটু আগে ঐ মেয়েটি আরেক মেয়েকে সাথে নিয়ে আলীর হেরেমে ঢুকে পড়েছে। মেয়েটা কে–সেই প্রশ্নের কোনো সদুত্তর তার কাছে নেই। মওলানার মেয়ে হবার সম্ভাবনাই বেশি, কিন্তু নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। ছেলের বউ কিংবা নাতনিও হতে পারে। মওলানা ইউসুফের বয়স তো আর কম হয় নি।

"আলীর ডিসকো সপ্তাহে ক'দিন খোলা থাকে?" জানতে চাইলো সে।

"আগে তো খোলা থাকতো শুধু শনি আর রবিবার...এখন সেলিব্রেটি হয়ে গেছে সে...তার ডিসকোও পপুলার হয়ে গেছে, তাই রবি থেকে বুধবার পর্যন্ত খোলা রাখে।"

"ওকে," কথাটা শুনে আশ্বস্ত হলো বাস্টার্ড। "তাহলে চলো। আরেকবার যাওয়া যাক।"

মুখ টিপে হাসলো জাভেদ। "সরবত খেতে?"

মাথা দুলিয়ে হেসে বললো সে, "না, তোমার প্রিয় ভদকা খেতে।"

"তিনহাজার রুপি খরচ করে ওখানে গিয়ে ভদকা খাবেন?"

মুচকি হেসে ছেলেটার পিঠে চাপড় মারলো। "কখনও কখনও এক রুপির জন্য তিন-চার রুপিও খরচ করতে হয়, ছোটোভাই।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো ছেলেটা। "যার রুপি সে বুঝবে, আমার অতো বুঝে কী লাভ।"

www.BanglaBook.org

বাস্টার্ডকে নিয়ে সে ঢুকে পড়লো আলীর ডিসকোতে।

আবারো সেই কান ফাঁটানো মিউজিক, ডিসকো-লাইট, ড্যান্স-ফ্লোর আর মদ-বিয়ারের রাজ্যে হাজির হলো তারা। আলীকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। অবশ্য বাস্টার্ডের চোখজোড়া খুঁজে বেড়াতে লাগলো ঐ মেয়েকে।

"ফ্লোরে যাবেন আজ?" জানতে চাইলো জাভেদ।

মাথা দুলিয়ে জবাব দিলো সে। নাচানাচি তার কম্ম নয়।

"তাহলে চলুন, ইয়াসিনের সাথে দেখা করে আসি?"

"তুমি যাও, আমি এখানেই থাকি।"

কাঁধ তুললো ছেলেটা। "ঠিক আছে। আমি তো ভদকা...আপনার জন্য কি আনবো?"

মুচকি হেসে বললো সে, "সরবত।"

হাসতে হাসতে জাভেদ পা বাড়ালো লিকার-রুমের দিকে।

ছেলেটা চলে যাবার পর ডান্স ফ্লোরের দিকে ভালো করে তাকালো সে। প্রচুর লোকজন নাচানাচি করছে, তাদের বেশিরভাগই ঘনিষ্ঠভাবে। তাছাড়া ডিসকো-লাইটের দ্রুতলয়ের বিচ্ছুরণের কারণে ভালো করে দেখতেও পারছে না। কিছুক্ষণ পর হাল ছেড়ে দিয়ে ঘরের এককোণে খালি একটা সোফায় বসে পড়লো।

গতরাতের তুলনায় আজ লোকজন একটু কম, তার কারণ সম্ভবত একটু আগেভাগে চলে এসেছে তারা। রাত যতো বাড়বে এখানকার চিত্র ততোই পাল্টে যাবে। অবশ্য পৃথিবীর সব ডিসকো আর নাইটক্লাবগুলো এরকমই হয়।

কিছুক্ষণ পর দেখতে পেলো ঘরে ঢুকছে আলী। আজ সে দারুণ সাজ সেজেছে। কড়া মেকআপ, অলঙ্কার, ককটেইল ড্রেস আর হাইহিল জুতো। গতরাতের চেয়ে একেবারেই আলাদা। এখন তাকে দেখে মনে হচ্ছে পরিপূর্ণ এক নারী। যথারীতি একদল ছেলে-মেয়ে ওকে ঘিরে ধরলো। বোঝাই যাচ্ছে ওদের সাথে ওর বেশ খাতির। মজার ব্যাপার হলো ছেলেদের চেয়ে মেয়েরাই বেশি ঘনিষ্ঠ হয়ে আলিঙ্গন করছে ওকে।

"হাই?"

চমকে তাকালো সে। গতকালের ঐ মেয়েটি বসে আছে তার পাশের সোফায়, হাতের গ্লাস একদম ভরা। আলীর দিকে তাকিয়ে থাকার সময় খেয়ালই করে নি কখন তার পাশে এসে বসেছে।

"হ্যালো," মুখে হাসি এঁটে বললো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"সরি...কালকের জন্য।"

"গতকাল কিন্তু কয়েকবার সরি বলেছেন...আজকে বলার কোনো দরকার দেখছি না," ইংরেজিতেই বললো সে। "আগেও বলেছি, ঐ ড্রিঙ্কসটা ফেলে দেবার জন্য সুযোগ খুঁজছিলাম।"

"আমি সেটার কথা বলছি না," মেয়েটা হেসে বললো।

"তাহলে?"

"আপনার নামটাই জানা হলো না...আসলে আমি জিজ্ঞেস করার আগেই আমার ফ্রেন্ড চলে এলো...দেখেছেনই তো, পুরোপুরি ড্রাঙ্ক ছিলো সে।"

"বুঝতে পেরেছি," হাসিমুখে বলেই হাত বাড়িয়ে দিলো, "আমি তওফিক আহমেদ...লন্ডন থেকে এসেছি।"

"ওয়াও, তাই নাকি," মেয়েটাও হাত বাড়িয়ে দিলো, "আমি আইনাত। আমি কিন্তু চার বছর লন্ডনে ছিলাম...পড়াশোনা করার জন্য।"

হাত মেলানোর সময় বাস্টার্ড মনে মনে প্রমাদ গুনলো। *সর্বনাশ!* তবে মুখে হাসি ধরে রেখে জানতে চাইলো, "লন্ডনের কোথায়?"

"ব্রাকনেইলে। আপনি?"

"ওহ্," হাতটা ছেড়ে দিয়ে একটু সময় নিলো। *ব্রাকনেইল?* এখন কি বলবে সে? "আমি অবশ্য একটু দূরে ছিলাম..." ভাগ্য ভালো নব্বই দশকে বিটিভিতে দেখানো *রোড টুন ওয়েম্বলি*'র কথা মনে পড়ে গেলো চট করে। "...ওয়েম্বলিতে।"

"ওয়াও," আবক হয়ে বললো আইনাত। "আমরা বন্ধুরা দল বেঁধে ওখানে অনেক যেতাম।"

"ফুটবল খেলা দেখতে?"

মাথা দোলালো মেয়েটি। "না, না...কনসার্ট দেখতে।"

"ও," মাথা নেড়ে সায় দিলো সে। রোড টু ওয়েম্বলি ছিলো ফুটবলের অনুষ্ঠান।

"এখানে কবে এসেছেন?"

"এই তো...এক সপ্তাহ হবে?"

"পাকিস্তানি অরিজিন?"

"আমাকে দেখে কি পাকিস্তানি অরিজিন মনে হয়?" দারুণভাবেই বলতে পারলো সে।

"অনেকটা...তবে আমি নিশ্চিত নই...ইরান কিংবা মিডল-ইস্টও হতে পারে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"বাবা ইরানের...মা ইটালিয়ান।"

ভুরু কপালে উঠে গেলো আইনাতের। "ওয়াও!"

"কিসের জন্য ওয়াও?"

মুখে হাতচাপা দিয়ে বললো মেয়েটি, "হাফ-ইটালিয়ান হবার জন্য।"

"আমার তো মনে হয় আমি আমার বাবার মতো হয়েছি। মায়ের দিক থেকে ছিটেফোটাও কিছু পাই নি।"

"ওহ্, বিনয় দেখানোর দরকার নেই। ইউ লুক গ্রেট।"

"থ্যাঙ্কস।"

"আজকে আমি আপনাকে একটা বিয়ার কিনে দেই?"

"বিয়ার?"

"হুম। আপনি তো ভদকা পছন্দ করেন না।"

হা-হা-হা করে হেসে উঠলো সে। "আপনার স্মৃতিশক্তি খুবই প্রখর।"

"ভুলে যাবেন না, ঘটনাটা মাত্র গতরাতের...আর আমার স্মৃতিশক্তি অতো দুর্বল নয় যে একদিন আগের কথা ভুলে বসে থাকবো।"

এমন সময় বিয়ার আর ভদকার গ্লাস হাতে নিয়ে জাভেদ এসে পড়লো তাদের সামনে।

"ওহ্, পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি," জাভেদের হাত থেকে বিয়ারটা নিয়ে বললো বাস্টার্ড, "আমার গাইড জাভেদ ওয়ার্সি।"

"হাই," মেয়েটা হাত তুলে বললো।

ছেলেটা শুধু হাত তুলে জবাব দিলো, মুখে কিছু বললো না।

"আর এ হলো আইনাত," মেয়েটাকে দেখিয়ে বললো।

ঠিক এমন সময় আলী দূর থেকে চিৎকার দিয়ে বলে উঠলো, "তুমি এখানে!"

বাস্টার্ড আর আইনাত ঘুরে তাকালো সেদিকে।

কাছে এসে ডিসকোর মক্ষিরানী ন্যাকা-ন্যাকা সুরে বলতে লাগলো, "ছেলে পেয়ে গেলে আমার কথা আর মনেই থাকে না। দুনিয়াটা কেন যে এরকম, বুঝি না!"

আইনাত হেসে ফেললো। কিছুটা বিব্রতও সে। "আলী!" চোখ বড়বড় করে তার বেফাঁস কথা থামানোর ইশারা করলো। "আমি এখানে এসেই তোমার খোঁজ করেছি। সাহিদকে জিজ্ঞেস করে দেখো। ও বললো তুমি নাকি প্রাইভেটরুমে আছো, তাই আর বিরক্ত করি নি।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"ওহ্ শিট!" হাত নেড়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে বললো আলী। "সাহিদ না-জেনেই কথা বলে। আমি টপফ্লোরে ছিলাম...ওখানে কিছু গেস্ট আসবে আজ...ওদের জন্য বার-বি-কিউ পার্টি করছি। তুমি কিন্তু থেকো।" তারপর বাস্টার্ডের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচালো সে। "এই হ্যান্ডসাম ছেলেটা কে?" চমৎকার ইংরেজি তার।

"পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি, এ হলো তওফিক...লন্ডন থেকে এসেছে," আইনাত তাকে আলীর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলো।

হাত বাড়িয়ে দিলো আলী। "আচ্ছা, তো এই হ্যান্ডসামের জন্যই আমাকে ভুলে গল্পে মজে ছিলে এতোক্ষণ?"

আইনাত লজ্জা পেয়ে আলীর পিঠে চাপড় মারলো।

"নাইস টু মিট ইউ, ম্যাম," বললো বাস্টার্ড।

"ম্যাম!" হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠলো আলী। "ওয়াও! অনেকদিন পর কেউ আমার মধ্যে নারীত্ব খুঁজে পেয়েছে...তাও আবার একজন হ্যান্ডসাম-সেক্সি পুরুষ!"

আইনাত মুখে হাতচাপা দিয়ে হাসি আটকানোর চেষ্টা করলো। বাস্টার্ড কিছু বুঝতে না পেরে বোকার মতো চেয়ে রইলো দু-জনের দিকে।

"ইউ নটি-গার্ল," আইনাতকে মিষ্টি করে ভৎর্সনার সুরে বললো আলী, "দেখো, বেচারা কেমন ব্লাশ করেছে।" হা-হা-হা করে অট্টহাসি দিয়ে উঠলো উভগামী। বুঝুক আর না বুঝুক তার সাথে যোগ দিলো আশেপাশে অনেকেই।

গাল চুলকে কাচুমাচু খাওয়ার ভঙ্গি করলো তওফিক আহমেদ।

"অ্যাই হ্যান্ডসাম, তোমাকে দেখে আমি কি ভেবেছিলাম জানো?"

"কি?"

"তুমি বোধহয় দিয়েগোর ভাই-টাই হবে।"

ঠোঁট উল্টালো বাস্টার্ড। "কোন্ দিয়েগো? বুঝতে পারলাম না?"

হা-হা-হা করে আবারো হাসলো আলী।

আইনাত এমনভাবে হাসছে যেনো খামখেয়ালি আলীর খপ্পরে পড়ে গেছে লন্ডনের ছেলেটি।

"দিয়েগো ন্যাশনাল জিওগ্রাফিতে কাজ করে," বললো বেগম নওয়াজিশ আলী। "ও আমাকে নিয়ে একটা ডকুমেন্টারি করতে এসেছিলো গতবছর। তোমার চেহারা অনেকটাই ওর মতো।" একটু থেমে আবার বললো, "ওয়াও, সে খুবই কেয়ারিং ছিলো...চমৎকার একটি ছেলে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আলী, তুমি কি আমাদের মেহমানকে আরো বিব্রত করতে চাও?" আইনাত তার হাতটা ধরে বললো। "বেচারাকে একটু রেহাই দাও, প্লিজ।"

"অ্যাই, তুমি কি বিব্রত হচ্ছো, হ্যান্ডসাম?"

মুচকি হেসে মাথা দোলালো বাস্টার্ড। "মোটেই না।"

"দেখলে ডার্লিং," আইনাতকে বললো সে, "আমার সঙ্গ পেয়ে কেউ কখনও বিব্রত হয় না। ওরা এটা উপভোগ করে। অ্যাই, তুমিই বলো, আমি কি মিথ্যে বলেছি?"

"অবশ্যই না।"

হা-হা-হা করে হেসে উঠলো ডিসকোর কর্ণধার। "ওকে, অনেক মজা করলাম, কিছু মনে কোরো না। পরে কথা হবে। বাই।"

"বাই," বাস্টার্ডও হাত নেড়ে জবাব দিলো।

"ওকে, হানি...চলো," বলেই আইনাতের হাত ধরে চলে যেতে উদ্যত হলো ডিসকোর কর্ণধার।

"ওকে...পরে কথা হবে...বাই," আইনাত ঝটপট বলেই আলীর সাথে চলে গেলো ঘরের আরেক কোণে।

"উফ্," সশব্দে হাফ ছেড়ে বললো জাভেদ। এতোক্ষণ পাশে থেকে চুপচাপ তামাশা দেখছিলো সে। "চিজ একটা।"

মুচকি হাসলো বাস্টার্ড। এ-ব্যাপারে তার মনেও কোনো সন্দেহ নেই। "আমার মনে হয় আলীর মধ্যে কেমনজানি একটা অস্বাভাবিক কিছু আছে...ঘটনাটা কি?"

জাভেদ দাঁত বের করে হাসলো। "ও কিন্তু মেয়ে নয়, পুরুষ।"

বিস্মিত হলো সে। "তাই নাকি!"

"হুম," ভদকার গ্লাসে চুমুক দিলো ছেলেটি। "ইয়াসিনের কাছ থেকে শুনেছি ওর নাম ছিলো আলী সালিম। বিয়েও করেছিলো, পরে এরকম হয়ে গেছে। লারকা থেকে লারকি!"

ট্রান্সভেস্টাইস! বুঝতে পারলো সে। এবার সব অসঙ্গতির ব্যাখ্যা পেয়ে গেলো। আলীর কণ্ঠস্বর পুরোপুরি মেয়েলি নয়, কড়া মেক-আপের আড়ালে তার চোখেমুখে এমন কিছু দেখেছে যেটাকে ঠিক রমনীয়ও বলা যাবে না। গতরাতে তাকে মেকআপ আর মেয়েলি পোশাক ছাড়া ছেলে বলে কেন ভুল হয়েছিলো সেটা এখন বোধগম্য। আলীর চুলগুলো না-লম্বা না-ছোটো। রকস্টারদের মতো বাবরি চুল। একটু এদিক-ওদিক করলে ছেলেমেয়ে দুটো বলেই চালিয়ে দেয়া যায়।

www.BanglaBook.org

"ও সবার সাথেই মেশে," জাভেদ ভদকায় আরেক চুমুক দিয়ে বললো। "আজব কিসিমের মাল!"

'সবার' মানে কি বুঝতে পারলো সে। আলী একজন উভগামি। গতরাতে এটা নিজের চোখে দেখেছে। ছেলেমেয়ে উভয়কেই ঘনিষ্ঠভাবে আলিঙ্গন করে সে। এমনকি ঠোঁটে ঠোঁট রেখে চুমুও খায়।

"খুলুন, ভাই?"

বাস্টার্ড সম্বিত ফিরে পেলো। এতোক্ষণ বিয়ারের ক্যানটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ক্যানটার মুখ খুলে বিয়ারে চুমুক দিলো। "করাচিতে ওর কোনো সমস্যা হয় না?"

জাভেদ প্রশ্নটা চট করেই ধরতে পারলো। "তালিবান আর জঙ্গিদের কথা বলছেন?"

"হুম।"

"এখন পর্যন্ত কোনো সমস্যা হয় নি। কেন হয় নি জানি না। তবে পাকিস্তানে, বিশেষ করে করাচিতে এরকম অনেক জায়গা আছে যেখানে গেলে আপনি তাজ্জব হয়ে যাবেন।"

আবারো তাজ্জব! মনে মনে হেসে ফেললো সে। তাজ্জব হতে তো আর বাকি নেই!

"বাইরের দেশের লোকজন মনে করে পাকিস্তান একটি মৌলবাদি দেশ। এখানে সবাই তালিবান আর জঙ্গি, কিন্তু দেশটা ঘুরে দেখলে বুঝতে পারবেন কথাটা পুরোপুরি সত্যি নয়। আপনার ধারণাই পাল্টে যাবে।"

বাস্টার্ড কিছু বললো না। জাভেদের সাথে এ নিয়ে তর্ক-বির্তক কিংবা আলাপ করার কোনো ইচ্ছে তার নেই।

"করাচি এক আজব শহর, বুঝলেন?"

পুরো পাকিস্তানটাই আজব দেশ, ছোটোভাই, মনে মনে বললো সে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৩০

অনেকদিন পর মুজাহিদ আবার সমুদ্র দেখছে, তাও দিনের বেলায়। আনন্দে তার চোখ জ্বলজ্বল করছে। দু-মাস আগে সমুদ্রেই কাজ করতো। ট্রেইনার-চাচা যখন বলে দিলো 'লারকা পাক্কা' তারপরই করাচির একটি সমুদ্রতীরে তাকে কাজে লাগিয়ে দেয়া হয়। কাজ বলতে মাছ ধরার ট্রলার নিয়ে সমুদ্রে ঘুরে বেড়ানো। কঠিন কিছুই না। পাঞ্জাব আর লাহোরে থাকার সময় কন্সট্রাকশনের যে কাজ করতো তার চেয়ে ওটা পানির মতোই সহজ ছিলো। সেই সময় প্রচুর মাছও খেয়েছে। নাম না-জানা বড় বড় সব মাছ। দিনের বেলায় যখন ওগুলো জাল থেকে তুলে আনা হতো তখন *চান্দির* মতো চকচক করতো।

তার ট্রেইনিংয়ের সময়ও রাতের বেলায় সমুদ্র দেখেছে কিন্তু ঘুটঘুটে অন্ধকার ছিলো বলে বুঝতে পারে নি ওটা করাচির কোন্ জায়গা ছিলো। অনেকদিন পর আবারো সমুদ্র দেখতে পাচ্ছে, শুনতে পাচ্ছে, এমন কি সেই পরিচিত গন্ধটাও টের পাচ্ছে নাকে!

আজ খুব সকালে, ভোরের আজান দেবার পরই তাদের জানিয়ে দেয়া হয় ফজরের নামাজ পড়ার পর তারা অন্য এক জায়গায় রওনা দেবে। সবাই যেনো গোছগাছ করে নেয়। মনে মনে আশংকা করেছিলো আগের দু-জায়গার তুলনায় এটা বোধহয় আরো খারাপ কিছু হবে। যেভাবে তাদের থাকার জায়গা ক্রমশ বদ্ধঘর হতে হতে মালঘর হয়ে গেছে তাতে অমন ভাবনা সঙ্গতই ছিলো। কিন্তু এখানে আসার পর সবার চোখেমুখে বিস্ময়। জায়গাটা নিরিবিলি এক সমুদ্রতীর। আশেপাশে কোনো লোকজন নেই। মনে হয় বিচ্ছিন্ন একটি দ্বীপে আছে তারা।

"এই জায়গাটার নাম কি, ভাই?"

যথারীতি প্রশ্নটা করলো ইসমাইলকে। সে তার পাশেই দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখছে। বাকিরাও আছে ধারেকাছে। কেউ কেউ গোড়ালি পর্যন্ত পা ডুবিয়ে রেখেছে নোনাজলে।

"জানি না।"

"এই আরব-সাগর দিয়ে কি আরবে যাওয়া যাবে?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"হুম, যাবে।"

সাগরের দিকে মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো মুজাহিদ।

"আজকে আমরা সবাই এই আরব-সাগরে গোসল করবো," বললো ইসমাইল।

"তাই?" খুশিতে বলে উঠলো দশজনের দলে সবচাইতে কনিষ্ঠজন। পরক্ষণেই বুজুর্গের কথা মনে পড়ে গেলো তার। "বুজুর্গ কি আমাদের এটা করতে দেবেন?"

"উনি এখানে নেই। আমাদের সঙ্গে আসেন নি।"

খুশিতে উচ্ছ্বল হয়ে উঠলো মুজাহিদ। "উনি আমাদের সঙ্গে থাকবেন না?"

"জানি না। মনে হয় কয়েকদিনের জন্য অন্য জায়গায় গেছেন।"

"তাহলে আমরা এখানে অনেকদিন থাকবো?"

"তাও জানি না।"

"আমাদের কাজটা কবে, ভাই?"

"খুব জলদি।"

"তাহলে আমাদেরকে 'মালসামান' দিচ্ছে না কেন?"

"ওগুলো দেয়া হবে একদিন আগে।"

"ও।" মুজাহিদ আর কিছু বললো না। অনেকক্ষণ চুপ থাকাও তার স্বভাবে নেই। তাই মুখ খুললো আবার। "ইসমাইল ভাই, আপনি কখনও মাছ ধরেছেন?"

তার দিকে তাকালো বড়জন। "আহ্, চুপ থাক তো। আল্লাহর ওয়াস্তে মুখটা কিছুক্ষণ বন্ধ রাখবি?"

কাচুমাচু খেলো মুজাহিদ। চিঠি লেখার পর থেকে ইসমাইল ভাই সব সময় মুখ থমথম করে থাকে।

অগত্যা কাউকে কিছু না বলে সমুদ্রসৈকত ধরে আস্তে আস্তে হাটতে শুরু করলো। সে এতো কিছু বোঝে না কিন্তু এটা বুঝতে পারছে ইসমাইলকে এখন একটু একা থাকতে দেয়া উচিত। বুজুর্গ নেই। কঠিন নজরদারিও নেই। তার বদলে আছে নতুন দু-জন মানুষ, যাদের আগে কখনও দেখে নি। এদের মধ্যে একজন আছে যাকে দেখে মনে হয় হোমরাচোমরা কেউ হবে। লোকটা খুবই কম কথা বলে। তাদের দিকে তেমন কড়া নজর রাখছে না ওই দু-জন, সুতরাং একটু ঘুরে বেড়ালে কেউ বাধা দেবে না।

মুজাহিদ বালির উপর দিয়ে হাটতে হাটতে বেশ কিছুটা দূরে চলে এলো। তাদের দলের বাকিদের দিকে ফিরে তাকালো সে। কেউ খেয়াল করছে না

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাকে। হাটতে হাটতে একটা বাঁকের কাছে চলে এলো এবার। জায়গাটা তার কাছে একদমই অচেনা। আশেপাশে কেন লোকজন নেই ভেবে পেলো না। এরকম বিরাণ জায়গাও আছে করাচিতে!

বাঁকের পরে কি আছে দেখার জন্য একটু জোরে জোরে পা চালালো। তার পরনে ট্রাউজার আর সোয়েটার, পায়ে কেড্‌স। মাথার চুলগুলো ঠাণ্ডা বাতাসে উড়ছে। সমুদ্রের গর্জনকে কোলাহল মনে হলেও চারপাশে কোনো মানুষজন নেই।

কিন্তু বাম দিকে বাঁক নিতেই দেখতে পেলো তার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল!

*

অস্ত্র আর গুলিগুলো পরীক্ষা করে দেখা হয় নি তার। এমনকি সাইলেন্সারটা ঠিকমতো কাজ করে কিনা সেটাও খতিয়ে দেখার ফুরসত পায় নি। এটা তার কাজের ধরণ নয়। এভাবে সে কাজ করে না। যদিও জাভেদ তাকে আশ্বস্ত করে বলেছে কোনো সমস্যা হবে না, সবগুলো জিনিসই সচল আছে। এ ব্যাপারে সে যেনো নিশ্চিত থাকে, তারপরও ছেলেটাকে চলে আসতে বলে দেয় আজ সকালে। জাভেদ ওয়ার্সি শুটার সামাদ নয়। তাকে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে হবে। শেষ মুহূর্তে পিস্তল, গুলি কিংবা সাইলেন্সার 'বিট্রে' করে বসলে শুধু বিপদেই পড়বে না, পুরো মিশনটাই ভেস্তে যেতে পারে।

আন্ডারওয়ার্ল্ডে থাকার সময় এরকম বিট্রে করার কারণে অনেককেই বিপদে পড়তে দেখেছে, মরতেও দেখেছে। একেবারে দরকারের সময় অস্ত্র থেকে গুলি বের না-হলে ফলাফল কতোটা ভয়াবহ হতে পারে তাও জানা আছে। পিস্তলের সমস্যা থাকতে পারে। গুলিগুলো পোতানো থাকতে পারে, কতো সমস্যাই তো হয়।

এনায়েত নামে মোল্লাভায়ের এক ঘনিষ্ঠ লোক ছিলো, তারা সবাই ডাকতো এনুমামা বলে। সেই লোকের কাজই ছিলো একটা—অস্ত্র আর গুলিগুলো ঠিকঠাক আছে কিনা চেক করে দেখা। সমস্যা থাকলে সে নিজেই ঠিক করতো ওগুলো। এমনকি ড্যাম্প গুলিগুলোও সে বড় কড়াইতে বালু গরম করে বাদামের মতো ভেঁজে কড়কড়ে করে ফেলতো। লোকটার সাহস ছিলো। গ্রেনেড নিয়েও নাড়াচাড়া করতে দেখেছে তাকে।

এই এনুমামা তাকে খুব আদর করতো। গুলি আর অস্ত্র সম্পর্কে অনেক কিছু তার কাছ থেকে শিখেছে। মামার একটা কথা তার মনে আছে : "সব সময় নিজের মেশিন আর বিচি নিজেই টেস্ট করবা, ভাইগ্‌না।"

সে সব সময় তা-ই করে আসছে। এমন কি শুটার সামাদের কাছ থেকে

www.BanglaBook.org

অস্ত্র ভাড়া নিলেও পরীক্ষা না-করে কাজে নামে না। অবশ্য এটা সামাদের সামনে কখনও করে না। করলে লোকটা কষ্ট পায়।

গতকাল ডিসকো থেকে বের হবার সময় ছেলেটাকে বলেছিলো দুপুরের পর চলে আসতে কিন্তু আজ সকালে সিদ্ধান্ত পাল্টে ফোন করে জানায় সে ওগুলো টেস্ট করে দেখতে চাইছে, সেজন্যে নিরিবিলি একটি জায়গায় যাওয়া দরকার। তার অনুরোধে জাভেদ করাচির অ্যারাবিয়ান সি-রোডের পাশে হাব চৌকি নামক এক জনবিরল জায়গায় নিয়ে এসেছে এখন।

আরব-সাগর তীরের এই এলাকাটি একেবারে বিরাণ, জায়গায় জায়গায় প্রচুর পাথর পড়ে আছে। থোকা থোকা গাছপালাও রয়েছে এখানে-সেখানে। অনেক জায়গা হাটাচলার অনুপযোগী। লোকজন নেই বললেই চলে। জাভেদ বলেছে খুব কাছেই জেলেপল্লী আছে। ওখানকার সব পুরুষ সমুদ্রে মাছ ধরতে গেছে, বাচ্চারা গেছে স্কুলে, মেয়েমানুষেরা রান্নাবান্নায় ব্যস্ত। গাড়িটা দৃষ্টির গোচরে পার্ক করে রেখে তারা চলে এসেছে সমুদ্র তীরের এমন একটি জায়গায় যেখানে বেশ উঁচু উঁচু পাথর আছে। কিছু কিছু পাঁচ-ছয় ফুটেরও বেশি।

"এখানে টেস্ট করুন...সমস্যা হবে না," বললো জাভেদ।

মাথা নেড়ে সায় দিলো বাস্টার্ড। সাইলেন্সার ব্যবহার করবে সে, সুতরাং আশেপাশে কেউ থাকলেও শব্দ শুনতে পাবে না। ভোতা যে শব্দ হবে সেটা সমুদ্রের ঢেউয়ের গর্জনে ঢাকা পড়ে যাবে। দুটো উঁচু-উঁচু পাথরের মাঝখানে ঢুকে পড়লো। জাভেদ দাঁড়িয়ে রইলো একটু দূরে। জ্যাকেটের ভেতর থেকে সাইলেন্সার লাগানো পিস্তলটা বের করে সেফটি-লক অফ করে দিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো। তার সামনে বিশ-ত্রিশ গজ দূরে বালির সৈকতে সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ছে। সৈকতে পড়ে আছে ছোটো ছোটো অনেক পাথর, মরাঝিনুক, শামুক আর অজানা সব জিনিস।

পর পর তিনটি গুলি করলো সে। সবগুলোই আঘাত হানলো সৈকতে পড়ে থাকা শামুক আর ঝিনুকের উপরে। গুলির আঘাতে ওগুলো টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে গেলো।

প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকালো জাভেদ। "নিশানা তো দারুণ!"

মুচকি হাসলো বাস্টার্ড। আরো একটা ফায়ার করলো। সাইলেন্সারটা বেশ ভালো। এটা নিয়েই তার সন্দেহ ছিলো বেশি। গুলিগুলো সব তাজা। আর পিস্তলটা পুরনো হলেও বেশ ভালো অবস্থায় আছে। শাটার টেনে চেম্বারে গুলি লোড করার সময় খেয়াল করেছে বেশ মসৃণভাবেই কাজ করে ওটা। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে জানে, এই পিস্তলের আগের মালিকদের মধ্যে কমপক্ষে একজন এটা যেমন ব্যবহার করেছে তেমনি যত্নও নিয়েছে।

"জিনিসটা খুবই ভালো," জাভেদের কাছে এসে বললো সে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছেলেটা তার কথায় হাসলো কেবল।

জাভেদকে কিছু বলতে যাবে এমন সময় কিছু একটা তার চোখের কোণে ধরা পড়লো। ডানদিকে, আনুমানিক ত্রিশ-চল্লিশ গজ দূরে বিশাল আকৃতির একটি পাথরের আড়ালে কেউ লুকিয়ে আছে। পিস্তলটা সঙ্গে সঙ্গে জ্যাকেটের ভেতরে রেখে দিলো।

"কি হয়েছে?" জাভেদ বলে উঠলো।

"কেউ আছে ওখানে।" পাথরটা দেখিয়ে চাপাস্বরে বললো সে।

"কি বলেন!" বিস্মিত হলো ছেলেটা। "আপনি শিওর?"

"হুম।" জোর দিয়ে বললো। "এখনও আছে পাথরটার আড়ালে।"

জাভেদ সেদিকে যাবার জন্য পা বাড়াতেই তার হাতটা ধরে ফেললো। "তুমি এখানেই থাকো।" সে নিজেই এগিয়ে গেলো পাথরটার দিকে। ওটার কাছে গিয়ে বামদিকে ঘুরে পেছনে চলে আসতেই দেখতে পেলো এক কিশোর গুটিশুটি মেরে বসে আছে। তাকে দেখেই চমকে উঠলো। ছেলেটা উঠে যে-ই না দৌড় দেবে অমনি তার সোয়েটারের কলারটা খপ্ করে ধরে ফেললো সে।

"অ্যাই, তুই কে?" জাভেদ দৌড়ে এসে জিজ্ঞেস করলো উর্দুতে। "এখানে কি করছিস?"

"আ-আমি..." ছেলেটা তোতলালো। "আ-আমাকে ছাড়ো! ছাড়ো!" চিৎকার দিলো প্রাণপনে।

বাস্টার্ড ভালো করে তাকিয়ে দেখলো ছেলেটাকে। জিন্স প্যান্ট, সোয়েটার আর পায়ের কেড্স দেখে জেলেপল্লীর কেউ মনে হচ্ছে না।

"চুপ! কোনো আওয়াজ করবি না।" ধমক দিয়ে উঠলো জাভেদ। "এখানে তুই কি করতে এসেছিস? আর কে কে আছে তোর সঙ্গে?"

"আমাকে ছাড়ো, নইলে কিন্তু তোমাদের দু-জনকে একদম শেষ করে দেবে ওরা!"

ভুরু কুচকে গেলো জাভেদের। "ওরা?"

বাস্টার্ডও অবাক হলো। "ওরা কারা? কাদের কথা বলছো?" ছেলেটা তার হাত থেকে ছোটার জন্য জোরাজুরি করলে কলারটা আরো শক্ত করে চেপে ধরলো সে।

"ভাই!" জাভেদ চাপাস্বরে বলে উঠলো। "আরেকজন আসছে!"

বাস্টার্ড তাকালো বামদিকে। মাঝবয়সি এক লোক হনহন করে হেটে আসছে, দূর থেকে চোখ কুচকে দেখার চেষ্টা করছে সে।

হঠাৎ লোকটার উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বললো আবু মুজাহিদ, "ভাই, এদের কাছে পিস্তল আছে!"

থমকে দাঁড়ালো মাঝবয়সি লোকটা। যেনো কি করবে বুঝে উঠতে পারছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

না। বাস্টার্ডের সাথে চোখাচোখি হয়ে গেলো তার। বড়জোর বিশ-পঁচিশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছে।

মাত্র কয়েক মুহূর্ত, তারপরই লোকটা ঘুরে দৌড়াতে দৌড়াতে চিৎকার দিলো, "কাফা! বন্দুক নিয়ে আসো!"

মুজাহিদের কলারটা ছেড়ে দিলো বাস্টার্ড। তার হাত থেকে ছাড়া পেয়ে প্রাণপনে উল্টো দিকে দৌড়াতে শুরু করলো ছেলেটি।

"জলদি চলো," জাভেদকে তাড়া দিয়ে বললো সে। "এখানে থাকাটা ঠিক হবে না।"

তারা দু-জন দৌড়ে চলে গেলো গাড়ির কাছে।

"এরা কারা, ভাই?" গাড়ির কাছে এসে হাফাতে হাফাতে বললো জাভেদ।

বাস্টার্ড কিছু বলার আগেই দেখতে পেলো দূরের সৈকত দিয়ে তিনজন লোক ছুটে আসছে তাদের দিকে। একজনের হাতে পিস্তল!

"গাড়িতে ওঠো! জলদি!" জাভেদকে তাড়া দিয়ে গাড়িতে ঢুকে পড়লো সে। যদি দরকার পড়ে সেজন্যে পিস্তলটা বের করে হাতে রাখলো।

জাভেদ ইঞ্জিন চালু করেই দ্রুত রাস্তার উপরে উঠিয়ে দিলো গাড়িটা।

পেছনে তাকিয়ে বাস্টার্ড দেখতে পেলো লোকগুলো হাল ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ওরা বুঝে গেছে দৌড়ে আর ধরতে পারবে না।

"এরা কারা?" আবারো প্রশ্নটা করলো জাভেদ।

"আমারও তো একই প্রশ্ন।"

চুপ মেরে গেলো জাভেদ ওয়ার্সি। সে বুঝতে পারছে না এমন নির্জন জায়গায় ঐ লোকগুলো কি করছে।

"তোমাদের জেলেপল্লীর লোকজন বন্দুক-পিস্তল নিয়ে ঘুরে বেড়ায় নাকি?" বিস্মিত বাস্টার্ড বলে উঠলো।

রিয়ার-মিররে তাকলো জাভেদ। "এদের দেখে জেলে মনে হচ্ছে না, ভাই।"

ভুরু কুচকে গেলো তার। "তাহলে এরা কারা?"

কাঁধ তুললো সে। "বুঝতে পারছি না।"

"ওকে, বাদ দাও। মনে হয় আমাদের মতোই কেউ হবে।"

মুখে কিছু না বললেও মনে মনে জাভেদ ওয়ার্সি একমত হতে পারলো না। সে এ জায়গাটা ভালো করেই চেনে। এটা একেবারেই জনবিরল একটি জায়গা। আশেপাশের জেলেপল্লীর কেউ খুব একটা আসেও না এখানে। আর ঐ লোকগুলো তো কেনোভাবেই জেলে হতে পারে না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৩২

মুজাহিদ আর মাঝবয়সি লোকটা উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াতেই তাদের দেখভাল করা কাফা নামের লোকটি পিস্তল হাতে ছুটে আসে। তাকে পেয়ে তিনজনে মিলে দৌড়ে যায় আবার পাথরের কাছে কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে গেছে। ঐ দু-জন ততোক্ষণে সৈকত থেকে একটু দূরে একটা গাড়িতে উঠে দ্রুত সটকে পড়ে।

হাল ছেড়ে দিয়ে থমকে দাঁড়ায় তিনজন।

"এরা কারা, ওয়াসি?" কাফা জিজ্ঞেস করলো। "এখানে কি করছিলো?"

"আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না," বললো সে। "ওকে খুঁজতে গিয়ে এখানে এসে দেখি ঐ দু-জন ওকে ধরে রেখেছে।"

"তুমি এখানে কি করতে এসেছিলে?" চেঁচিয়ে বললো পিস্তল হাতের লোকটি।

"কিচ্ছু না," মুজাহিদ জানালো। "এমনি হাটতে হাটতে এখানে এসে দেখি..." একটু থেমে ঢোক গিললো সে, "...দু-জন লোক কী যেনো করছে।"

"তুমি যে বললে ওদের কাছে পিস্তল ছিলো?"

ওয়াসির দিকে তাকালো মুজাহিদ। "হ্যা...আমাকে যে ধরেছিলো তার কাছে পিস্তল ছিলো।"

"কি বলে!" কাফা অবিশ্বাসে বলে উঠলো। "আসো...যেতে যেতে বলো তো ঘটনাটা আসলে কি।"

"হুম, সেটাই ভালো," মাঝবয়সি বললো। "এখানে থাকাটা ঠিক হচ্ছে না।"

মুজাহিদকে নিয়ে তারা দু-জন নিজেদের আস্তানার দিকে পা বাড়ালো।

একটু আগে সৈকতের বাঁকে এসে দু-জন মানুষকে দেখে অবাক হয়েছিলো মুজাহিদ। এই জনবিরল জায়গায় দু-জন যুবককে দেখে তার মনে কৌতুহল জাগে। সে আরেকটু কাছে এগিয়ে যায়। তারপরই খেয়াল করে জ্যাকেট পরা এক লোকের হাতে পিস্তল। তবে জিনিসটার নল অস্বাভাবিক বড়। সিনেমায় দেখেছে ওরকম পিস্তল থেকে গুলি করলেও কোনো আওয়াজ হয় না। লোক দুটো পিস্তল নিয়ে এরকম জায়গায় কি করছে-কৌতুহলি হয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সে আরো কিছুটা এগিয়ে গিয়ে বড় একটা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে। জ্যাকেট পরা লোকটি এরপর চলে যায় বড় বড় দুটো পাথরের আড়ালে। ওগুলো এতো বড় পাথর যে, কিছুই দেখতে পায় নি সে, তবে একটু পরই দেখে সৈকতে কিছু মরাঝিনুক আর শামুক আপনাআপনি ছিটকে যাচ্ছে! গুঁড়িয়ে যাচ্ছে!

বুঝতে পারে, যেমনটি ভেবেছিলো, ঐ বড় নলওয়ালা পিস্তল দিয়ে গুলি করা হচ্ছে। তারপরই বড় পাথরের আড়াল থেকে জ্যাকেট পরা লোকটি বের হয়ে এসে সঙ্গির সাথে কথা বলতে শুরু করে। ঠিক তখনই লোকটা টের পেয়ে যায়। চট করে ঘুরতেই বসে পড়ে সে কিন্তু ততোক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। লোকটা পাথরের কাছে এসে খপ্ করে ধরে ফেলে তাকে।

"ওদের একজনের কাছেই পিস্তল ছিলো?" সব শুনে ওয়াসি জানতে চাইলো।

মাথা নেড়ে সায় দিলো মুজাহিদ। "লম্বা নলের পিস্তল।"

"কি হয়েছে!" ওদের দলের বাকি নয়জনের কাছে আসতেই ইসমাইল বলে উঠলো।

"তোমরা সবাই ঘরে চলে যাও!" চিৎকার করে বললো কাফা। "এক্ষুণি!"

*

জাভেদ গাড়ি চালাচ্ছে। পেছনে বসে আছে বাস্টার্ড। তারা এখন গুলশান-এ-ইকবালে ফিরে যাচ্ছে। প্রায় আধঘণ্টার পথ।

"আমি ভাবতেই পারছি না এরকম নিরিবিলি জায়গায় ওরা কি করছিলো।" গাড়ি চালাতে চালাতে বললো ছেলেটা।

"চিন্তার কিছু নেই। ওরা আর আমাদের এ জীবনে দেখবে না," বললো বাস্টার্ড।

মাথা নেড়ে সায় দিলো ছেলেটি। কথাটা মিথ্যে নয়। এর আগে ওখানে সে নিজেই গেছে মাত্র দু-বার, তাও বিশেষ প্রয়োজনে। মজার ব্যাপার হলো তিনবারই অস্ত্র পরীক্ষা করার জন্য। আগের দু-বার অবশ্য এমকিউএম-এর হয়ে।

পেছনের সিটে বসে বাস্টার্ড বাইরে তাকালো। প্রচুর খালি জায়গা পড়ে আছে সড়কের দু-পাশে। মাঝেমধ্যে নতুন নতুন কিছু অ্যাপার্টমেন্ট ভবন চোখে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পড়ছে। শত শত আন্ডারকন্সট্রাকশন গজিয়ে উঠছে শহরের বুকে। জায়গাটা খালিই ছিলো, এখন আবাসিক চাহিদা মেটাতে নতুন করে বসতি তৈরি করা হচ্ছে।

"লাঞ্চ করবেন কখন?"

জাভেদের কথায় সামনের দিকে তাকালো। "গুলশানের আগে ভালো কোথাও খেয়ে নেয়া যেতে পারে।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো ছেলেটি। "মেলা রেস্টুরেন্টের খাবার বেশ ভালো। ওটা যাওয়ার পথেই পড়বে।"

মুচকি হাসলো বাস্টার্ড। করাচির কোন্ রেস্টুরেন্টের খাবার ভালো নয়? "ওকে।" জাভেদ যেটার কথা বলে সেটাই ভালো। হয় সে ভালো জায়গার নাম বলে নয়তো সব জায়গাই তার কাছে ভালো। নিজের শহর বলে কথা।

দীর্ঘ ভ্রমনের পর অবশেষে মেলা রেস্টুরেন্টের সামনে থামলো তাদের গাড়িটা।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৩

সমুদ্রের তীরবর্তী জায়গায় এসে তাদের খুব ভালো লাগছিলো। বুজুর্গ নেই বলে ভেবেছিলো দুপুরে আরব-সাগরে অবগাহন করবে। সমুদ্রে গোসল করার মজাই আলাদা। সবই ঠিক ছিলো কিন্তু মুজাহিদের একটা ভুলে পণ্ড হয়ে গেছে তাদের সমুদ্র-স্নান। আবারো তারা গৃহবন্দী। যদিও সমুদ্র তীরবর্তী বলে ঢেউয়ের গর্জন কানে যাচ্ছে কিন্তু জানালা খুলে সে-দৃশ্য দেখার কোনো উপায় নেই। দরজা-জানালা সব বন্ধ করে তাদেরকে বলা হয়েছে ঘর থেকে যেনো কেউ বের না-হয়। খারাপ কিছুর আশংকা করছে তাদের মুরুব্বিরা।

ঘরের সবাই মুজাহিদের দিকে কটমট চোখে চেয়ে আছে। কী দরকার ছিলো একা একা হেটে অতো দূরে যাওয়ার! ছেলেটার এই বাড়তি কৌতুহল না-জানি আর কতো মুসিবত ডেকে আনে।

দশ জনের দলটি সমুদ্রের কাছাকাছি থেকেও এখন বন্দী। তাদের দেখাশোনা করে যে দু-জন তারা বলছে মুজাহিদ যে জায়গার কথা বলেছিলো সেখানে গিয়ে তিনটি গুলির খোসা পেয়েছে। ওগুলো সঙ্গে করে নিয়েও এসেছে দেখানোর জন্য। তার মানে ঘটনা মোটেও ভালো নয়। এখানে ফিরে এসে ওরা বুজুর্গসহ আরো কয়েকজনকে ফোন করেছে। পুরো ঘটনাটা জানিয়ে দিয়েছে উপর মহলে।

"কি দরকার ছিলো ওখানে যাওয়ার?" বিরক্ত হয়ে বললো পশতুন ছেলেটা।

একে ভালো লাগে না মুজাহিদের। কথাবার্তা কেমন জানি চাড়ালের মতো। সে কোনো জবাব দিলো না।

"সব সময় তুমি বাড়াবাড়ি করো।"

"ও যদি ওখানে না যেতো তাহলে তো ঘটনা আরো বড় কিছু হতে পারতো," শীতলকণ্ঠে বললো ইসমাইল। ঘরে আসার পর এই প্রথম সে মুখ খুললো। "এখন বরং ভালোই হয়েছে। সবাই জানতে পেরেছে আমাদের পেছনে কেউ লেগেছে। কিছু একটা ব্যবস্থা করা যাবে। ও না দেখেলে কি হতো, একবার ভেবে দেখো?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ইসমাইলভাই তার পক্ষে কথা বলছে দেখে খুশিতে নাচতে ইচ্ছে করলো মুজাহিদের কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। চুপ মেরে মেঝের দিকে চেয়ে রইলো সে।

পশতুন ছেলেটা আর কোনো কথা খুঁজে পেলো না। ঘরে নেমে এলো কঠিন নীরবতা। প্রায় দশ-পনেরো মিনিট কেটে গেলো এভাবে। তারপর দরজা খোলার শব্দ। ঘরে ঢুকলো দেখভাল করা দু-জনের একজন কাফা।

"এই যে তুমি," মুজাহিদের দিকে আঙুল তুলে বললো সে। "আমার সাথে আসো।"

একবার লোকটা, আরেকবার ইসমাইলের দিকে তাকিয়ে মুজাহিদ ভয়ে ভয়ে উঠে দাঁড়ালো।

"যা। কোনো ভয় নেই," ইসমাইল বললো। সে জানে কেন ছেলেটাকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। "উনারা যা যা জানতে চাইবেন সব বলবি। ঠিক আছে?"

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেলো আবু মুজাহিদ।

ঘরের বাইরে অপরিচিত এক লোক দাঁড়িয়ে আছে। মুজাহিদ এর আগে কখনও লোকটাকে দেখে নি। চেহারা কেমন কঠিন। "আস্সালামালেকুম," বললো সে।

"ওয়ালাইকুম আস্সালাম।" হাত না তুলেই সালামের জবাব নিলো লোকটা। "তুমি যা যা দেখেছো সব বলো।"

ঢোক গিলে আরো একবার সব বলতে শুরু করলো ছেলেটি।

*

আইনাতের সাথে মওলানা ইউসুফের কি সম্পর্ক সেটা এখনও জানা যায় নি। তবে বাস্টার্ড ধারণা করছে মেয়ে হবার সম্ভাবনাই বেশি। তাকে দেখে মনে হয় না বিবাহিত, লন্ডনে পড়াশোনা করেছে, বয়সও আনুমানিক সাতাশ-আঠাশের মতো হবে। সুতরাং ছেলের বৌ হিসেবে বাদ দেয়া যেতে পারে।

মেয়েটার সাথে ভাব জমিয়ে কিছু তথ্য আদায় করা যাবে। এমন কিছু তথ্য যা অন্য কোথাও থেকে জোগাড় করা প্রায় অসম্ভব। সুতরাং বাকি দিনগুলো মওলানাকে রেকি করার পাশাপাশি মেয়েটার সাথেও দেখা-সাক্ষাত চালিয়ে যেতে হবে। ঘটনাচক্রে আইনাতের সাথে তার পরিচয়টা অভাবনীয় সৌভাগ্যেরই কিন্তু সমস্যাও আছে একটা—এরপর থেকে মওলানার বাড়ির

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সামনে রেকি করতে হবে খুব সতর্কতার সাথে। মেয়েটা তাকে দেখে ফেললে অন্যকিছু সন্দেহ করে বসতে পারে।

ঐদিন বিকেলের পর পর জাভেদের জন্য অপেক্ষা করার সময় কি মনে করে যেনো জিপিএস ট্র্যাকারটি চালু করে দেখলো। সে জানে কিছুই পাবে না। আধুনিক প্রযুক্তি তাকে কোনো সাহায্যই করতে পারছে না এ কাজে। কিন্তু চমকে যাবার মতো অবস্থা হলো একটু পরই। ট্র্যাকারে দেখতে পেলো ঐ বইটা মুভ করছে! তার মানে মওলানা ওটা নিয়ে কোথাও যাচ্ছে? নড়েচড়ে উঠলো সে। এখনও গুলশান টাওয়ার থেকে বের হয় নি। সঙ্গে সঙ্গে ট্র্যাকারটা নিয়ে রুম থেকে বেরিয়ে পড়লো। লিফটে করে নীচে নামার সময় জাভেদের ফোন পেয়ে খুশিই হলো সে। হোটেল সামুনাবাদের বাইরে জাভেদ অপেক্ষা করছে। তাকে নিয়ে সোজা চলে গেলো গুলজার-এ-হিজরিতে।

আজ সে মাথায় সানক্যাপ আর চোখে জিরো পাওয়ারের চশমা পরেছে। তার বেশভুষাও কিছুটা আলাদা। গতকাল আলীর ডিসকো'তে যে-রকম জামা-কাপড় পরেছিলো তার থেকে ভিন্ন। জ্যাকেটের বদলে আজ গায়ে চাপিয়েছে ব্লেজার–তার সবচেয়ে অপ্রিয় পোশাক। সকালের দিকে হোটেলের খুব কাছে একটা দোকান থেকে কিনে নিয়েছে এটা। জিন্সপ্যান্টের বদলে গ্যাবাডিনের যে প্যান্টটি পরেছে সেটাও ঐ দোকান থেকে কেনা। বলতে গেলে আজকের জন্য তাকে পুরোপুরি আলাদা একসেট পোশাক কিনে নিতে হয়েছে।

সকালে উঠে প্রতিদিন যে শেভ করে আজ তারও ব্যতিক্রম করেছে। এসব করার একটাই উদ্দেশ্য, আইনাত তাকে কোনোভাবে দেখে ফেললেও যেনো চিনতে না পারে। তবে পোশাকের চেয়েও বেশি যে কাজটা করলো, সেটা একেবারেই ভিন্নরকম। নিজের হাটা-চলার ভঙ্গি পাল্টে ফেললো। অন্তত মওলানার বাড়ির সামনে যতোক্ষণ থাকবে ততোক্ষণ অন্য একটি ভঙ্গিতেই হাটবে।

ওখানে যাবার আগে এক প্যাকেট চুইংগামও নিয়ে নিলো। যখনই বাড়ির সামনে হাটাহাটি করার দরকার পড়বে তখন একদলা চুইংগাম গালের দু-পাশে রেখে দেবে মুখায়ব বদলে ফেলার জন্য। অভিজ্ঞতা থেকে সে জানে, জামা-কাপড় পাল্টে ফেলার চেয়ে হাটার ভঙ্গি আর মুখায়বের সামান্য পরিবর্তন অনেক বেশি কাজে দেয়। বিশেষ করে দূর থেকে কোনো মানুষকে চেনা যায়, অনেক মানুষের ভীড়ে একজনকে চিহ্নিত করা যায় হাটার ভঙ্গি দেখেই।

তার এইটুকু পরিবর্তন জাভেদের চোখও এড়ালো না। ছেলেটা অবশ্য এ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিয়ে কোনো প্রশ্ন না করলেও তার ভাবভঙ্গি দেখে বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা তার নজর এড়ায় নি।

জিপিএস ট্র্যাকারের দিকে চেয়ে থেকে বললো সে, "একটু জোরে চালাও।"

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে গতি বাড়িয়ে দিলো জাভেদ।

নিঃসন্দেহে মওলানা এখন গাড়িতে। ট্র্যাকার বলছে গাড়িটা টাওয়ার থেকে বের হয়েছে। বাস্টার্ডের ধারণা মওলানা ওখানে পৌঁছার আগেই তাদের গাড়ি পৌঁছে যাবে।

গাড়িটা যখন গুলজার-এ-হিজরিতে প্রবেশ করলো তখন ঘড়িতে দেখলো ৫টা ০৫। দিনটা মেঘাচ্ছন্ন বলে সন্ধ্যা নেমে গেছে তাড়াতাড়ি। অন্যসব দিনের মতোই অভিজাত আবাসিক এলাকাটি নিরিবিলি। ঢাকার বিভিন্ন আবাসিক এলাকার মতো এখানে কোনো বাণিজ্যিক অফিস, স্কুল-কলেজ নেই। এরকম একটি জায়গা তাকে বাড়তি একটা সুবিধা দেবে : ঝটপট কাজটা করে সটকে পড়তে তেমন কোনো সমস্যা হবে না।

"ভাই, এখানে রাখবো?" মওলানার বাড়ির উল্টোদিকে গাড়িটা থামিয়ে জানতে চাইলো জাভেদ।

গাড়ির বাইরে তাকালো সে। "হুম। ইউ-টার্ন করে আবার এখানে চলে আসো।" ফিরে যাবার প্রস্তুতিটা আগেই নিয়ে রাখলো সে।

জাভেদ ফাঁকা রাস্তার বামপাশে গাড়িটা এনে গতি কমিয়ে একটু সামনে এগিয়েই ইউ-টার্ন করে ফেললো সুন্দরভাবে। তার চমৎকার ইউ-টার্নই বলে দিচ্ছে চালক হিসেবে সে দারুণ দক্ষ।

গুলজার-এ-হিজরির তিন নাম্বার বাড়ির সামনে যে রাস্তাটা আছে তার বিপরীত দিকে গাড়িটা পার্ক করা হলো। চারপাশ জুড়ে নেমে আসছে সন্ধ্যার অন্ধকার। স্ট্রিটলাইটগুলো জ্বলে উঠছে একে একে। দামি দামি সব প্রাইভেটকার ঢুকতে শুরু করছে গুলজার-এ-হিজরিতে। কাজ সেরে বাসিন্দারা ফিরে আসছে নিজেদের ঘরে।

জিপিএস ট্র্যাকার বলছে মওলানার গাড়িটা মাঝপথে কোথাও থেমেছে।

একটা সিগারেট ধরালো জাভেদ। সে জিপিএস ট্র্যাকারের সাথে পরিচিত নয়। রিয়ার-মিররে দেখে বুঝতে পারছে না এরকম জিনিস এতো মনোযোগ দিয়ে দেখার কারণটা কি। উঠতি বয়সি ছেলেপেলেরা যখন মোবাইলফোনে গেমস খেলে তখন এভাবে মাথা নীচু করে রাখে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হঠাৎ পেছনের সিট থেকে বাস্টার্ড বলে উঠলো, "পিস্তলটা দাও।"

রিয়ার-মিররে সে দেখতে পেলো জাভেদ একটু অবাকই হয়েছে। ড্যাশবোর্ডের নীচে গোপন কম্পার্টমেন্ট থেকে অস্ত্রটা বের করে তার হাতে তুলে দিলো সে।

সাইলেন্সার লাগানো পিস্তলটা ব্লেজারের ভেতরের পকেটে রেখে দিলো বাস্টার্ড। সিগারেট টানতে থাকলেও জাভেদের চোখ রিয়ার-মিররে নিবদ্ধ। পেছনের যাত্রির মতিগতি বোঝার চেষ্টা করছে সে। তবে মুখটা বরাবরের মতোই বন্ধ রাখলো।

"ইঞ্জিন বন্ধ কোরো না...আমি এক্ষুণি চলে আসবো," বলেই দরজা খুলে নেমে পড়লো সে।

জাভেদ ওয়ার্সি অবাক হয়ে চেয়ে রইলো। সে বুঝতে পারছে না এই লোক পিস্তল নিয়ে এখন কি করতে যাচ্ছে। নিশ্চয় ঐ বাড়িতে ঢুকে কাউকে খুন করতে যাচ্ছে না, নাকি তাই করবে?

অ্যায়সা কুছ নেহি, মনে মনে বলে উঠলো সে, অনেকটা নিজেকে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে। পেছন ফিরে তীক্ষ্ণচোখে চেয়ে রইলো তওফিক আহমেদের দিকে। লোকটা গাড়ি থেকে নেমে গতকালের ঐ ঝোঁপের দিকে এগিয়ে গেলেও তার মনে হচ্ছে না প্রস্রাব করতে যাচ্ছে।

যাহোক, সামনের দিকে তাকিয়ে সিগারেটে জোরে জোরে টান দিলো কয়েকটা। রেডিওটা ছেড়ে দিলো গান শোনার জন্য, তবে ভলিউম একদম কমিয়ে রাখলো। একটা পুরনো সিনেমার গান বাজছে। সেটার সাথে গুন গুন করতে শুরু করলো সে। গানটা যখন মাঝপথে তখনই অবাক হয়ে দেখলো সামনের বাড়িটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ঢাকা থেকে আসা লোকটি!

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৪

মওলানা ইউসুফের বাড়ি দু-তিনদিন পর্যবেক্ষণ করে সে দেখেছে, মেইনগেটটা সব সময় বন্ধই থাকে। একজন দারোয়ান আছে তবে সে থাকে গেটের ওপাশে। মেইনগেটের ঠিক পাশে মানুষজন চলাচলের জন্য যে ছোট্ট আরেকটি গেট আছে ওটাও সারাক্ষণ বন্ধ করেই রাখা হয়। এ কয়দিনে ওই গেটটা দিয়ে কাউকে আসা-যাওয়া করতেও দেখে নি।

চারপাশে তাকিয়ে হঠাৎ করে ওয়াকওয়ে'তে উপুড় হয়ে জুতোর ফিতে বাঁধতে লাগলো সে।

জাভেদ গাড়িতে বসে দেখছে। সামাদভায়ের লোকটার কাজকর্ম কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। প্রথমে ভেবেছিলো কাউকে খুন করার পায়তারা করছে, পরে দেখলো এক মেয়ের পেছনে লেগেছে। সাইলেন্সার পিস্তল দিয়ে একটা মেয়ের সাথে এই লোক কি করবে–হিসেব মেলাতে পারে নি কোনোভাবেই। এখন আবার মেয়েটার বাড়ির সামনে জুতোর ফিতে বাঁধছে, তাও সঙ্গে পিস্তল নিয়ে!

জুতোর ফিতে নিয়ে নাড়াচাড়া করলেও বাস্টার্ডের চোখ রাস্তার দিকে। একটু আগে সে জিপিএস ট্র্যাকারে দেখেছে মওলানার গাড়িটা গুলজার-এ-হিজরিতে প্রবেশ করেছে। জাভেদের সামনে কাজটা করার কোনো প্ল্যান ছিলো না তার কিন্তু সব সময় প্ল্যানমতো সবকিছু করা যায় না। এখন হুট করে পেয়ে যাওয়া এই সুযোগ হাতছাড়া করার বিলাসিতা দেখাতে পারে না। বারো শ' মাইল দূরে, করাচির মতো শহরে এমন সুযোগ সে বার বার পাবে না। জুতোর ফিতে বাঁধার ভঙ্গি করতে করতে একটু পর কি করবে সেটা ঠিক করে নিলো।

মওলানার গাড়িটা মেইনগেটের সামনে এসে থামবে। হর্ন বাজাবে ড্রাইভার। বন্ধ গেটের ওপাশে দারোয়ান ছোট্ট একটা খুপরি দিয়ে দেখে নেবে, তারপর সঙ্গে সঙ্গে খুলে দেবে গেটটা। আস্তে করে গাড়িটা ঢুকে পড়বে ভেতরে।

পুরো ব্যাপারটা ঘটতে কমপক্ষে এক মিনিট লাগবেই। তার জন্য এক মিনিট অনেক বেশি সময়। ব্লেজারের ভেতরের পকেট থেকে পিস্তলটা বের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করে গাড়ির পেছনের সিটে বসে থাকা মওলানাকে দুটো কিংবা তিনটে গুলি করতে দশ সেকেন্ডও লাগবে না।

গাড়িটা থামতেই এগিয়ে যাবে ঠাণ্ডা মাথায়। প্যাসেঞ্জার ডোরের কাঁচ গুঁড়িয়ে ঢুকে পড়বে তার পিস্তলের গুলি। ভোতা শব্দ আর একটা চিৎকার–এছাড়া কিছু হবে না। এলাকাটা নিরিবিলি বলে এই শব্দ শুনে সঙ্গে সঙ্গে কেউ এগিয়ে আসবে না সেটা নিশ্চিত। আর যদি কেউ এগিয়ে আসেও ততোক্ষণে রাস্তার ওপাড়ে পার্ক করা জাভেদের গাড়িতে করে চলে যেতে পারবে।

একটা শব্দ শুনে সামনের মোড়ের দিকে তাকালো। সামনের মোড়ের বামদিক দিয়ে এগিয়ে আসছে একটা গাড়ি।

কালো রঙের সেই হামারটি!

সাইড-ডোরে খিদমত-এ-খালাক লেখাটা তার চোখ পড়লো! উপুড় হয়েই রইলো সে। হাত জুতোর ফিতায় থাকলেও চোখ গাড়িটার দিকে নিবদ্ধ।

হামারটা তাকে অতিক্রম করে ডানদিকে মোড় নিয়ে মওলানার মেইনগেটের সামনে থামতেই উঠে দাঁড়ালো সে। ড্রাইভার হর্ন বাজালো পর পর দু-বার। ঘুরে দাঁড়ালো বাস্টার্ড। ডানহাতটা চলে গেলো ব্লেজারের ভেতরে। গাড়িটা তার থেকে মাত্র দশ-বারো ফুট দূরে। বেশ ধীর-স্থির কিন্তু মোটেও ধীরগতির নয়, এমনভাবে দু-পা এগিয়ে যেতেই পিস্তলটা যে-ই না বের করবে অমনি বিশাল একটা ধাক্কা খেলো সে।

হামারের ইনসাইড লাইটের মৃদু আলোয় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে এক তরুণ আয়েশ করে বসে আছে, কানে ফোন চেপে হাসি-হাসি মুখে কথা বলছে সে। কোনোদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই।

এ তো মওলানা নয়!

মাত্র কয়েকদিন আগে খুব কাছ থেকে মওলানাকে দেখেছে, ভুল হবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। সঙ্গে সঙ্গে বামদিকে সরে গেলো সে। ব্লেজারের ভেতর থেকে খালি হাতটা বের করে আনলো। দ্রুত পায়ে রাস্তা পার হয়ে জাভেদের গাড়ির পেছনের দরজা খুলে ঢুকে পড়লো।

তার এই অবস্থা দেখে জাভেদ যারপরনাই অবাক। গাড়ির ভেতর থেকে সবটাই দেখেছে সে। "কি হয়েছে, ভাই?"

দীর্ঘশ্বাস ফেললো বাস্টার্ড। "কিচ্ছু না।"

চুপ মেরে গেলো জাভেদ ওয়ার্সি। খুব বেশি প্রশ্ন করার কথা নয় তার।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রিয়ার-মিররে তাকিয়ে দেখলো পেছনের যাত্রি কি করছে। ঢাকা থেকে আসা লোকটির চোখেমুখে এই প্রথম ভড়কে যাবার চিহ্ন দেখতে পেলো।

কয়েক মুহূর্তের অসহ্য নীরবতার পর মুখ খুললো বাস্টার্ড। "চলো, এখানে থেকে আর লাভ নেই।"

জাভেদ চুপচাপ আদেশ পালন করলো আরো একবার। কিছু একটা যে গড়বড় হয়েছে সেটা স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে।

ওদিকে পেছনের সিটে বসে হাফ ছাড়লো বাস্টার্ড। আরেকটুর জন্য সবকিছু ভেস্তে যেতে বসেছিলো।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৫

করাচি
আরব-সাগরতীরে অজ্ঞাত একস্থান

ঘরটা সৈকতের এতোটাই কাছে যে ঢেউয়ের গর্জন শোনা যাচ্ছে। জানালা খুলে রাখলে অবশ্য আরব-সাগরের মনোরম দৃশ্য দেখা যেতো কিন্তু সে উপায় নেই।

দরজা-জানালা বন্ধ ঘরে তিনজন ভিন্ন ভিন্ন বয়স আর বেশভুষার মানুষ বসে আছে মুখ ভার করে। তারা সবাই সময়মতো চলে এলেও একজন এখন পর্যন্ত এসে পৌঁছায় নি। সেটা কোনো সমস্যা হতো না যদি লোকটা অন্য কেউ হতো। কিন্তু যে প্রজেক্ট নিয়ে এই মিটিং তার ম্যানেজারের অনুপস্থিতিতে আলোচনা শুরু করা যায় না। অপেক্ষার এই সময়টাতে একদফা চা পান করে নিয়েছে সবাই।

তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে বয়স্ক হলো মুফতি নামের একজন। আগে সে জামাত-উল-দাওয়া করতো, পরে লস্করে যোগ দিয়েছে। বয়সের কারণেই ধৈর্যের পরীক্ষায় তাকে কেউ হারাতে পারবে না। মেজর জেনারেলকে নিয়েও কোনো সমস্যা নেই। দীর্ঘদিন সে সামরিক বাহিনীতে ছিলো। অধৈর্য হওয়াটা তার পেশার সাথে বেমানান। জাঁদরেল এই মানুষটি চুপচাপ কী যেনো ভেবে যাচ্ছে। ঘরের বাকি দু-জন একে খুব সমীহ করে। তবে জিন্স প্যান্ট আর লেদার জ্যাকেট পরা ঘরের তৃতীয় ব্যক্তিটি বার বার ঘড়ি দেখছে। ভেতরে ভেতরে সে অস্থির হয়ে আছে কোনো কারণে। বয়স চল্লিশ পেরোয় নি। মুখের চাপদাড়ি সুন্দর করে ছাটা। ঘরের সবাই একে আড়ালে আবডালে 'ডিসকো মুজাহিদ' নামে ডাকে। এর কারণ, সে অন্যদের মতো নয়; সব সময় ওয়েস্টার্ন আউট-ফিটে থাকে। প্রচুর দেশ-বিদেশ ঘুরতে হয় বলে সন্দেহের উর্ধ্বে থেকে চলাফেরা করতে হয়। একজন মোল্লা কিংবা সন্ত্রাসীর মতো দেখা যাক এটা সে কখনও চায় না। কয়েক বছর আগে এ-ঘরের বাকিদের সাথে তার প্রথম সাক্ষাতের সময় ঠাট্টাচ্ছলে বলেছিলো তাকে নাকি পরিচিতজনেরা ডিসকো মুজাহিদ বলে ডাকে। সেই থেকে এরাও নামটা ব্যবহার করে আসছে।

www.BanglaBook.org

"মীর এতো দেরি করছে কেন?" চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে বললো সেই ডিসকো মুজাহিদ।

"ও সব সময়ই দেরি করে আসে," মুফতি গম্ভীরমুখে বললো। সে জানে নিজের গুরুত্ব বোঝানোর জন্য এই অল্পবয়সি করিৎকর্মা ছোকরা এ-কাজটা ইচ্ছেকৃতভাবেই করে।

মেজর জেনারেল তার কথাটা শুনে শুধু একপলক তাকালো তারপর আবারো ডুবে রইলো নিজের ভাবনায়। এমন সময় ঘরের বাইরে গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ শোনা গেলে সবাই একে অন্যের দিকে তাকালো। তারা বুঝতে পারছে মীর চলে এসেছে।

মুফতি যেনো হাফ ছেড়ে বাঁচলো।

"মাফ করবেন আমায়, একটু দেরি হয়ে গেলো," ঘরে ঢুকেই নিপাট ভদ্রলোকের মতো বিনয় দেখিয়ে বললো মীর। তার চাপদাড়ি সব সময়ই সুন্দর করে ট্রিম করা থাকে।

সাজিদ মীরের আগমনে স্বস্তি নেমে এলো ঘরে।

ডিসকো মুজাহিদ কিছু না বলে আল্‌তো করে বাঁকা হাসি দিলো কেবল। এই মীর হলো তাদের সংগঠনেরে মধ্যে সবচাইতে স্মার্ট লোক। যেখানেই যাক না কেন দু-জন দেহরক্ষি নিয়ে যায়। সব সময় সঙ্গে রাখে মাকারভ পিস্তল।

খালি চেয়ারটায় বসেই মীর বললো, "মেজর জেনারেল আমাকে ফোনে সব জানিয়েছেন। আজকের ব্যাপারটা নিয়ে আমি লাখভিসাহাব আর হাফিজ সঈদের সাথে কথা বলেছি।"

ঘরের সবাই নড়েচড়ে বসলো। তাদের সংগঠনের এই শীর্ষ দু-জনের কথা শোনার জন্য উদগ্রীব তারা।

"উনারা বলেছেন আপনাদের সাথে এ নিয়ে যেনো শলাপরামর্শ করি। উনি আপনাদের মতামতকে বেশ গুরুত্ব দেন।"

মুফতি আর ডিসকো গর্বিত বোধ করলো।

"তো, আপনারা সন্দেহ করছেন ঐ দু-জন হিন্দুস্তানী এজেন্ট, তাই তো?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো ঘরের সবচাইতে বয়োজ্যেষ্ঠ লোকটি। "এছাড়া অন্য কোনো কারণ তো থাকতে পারে না। ছেলেটা বলছে পিস্তলহাতের লোকটা নাকি ভুলভাল উর্দু বলছিলো।"

"আমার তা মনে হচ্ছে না," মেজর জেনারেল বললো। "করাচিতে ওদের লোকবল খুব কম। তাছাড়া সদলবলে হামলা করার মতো সাহস ওরা কখনও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেখায় নি। আর ভুলভাল উর্দু বলার অনেক কারণ রয়েছে," একটু বাঁকা হাসি দিলো সে, "ভুলে যাবেন না পাকিস্তানের খুব কম লোকেই উর্দুতে কথা বলে। এখানে আরো কয়েকটা ভাষা আছে।"

"যদি তা-ই হয়ে থাকে তাহলে বিচে গুলি করছিলো কেন? তাও আবার ঝিনুক আর শামুকের খোলসে?" ডিসকো মুজাহিদ জানতে চাইলো।

"সম্ভবত অস্ত্রটা পরীক্ষা করছিলো...একটা সাইলেন্সার পিস্তল...ঐ ছেলেটা যদি ঠিকমতো দেখে থাকে আর কি," জেনারেল যোগ করলো।

"ওরা যদি হিন্দুস্তানী এজেন্ট না-হয়ে থাকে তাহলে অস্ত্র পরীক্ষা করতে কেন ওখানে এলো?" জানতে চাইলো মুফতি।

কাঁধ তুললো মীর। "ওরা কারা ছিলো সেটা জানি না। তবে হিন্দুস্তানী এজেন্ট ছিলো না সেটা নিশ্চিত করে বলতে পারি।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো মেজর জেনারেল। সে আর মীর ছাড়া এই ঘরে বাকি দু-জনের মিলিটারি ব্যাকগ্রাউন্ড নেই, সেজন্যেই তারা অনেক কিছু বুঝতে পারে না। ব্যাখ্যা করলেও যে বুঝবে সে নিশ্চয়তা নেই।

"আমাদের অপারেশনের সময় যখন ঘনিয়ে আসছে তখন এরকম ঘটনাকে হালকাভাবে নেয়া ঠিক হবে না," বললো ডিসকো মুজাহিদ।

"তাহলে আমরা কি করবো?" মেজর জেনারেল জানতে চাইলো। "ঐ দু-জনের খোঁজে পুরো শহর চষে বেড়াবো?"

মুফতি আর ডিসকো মুজাহিদ কিছু বললো না।

"আপনারা বুঝতে পারছেন না, এটা করতে গেলে লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হবে।"

জোনারেলসাবের এ কথাটা বুঝতে পারলো না মুফতি। "কেন?"

মুচকি হাসলো সাজিদ মীর। সে কথাটার মানে পুরোপুরি ধরতে পেরেছে, তবে কিছু না বলে চুপ থাকলো।

"করাচিতে ওদের যে-কয়জন এজেন্ট আছে ওরা যখন জানতে পারবে আমরা হন্যে হয়ে উঠেছি...ওদের খুঁজে বেড়াচ্ছি তখন ওরা যেটা জানে না সেটাও অনুমান করে নেবে।"

ডিসকো মুজাহিদ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো মেজর জেনালের দিকে।

"ওরা তখন দুয়ে দুয়ে চার মেলাবে। বুঝে যাবে আমরা বড় কিছু করতে যাচ্ছি।"

আলতো করে মাথা নেড়ে সায় দিলো মীর। সে জানে জেনারেলের এই ধারণা একদম ঠিক।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"তাই বলে ওই দু-জনের ব্যাপারে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবো?" উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো মুফতি। "সেপ্টেম্বরের কথা ভুলে গেলে কিন্তু চলবে না।"

"আ-হা," মাথা দোলালো মেজর জেনারেল। "সেপ্টেম্বরের ঘটনাটা অন্য কারণে হয়েছে।"

"কি কারণে সেটা কি আপনি একটু বলবেন?" ডিসকো মুজাহিদ বিনয়ের সাথে জানতে চাইলো। "আমি কিন্তু এখনও জানি না কেন ওরকম হয়েছিলো।"

"কিছু নাদান লোকজনের কারণে ওটা হয়েছে।"

মীর ছাড়া ঘরের অন্য দু-জন ভুরু কুচকে চেয়ে রইলো।

"একটু পরিস্কার করে বলবেন কি?" অবশেষে জানতে চাইলো মুফতি।

দীর্ঘশ্বাস ফেললো মেজর জেনারেল। "আপনাদের এক নাদান লোক মুজাম্মিল...সে ইনসিকিউর ফোনে আরেকজনের সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলেছিলো। ওরা ওর ফোন ইন্টারসেপ্ট করে ঘটনাটা জেনে যায়।"

আবারো মাথা নেড়ে সায় দিলো মীর।

ডিসকো মুজাহিদ কথাটা শুনে থ বনে গেলো। সে ভেবেছিলো রিক্রুটমেন্টের সমস্যা ছিলো ওটা। ট্রেইনিং পাওয়া অনেকেই পালিয়ে যায়, ওরকমই পালিয়ে যাওয়া একজন হয়তো ওদের জানিয়ে দিয়েছিলো। "আপনি কি এ ব্যাপারে নিশ্চিত?" জানতে চাইলো সে।

"হুম।" মেজর জেনারেল দৃঢ়ভাবে বললো। "যারা পালিয়ে গেছিলো ওরা জানতো না আমাদের প্ল্যানটা কি। ওরা কিভাবে এসব জানাবে?"

কথাটা সত্যি। আগের চেয়ে তারা অনেক বেশি সাবধান আর সতর্ক হয়ে উঠেছে। এখন ট্রেইনিং শেষ হলেও কিছু জানানো হয় না। একদম শেষমুহূর্তে বলা হয় কোথায় গিয়ে কি করতে হবে।

"ওই দু-জন হয়তো কোনো গুণ্ডা-বদমাশ হয়ে থাকবে," আবারো বেশ জোর দিয়ে বললো মেজর জেনারেল। "নিরিবিলি জায়গা এসে অস্ত্র কেনাবেচা করছিলো...তখন হয়তো অস্ত্রটা পরীক্ষা করেও দেখেছে।"

"আপনি বলতে চাইছেন, ঐ দু-জন নিছক অস্ত্রব্যবসায়ি?" মুফতি নিশ্চিত হতে চাইছে।

মাথা নেড়ে সায় দিলো জেনারেল। "এছাড়া আর কিছু মনে করতে পারছি না।"

"আমিও তাই মনে করি," মীর বললো এবার।

"আমার মনে হয় ওরা আমাদের পরিকল্পনা সম্পর্কে কিছু জানে না ঠিকই

www.BanglaBook.org

কিন্তু স্পেশাল ট্রেইনিংয়ের খবর জেনে গেছে কোনোভাবে," ডিসকো মুজাহিদ বললো সমর্থন পাবার আশায়, "তাই হয়তো ফেউ লাগিয়ে জানার চেষ্টা করছে। ওই দু-জন হলো ফেউ।"

"সামান্য ফেউ পিস্তল নিয়ে পরীক্ষা করবে, তাও আবার আমাদের সেফহোমের কাছকাছি এসে?" জেনারেল সন্দিহান এখনও। "জীবনেও করবে না। ওরা নিছক গুণ্ডা-বদমাশ ছিলো। ভুলে যাচ্ছেন কেন, এটা করাচি...শহরটা এরকম লোকজনে গিজগিজ করছে।"

"তাহলে কি আমরা ঠিক সময়েই অপারেশনটা করবো?" মুফতিকে খুব উদ্বিগ্ন দেখালো।

"হ্যা। অপারেশন ঠিক সময়েই হবে," জবাব দিলো মীর।

মনে মনে মুচকি হাসলো মেজর জেনারেল। এই মুফতির উদ্বিগ্নতার কারণ সে ভালো করেই জানে। অচিরেই বড় কোনো 'হল্লা' না ঘটালে ওর সংগঠনের ডোনেশনে টান পড়বে। সারা দুনিয়াব্যাপী, বিশেষ করে সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের অসংখ্য ধনী শেখ-আমির-বিত্তবান লোকজন তাদের সম্পদের একটি অংশ বিভিন্ন জেহাদি সংগঠনকে অনুদান হিসেবে দিয়ে থাকে। এরা যে সবাই খুব ধার্মিক তা নয়। এদের অনেকেই এমনসব কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত যে সাচ্চা কোনো মুসলমান সত্যিটা জানতে পারলে জ্ঞান হারাবে! তবে আর সবার মতোই এরা নিজেদের পাপের ভার একটু কমানোর জন্য অপরাধবোধ থেকে কিংবা পরকাল বেহাত হবার ভয় থেকে প্রচুর অনুদান দিয়ে থাকে। ডোনারদের এই তালিকায় সত্যিকারের উগ্রপন্থী, বিক্ষুব্ধ ধনী মুসলিমও আছে। এরা নিজেরা জেহাদ না করে অনুদান দিয়ে দায়িত্ব সেরে ফেলে। ইরাক-আফগানিস্তানে আমেরিকা জড়িয়ে পড়ার পর থেকে এইসব 'প্রক্সি-জিহাদিস্ট'-এর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে।

তো, ডোনাররা যখন দেখে তাদের অনুদান পেয়েও সংগঠনগুলো তেমন কিছু করতে পারছে না তখন নিজেদের উদারহাত গুটিয়ে নেয়। মুফতিদের সংগঠন অনেকদিন ধরে বড়সড় কিছু করতে পারছে না। ডোনেশনে টান পড়ছে। এখন তারা মরিয়া। বিরাট একটা ঘটনা ঘটাতে পারলে খরচের দশগুন ডোনেশন পাওয়া যাবে। এইসব লোকজনের কাছে জিহাদ একটি লাভজনক ব্যবসা!

"জেনারেল ঠিকই বলেছেন। আমি বরং বলবো অপারেশনের সময় আরেকটু এগিয়ে আনা হোক," আস্তে করে বললো মীর।

"ঠিক। দেরি করলে থলে থেকে আরো কিছু বেড়াল বেরিয়ে যেতে পারে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমার মনে হয়, হিন্দুস্তানী এজেন্ট নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে এই ব্যাপারটা নিয়ে বেশি ভাবা উচিত।" মেজর জেনারেলের শেষ কথাটায় যে শ্লেষ আছে সেটা ঘরের বাকি সবাই বুঝতে পারলো। "এরইমধ্যে তিনজন পালিয়েছে...বেশি দেরি করলে আরো অনেকেই পালাবে," আবারো বলতে লাগলো সে। "মনে রাখবেন, বুজুর্গের 'ডোজ' বেশিদিন কাজ করবে না। তাছাড়া ঐ দশজনের মধ্যে পাঁচজন কিন্তু এখন সব জেনে গেছে...তাদের মধ্যে কেউ যদি পালিয়ে যায় তাহলে অপারেশনটা পুরোপুরি পণ্ড হয়ে যেতে পারে।"

"আমারও মনে হয় জেনারেলের কথাই ঠিক," বললো ডিসকো মুজাহিদ। "অপারেশনের ডেট আর পেছানো ঠিক হবে না।"

মুফতি সায় দিলো। "ঠিক আছে, ঠিক সময়েই তাহলে সব কাজ হবে।"

"হ্যা, সেটাই ভালো হবে," সায় দিয়ে বললো ডিসকো মুজাহিদ। "এরপর থেকে আমাদেরকে রিক্রুটমেন্টের ব্যাপারে আরো সতর্ক হতে হবে। এভাবে ট্রেইনিং নেবার পর পালানোর ঘটনা শূন্যে নামিয়ে আনতে হবে। নইলে সমস্যা বাড়বে বৈ কমবে না।"

"আমরা রিক্রুটের ব্যাপারে সব সময়ই সতর্ক থাকি," জোর দিয়ে বললো মুফতি। "অন্য দুটো ডিপার্টমেন্টের চেয়ে অনেক বেশি।"

জেনারেলসাব পরিচিত একটি দ্বন্দ্বের গন্ধ পেলো। সে বাইরের মানুষ হলেও দীর্ঘদিন এদের সাথে কাজ করছে, এদের তিনটি বিভাগের মধ্যে যে এক ধরণের দ্বন্দ্ব কাজ করে সে-ব্যাপারে ভালো ধারণা আছে তার। দাওয়াত–খিদমাত–জিহাদের মধ্যে দ্বন্দ্বটা সহজে চোখে পড়ে না, তবে কখনও কখনও প্রকট হয়ে ওঠে। বিশেষ করে কঠিন সময়গুলোতে।

"রিক্রুটে যদি ভুল হয়ে থাকে তাহলে বাকিরা কি করলো এতোদিনে?" মুফতি আবার মুখ খুললো। কারণ বদনামটা তার বিভাগ দাওয়াতের উপরেই দেয়া হয়েছে প্রচ্ছন্নভাবে। "আমার মনে হয় টাকার বিনিময়ে জেহাদি রিক্রুট করাটাই যতো গোণ্ডগোলের কারণ।"

"আমরা কিন্তু সরাসরি টাকা দিয়ে কোনো জেহাদি কিনে নেই না," খিদমাতের প্রধান ডিসকো মুজাহিদ বললো। "টাকা-পয়সা দেবার ব্যাপারগুলো খুবই সতর্কভাবে করা হয়। যাকে তাকে তো আর এরকম প্রস্তাব দেয়া হয় না।"

"আমরাও সবার ব্যাপারে খোঁজ নেই," বললো মীর। জিহাদ বিভাগের দায়িত্বে আছে সে। তাদের সংগঠনের প্রাণ এই বিভাগটিই। "একেবারে বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন পর্যন্ত।"

www.BanglaBook.org

"যে তিনজন পালিয়েছে তাদের মধ্যে মাত্র একজনের পরিবারকে টাকা দেয়া হয়েছে," ডিসকো মুজাহিদ বললো। "বাকিরা ঈমানি-জোশে এখানে এসেছে। সুতরাং পালিয়ে যাবার কারণ অন্য কিছু।"

"আমিও তাই মনে করি," মেজর জেনারেল বললো। "ঐ তিনজন ভীতু আর দুর্বলচিত্তের যুবক। যাদের স্বপ্ন আছে জিহাদ করার কিন্তু মুরোদ নেই। এরকম ঘটনা সব সময়ই ঘটে। যুদ্ধের ময়দানেও ফৌজ পালায়। ট্রেইনিংয়ের সময়েও অনেকে কুলোতে না পেরে কেটে পড়ে।"

এ কথার পর ঘরের কেউ আর এই বিষয়টা নিয়ে কিছু বললো না। তারা জানে এসব ব্যাপারে জেনারেলের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রয়েছে।

"তাহলে আমরা অপারেশন নিয়ে এগিয়ে যাই?" মীর বললো।

"হ্যা," সায় দিলো মেজর জেনারেল। "আর র-এর ব্যাপারটা আমি দেখছি। ওদের দিক থেকে আদৌ কোনো হুমকি আসতে পারে কিনা সেটা খতিয়ে দেখবো। তবে আমার মনে হয় ওদের নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই। আমরা যদি একটু সতর্ক থাকি, তাহলে ওরা তেমন কিছুই করতে পারবে না।"

"এ জায়গাটা কি ছেড়ে দিতে হবে?" জানতে চাইলো ডিসকো মুজাহিদ।

"না," জোর দিয়ে বললো মীর, "এটা ছেড়ে দেবার দরকার নেই।"

"তাহলে?" মুফতি আবারো মুখ খুললো।

"একটা নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিন ওদের।"

"কোথায় সরিয়ে নেবেন?" জানতে চাইলো ডিসকো মুজাহিদ।

বাঁকাহাসি দিলো মীর। "এইটুকু খিদমত করার তওফিক নিশ্চয় আল্লাহ আপনাকে দিয়েছে...কি বলেন?"

চুপ মেরে গেলো খিদমাতের লোকটি।

মেজর জেনারেল বললো, "ওদের সবাইকে আজই সরিয়ে ফেলুন। আমি এখানে কিছু ছেলেকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। এখন থেকে কয়েকটা দিন ওরাই থাকবে এখানে।"

মীর ছাড়া বাকি দু-জন বুঝতে না পেরে চেয়ে রইলো জেনারেলের দিকে।

"নতুন ছেলে?" অবশেষে ডিসকো মুজাহিদই বললো।

"হুম।"

"এদের বাইরে আরো ছেলেকে ট্রেইনিং দেয়া হয়েছে নাকি?"

মীর এমনভাবে ডিসকো মুজাহিদের দিকে তাকালো যেনো সে একটা বোকা। "আপনি যেরকম ভাবছেন তেমনটা নয়...এই ছেলেগুলো ওদের জন্য অপেক্ষা করবে...আদৌ যদি ওই দু-জন মালোয়ানের বাচ্চা হয়ে থাকে তো!"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৬

মওলানা ইউসুফ অসুস্থ? গতকাল দুপুরের পর বাসায় ফিরে গেছেন—কয়েকটা দিন বিশ্রাম নেবেন তিনি?

একটু আগে মওলানার অফিসে ফোন করেছিলো সে। রিসেপশনিস্ট ফোন ধরলে বলেছিলো, আল-কোরান অ্যাকাডেমি অব লন্ডন থেকে হাফেজ মুনির বলছে, মওলানা ইউসুফের সাথে কথা বলতে চায়। ওপাশ থেকে মওলানার রিসেপশনিস্ট জানায় তার বস্ অফিসে নেই। কয়েক দিনের জন্য ছুটি নিয়েছে। মওলানার বয়স হয়েছে। প্রায়ই অফিসের কাজ থেকে ছুটি নিয়ে একটু বিশ্রাম নেন। সে চাইলে তার বড় ছেলে ইয়াকুব হোসাইনীর সাথে কথা বলতে পারে। উনি এখন অফিস করছেন।

না। তার কোনো দরকার নেই। আলাপটা মওলানার সাথেই। উনি কবে ফিরতে পারেন?

এটা সে জানে না।

ও। ঠিক আছে। ধন্যবাদ।

ফোনটা রেখে সে বুঝতে পারলো গতকাল কেন গাড়িতে মওলানা ছিলো না। তাহলে ঐ যুবক মওলানার ছেলে, পিতার অবর্তমানে অফিস করছে। একটা ব্যাপারে সে নিশ্চিত, বইটা নিয়েই বাড়ির উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলো মওলানা ইউসুফ, তবে ভুল করে গাড়িতে রেখে গেছে। আর সেই গাড়িটাই এখন ব্যবহার করছে তার ছেলে।

তার মানে মওলানা এখন বাড়িতেই বিশ্রাম নিচ্ছে। গুলজার-এ-হিজরিতে গিয়ে কোনো লাভ নেই। আজকের জন্য রেকির কাজ স্থগিত। অথচ এ কাজটি খুবই জরুরি তার জন্য। মওলানার গতিবিধি সম্পর্কে এখনও সামান্য ধারণাও পায় নি। আরেকটু সময় ব্যয় না করলে দ্বিতীয় প্রচেষ্টাটি মারাত্মকভাবে ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। তখন হয়তো ভাগ্য তার সহায় থাকবে না, যেমনটি গতকাল ছিলো। আর মাত্র দুয়েক সেকেন্ড এদিক ওদিক হলেই সব ভজঘট লেগে যেতো। দীর্ঘশ্বাস ফেললো বাস্টার্ড। পুরোপুরি নিশ্চিত না হয়ে কিছু করা যাবে না। সময় যতোই লাগুক, তাকে নিশ্চিত হয়েই আঘাত হানতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে ফোনটা বের করে জাভেদকে কল করলো সে। বিকেলের আগে দিয়ে তার গাড়ি নিয়ে আসার কথা। ছেলেটাকে বলে দেয়া দরকার এখন না এসে সন্ধ্যার পর যেনো চলে আসে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করাচি

"সন্ধ্যার পর কি হিজরি'তেই যাবেন ভাই?" জাভেদ জানতে চাইলো।

"না...আলীর ডিসকোতে।"

কয়েক মুহূর্তের জন্য ফোনের ওপাশে নীরবতা নেমে এলো। "ঠিক আছে, ভাই," অবশেষে বললো ছেলেটি।

মুচকি হেসে ফোনটা রেখে দিলো বাস্টার্ড।

*

প্রায় আধঘন্টা ধরে আলীর ডিসকোতে আজ একাই বসে আছে সে। উদ্দেশ্য একটাই, মওলানার মেয়ে আইনাতের সাথে ভাব জমানো। মওলানা ইউসুফ নিজের বাড়িতে আছে। কতোদিন বিশ্রামে থাকবে সে জানে না। যদি তা-ই হয়ে থাকে, তাহলে তার পরিকল্পনা আবারো বদলে নিতে হবে। মেইনগেটের সামনে কাজটা কখন করা যাবে সেটা এখন অনিশ্চিত। আর ঐ বাড়ির ভেতরে ঢুকে খুন করাটা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু সে তো হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারে না, তাই বিকল্প পথ বের করার আশায় ডিসকোতে চলে এসেছে। তাকে এখানে ঢুকিয়ে দিয়েই বাইরে চলে গেছে জাভেদ। যতোক্ষণ সময় লাগে বাইরেই অপেক্ষা করবে সে। অবশ্য বের হয়ে যাবার সময় তাকে দুই পেগ ভদকা কিনে দিয়েছে।

অন্যদিনের মতো আজো ফ্লোরে গিয়ে নাচানাচি না করে ঘরের এককোণে সোফায় বসে বিয়ারে চুমুক দিচ্ছে বাস্টার্ড। আইনাতকে এখনও দেখছে না। তবে সে নিশ্চিত মেয়েটা আসবে। ঘরে এখনও প্রচুর ফুর্তিবাজ লোকজন রয়েছে। রাত যতোই গভীর হবে ততোই বাড়বে এদের সংখ্যা। এখানে যারা আছে তাদের বেশিরভাগই ফ্লোরে গিয়ে নাচানাচি করছে। যারা করছে না তারা হয় অপেক্ষা করছে নয়তো নেচে-টেচে ক্লান্ত, এখন ঠাণ্ডা বিয়ার কিংবা হুইস্কি-ভদকা পান করছে। বেশিরভাগই বয়সে তরুণ তবে কিছু মাঝবয়সি লোকও আছে। ডিসকো'তে এসে মনপ্রান উজার করে নেচে গাচ্ছে তারা।

করাচির এই ডিসকো তাকে যতোটা না বিস্মিত করেছে তারচেয়ে বেশি বিস্মিত করেছে বেগম নওয়াজিশ আলী। পুরুষ হিসেবে জন্ম নিয়ে নিজের লিঙ্গ পাল্টে মেয়ে সেজে এই রক্ষণশীল মুসলিম সমাজে দোর্দণ্ড প্রতাপে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে, টিভি'তে টকশো করছে, অভিজাত এলাকায় ডিসকো চালাচ্ছে—ধর্মের ধ্বজাধারী তালিবানরা কোথায়?! স্কুলের বাচ্চা-বাচ্চা মেয়েদের যারা রেহাই দেয় না তারা কিভাবে এটা সহ্য করছে!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একটু পরই আলী এসে ডিসকোতে বাড়তি প্রাণ সঞ্চার করলো। যথারীতি একদল ছেলে-মেয়ে তাকে ঘিরে আছে। আজ সে পরেছে জর্জেটের কাজ করা শাড়ি, মুখে কড়া মেকআপ, চোখে মাসকারা। এমনকি স্বর্ণের অলঙ্কারও আছে তার গায়ে। একেবারে চোখ ধাঁধানো সুন্দরি! এই বেশে মেয়েদেরকেও হার মানাচ্ছে সে!

সরাসরি ডান্সফ্লোরে চলে গেলো আলী। তাকে জায়গা করে দেবার জন্য অনেকে যেমন সরে গেলো তেমনি কেউ কেউ তার সাথে একটু নাচার জন্য এগিয়েও এলো। আলী কাউকে নিরাশ করছে না। একটু একটু করে অনেকের সাথে নেচে চলে গেলো ঘরের অন্য এককোণে। যেনো ডান্সফ্লোরে সবাইকে উৎসাহ দিয়ে গেলো সে।

বাস্টার্ডের হাতে বিয়ার শেষ হতেই দেখতে পেলো আইনাত চলে এসেছে। ককটেল ড্রেস আর সঙ্গি গতরাতের ঐ মেয়েটি। কয়েক মুহূর্তের জন্য তার মনে হলো আইনাত লেসবো না-তো! মওলানার মেয়ে ডিসকো'তে যায় এটাই শকিং ব্যাপার, তার উপরে সমকামী হলে বিস্ময়ের সীমা থাকবে না।

ডান্সফ্লোরে গিয়ে উদ্দাম নাচতে শুরু করলো আইনাত আর তার সঙ্গি। ড্রাফট পাঙ্কের পাগলা সঙ্গিতের তালে তালে ফ্লোরের সবাই যেনো উদ্দাম হয়ে উঠলো মুহূর্তে। ডিসকো লাইটের ঝলকানিতে ভালো করে দেখারও উপায় নেই। মাথার উপরে নানা রঙের লাইটগুলো এমনভাবে প্রক্ষেপিত হচ্ছে যে, নর-নারীর প্রতিটি অঙ্গ-ভঙ্গি আর নাচের মুদ্রাগুলো অপার্থিব মনে হচ্ছে এখন।

খালি বিয়ারের ক্যানটা মুখের সামনে ধরে রেখে বাস্টার্ড সিদ্ধান্ত নিতে পারলো না কি করবে। আইনাতের সঙ্গে সখ্যতা গড়ে তুলতে হলে ফ্লোরে গিয়ে নাচতে হবে তাকে। তাছাড়া এখানে প্রতিদিন এসে ফ্লোরে না গিয়ে বসে বসে বিয়ার গিললে যে কারোর সন্দেহের শিকার হতে পারে।

অবশেষে বিয়ারের ক্যানটা সোফার পাশে রেখে উঠে দাঁড়ালো সে। উঠোনে নেমে না-নাচলে কী হয়!

শরীরটা সামান্য হেলেদুলে ডান্সফ্লোরের দিকে এগিয়ে গেলো। তার লক্ষ্য আইনাতের চোখে পড়া, কিন্তু মেয়েটাকে ঘিরে রেখেছে একদল নৃত্যরত তরুণ-তরুণী। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে হাত-পা দুলিয়ে নাচার ভান করলো সে। নিজেকে কয়েক মুহূর্তের জন্যে মনে হলো জোকার। একটাই সান্ত্বনা, এটা নিছকই আপদকালীন স্ট্র্যাটেজি!

নাচ চলছে তো চলছেই, চারপাশে তাকানোর ফুরসত নেই আইনাতের।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সে যেনো ডুবে গেছে অন্য এক জগতে। আস্তে আস্তে উন্মাদ নাচুনেদের ভীড় ঠেলে এগিয়ে যেতে লাগলো বাস্টার্ড। যেনো নীরব এক ঘাতক সে, নিজের শিকারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সবার অলক্ষ্যে।

সমস্ত আড়ষ্টতা ঝেরে ফেলে উন্মাতাল ডান্সবিটে নিজেকে ডুবিয়ে দিলো। আইনাত এখন তার খুব কাছেই। আরেকটু এগিয়ে যেতেই হঠাৎ টের পেলো কেউ তার কাঁধে টোকা মারছে। ফিরে তাকালো সে। নৃত্যরত এক তরুণ হাসিমুখে চেয়ে আছে তার দিকে।

"হাই...তোমার নাচ আমার খুব ভালো লাগছে," ইংরেজিতে বললো সেই তরুণ।

ফাক! মনে মনে বললো বাস্টার্ড কিন্তু মুখে হাসি ধরে রাখলো। "থ্যাঙ্কস।"

"আমি কি তোমার সাথে একটু নাচতে পারি?"

নিঃশব্দে হাসি দিয়ে ছেলেটার কাঁধে হাত রাখলো সে। এক হ্যাচকা টানে কাছে টেনে আনতেই ছেলেটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলো। "আমি শুধু স্ট্রেইটকাটই না...স্ট্রেইটও!" কানের কাছে মুখ এনে বললো সে। "আমাকে বিরক্ত কোরো না, বিচ! ফাক ইউর-সেল্‌ফ। এখন ভাগো!" ছেলেটাকে ছেড়ে দিতেই আস্তে করে সটকে পড়লো সে।

শালার হোমো! মনে মনে বললো সে।

"হাই?"

একটা নারী কণ্ঠ শুনে ফিরে তাকালো। *আইনাত!* মুখে হাসি ফুটিয়ে জবাব দিলো, "হ্যালো!"

"কেমন আছেন, মিস্টার?"

"তওফিক! জাস্ট তাওফিক।"

"ওকে...তওফিক। কেমন লাগছে এই ডিসকো?"

"মনে হচ্ছে অন্য কোনো দুনিয়াতে আছি। বোঝাতে পারবো না।"

"ঠিক বলেছো। এটা করাচির মধ্যে অন্য একটা জগৎ।"

"এখানে আসার পর ভাবি নি এরকম কোনো জায়গা থাকতে পারে...করাচিতে ভীষণ বোর হয়ে যাচ্ছিলাম।"

"আমিও," আইনাত নাচতে নাচতে বললো।

মেয়েটা যে নিয়মিত এখানে আসে তার প্রমাণ এতোক্ষণ নেচেও ক্লান্ত হচ্ছে না। অথচ কিছুক্ষণের মধ্যেই বাস্টার্ড টের পেলো তার পা দুটো আড়ষ্ট হয়ে আসছে। এমন নয় যে, তার স্ট্যামিনা কম, আসলে হুট করে নাচতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গেলে এমনটি হয়, হাত-পা আড়ষ্ট হয়ে আসে। "তুমি দারুণ নাচো।"

আইনাত কিছু বললো না। সে নাচের মধ্যেই ডুবে আছে।

"সত্যি বলছি।"

"জানি।" মুখ টিপে হেসে বললো মেয়েটা।

"আমি একেবারেই আনাড়ি...হাস্যকর নাচি।"

আবারো হাসি, এবার সশব্দে। "নাচার সময় এতো কিছু ভাবতে নেই। জাস্ট ডান্স!"

"তুমি আমাকে শেখাতে পারো।"

ভুরু বাঁকা করে তাকালো সে।

"সত্যি বলছি...অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই," হেসে বললো কথাটা।

"তাহলে আমাকে ফলো করো...আর কিছু করতে হবে না।"

"ওকে।" বলেই আইনাতের সাথে একইভাবে নাচার চেষ্টা করলো সে। "হচ্ছে?" জানতে চাইলো মেয়েটার কাছে।

মাথা নেড়ে সায় দিলো আইনাত। "চালিয়ে যাও।"

"ওকে।"

ক্লান্ত হয়ে পড়লেও জোর করে আরো কিছুটা সময় ফ্লোরে থাকার সিদ্ধান্ত নিলো। এরকম সুযোগ আর আসবে না। সে দেখতে পাচ্ছে আইনাতের কপাল ঘেমে একাকার। তার শরীরের আঁটোসাঁটো ককটেইল ড্রেসটার জায়গায় জায়গায় ঘেমে ভিজে আছে কিন্তু ক্লান্তিহীনভাবে নেচে চলেছে সে।

"তুমি কি প্রতিদিনই আসো এখানে?"

মাথা দোলালো মেয়েটি। "আরে না। সেটা সম্ভব নাকি।" হা-হা-হা করে হেসে উঠলো তারপর। "মাঝেমধ্যে আসি...যখন সুযোগ পাই আর কি।"

"আগামীকাল আসবে?"

নাচার গতি কমিয়ে দিলো আইনাত। "আগামীকাল তো শুক্রবার। আলীর ডিসকো বন্ধ থাকে।"

"ওহ্," আশাহত হলো।

"জুম্মাবার নো ডান্স! আলী'স ল।" কথাটা বলেই আবার নাচে ডুবে গেলো সে। "হতাশ হলে নাকি?" একটু পর বাস্টার্ডের মুখভার দেখে জানতে চাইলো।

"বলতে পারো," হেসে বললো। "এখানে কারো সাথে আমার তেমন একটা পরিচয় নেই...শুধু তোমার সাথে অ্যাকসিডেন্টলি পরিচয় হয়েছে..."

"এক গ্লাস ভদকা নষ্ট করে!" মুখ টিপে হাসলো মেয়েটি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"তা ঠিক, কিন্তু এরজন্যে আমার কোনো অনুশোচনা নেই।"

"তাই নাকি?"

"হুম।"

হা-হা-হা করে প্রাণখোলা হাসি দিলো আইনাত।

এমন সময় এক লম্বা-চওড়া যুবক এসে নাচতে শুরু করে দিলো তাদের দু-জনের মাঝখানে। আইনাত একটু বিব্রত হলেও যুবকের সাথে সৌজন্যতার খাতিরে হাই-হ্যালো করলো। বাস্টার্ড বুঝতে পারছে ছেলেটা আইনাতের পূর্বপরিচিত। এরপর আরো কয়েকজন ছেলেমেয়ে চলে এলো সেখানে। তাদের নাচানাচি আর দাপাদাপির কারণে আস্তে করে ফ্লোর থেকে নেমে ঘরের এককোণে চলে গেলো, বুঝতে পারলো আর সুবিধা করতে পারবে না। এদের একটা সার্কেল আছে, সেই সার্কেলের বাইরের কেউ টুকটাক কথাবার্তা ছাড়া তেমন সুবিধা করতে পারবে না। অনেক ভেবে-চিন্তে দেখলো, আজকের রাতের মতো এখান থেকে বের হয়ে গেলেই ভালো হবে।

চুপচাপ ডিসকো থেকে বের হয়ে গেলো সে। বাইরে এসে দেখতে পেলো জাভেদ ড্রাইভিং সিটে বসে সিগারেট টানছে।

"চলো," ড্রাইভিং ডোরের সামনে ঝুঁকে বললো বাস্টার্ড।

সিগারেটে আরো কয়েকটা টান মেরে ফেলে দিলো ছেলেটা।

আগামীকাল আরেকটি নিষ্ফলা দিন যাবে। শুক্র-শনিবার আলীর ডিসকো বন্ধ থাকে। ওদিকে মওলানাও অফিসে যাচ্ছে না, বাড়িতে বিশ্রাম নিচ্ছে। উদাস হয়ে গাড়ির বাইরে তাকাতেই দ্রুত তার মাথায় একটা আইডিয়া চলে এলো। *শুক্রবার মানে জুম্মাবার!* মুচকি হেসে ছেলেটাকে বললো, "জাভেদ, আগামীকাল সকালে তোমার কাজ কি?"

কাঁধ তুলে রিয়ার-মিররে তাকালো সে। "তেমন কোনো কাজ নেই...কেন?"

"তাহলে জুম্মার আগে হোটেলে চলে এসো।"

"আগে?"

"হুম।"

"নামাজের পর আসি? আমি আবার জুম্মা মিস্ করি না, ভাই।"

মুচকি হাসলো বাস্টার্ড। "আমিও করি না!"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৭

মুজাহিদ তার পাঞ্জাবিটা পরে খুশি হতে পারছে না। বুজুর্গ তাদের দশজনের জন্য গতকাল রাতে নতুন পায়জামা আর পাঞ্জাবি নিয়ে এসেছিলো। ওগুলো পরে জুম্মার নামাজ পড়বে তারা কিন্তু সমস্যা হলো পায়জামা আর পাঞ্জাবি দুটো তার সাইজের চেয়ে অনেক বড়। পরার পর কেমন বেখাপ্পা লাগছে। নতুন জামা যদি ঠিকমতো গায়ে না লাগে তাহলে মেজাজ ভালো থাকে কী করে।

ইসমাইলের দিকে তাকালো সে। কি সুন্দর সাদা পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে এখন কানের মধ্যে তুলো দিয়ে *মাশ্‌ক-এ-আম্বার* লাগাচ্ছে। পাঞ্জাবিটা একদম ঠিকঠাকমতো লেগেছে তার গায়ে। দেখতেও খুব ভালো লাগছে।

"আমারটার সাইজ অনেক বড়, ভাই," অভিযোগের সুরে বললো সে।

আতর লাগাতে লাগাতে তার দিকে তাকালো ইসমাইল। "হুম।" আর কিছু না বলে এবার চোখে সুরমা লাগাতে শুরু করলো।

মুজাহিদের এটা পছন্দ হলো না। মনে হলো সে অবহেলিত আজকের দিনের জন্য। "এরকম লম্বা পাঞ্জাবি আমি জীবনেও পরি নি...দেখেন না হাটুর কতো নীচে নেমে গেছে...আরেকটু হলে গোড়ালিতে গিয়ে ঠেকতো।"

"চালিয়ে নে, কিছু করার নেই। ওরা সব এক সাইজের কিনেছে। বুঝতে পারে নি আমাদের মধ্যে তোর মতো পিচ্চিও আছে।" সতর্কভাবে চোখে সুরমা লাগাতে লাগাতে বললো।

"ওরা বুঝতে পারবে না কেন?" সে একটু চটে গেলো। "কয়েক মাস ধরে এদের সাথে আছি...এতোদিনেও বুঝতে পারলো না কার সাইজ কেমন?"

"আরে বুদ্দু, চালিয়ে নে না, বাপ!" বললো ইসমাইল। "এগুলো তো এখানকার লোকজন কেনে নি...অন্য জায়গা থেকে এসেছে।"

"কোত্থেকে এসেছে?"

"তা জানি না। তবে এখানকার কেউ এগুলো কেনে নি। সবগুলোই একই সাইজের পাঠিয়েছে, বুঝলি?"

হতাশ হলো মুজাহিদ। "আপনিই বলেন, কতোদিন পর নতুন জামা পেলাম...অথচ সাইজ কতো বড়...মনটাই খারাপ হয়ে গেলো।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"ধুর, পাগল," সান্ত্বনা দিলো ইসমাইল। "মন খারাপ করছিস কেন? এটা পরে তো তুই বাইরে যাবি না, ঘরেই থাকবি। আমরা ছাড়া কেউ দেখবে না।" একটু থেমে মুচকি হাসলো সে। "তোর মতো বে-সাইজ কিন্তু আরেকজনের হয়েছে..." তাদের দলে আরেকজন বেটে আছে তার কথা ইঙ্গিত করলো সে। "...ও তো কিছু বলছে না। তুই খামোখা কেন যে বেজার হচ্ছিস..." একটু থেমে মুজাহিদের মাথায় আল্‌তো করে টোকা মারলো। "আয়, আতর লাগিয়ে দেই...চোখে সুরমাও লাগিয়ে দেবো।"

ছেলেটা খুশি হলো। তাকে যখন কেউ আদর করে, একটু গুরুত্ব দেয় তখন কী যে ভালো লাগে। তার ছোট্ট এই জীবনে এরকম ঘটনা ঘটে নি বললেই চলে।

ইসমাইল আতরের তুলো তার কানের পেছনে ঘষে দিলে মুজাহিদের মুখে হাসি ফুঁটে উঠলো।

"খুশবুটা খুব সুন্দর, ভাইজান।"

নিঃশব্দে হেসে মাথা নেড়ে সায় দিলো ইসমাইল। "*মাশ্‌ক-এ-আম্বার*'র খুশবু একদম বেহেস্তি খুশবুর মতো, বুঝলি?"

*

দুপুর বারোটার আগেই মওলানার বাড়ির সামনে এসে থামলো জাভেদের গাড়ি। আজো পেছনের সিটে বসেছে বাস্টার্ড তবে তার পরনে সাদা পাঞ্জারি-পাজামা আর মাথায় টুপি। পাঞ্জাবির উপরে ঐতিহ্যবাহী সিন্ধি কোটি। এই পোশাক সে সকালে কিনে নিয়েছে হোটেল সামুনাবাদের কাছে একটি দোকান থেকে। এরকম পোশাক করাচির পথেঘাটে প্রচুর দেখা যায়। জাভেদও পাজামা-পাঞ্জাবি আর মাথায় টুপি পরেছে, তবে তার পায়জামা-পাঞ্জাবির রঙ সাদা নয়, কট-কটে খয়েরি।

গুলজার-এ-হিজরি আজ একেবারেই অন্যরকম। রাস্তায় প্রচুর লোকজন দেখা যাচ্ছে। কেউ পায়ে হেটে কাছের মসজিদে যাচ্ছে, তবে বেশিরভাগই নিজেদের গাড়িতে করে রওনা হয়েছে জুম্মায় শামিল হবার জন্য।

মওলানার বাড়ির দিকে তাকালো বাস্টার্ড। সে জানে আজ তাকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না। মওলানার শরীর এতো খারাপ হয় নি যে জুম্মার দিন মসজিদে যাবে না।

সময় ঘনিয়ে আসছে। জুম্মার নামাজ শুরু হতে বেশি বাকি নেই। আর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিছুক্ষণ পর বাড়ি থেকে বের হয়ে না এলে ধরে নিতে হবে মওলানা মসজিদে যাচ্ছে না। প্রায় দশ মিনিট পর, তার অপেক্ষা যখন শেষ পর্যায়ে ঠিক তখনই মেইনগেটটা খুলে গেলে কাঙ্খিত গাড়িটা বের হয়ে এলো।

"চলো," আস্তে করে বললো বাস্টার্ড।

জাভেদ গাড়ির ইঞ্জিন চালু করে দিলো।

কালো রঙের হামারটার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে আছে সে। গাড়ির ভেতরে কে আছে বোঝা যাচ্ছে না কালো কাঁচের কারণে তবে আজ নিশ্চয় মওলানা আছে, সম্ভবত সঙ্গে আছে তার ঐ ছেলে।

বেশ দূরত্ব বজায় রেখেই ফলো করতে শুরু করলো জাভেদ। সুপারকো রোড ধরে এগিয়ে যাচ্ছে হামারটা।

"ইউনিভার্সিটির দিকে যাচ্ছে," জাভেদ বলে উঠলো।

"ওখানে কি মসজিদ আছে?"

"হুম। ক্যাম্পাসের ভেতরে বড় একটা মসজিদ আছে। ওটাই এখান থেকে সবচেয়ে কাছে।"

বাস্টার্ড বুঝতে পারছে ওই মসজিদেই যাবে মওলানা। সে অবাক হয়েছে গুলজার-এ-হিজরি এতো বড় আবাসিক এলাকা হলেও সেখানে কোনো মসজিদ নেই। অথচ ঢাকায় এরকমটি চিন্তাও করা যায় না। ঢাকা শহরে একটু পর পরই চোখে পড়বে নতুন-পুরাতন আর ছোটোবড় অসংখ্য মসজিদ।

করাচি ইউনিভার্সিটি রোড ধরে এগিয়ে যাচ্ছে হামারটা। ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসে ঢুকতেই হাতের ডান দিকে বিশাল একটি মসজিদ। মওলানার বাড়ি থেকে মাত্র আট মিনিটের পথ।

মসজিদটির স্থাপত্য বেশ আধুনিক, জাঁকজমকের দিক থেকে মোটামুটি। করাচির অন্যসব বড় মসজিদের তুলনায় তেমন কিছু না, তবে চারপাশে বেশ খোলামেলা জায়গা রয়েছে।

কালো হামার মসজিদের বাইরে খোলা জায়গায় আরো অসংখ্য গাড়ির সাথে পার্ক করা হলো। একটু পরই ছেলেকে নিয়ে গাড়ি থেকে বের হয়ে এলে দ্বিতীয়বারের মতো মওলানাকে দেখতে পেলো সে।

জাভেদ গাড়িটা পার্ক করলো আরেকটু দূরত্ব বজায় রেখে, রাস্তার দিকে মুখ করে, যেনো নামাজ শেষে দ্রুত রাস্তায় নেমে যাওয়া যায়।

"এখানে সিকিউরিটি কেমন?" জানতে চাইলো বাস্টার্ড।

"এর আগে এখানে কখনও এখানে আসি নি," বললো সে। "তবে দেখে মনে হচ্ছে কোনো সিকিউরিটি নেই। এটা তেমন বিখ্যাত মসজিদ না,

www.BanglaBook.org

ভাই...গেটে মেটাল ডিটেক্টরও দেখছি না।"

"ওকে। তুমি নামাজ পড়ে আসো...আমি এখানেই থাকি।"

জাভেদ কিছু না বলে চুপচাপ গাড়ি থেকে নেমে গেলো।

বাইরে তাকালো সে। বড় একটা সাইনে দেখতে পেলো করাচি ক্যাম্পাস মসজিদ লেখা। জাভেদকে দেখলো ভেতরে ঢুকে পড়তে। মওলানা আর তার ছেলেও একটু আগে ভেতরে ঢুকে পড়েছে। মনে পড়ে গেলো আজ অনেক বছর পর মসজিদে এসেছে। শেষবার গিয়েছিলো পুরনো ঢাকার আন্ডারওয়ার্ল্ডের গডফাদার মোল্লাভায়ের সাথে। তখনও তার সঙ্গে পিস্তল ছিলো ঠিক যেমন এখন আছে।

ভালো করে চারপাশে তাকালো। মওলানাকে ঘায়েল করার জন্য জায়গাটি একদম বেমানান। প্রচুর লোকজন এখানে। ঘায়েল করার সুযোগ প্রায় নেই বললেই চলে। তবে সে জানে, নামাজ শেষে বাড়ি ফিরে যাবার সময় সুযোগটা চলে আসতে পারে আজ। এবার সে নিশ্চিত মওলানা গাড়িতে করে বাড়ি ফিরে যাবে একটু পর। সঙ্গে তার ছেলে ছাড়া আর কেউ নেই। দারুণ একটা সুযোগ। এটাকে কাজে লাগাতেই হবে। মনে মনে প্রস্তুতি নিয়ে রাখলো সে।

এরইমধ্যে খতিবের খুতবা শুরু হয়ে গেছে। মসজিদের বাইরে থেকেও শুনতে পাচ্ছে সে। উর্দুতে বেশ আবেগী আর চড়াসুরে বলে যাচ্ছে খতিব, যার বেশিরভাগই বুঝতে পারছে। খুতবার বিষয়বস্তু শুনে একটু অবাকই হলো। ইসলামে আত্মঘাতি বোমাবাজি আর জঙ্গিত্ববাদের যে কোনো স্থান নেই সে-কথাই বলা হচ্ছে। সম্ভবত বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদ বলেই এমন কথা বলতে পারছে খতিব।

খুতবা শেষে নামাজ শুরু হয়ে গেলে শত-শত লোক উঠে দাঁড়ালো এক সঙ্গে। মসজিদের বাইরের প্রাঙ্গণেও প্রচুর লোক নামাজে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

"আল্লাহু আকবার!" মাইকে শোনা গেলো ইমামের কণ্ঠ।

বাস্টার্ডের মনে হলো নামাজের সময় গাড়িতে এভাবে বসে থাকাটা ঠিক হবে না। বাইরে থেকে কেউ দেখলে সন্দেহ করতে পারে। জুম্মাবার মসজিদের সামনে গাড়িতে বসে তুমি কি করছো, বাবা?

তার উচিত পেছনের সিটে শুয়ে পড়া। নামাজ শেষ হলে উঠে বসা যাবে আবার। যে-ই না সিটের উপরে শুয়ে পড়তে যাবে অমনি প্রচণ্ড শব্দে তার গাড়িটা কেঁপে উঠলো। কানে তালা লেগে গেলো তার।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৮

মেজর জেনারেল বসে বসে হুইস্কিতে চুমুক দিচ্ছে। ভরসন্ধ্যায় এ জিনিস না-হলে তার চলে না। অবশ্য একমাত্র মেহমান মীর হুইস্কি ছুঁয়েও দেখছে না। ইসলামে মদ্যপান হারাম, তার পক্ষে হারাম জিনিস গ্রহণ করা অকল্পনীয় ব্যাপার। মেজর জেনারেল একজন জাঁদরেল মানুষ। সবাই তাকে সমীহ করে কিন্তু মীর সাজিদ নামের ত্রিশ-বত্রিশ বছরের যে লোকটা তার সামনে বসে আছে তাকে বেশ হিসেবের মধ্যে রাখতে হয়। আসন্ন অপারেশনটির প্রজেক্ট ম্যানেজার সে।

আজকে যে করাচির একটি মসজিদে আত্মঘাতি হামলার ঘটনা নিয়ে দু-জনের মধ্যে কোনো উদ্বেগ নেই। তাদের সমস্ত চিন্তা আসন্ন অপারেশনটি নিয়ে।

"অপারেশনের আগে ওদের ব্যাপারটা মাথায় রাখা উচিত," বললো মীর।

মাথা নেড়ে সায় দিলো মেজর জেনারেল। করাচিতে র-এর যেসব এজেন্ট আছে তাদের কড়া নজরে রাখা দরকার। মুফতি আর ডিসকো মুজাহিদের সামনে তারা যতোই এই ব্যাপারটা নিয়ে লা-পরোয়া মনোভাব দেখিয়ে থাকুক না কেন, অভিজ্ঞতা থেকে জানে, সবদিক বিবেচনায় রাখতে হয়। দূরবর্তী সম্ভাবনাকেও আমলে নিতে হয়। নইলে ভাঙা শামুকে পা কেঁটে যেতে পারে।

"এ মুহূর্তে করাচিতে ওদের যে চারজন কাজ করছে তারা আমার নজরদারিতেই আছে।"

অবাক হলো মীর। "আপনার লোক কি ওদের আগে থেকেই নজরদারির মধ্যে রেখেছে?"

"আলবৎ," হুইস্কিতে চুমুক দিলো মেজর জেনারেল। "সেপ্টেম্বরের ঘটনা জানাজানি হবার পর থেকেই আমি ওদের চিহ্নিত করে ফেলি, তারপর থেকেই নজর রাখছি। বলতে পারেন ওদের আমি হাতের মুঠোয় নিয়ে খেলছি।"

"শত্রুকে হাতের মুঠোয় নিয়ে খেলছেন?" বাঁকাহাসি দিলো সাজিদ মীর।

"হুম।" বেশ জোর দিয়ে বললো জেনারেল। এই মীর অনেক ঘাগু হতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পারে, হতে পারে বুদ্ধিমান কিন্তু ইন্টেলিজেন্স কিভাবে কাজ করে সে-সম্পর্কে তার ধারণা আর যাহোক তারচেয়ে বেশি নয়। সে কখনও ইন্টেলিজেন্সে ছিলো না, ঐ সোসাইটি সম্পর্কে তার সম্যক ধারণাও যৎসামান্য। "ইঁদুরকে মারার আগে ঠিক যেভাবে বিল্লি একটু খেলা করে..." আবারো চুমুক দিলো হুইস্কিতে। "আমিও ওদের নিয়ে সেভাবে খেলছি।"

"আমার মনে হয় 'প্যাকেজ' পাঠানোর আগে ওদের উপরে পাঠিয়ে দেয়াটাই ভালো হবে। বলা তো যায় না, কখন কি করে বসে।"

মাথা দোলালো মেজর জেনারেল। "প্যাকেজ পাঠানোর আগে এরকম কিছু করা যাবে না। একদমই না।"

"আপনার স্ট্র্যাটেজিটা কি?" আগ্রহী হয়ে উঠলো মীর।

"অপারেশন শেষ হবার পর পর ইঁদুরগুলো বিল্লির পেটে চলে যাবে..." গ্লাসটা একঢোকে শেষ করে ফেললো এবার, "...ঠিক এভাবে।"

"ঠিক আছে," আশ্বস্ত হলো সাজিদ মীর। "এটা তাহলে আপনার উপরেই ছেড়ে দিলাম। কিন্তু হ্যান্ডলারদের ব্যাপারটা কি করবেন? ওরা কোত্থেকে অপারেট করবে?"

মেজর জেনারেল একটু ভেবে বললো, "অবশ্যই করাচির কোথাও, তবে রেসিডেন্সিয়াল এরিয়া থেকে করলেই বেশি ভালো হয়। আপনাদের নিজেদের জায়গাগুলোতে করার দরকার নেই।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো মেহমান। সেও মনে মনে ঠিক এমনটি ভেবে রেখেছিলো। তাদের জায়গাগুলো প্রতিপক্ষ গোয়েন্দাদের কাছে অচেনা নয় হয়তো। "ঠিক আছে। এটা আমি দেখছি।"

মেজর জেনারেল বোতল থেকে আবারো হুইস্কি ঢালতে শুরু করলো খালি গ্লাসে।

"তাহলে আমরা প্যাকেজ কবে পাঠাচ্ছি?" আস্তে করে জানতে চাইলো মীর।

গ্লাসে চুমুক দেবার আগে একটু ভাবলো সাবেক মিলিটারি অফিসার। 'প্যাকেজ' পাঠানোর কাজে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অনেক জায়গায় ক্লিয়ারেন্সের দরকার হবে। সামান্যতম ভুল বোঝাবুঝি কিংবা এদিক ওদিক হলেই বিপদ। এতোদিনের পরিশ্রম, পরিকল্পনা নস্যাৎ হয়ে যাবে এক লহমায়। সেজন্যে এই ব্যাপারটা নিয়ে মীরের উদ্বেগ একদম যৌক্তিক। অপারেশনের ম্যানেজার হিসেবে শেষ মুহূর্তের এই কাজটার জন্য তাকে এখন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পুরোপুরি মেজর জেনারেলের উপরেই নির্ভর করতে হচ্ছে।

মুচকি হাসলো জেনারেল। "আগামী পরশুর পর যেকোনো দিন প্যাকেজ পাঠানো যাবে। দু-দিনের মধ্যে কুরিয়ার একদম রেডি করে ফেলবো আশা করি!"

মুচকি হেসে মাথা নেড়ে সায় দিলো মীর। "মাশাল্লাহ্!"

"আপনার কমান্ডার...লাখভি সাহেবকে খোশ খবরটা জানিয়ে দিতে পারেন। 'প্যাকেজ' পাঠানোর বন্দোবস্ত একদম পাক্কা!"

*

অবশেষে আসল করাচির দেখা পেয়েছে সে।

এই ক-দিনে যা দেখেছে তার সাথে মিডিয়ার মারফতে জানা করাচির খুব কমই মিল খুঁজে পেয়েছিলো। তবে আজ হঠাৎ করেই আবিষ্কার করলো সে এমন এক শহরে আছে যেখানে বোমা, গোলাগুলি আর আত্মঘাতি হামলা নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা।

ভাগ্য ভালো, অল্পের জন্যে সে আহত হয় নি। তবে ভাগ্যবান সে একা নয়, জাভেদ ওয়ার্সিও প্রায় অক্ষত অবস্থায় মসজিদ থেকে বের হয়ে এসেছে। দৌড়াদৌড়ি আর হট্টগোলের মধ্যেই ছেলেটা বাইরে এসে দেখতে পায় তার গাড়ির পেছনের সিটে অক্ষত অবস্থায় বসে আছে সে। চারপাশের হট্টগোলের দিকে উন্মুখ হয়ে চেয়ে আছে, খুঁজে বেড়াচ্ছে তাকে। জাভেদকে দেখামাত্র হাফ ছেড়ে বাঁচে সে। তারপর দেরি না করে দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে গাড়ি নিয়ে সটকে পড়ে।

মওলানা ইউসুফের কি অবস্থা—সে আহত, নিহত নাকি অক্ষত আছে সেটা জানতে পারে নি। হোটেলে ফিরে এসে টিভিতে বোমা হামলার খবর শুনতে থাকে সে। যদিও সেখানে নিহত-আহত কারোর পরিচয় দেয়া হয় নি। তবে এই বোমা হামলার কথা স্বীকার করে নিয়েছে জঙ্গিগোষ্ঠী তেহেরিক-এ-তালেবান। নির্ভরযোগ্য সূত্র দাবি করেছে, করাচি ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস মসজিদের খতিব দীর্ঘদিন ধরে তালেবানদের বিরুদ্ধে যে খুতবা দিয়ে যাচ্ছিলেন তার জের ধরেই এই হামলা।

শুক্রবার হোটেলে ফিরে সারাদিন আর বের হলো না। খবরে বার বার বলা হচ্ছে, আত্মঘাতি বোমা হামলায় এখন পর্যন্ত আটজন মুসল্লি নিহত আর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পঞ্চাশজনের মতো আহত হয়েছে। আত্মঘাতি বোমাবাজ লোকটি মুসল্লিদের সাথে নামাজ পড়ার জন্য দাঁড়িয়েছিলো। আল্লাহু আকবর ধ্বণি উচ্চারিত হবার পর পরই সে উগড়ে দিয়েছে তার নৃশংস জেহাদ!

জাভেদ তাকে বলেছে আগামী দুয়েকটা দিন শহরের পরিস্থিতি বেশ খারাপ থাকবে। প্রচুর ধরপাকড় হবে। পুলিশি টহলও থাকবে পথে পথে। এরইমধ্যে পুরো শহরে চিরুণী অভিযান শুরু করে দিয়েছে পুলিশ আর গোয়েন্দার দল। এমন সময় করাচির পথে বের হলে নির্ঘাত তল্লাশীর শিকার হতে হবে।

বাস্টার্ড ভালো করেই জানে একজন বাংলাদেশী পাসপোর্টধারীকে পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ কিভাবে নেবে–ভারতীয় র-এর এজেন্ট! ওরা এখনও এদেশের লোকদের গাদ্দার হিসেবেই মনে করে। আর একজন গাদ্দারকে বিশ্বাস করার মতো বোকা পাকিস্তানিরা হতে পারে না! এ-ব্যাপারে শুটার সামাদ তাকে সতর্ক করে দিয়েছিলো দেশ ছাড়ার আগেই।

সবকিছু বিবেচনা করে সে ঠিক করলো পরিস্থিতি ভালো না-হওয়া পর্যন্ত বিরক্তিকর প্রতীক্ষায় থাকতে হবে। সুতরাং আগামী কয়েকটা দিন জাভেদের আসার দরকার নেই।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৯

করাচি
অজ্ঞাত একটি সেফহোম

সকাল সকাল তাদের সবাইকে সৈকতের পাশে যে ঘরটা আছে সেখান থেকে নিয়ে আসা হয়েছে করাচির অন্য একপ্রান্তে। কিন্তু গাড়ির কাঁচ যথারীতি কালচে আর ভেতর থেকে কালো কাগজে আটকানো ছিলো বলে বাইরের কিছু তাদের চোখে পড়ে নি।

দুটো মাইক্রোবাসে করে তাদের নিয়ে আসা হয়েছে। মাইক্রো দুটো কে চালাচ্ছে সেটাও দেখার উপায় ছিলো না ড্রাইভিং আর প্যাসেঞ্জার সিটের মাঝখানে পার্টিশান দেয়া ছিলো বলে। তবে ভ্রমণের সময় হিসেব করে তারা দূরত্বটা বুঝতে পেরেছে : এটা করাচির কোথাও হবে।

গাড়ি থেকে যখন তারা নামলো দেখতে পেলো জায়গাটা আসলে একটি বে-সরকারি হাসপাতাল। তাদেরকে সোজা সেই হাসপাতালের উপরে নিয়ে যাওয়া হলো। একেবারে ছাদের উপরে এনে দশজনকে বসিয়ে রেখে চলে গেলো হ্যান্ডলার দু-জন। বুজুর্গ নিজেও আছে তাদের সাথে, তবে ছাদে আসে নি।

প্রায় দশ মিনিট ছাদে চুপচাপ বসে থাকার পর দু-জন হ্যান্ডলার চারটা ব্যাক-প্যাক নিয়ে এলো। ব্যাগগুলো দেখেই চিনতে পারলো আবু মুজাহিদ। এরকম ব্যাগের ভেতর ইটের টুকরো ভরে পাঞ্জাবের মানসেরার বাত্তাল নামক পাহাড়ি এলাকায় তাদেরকে ট্রেইনিং দেয়া হয়েছিলো। পরবর্তী সময়ে বাত্তাল ছাড়াও আরো তিনটি জায়গায় তারা ট্রেইনিং নিয়েছে। তবে বাত্তালের কথা বেশি মনে আছে কারণ ওখানে ট্রেইনিং নেবার সময়েই জানতে পারে বেনজীর ভুট্টোকে হত্যা করা হয়েছে। তাদের ট্রেইনার চাচারা এ নিয়ে দারুণ খুশিও হয়েছিলো। একে অন্যেকে মোবারকবাদ জানাচ্ছিলো তারা।

ঐ সময়ে তাদের পঁচিশজন ছিলো ট্রেইনিং ক্লাসে। কাউকে কোনো প্রশ্ন করার অনুমতি দেয়া হতো না। এমনকি একে অন্যের সাথে দরকারের বাইরে কথা বলাও ছিলো নিষিদ্ধ। তারপরও পঁচিশজনের দলটি সুযোগ পেলেই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফিসফাস করে কথা বলতো। এভাবে তারা অনেকেই অনেকের কথা জেনে যায়।

একটু পর বুজুর্গও চলে এলো আরো দুটো ব্যাক-প্যাক নিয়ে। তারপর কাফ্ফা আর ওয়াসি চলে এলো বাকি চারটা ব্যাক-প্যাকসহ। তাদের দশজনকে এক সারিতে বসিয়ে দিয়ে প্রত্যেককে একটি করে ব্যাক-প্যাক বুঝিয়ে দেয়া হলো।

প্রতি ব্যাগে একটি একে-৪৭ রাইফেল, দুশো বুলেট, দুটো ম্যাগাজিন, মাকারভ পিস্তল, চায়নার সরকারি অস্ত্র নির্মাতা কোম্পানি নরিনকোর টাইপ-৮৬ মডেলের আটটি হ্যান্ড-গ্রেনেড, এককেজি আরডিএক্স এক্সপ্লোসিভ, ডেটোনেটর এবং মিনারেল ওয়াটারের বোতল আর কিছু শুকনো খাবার আছে। প্রতিটি জিনিসের ব্যবহার করার ট্রেইনিং তাদের দেয়া হয়েছে দীর্ঘ তিনমাস ধরে সুতরাং নতুন করে বুঝিয়ে বলার কিছু নেই।

মুজাহিদের পাশে বসা ইসমাইলের ব্যাগে বাড়তি একটা জিনিসও আছে : একটি সেলফোন। একটু পর বাকিরা বুঝে গেলো দশজনের দলে পাঁচটি জুড়ির কাছেই একটি করে সেলফোন দেয়া আছে। ওগুলো ব্যবহার করবে সিনিয়ররা।

"সবাই সবার ব্যাগ তুলে নাও," বুজুর্গ বললো। "আজকে তোমরা এখানেই থাকবে।

"আমরা রওনা দেবো কখন?" ফাহাদুল্লাহ জানতে চাইলো।

"এখন থেকে যেকোনো সময়।"

*

তিনদিন হোটেলে বন্দী হয়ে বিরক্তিকর সময় পার করে হাঁপিয়ে উঠলো সে। হোটেলের বাইরে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে এদিক ওদিক হাঁটাহাঁটি করে একঘেয়েমি কাটানোর চেষ্টা করেছে কিন্তু খুব একটা কাজ হয় নি। তার কাছে মনে হচ্ছে করাচি মিশনটার সময় আরো বেড়ে যাবে। সম্ভবত বিশ-পঁচিশদিনের মতো থাকতে হতে পারে এখানে। এরকম আরো কিছু নিষ্ফলা দিন অতিবাহিত করতে হবে হয়তো। তবে তিনটা দিন হাতে পেয়ে অন্যভাবে কাজে লাগিয়ে নিয়েছে। অনেকদিন পর সকালে উঠে জগিং আর হোটেলের জিমে গিয়ে এক্সারসাইজ করেছে। কে জানে, করাচির মিশনে হয়তো এগুলোর দরকার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হতে পারে।

যাহোক, অবশেষে মঙ্গলবার পরিস্থিতি একটু ভালো হলে বিকেলের আগেভাগে জাভেদকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। তবে ছেলেটাকে আগেই বলে দিয়েছিলো, গাড়িতে যেনো পিস্তল না রাখে। আপাতত তার কোনো দরকার নেই।

চুপচাপ গাড়ি চালাচ্ছে জাভেদ। আজ তার মুখে খুব একটা কথা নেই। সম্ভবত করাচি নিয়ে গর্ব করার মতো কিছু বলার নেই এখন।

"এ নিয়ে দু-বার বেঁচে গেলাম," বেশ গম্ভীর কণ্ঠে বললো জাভেদ ওয়ার্সি।

রিয়ার-মিররে তাকালো বাস্টার্ড। "প্রথমটাও কি আত্মঘাতি বোমা হামলা ছিলো?"

মাথা ঝাঁকালো ছেলেটি। "না। গত ইলেকশানের সময় আমার নেতার উপরে হামলা চালিয়েছিলো কিছু সন্ত্রাসী। আমি তখন নেতার সঙ্গেই ছিলাম।"

বাস্টার্ড চুপ মেরে রইলো। পাকিস্তানের মতো দেশে এটা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। পত্রিকায়, টিভি নিউজে এরকম খবর সেও দেখেছে।

"করাচির পরিস্থিতি তো ভালো না...আলীর ডিসকো কি বুধবার খুলবে?" সে জানে ডিসকো খোলা থাকে রবি থেকে বুধবার।

"ইয়াসিনের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে...ও বললো বুধবার ডিসকো খুলতে পারে, তবে এন্ট্রির ব্যাপারে একটু কড়াকড়ি করা হবে। একদম পরিচিত লোকজন ছাড়া কাউকে ঢুকতে দেয়া হবে না।"

"ঐদিন আমি কি ঢুকতে পারবো?"

ছেলেটা হাসলো। "আলবৎ। ইয়াসিন আছে না।"

আশ্বস্ত হলো সে। জাভেদ ছেলেটা বেশ কাজে দিচ্ছে। এরকম একজন রিসোর্স ছাড়া এই অপারেশনটি করার কথা চিন্তাই করা যেতো না। শুটার সামাদ যদি এর খোঁজ না দিতো তবে কাজটা ফিরিয়ে দিতে হতো তাকে।

"ভাই, যাবো?"

জাভেদের কথায় সম্বিত ফিরে পেলো সে, আস্তে করে বললো, "হ্যা। চলো।"

তাদের গাড়িটা গুলজার-এ-হিজরির দিকে এগিয়ে গেলে তার কাছে মনে হলো, ওখানে গিয়ে আরেকটি হতাশাজনক দিন পার করতে হতে পারে। তবে এ মুহূর্তে ওখানে যাওয়া ছাড়া আর কিছু করার নেইও।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৪০

২৩শে নভেম্বর, বুধবার
করাচি বিচসংলগ্ন এলাকা

আজ থেকে দু-মাস আগে করাচির এরকমই একটি সৈকতের তীরে মুজাহিদ কিছুদিন মাছ ধরার ট্রলারে কাজ করেছে। রাতের অন্ধকারে তার কাছে মনে হলো এটা বুঝি আগের সেই জায়গাটাই কিন্তু নিশ্চিত হতে পারলো না।

একটু আগে রাত দশটার পর হাসপাতাল থেকে কালো রঙের মাইক্রোবাসে করে তাদের দশজনকে মালসামানসহ এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। রওনা দেবার আগে তাদের সবাইকে গোসল করিয়ে তওবা পড়ায় বুজুর্গ। তারপর প্রত্যেককে ভিটামিন ইনজেকশন দেয়া হয়। শেষে নরম আর আর্দ্র হয়ে সবাইকে বুকে জড়িয়ে বিদায় জানায় সে। তারা সবাই জানে এটাই বুজুর্গের সাথে তাদের শেষদেখা। সত্যি বলতে এখন থেকে তারা যেটাই করবে সেটাই হবে তাদের এই ছোট্ট জীবনের সর্বশেষ কাজ!

রাতের অন্ধকারে আরব-সাগরের ঢেউয়ের গর্জন সম্মোহনের মতো কাজ করছে যেনো। দশজন যুবক তেমন কথাবার্তা বলছে না। একটা ঘোরের মধ্যে আছে সবাই। ওদের পিঠে যে ভারি ব্যাক-প্যাক আছে সেটার ওজন টেরই পাচ্ছে না। ওদের কাছে তুচ্ছ এই জিন্দেগির বোঝাই এখন বেশি ভারি! আর সেই ভার থেকে খুব জলদিই মুক্তি পাবে।

ইসমাইল ভায়ের দিকে তাকালো মুজাহিদ। তার মুখ পাথরের মূর্তির মতোই নির্বিকার। চুপচাপ পকেটে দু-হাত ঢুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আরব-সাগরের দিকে মুখ করে। তাদের দলের সবার অবস্থাই প্রায় একই রকম। কোনো প্রশ্ন করছে না, যে কাজের জন্য তাদেরকে দীর্ঘদিন প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে তার জন্য অপেক্ষা করছে শুধু।

আরব-সাগর থেকে ভেসে আসা ঠাণ্ডা বাতাস দশজন নিশ্চল যুবকের চোখেমুখে ঝাপটা মেরে যাচ্ছে, মাথার চুলগুলো এলোমেলো করে দিচ্ছে কিন্তু কাউকে বিন্দুমাত্রও টলাতে পারছে না। তাদের সঙ্কল্পের মতোই অটল তারা। মুজাহিদ জোর করে নিজেকে বাকি নয়জনের মতো অটল রাখার চেষ্টা করলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একটু পর আরো তিনটি গাড়ি চলে এলো সেই নির্জন সৈকতে। ছয়জন বলশালী লোক দৃঢ়ভাবে এগিয়ে এলো তাদের দিকে। যে দু-জন লোক তাদেরকে এখানে নিয়ে এসেছে সেই কাফা আর ওয়াসি সম্ভ্রমের সাথে নতুন আসা একজনকে সালাম ঠুকে চুপচাপ একপাশে সরে গেলো।

"আসসালামালাইকুম ওয়া-রাহমাতুল্লাহ্," চাপদাড়ি আর মাঝারি উচ্চতার একজন তাদের সামনে এসে বললো।

দশজনের সবাই সালামের জবাব দিলো বিড়বিড় করে।

"উনি মীর...আমাদের কমান্ডারের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠজন," কাফা পরিচয় করিয়ে দিলো।

দশজনের সবাই সম্ভ্রমের সাথে তাকালো সাদামাটা দেখতে লোকটার দিকে। এই নামটা তারা বেশ কয়েকবার শুনেছে, তাদের অপারেশনের দায়িত্বে আছে এই লোক, তবে এর আগে কখনও একে চোখে দেখে নি, যেমনটা দেখে নি মেজর জেনারেলকে।

"ভায়েরা আমার," আস্তে করে বললো মীর, "আপনারা যে মহান উদ্দেশ্যে আজ জান-কোরবান করতে প্রস্তুত হয়েছেন তার জন্য আমি আপনাদেরকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি।" একটু থেমে আবার বললো সে, "আপনাদের খোশনসিবকে আমি হিংসা করি, আবার আপনাদের এই আত্মত্যাগের নিদর্শন দেখে আমি গর্বিতও। আমি জানি আপনাদের বেশি কথা বলার দরকার নেই। কি করতে হবে কিভাবে করতে হবে সেটা আপনারা আমার চেয়ে কোনো অংশেই কম জানেন না। দীর্ঘদিনের কঠিন সাধনার পর আজ আপনারা যে নিয়তে দরিয়া পাড়ি দিচ্ছেন তাতে যে সফল হবেন সে-ব্যাপারে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই।" গভীর করে দম নিয়ে নিলো মীর। "আপনারা এক একজন ফেদেইন...আমৃত্যু লড়াই করার জন্য প্রস্তুত! আপনারা পেশাদার কোনো সৈনিক নন। সরকারের কাছ থেকে বেতন নিয়ে যারা অস্ত্র ধরে তাদের সাথে আপনাদের তুলনা করাটাও কবিরা গুনাহ্।"

দশজনের মুখের দিকে তাকালো মীর। মানুষ চিনতে তার কখনও ভুল হয় না, সেজন্যেই এতো অল্প বয়সে আজ এতোটা অর্জন করতে পেরেছে। সে জানে এই দশজন যে কাজ করতে যাচ্ছে সেটা দুনিয়া কাঁপিয়ে দেবে। বিস্ময়ে বিমূঢ় করে দেবে কাফিরদের।

"মনে রাখবেন, আমি...আমরা সবাই আপনাদের সাথে আছি। তারচেয়েও বড় কথা, মহান আল্লাহ্পাক আপনাদের সাথে আছেন। উনি

www.BanglaBook.org

আপনাদের জেহাদের সুকঠিন পথ পাড়ি দিয়ে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে নিয়ে যাবেন। ইসলাম আর তার আল্লাহ্‌র জন্য জীবন দেয়ার চেয়ে মহান কিছু আর নেই!"

কথা শেষে করে কয়েক মুহূর্ত চুপ মেরে রইলো মীর। "খোদা হাফেজ!"

তারপর এক এক করে দশজনের সাথে কোলাকুলি করলো। প্রত্যেককে বুকে জড়িয়ে ধরে পিঠে আল্‌তো করে চাপড় মারলো সে।

মীর আর তার সঙ্গে আসা দু-জন দেহরক্ষী নিয়ে চলে গেলেও তিনজন বলশালী লোক থেকে গেলো। রাত এগারোটার দিকে তাদের সবাইকে একটা ইনফ্ল্যাটাব্‌ল বোটে করে সাগরের বুকে নোঙর করা ট্রলারে তুলে দেয়া হলো দু-দফায়। রাতের অন্ধকারে ট্রলারটি ভালোমতো দেখতে না পেলেও মুজাহিদের কেনজানি মনে হলো এই ট্রলারটি সে আগেও দেখেছে।

সাড়ে এগারোটার একটু আগে কাফা, ওয়াসি আর নতুন আসা তিনজন লোককে নিয়ে তাদের ট্রলারটি রওনা দিলো গহীন অন্ধকারে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৪১

গতকাল মঙ্গলবার বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিরক্তিকর কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে হোটেলে ফিরে এসেছিলো বাস্টার্ড। মওলানার বাড়ি যেনো পরিত্যাক্ত দূর্গ। কাউকে ঢুকতে কিংবা বের হতে দেখা যায় নি। তার মনে হচ্ছে মওলানা সম্ভবত অসুস্থ। বয়স হয়েছে, একটু আধটু অসুখ-বিসুখ থাকতেই পারে।

তবে আশার কথা সকালে জাভেদ ফোন করে জানিয়েছে আলীর ডিসকো আবার খুলছে আজ থেকে। সেজন্যে বুধবার বিকেলের পর আর গুলজার-এ-হিজরিতে গেলো না। ওখানে গিয়ে লাভ নেই। মওলানা আবার অফিসে যেতে শুরু না করলে রেকি করে কোনো লাভ হবে না।

ব্যায়াম করে, সাঁতার কেটে লাঞ্চ করলো হোটেলের নিজস্ব রেস্টুরেন্টে। দুপুরের পর আশেপাশে একটু হাটাহাটি করে বিকেলে রুমে এসে বিশ্রাম নিলো সে।

জাভেদ ওয়ার্সি এলো সন্ধ্যা সাতটার পর। সময়ক্ষেপন না করে রওনা দিলো আলীর ডিসকোর উদ্দেশ্যে। ওখানে গিয়ে দেখতে পেলো সত্যি সত্যি বেশ কড়াকড়ি করা হয়েছে। মেইনগেটের সামনে থেকে ইয়াসিনকে ফোন দিলো জাভেদ, ওর রেফারেন্স নিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দিলো তাকে।

ডিসকোর ভেতরে লোকজন ফুর্তিতে ডুবে আছে। দিন-দুনিয়ার কোনো খবর রাখাটা যেনো এখানকার নিয়মের মধ্যে পড়ে না। এখানে একটাই মটো–খাও-দাও-ফুর্তি করো!

অনেকক্ষণ বসে বসে বিয়ার খাওয়ার পরও আইনাতের দেখা মিললো না। এমনকি এখানকার মূল আর্কষণ আলীরও কোনো খবর নেই। তার পাশে বসা কেউ একজন নীচুস্বরে বললো, আলী আজ আসবে না। হতাশ হয়ে বসে রইলো সে। ডিসকোতেও আজ লোকজন একটু কম তবে তাদের উন্মত্ততায় ভাটা পড়ে নি। ডান্সফ্লোর দাপিয়ে বেড়াচ্ছে বেশ কিছু নর-নারী। নাচের ছুতোয় তারা একে অন্যের শরীর স্পর্শ করছে প্রকটভাবে। এসব দেখতে দেখতে রাত প্রায় সাড়ে আট'টা বেজে গেলো কিন্তু আইনাতের খবর নেই। অবশেষে যখন ঠিক করলো ডিসকো থেকে বের হয়ে যাবে তখনই দেখতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পেলো মওলানার মেয়েকে। আশার কথা, আজ সে একা!

আলী নেই। আইনাতও একা! বাস্টার্ড এটাকে দারুণ সুযোগ মনে করলো। কয়েক মুহূর্ত আগেও ভেবেছিলো আরেকটি ব্যর্থ দিন অতিবাহিত করতে যাচ্ছে।

আবারো নিজের আসনে ফিরে এলো সে। খুব সহজেই চোখে পড়ে গেলো মেয়েটার। দূর থেকে তাকে দেখে হাই জানালো। সেও জবাব দিলো হাত তুলে। মুখে হাসি এঁটে মেয়েটা চলে এলো তার কাছে।

"তুমি এখনও আছো?" তার পাশে এসে বসলো আইনাত।

"কেন, আমাকে এক্সপেক্ট করো নি?"

"আরে না...তুমি তো বেশি রাত পর্যন্ত থাকো না, তাই বলছিলাম।"

"তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।"

ভুরু তুললো আইনাত।

"সত্যি। নইলে কি এতোক্ষণ থাকি? বসে বসে বোর হয়ে গেছি।"

"তাহলে চলো...আর অপেক্ষা করে কী লাভ!"

তার হাতটা ধরে ডান্সফ্লোরে টেনে নিয়ে গেলো মেয়েটি। দ্রুতলয়ের সঙ্গিতের তালে তালে নাচতে শুরু করলো। ডান্সফ্লোরে উঠলেই সে বদলে যায়। অগত্যা বাস্টার্ডকেও হাত-পা দুলিয়ে মেয়েটার সাথে তাল মেলাতে হলো।

"আগে একটু পান করে নিলে ভালো হতো না?"

আইনাত কোনো জবাব না দিয়ে নাচতে লাগলো।

"আমি ড্রিঙ্ক করার কথা বলছিলাম।"

"বুঝেছি..." তার হাত ধরে ফ্লোরের মাঝখানে নিয়ে গেলো মেয়েটি। "কিন্তু আমার এখন ভীষণ নাচতে ইচ্ছে করছে...এ কয়দিন বাড়িতে থাকতে থাকতে বোর হয়ে গেছি। হরিবল লাইফ!"

মুচকি হাসি দিয়ে বাস্টার্ড তার সাথে নেচে গেলো, তবে চোখ বুলালো চারপাশে। আইনাতের পরিচিত যে সার্কেলটা আছে তাদের কেউ আশেপাশে আছে কিনা। এদের খপ্পর থেকে মেয়েটাকে দূরে রাখতে হবে। নইলে ওরা এসে ছিনিয়ে নেবে ওকে। তার ভাগ্য আজ ভালো, আইনাতের পরিচিত একটা মুখও দেখতে পেলো না ডিসকোর ভেতরে।

কিন্তু বারো শ' মাইল দূর থেকে আসা লোকটির ধারণাই নেই একটু দূরে এক যুবক তাদের দিকে কড়া নজর রাখছে!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

*

আরব-সাগরের বুকে বেশ ধীর গতিতে ছুটে চলেছে কুবের নামের একটি ট্রলার। এরকম অসংখ্য ট্রলার মুম্বাইর জেলেপল্লীর অভিমুখে ছুটে যাচ্ছে এখন। তিন-চারদিনের সমুদ্র অভিযানে প্রচুর মাছ নিয়ে ফিরে আসছে তারা। কারো পক্ষে বোঝার কথা নয় কুবের-এর উদ্দেশ্য কি!

ঘড়ির কাঁটায় এখনও রাত ন-টা বাজে নি। আরব-সাগরের উপরে নেমে এসেছে রাতের গাঢ় অন্ধকার। সেই অন্ধকারে আলোঝলমলে মুম্বাই নগরীর উপকূল চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে। ক্রমশ কাছে এগিয়ে আসছে প্রাণ-চাঞ্চল্যে ভরপুর শহরটি।

ইসমাইলের পাশে দাঁড়িয়ে থেকে বিস্ময়ে চেয়ে চেয়ে দেখছে মুজাহিদ। সিনেমায় এ শহরটি অসংখ্যবার দেখেছে কিন্তু সমুদ্রের বুক থেকে রাতের অন্ধকারে কখনও দেখা হয় নি। তার কাছে মনে হচ্ছে সিনেমার চেয়েও শহরটি দেখতে বেশি আলোকিত।

ইসমাইলের দিকে তাকালো সে। তার মতোই একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে উপকূলের দিকে। একটু আগে কুবের-এর কাপ্তানকে সরিয়ে দিয়ে ট্রলারের হাল ধরেছে সে। তাদের দশজনের দলে বাদা আর ফাহাদুল্লাহ নামে যে দু-জন আছে তারা এখন ব্যস্ত ইনফ্ল্যাটাব্‌ল বোটটা প্রস্তুত করতে। আরো অনেক কিছুর সাথে এটা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে তারা। আবু আলী আর সোয়েব নামের দু-জন ট্রলারের পাটাতনের নীচে কুবের-এর কাপ্তানকে জবাই করছে। ট্রলারটা ছিনতাই করার পরও এই লোকটাকে তারা বাঁচিয়ে রেখেছিলো কেবলমাত্র মুম্বাই পর্যন্ত পথ দেখিয়ে নিয়ে আসার জন্য। এখন আর তার কোনো দরকার নেই। ট্রলারের বাকি লোকজনকে তাদের সঙ্গে আসা কাফা আর ওয়াসিসহ লস্করের অন্য তিনজন আল-হোসাইনী ট্রলারে তুলে নিয়ে চলে গেছে। গতকালই ওদের সবাইকে কাপ্তানের মতো পরিণাম ভোগ করতে হয়েছে সম্ভবত।

ইসমাইলের পাশে দাঁড়িয়ে থাকলেও মুজাহিদ কোনো কথা বলছে না। সময় যতো ঘনিয়ে আসছে তার অস্থিরতা ততোই কমে যাচ্ছে। আগের মতো আর বকবক করছে না। যেনো একটা ঘোরের মধ্যে চলে গেছে সে।

গতপরশু রাতে লস্করের লোকজন তাদেরকে নিয়ে একটা ট্রলারে ওঠে। রাতের অন্ধকারে সে দেখতে পায় নি ট্রলারটার গায়ে কি লেখা ছিলো। গতকাল যখন কাফা আর ওয়াসির নেতৃত্বে তারা সবাই কুবের-কে ছিনতাই

www.BanglaBook.org

করে সেটা দখল করে নেয় তখনও সে জানতো না করাচি থেকে কোন্ ট্রলারে করে এতোটা পথ চলে এসেছে। কিন্তু কুবের-এ ওঠার পর কাপ্তান ছাড়া বাকি খালাসি আর জেলেদের বন্দী করে যখন ঐ পাঁচজন তাদেরকে শেষবিদায় জানিয়ে ট্রলারটা নিয়ে চলে যায় তখন মুজাহিদ দেখে ওটার গায়ে লেখা আল-হোসাইনী।

এই ট্রলারে করেই তো সে মাছ ধরার কাজ করেছে!

কথাটা ইসমাইলকে বলেছিলো, কিন্তু সে কিছুই বলে নি। যেনো এটা কোনো বিষয়ই না।

"আমি আর আপনি একসাথেই তো থাকবো...তাই না, ইসমাইলভাই?"

"হুম।" নির্বিকারমুখে জবাব দিলো ইসমাইল। "এখানে দাঁড়িয়ে না থেকে ওদের সাথে হাত লাগা...আমরা এক্ষুণি রওনা দেবো।"

মুজাহিদ দেখলো ট্রলারের ইঞ্জিন বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। গতি হারিয়ে আরব-সাগরের বুকে দুলতে শুরু করেছে।

আবু ইসমাইল মুজাহিদের গালে আল্‌তো করে চাপড় মেরে বললো, "জলদি কর্, আজমল।"

আজ অনেকদিন পর আজমল আমের কাসাব নিজের আসল নামটা শুনতে পেলো।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৪২

একটানা অনেকক্ষণ ধরে নাচার অভিজ্ঞতা নেই তার। আইনাতের পাল্লায় পড়ে ডান্সফ্লোরে নেচে-টেচে ক্লান্ত হয়ে পড়লো বাস্টার্ড।

এখন ঘরের এককোণে সোফায় বসে বিশ্রাম নিচ্ছে সে। সারা শরীর ঘেমে একাকার। দম ফুরিয়ে হাপাচ্ছে। অবাক হয়ে দেখছে, আইনাত এখনও ডান্সফ্লোরে নেচে যাচ্ছে। ফ্লোর ছাড়ার আগে ওকে বলেছিলো একটু বিরতি দিতে, মেয়েটা সে-কথা কানেই তোলে নি। বুঝতে পারছে, এই মেয়ে লন্ডনে থাকার সময় নিয়মিত নাইটক্লাব আর ডিসকোতে যেতো।

দুটো বিয়ার নিয়ে ইয়াসিন যোগ দিলো তার সাথে। একেবারে মোক্ষম সময়ে বিয়ার নিয়ে এসেছে সে। খুব তেষ্টা পেয়েছিলো তার।

"নিন, তওফিক ভাই," একটা বিয়ার তার দিকে বাড়িয়ে দিলো জাভেদের জ্ঞাতিভাই। "এটা আমার তরফ থেকে।"

"থ্যাঙ্কস," বিয়ারটা হাতে নিয়েই খুলে ফেললো। ঢক ঢক করে পান করে নিলো কিছুটা।

"আজকে লোকজন কম বলে আমার কাজের চাপও কম," নিজের বিয়ারে চুমুক দিতে দিতে বললো ইয়াসিন। "তাই ভাবলাম, একটু মেহমানদারি করে আসি।"

হাসলো বাস্টার্ড। "শুকরিয়া।"

"বাহ্, আপনি তো ভালোই উর্দু পারেন।"

"আপনার ভাই জাভেদের সঙ্গে থেকে এ ক-দিনে একটু আধটু শিখেছি। সত্যি বলতে, আমি আসলে হিন্দি দিয়ে কাজ চালাচ্ছি এখানে। উর্দু খুব কঠিন মনে হয় আমার কাছে।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো ইয়াসিন। "জাভেদের মতো আমরাও মোহাজের...বাড়িতে হিন্দি বলি। সুতরাং কোনো সমস্যা নেই। আপনি হিন্দিই বলেন।"

"থ্যাঙ্কস অ্যাগেইন।"

বিয়ারে চুমুক দিলো ছেলেটা। "কেমন লাগছে আমাদের ডিস্কো?"

"গ্রেট," বললো সে। "খুবই সুন্দর পরিবেশ।"

"কাউকে বাগাতে পারলেন?" চোখ টিপে বললো ইয়াসিন। "এখানে কিন্তু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একলা মেয়েমানুষ প্রচুর আসে।"

বিয়ারটা দিয়ে কপালে টোকা মেরে বললো, "এখনও সেই সৌভাগ্য হয় নি।"

"আহ্," আফসোসের সুরে বললো জাভেদের ভাই। "এরকম হ্যান্ডসাম একজন যদি এ কথা বলে তাহলে কেমনে?"

"সত্যি বলছি, এখনও কপাল খোলে নি।"

"চেষ্টা করেন...পেয়ে যাবেন।" আবারো বিয়ারে চুমুক দিলো সে। "নাকি করাচির মেয়ে পছন্দ হচ্ছে না? বিলাতি মেম দেখতে দেখতে রুচি পাল্টে গেছে?"

হাসতে হাসতে মাথা দোলালো বাস্টার্ড। "তা নয়। আসলে একজনের ব্যাপারে আগ্রহ তৈরি হয়েছে কিন্তু সুবিধা করতে পারছি না।"

ভুরু কপালে তুললো ইয়াসিন। "আমাকে বলা যাবে?"

"শিওর। ঐ যে...আপনাদের রেগুলার কাস্টমার," ফ্লোরে নাচতে থাকা আইনাতকে দেখিয়ে বললো সে।

"ও," প্রশংসার সুরে বলে উঠলো ছেলেটি। "ওর পেছনে তো অনেকেই ঘুরছে। আলীর সাথে দারুণ খাতির।"

ইয়াসিন মওলানার মেয়ে আইনাতকে চিনতে পেরেছে দেখে বাস্টার্ড খুশিই হলো। সম্ভবত ওর কাছ থেকে কিছু তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

"কারো সাথে চক্কর আছে নাকি?"

"মনে হয় সিঙ্গেলই আছে। সবাইকে তো বেশ নাচায়...খুব কঠিন জিনিস।"

"ওর সম্পর্কে কিছু জানেন?"

"তেমন কিছু না...তিন-চার মাস ধরে এখানে আসছে। শুনেছি লন্ডনে থাকতো। এর বেশি কিছু বলতে পারবো না।"

নতুন কোনো তথ্য নেই। এটা সেও জানে।

"আপনার সাথে তো মনে হয় কথাবার্তা হয়...তাই না?"

এটা অস্বীকার করলো না সে। ইয়াসিন নিশ্চয় আইনাতের সাথে তাকে কথা বলতে দেখেছে। "হ্যা।"

"লেগে থাকুন...কাজ হয়ে যেতে পারে," বলেই চোখ টিপে দিলো। "আমি এখন উঠি। এনজয় করেন, ভাই। পরে কথা হবে।"

"শুকরিয়া, ইয়াসিন ভাই।"

জাভেদের ভাই লিকার রুমে চলে যেতেই ডান্সফ্লোরের দিকে তাকালো সে। আইনাতকে দেখা যাচ্ছে না। মেয়েটা গেলো কোথায়? একটু আগেও তো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নাচতে দেখেছে। অস্থির হয়ে উঠলো সে। চারপাশে চোখ বুলিয়েও তার দেখা পেলো না। তাহলে কি তাকে না বলেই চলে গেলো? হতাশ হয়ে যে-ই না উঠতে যাবে অমনি দেখতে পেলো ওয়াশরুম থেকে বের হয়ে আসছে আইনাত। এবার ডান্সফ্লোরে আর গেলো না সোজা চলে গেলো ঘরের অন্যপাশের সোফাগুলোর দিকে।

বাস্টার্ড উঠে চলে গেলো লিকার রুমে। একটু পর ফিরে এলো এক বোতল হুইস্কি আর দুটো গ্লাস নিয়ে।

"অনেক নাচলে দেখি," আইনাতের পাশের সোফায় বসতে বসতে বললো সে।

তাকে দেখতে পেয়ে প্রসন্ন হাসি দিলো মেয়েটি। "ও, তুমি এখনও আছো!"

"ম্যাডামকে সার্ভিস দেবার জন্য," বলেই বোতলটা বাড়িয়ে দিলো।

"থ্যাঙ্ক গড!" হাফ ছেড়ে বাঁচলো যেনো। "নাচতে নাচতে ক্লান্ত হয়ে গেছি...এটাই চাচ্ছিলাম।"

"আমার মনে হয় গড এই জিনিস তোমার জন্য বয়ে আনে নি!"

কথাটার মানে বুঝতে পেরে হেসে ফেললো আইনাত। "ও সরি!" তার পর হাসতে হাসতে বললো, "থ্যাঙ্ক ইউ, তওফিক।"

"ইউ আর ওয়েলকাম," বলেই গ্লাসটা বাড়িয়ে দিলো এবার।

বোতলটা খোলাই আছে, আইনাত সেটা থেকে তাদের দু-জনের জন্য হুইস্কি ঢেলে দিলো।

"চিয়ার্স," হুইস্কিপূর্ণ গ্লাসটা বাড়িয়ে ধরলো মেয়েটি।

"চিয়ার্স।"

ঢক ঢক করে পান করলো আইনাত, তবে বাস্টার্ড ছোট্ট একটা চুমুক দিলো কেবল। "তোমার স্ট্যামিনা দেখে আমি অবাক। এর অর্ধেকও আমার নেই।"

"ইচ্ছের বিরুদ্ধে নাচলে অল্পতেই হয়রান হয়ে যাবে, কিন্তু প্রাণ খুলে নাচলে সহজে ক্লান্ত হবে না।"

বাস্টার্ড জানে কথাটা সত্যি। এ নিয়ে আর কিছু বললো না। "আলী আজ আসবে না?" প্রসঙ্গ পাল্টালো সে।

বাঁকা চোখে তাকালো আইনাত। "ওকে মিস্ করছো নাকি?"

হাত নেড়ে বললো, "আরে না। আমি স্ট্রেইট! আলীকে মিস্ করবে ওরা...ঐ যে, মিঃ পোলো।" ডান্সফ্লোরে পোলো শার্ট পরা এক যুবককে দেখিয়ে বললো সে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মুখ টিপে হাসলো আইনাত। "ও কি তোমাকেও নক্ করেছিলো নাকি?"

"বলতে পারো আমার কপাল খারাপ। তবে তার ভাগ্যও যে ভালো ছিলো সেটা বলার উপায় নেই। ও আমার ব্যবহারে খুব হতাশ হয়েছে মনে হয়।"

"হা-হা-হা।" আবারো প্রাণখোলা হাসি দিয়ে উঠলো আইনাত। "এখানে খুব কম পুরুষই আছে যাকে ও নক্ করে নি। ওর ধারণা করাচির বেশিরভাগ পুরুষ ওর মতোই।"

মুচকি হাসলো সে। "ও কি এখানে পার্টনার খোঁজার জন্য আসে?"

"অবশ্যই," বলেই চুলগুলো ঠিক করে নিলো। "যারা একা তারা তো এখানে সঙ্গ পাবার জন্যই আসে।"

"আমার মতো?"

আইনাত তার দিকে ভুরু কুচকে তাকালো। "তাই?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো সে।

"তোমার হাতটা একটু দেখি।"

বাস্টার্ড বুঝতে পারলো না। "কি?"

"তোমার হাতটা।"

আইনাতের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো সে।

মুচকি হেসে তার হাতে আল্তো করে চিমটি কেটে দিলো মেয়েটি। "আমিও।"

এবার অট্টহাসি দিলো মিঃ তওফিক আহমেদ। "তুমি তো খুব মজার।"

হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিয়ে বললো আইনাত, "করাচিতে ক-দিন আছো?"

"যে ক-দিন ভালো লাগে।"

ঠোঁট উল্টালো মেয়েটি। "গুড। আচ্ছা, তুমি কি করো?"

"ডকুমেন্টারি ফিল্মমেকার।"

"ওয়াও!" কৃত্রিম বিস্ময় দেখালো মওলানার মেয়ে। "কোথায় কাজ করো?"

"ফ্রি-ল্যান্সার। তবে ডিসকভারি আর জিওগ্রাফিতেই বেশিরভাগ কাজ ব্রডকাস্ট হয়," মিথ্যেগুলো বেশ ভালোভাবেই চালিয়ে যেতে পারলো। এরজন্যে অবশ্য আলীকে কৃতিত্ব দিতে হয়। "ইউরোপের আরো কিছু দেশেও কাজ করেছি।"

"দারুণ।" একটু থেমে আইনাত বললো, "ও, মনে পড়েছে...ঐদিন আলী মনে হয় এরকম কিছুই বলেছিলো...কিন্তু যতোদূর মনে পড়ে তুমি বোধহয় অস্বীকার করেছিলে, না?"

কপাল চুলকালো সে। "সত্যি বলতে, অস্বীকার করতে বাধ্য হয়েছি।"

www.BanglaBook.org

"কেন?" বিস্মিত হলো মেয়েটি।

"আসলে কয়েক মাস আগে আমার ছোটোভাই এখানে এসে সম্ভবত আলীর সাথে দারুণ চালিয়ে গেছিলো...ও আবার আমার মতো স্ট্রেইট না।"

মুখে হাতচাপা দিয়ে কৃত্রিম অবাক হবার ভান করলো আইনাত। "তাই নাকি?"

মুচকি হেসে মাথা নেড়ে সায় দিলো বাস্টার্ড। "তুমি কি করো?" দ্রুত তথ্য আহরোনের দিকে চলে গেলো সে।

কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিলো মেয়েটি। যেনো বলতে সঙ্কোচ হচ্ছে। "কিছু না," অবশেষে বললো।

"বুঝতে পেরেছি।"

"কি?"

"পড়াশোনা শেষ করে অনেকেই বুঝতে পারে না কোন্‌টাকে ক্যারিয়ার হিসেবে বেছে নেবে। আমারও এই সমস্যা হয়েছিলো...দেড় বছর নষ্ট করেছি সিদ্ধান্তহীনতায়।"

মলিন হাসি দিলো মেয়েটি।

"এ নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। একটু সময় নিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়াই ভালো।"

"তুমি কি সিঙ্গেল?" প্রসঙ্গ পাল্টে জানতে চাইলো আইনাত।

মুচকি হাসি দিলো সে। "আমাকে দেখে তোমার কি মনে হয়?"

"দেখে কি সব বোঝা যায়?"

"অবশ্যই বোঝা যায়।"

"যেমন?"

"তুমিও আমার মতো সিঙ্গেল।"

মেয়েটা চেয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত। যেনো একটুখানি অবাকই হয়েছে। "তুমি কি করে জানলে?"

"বাহ্, এটা বোঝা কী আর এমন কঠিন। তুমি যদি সিঙ্গেল না হতে তাহলে এখানে একা একা আসতে পারতে? হয় তোমার *হাবি* থাকতো তোমার সঙ্গে নয়তো সে তোমাকে..." কথাটা শেষ না করে হেসে ফেললো। "...পাকিস্তানি স্বামীদের আমি ভালো করেই চিনি। ওরা ওদের বউকে ডিসকোতে যেতে দেবে না। নো ওয়ে!"

BanglaBook.org

হা-হা-হা করে হেসে ফেললো আইনাত। মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, "তুমি তো খুব মজা করে কথা বলো।"

মুখে হাসি এঁটে হুইস্কির গ্লাসে ছোট্ট চুমুক দিলো সে। "আচ্ছা, তুমি আর কতোক্ষণ থাকবে এখানে?"

www.BanglaBook.org

"কেন?"

"এখানে আমার খুব মাথা ধরে যাচ্ছে...কাছে এতো চমৎকার বিচ থাকতে সবাই কেন যে বদ্ধঘরে ফুর্তি করে বুঝি না।"

"তুমি বিচে যেতে চাইছো?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো সে। মওলানার মেয়ে যে ইজি-গোয়িং সেটা বুঝতে পারছে। "তবে একা নয়। একজন সঙ্গি পাওয়া গেলে যেতাম। একা একা বিচে ঘোরার মতো বিরক্তিকর কাজ আর হয় না।"

"উমম...আমি কি এটাকে বিচে যাবার প্রস্তাব হিসেবে ধরে নেবো?"

"অবশ্যই।"

মুখ টিপে আবারো হাসলো আইনাত। "ওকে, যেতে পারি কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারবো না।"

"আধঘণ্টা?"

"হুম...ঠিক আছে।"

"গুড।" হুইস্কির গ্লাসটা রেখে দিলো সে। "তাহলে চলো...আধঘণ্টার একমিনিটও নষ্ট করতে রাজি নই।"

আইনাত হেসে বললো, "কিন্তু এই বোতলটার কি হবে?"

বাম হাতে ধরা হুইস্কির বোতলটার দিকে তাকালো সে। "সঙ্গে করে নিয়ে যাই?"

"আলীর ডিসকো থেকে হুইস্কি-বিয়ার বাইরে নেয়া যায় না।"

"তাই নাকি?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো মেয়েটি। "আলীর নিয়ম।"

"নিয়মটা কি আলীর ঘনিষ্ঠজনদের বেলায়ও খাটে?"

আইনাত মুখ টিপে হেসে তার কাছ থেকে বোতলটা নিয়ে ভ্যানিটি-ব্যাগের ভেতর চালান করে দিলো। "বন্ধুরা সব সময় স্পেশাল। নিয়মের উর্ধ্বে! বুঝতে পেরেছো?"

হেসে বললো সে, "অবশ্যই।"

"তাহলে চলো...আজ রাতে আমি তোমার গাইড।"

"মাত্র আধঘণ্টার জন্য!" আফসোসের সুরে বললো বাস্টার্ড।

খিলখিল করে হেসে উঠলো আইনাত। "চিন্তার কোনো কারণ নেই...আজরাতে কেয়ামত হচ্ছে না।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৪৩

জাভেদ গাড়ির ভেতর থেকেই দেখলো তওফিক আহমেদ এক মেয়েকে নিয়ে ডিসকো থেকে বের হয়ে বিচের দিকে চলে যাচ্ছে। মেয়েটাকে সে চিনতে পারলো। এর আগে ঢাকার লোকটিকে এর সাথেই কথা বলতে দেখেছে। এই মেয়েটার বাড়ির সামনেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তারা দু-জন রেকি করে যাচ্ছে সপ্তাহখানেক ধরে।

তার পাশ দিয়ে যাবার সময় তওফিক আহমেদ তাকে দেখেও না-দেখার ভান করলো। ইঙ্গিতটা স্পষ্ট : জাভেদ গাড়ি নিয়ে এখানেই বসে থাকুক।

প্রেম করার জন্য সমুদ্রসৈকত খুবই ভালো জায়গা। এখানে প্রচুর প্রেমিক-প্রেমিকা আসে রোমান্স করতে। তবে তওফিক আহমেদের চালটা সে বুঝতে পারছে না। লোকটার টার্গেটি কে? মেয়ে নাকি মেয়ের বাপ-ভাই?

জাভেদ গাড়ি থেকে বের হয়ে আরেকটা সিগারেট ধরালো। এ নিয়ে পাঁচটি। তওফিক আহমেদের মধ্যে কিছু একটা আছে—এ কয়দিনে এটা ভালো করেই বুঝতে পারছে সে। ওর পেশা আসলে কি? পেশাদার খুনি, নাকি গোয়েন্দা? তবে তার তার মনে হচ্ছে এই লোক সামাদভায়ের মতোই কোনো কাজে এসেছে এখানে। এসব ভাবতে ভাবতে জাভেদ খেয়ালই করে নি কখন তার পাশে এসে আরেকটা গাড়ি থেমেছে। গাড়ির ভেতরে দু-জন মানুষের কথাবার্তায় তার মনোযোগ আকর্ষিত হলো হঠাৎ করে। ফিরে তাকালো সে। একটা সাদা রঙের প্রোটন সাগার ভেতরে লম্বা-চওড়া এক লোক বসে কানে ফোন চেপে কথা বলে যাচ্ছে উর্দুতে। এই লোকটা ঐ সব অসভ্যদের মতো যারা আস্তে আস্তে কথা বলতে পারে না।

"একটু আগে বাইরে গেছে?"

ড্রাইভিং ডোরের কাঁচ নামানো বলে লোকটার রাগি মুখ স্পষ্ট দেখতে পেলো জাভেদ।

"সঙ্গে একজন ছিলো?" এবার সেই রাগিমুখ তিক্ততায় ভরে উঠলো। কটমট চোখে তাকালো আলীর ডিসকোর দিকে। "ঠিক আছে...আমি আসছি...তুমি ওখানেই থাকো।" বলেই ফোনটা মুঠো করে ধরে নিজের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উরুতে আঘাত হানলো। "খোদার কসম, আজ আমি ওই দুইটাকে খুনই করে ফেলবো!" দাঁতে দাঁত পিষে কথাটা বলেই গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো সে। হনহন করে এগিয়ে গেলো বিচের দিকে।

জাভেদ বোঝার চেষ্টা করলো ঘটনা কি। তার মন বলছে এই লোক তওফিক আহমেদ আর ঐ মেয়েটার ব্যাপারেই কথা বলেছে। কারণ আধঘন্টা ধরে আলীর ডিসকো'তে কিছু লোক প্রবেশ করলেও একটু আগে সামাদ ভায়ের লোকটি ঐ মেয়েকে নিয়ে বের হয়ে আসে, তার একটু পর আরেকজন লোক বের হয়ে এলেও সে বুঝতে পারে নি লোকটা ওদের অনুসরণ করে বিচের দিকে গেছে। এখন মনে হচ্ছে তওফিক আহমেদের পেছনে ফেউ লেগেছে।

জাভেদ সিদ্ধান্তহীনতায় পড়ে গেলো। তবে ভালো করেই জানে পুরোপুরি নিশ্চিত না-হয়ে কিছু করা যাবে না। ঘটনা কোন্ দিকে যায় দেখার জন্য সে অপেক্ষা করাই শ্রেয় মনে করলো।

*

ট্যাক্সি ক্যাবটা চলতে শুরু করতেই আজমলের চোখে পড়লো ওটা।

একটু আগে ইনফ্ল্যাটাবল-বোটে করে মুম্বাইর এক মছুয়াপট্টিতে নেমেছে তারা দশজন। মছুয়াপট্টির কর্মব্যস্ত মানুষগুলো আগ্রহভরে তাকালেও নিজেদের কাজে মন দেয়। ইচরে পাকা এক ছেলে জানতে চেয়েছিলো তারা কোত্থেকে এসেছে, কি চায়—কিন্তু ঐ নাদানটার প্রশ্নের জবাব দেবার প্রয়োজন বোধ করে নি তাদের দলের কেউ। বলতে গেলে নির্বিঘ্নেই তাদের দলটি মুম্বাইয়ে ঢুকে পড়েছে।

পাঁচটি দলে ভাগ হয়ে তারা রওনা দিয়েছে যার যার গন্তব্যে। ইসমাইল আর তার গন্তব্য এখন ছত্রপতি শিবাজি টার্মিনাস—সি.এস.টি নামেই যেটা বেশি পরিচিত।

ইসমাইলের বাহুতে আলতো করে টোকা মেরে ইশারা করলো সে। গাড়ির ড্যাশবোর্ডের উপর বহু পুরনো একটি স্টিকার, সেখানে আরবিতে কিছু লেখা:

লা-ইলাহা ইন্না আন্তা সুবহানাকা ইন্নি কুনতুম মিনাজ্জোয়ালেমিন!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ইসমাইল কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইলো কোরানের আয়াতটির দিকে। তার বুঝতে বাকি রইলো না ড্রাইভার একজন মুসলিম। পাশে বসা আজমলের দিকে তাকালো। একঘণ্টার টাইমিং সেট করে সিটের নীচে আরডিএক্স রাখতে গিয়ে দ্বিধায় পড়ে গেছে সে।

"ভাই, কি করবো?" ফিসফিসিয়ে বলে উঠলো ছেলেটি ।

কয়েক মুহূর্ত ফাঁকা দৃষ্টি নিয়ে বসে রইলো ইসমাইল, তারপর গভীর করে দম নিয়ে চাপাস্বরে বললো, "যেভাবে কথা হয়েছিলো সেভাবেই কাজ কর।" এরপরও বিশ বছরের তরুণের দ্বিধা কাটলো না দেখে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বললো তাকে, "ধর্মের জন্য কখনও কখনও সবই করতে হয়!"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৪৪

রাতের এ সময়ে ক্লিফটন বিচটা অসাধারণ লাগছে তার কাছে। কক্সবাজারের সমুদ্রসৈকতটি দিনের বেলায় যতো ভালোই লাগুক রাতের বেলায় নিরাপত্তাহীনতা প্রকট হয়ে ওঠে, ফলে সৈকতের রাত্রিকালীন সৌন্দর্য উপভোগ করার সুযোগ খুব কম লোকের ভাগ্যেই জোটে। সেদিক থেকে দেখলে বোমার শহর, সন্ত্রাসের জনপদ করাচির এই বিচ রাতের বেলায়ও বেশ জমজমাট। তার মানে এখানকার নিরাপত্তা নিয়ে মানুষ খুব একটা চিন্তিত নয়। অন্তত মসজিদের চেয়ে বিচ অনেক বেশি নিরাপদ! ধর্মের কারণে সৃষ্ট পাকিস্তানের জন্য ব্যাপারটা নির্মম পরিহাসই বটে।

সৈকতের পাশে রেস্টুরেন্ট আর হোটেলগুলো নানা রঙের বাতিতে জীবন্ত হয়ে আছে। ফুডকোর্টগুলো দেদারসে বিক্রি করছে খাবার। বিচে হাটাহাটি করছে প্রচুর মানুষ। কেউ বসে বসে গল্প করছে, অনেকেই আবার উট আর ঘোড়ায় চড়ে সৈকতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিচে বসে কোল্ড ড্রিঙ্কসও পান করছে কেউ কেউ। আইনাত জানালো এইসব কোল্ড ড্রিঙ্কসের বোতলগুলো এক ধরণের কাভার। মদ আর হুইস্কি ভরে পান করছে লোকজন।

"তাহলে আমরাও কি একটু ড্রিঙ্ক করতে পারি?" আইনাতের সাথে হাটতে হাটতে অপেক্ষাকৃত নিরিবিলি জায়গায় এসে বললো বাস্টার্ড।

"আরেকটু সামনে চলো। ওই জায়গাটা বেশ নিরিবিলি। আমাদের তো কোল্ডড্রিঙ্কসের বোতল নেই!"

মুচকি হাসলো সে। চারপাশে তাকালো। তেমন একটা লোকজন নেই। বালির ঢিবির মতো উঁচু একটি জায়গা দেখতে পেলো। ওটার অন্যপাশে বসলে কেউ দেখতে পাবে না। "ওখানে চলো?" জায়গাটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো।

"ওকে।"

মেয়েটাকে নিয়ে ঢিবির পাশে বসে পড়লো বাস্টার্ড।

আইনাত ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে হুইস্কির বোতলটা বের করে বাড়িয়ে দিলো তার দিকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"লেডিস ফার্স্ট!" মজা করে বললো সে।

"ওকে," আর সৌজন্যতা না দেখিয়ে বোতল খুলে ঢক ঢক করে পান করলো মওলানার মেয়ে। "নাও, মিঃ তওফিক।" বোতলটা বাড়িয়ে দিলো তার দিকে।

বোতলটা হাতে নিয়ে রাতের সমুদ্রের দিকে তাকালো সে। প্রমোদতরী, ট্রলার আর জাহাজ ভেসে বেড়াচ্ছে সেখানে। সংখ্যায় অনেক। সমুদ্র থেকে চোখ সরিয়ে আইনাতের দিকে ফিরলো। "সুন্দর।"

"কি?"

"সমুদ্র...এই বিচ...আজকের রাত...আর তুমি!"

"হুইস্কি না খেয়েই এই অবস্থা," হাসতে হাসতে বললো মেয়েটি।

অল্প একটু হুইস্কি পান করলো সে। "নাও," আবারো আইনাতের দিকে বোতলটা বাড়িয়ে দিলো।

তৃষ্ণার্তের মতো পান করে গেলো মেয়েটি।

"তোমার কথা বলো...শুনি..."

"আমার কথা?" বামহাতের উল্টোপিঠ দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বললো আইনাত। "আমার কি কথা জানতে চাও?"

সে কিছু বলতে যাবে অমনি হুট করে দু-জন লোক এসে হাজির হলো তাদের সামনে। একজন বেশ লম্বা-চওড়া, অন্যজন মাঝারি গড়নের। দশাসই লোকটার চোখ দিয়ে যেনো আগুন বের হচ্ছে।

"মাইগড!" অস্ফুটস্বরে বলে উঠলো আইনাত। মদের বোতলটা দ্রুত ব্যাগে ঢুকিয়ে লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো, তার সঙ্গে সঙ্গে বাস্টার্ডও।

"তুম?!" উর্দুতে বললো বিস্মিত মেয়েটি।

তার বুঝতে বাকি রইলো না এই লোকটা আইনাতের পরিচিত।

"ঘাস্তি কে বাচ্চে!"

লোকটা রেগেমেগে উর্দুতে বললেও সে বুঝতে পারলো এটা একটা গালি।

"দাফা হো যাও!" চিৎকার করে বললো মওলানার মেয়ে। "তোমার হিম্মত তো কম নয়...আমাকে ফলো করতে করতে এখানে চলে এসেছো!"

দশাসই লোকটি আইনাতের দিকে তেড়ে আসবে অমনি বাস্টার্ড তার সামনে এসে দাঁড়ালো। "ওর গায়ে হাত দেবে না!" ইংরেজিতেই বললো, বেশ শীতল কিন্তু সিরিয়াস ভঙ্গিতে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিস্ময়ে দু-চোখ বড় বড় করে দাঁতমুখ খিচে বললো পাণ্ডামতো লোকটি, *"বাহেনচোদ!"* তারপর সঙ্গির দিকে তাকালো সে, *"চাওয়াল কে বাচ্চে আংরেজি মারাতা হায়!"* এরপর বাস্টার্ডের দিকে ফিরে উর্দুতে আরো যা বললো তার সম্ভাব্য মানে হতে পারে : কুত্তারবাচ্চা, তোর সাহস তো কম নয়! তুই এখনও এখানে দাঁড়িয়ে আছিস! ভাগ!

"ম্যায়নে কাহা না দাফা হো যাও!" আইনাত আবারো গর্জে উঠলো। "গেট লস্!"

দশাসই লোকটি এবার আর মেজাজ ঠিক রাখতে পারলো না। সজোরে চড় মারার জন্য হাত তুলতেই ক্ষিপ্রগতিতে বাস্টার্ড তার কুচকি বরাবর লাথি মেরে বসলো। ব্যথায় কঁকিয়ে উঠলো সে। বিচি ধরে কিছুটা উপুড় হয়ে গেলো। "মাদারচোদ!" চিৎকার করে বললো যন্ত্রণাকাতর মুখে।

আইনাত আর লোকটার সঙ্গি বিস্ময়ে চেয়ে রইলো বাস্টার্ডের দিকে।

তারপরই ব্যথা আর যন্ত্রণা ভুলে সোজা হয়ে দাঁড়ালো সে। দাঁত খিচে ঘুষি মারতে উদ্যত হলো বাস্টার্ডকে। এক ঝটকায় বাম হাতটা অ্যান্টি-ক্লকওয়াইজ ঘুরিয়ে লোকটার বলশালী হাতটাকে সরিয়ে দিতে পারলো সে। তারপর একবিন্দু সময়ও নষ্ট না করে ডানহাতের তালু দিয়ে দশাসই লোকটার নাক বরাবর আঘাত হানলো।

আঘাতের ধাক্কায় এক পা পিছিয়ে গিয়ে টলতে শুরু করলো লোকটি। মাত্র দুয়েক সেকেন্ড, তারপর বিশাল শরীরটা নিয়ে ধপাস করে বালির মধ্যে পড়ে গেলো সে।

পুরো ব্যাপারটা তিন-চার সেকেন্ড ঘটে গেলো বলে তার সঙ্গি যুবক হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তবে আইনাতের অবস্থা তারচেয়ে করুণ। সে যেনো নিজের চোখকে বিশ্বাসই করতে পারছে না। মুখে হাতচাপা দিয়ে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে।

বাস্টার্ড জানে লোকটা কমপক্ষে পাঁচ মিনিট পড়ে থাকবে এভাবে। নাকের এই আঘাতটি মারাত্মক। যতো বলশালীই হোক, এটা কাটিয়ে উঠতে কিছুটা সময় নেবেই। নিজের থেকে লম্বা-চওড়া কিংবা একাধিক কারোর সাথে মারামারি করার সময় খুব দ্রুতই সে এটা প্রয়োগ করে। বলা বাহুল্য, দারুণ ফল পায়। আজকেও তার ব্যতিক্রম হলো না।

এবার লোকটার সঙ্গির দিকে ফিরলো, কিন্তু তাকে কিছু বলার আগেই ভয় পেয়ে উল্টোদিকে দৌড় লাগালো সে। কিছুটা দূরে গিয়ে একটু থেমে ফিরে

www.BanglaBook.org

তাকালো আবার, ক্ষুব্ধকণ্ঠে কিছু বললেও সেটা বোঝা গেলো না।

"ও কি বললো?" আইনাতের কাছে জানতে চাইলো সে।

"তোমাকে দেখে নেবে।" বিস্ময়ের ঘোরের মধ্যেই বললো মেয়েটি।

মুচকি হেসে বালিতে পড়ে থাকা দশাসই লোকটার দিকে তাকালো। প্রায় অচেতন, নাক দিয়ে গলগল করে রক্তপাত হচ্ছে। ঘোৎঘোৎ শব্দ করছে নিঃশ্বাস নেবার সময়।

"তু-তুমি..." মেয়েটা এখনও ধাতস্থ হতে পারে নি। "...এটা কিভাবে করলে?"

কাঁধ তুললো সে। "এটাকে বলে সেল্‌ফ-ডিফেন্স।"

তারপরও আইনাতের বিস্ময় কাটলো না।

"এখন বলো এই লোকটা কে? আমার ধারণা তুমি ওকে ভালো করেই চেনো।"

আইনাত মুখ খোলার আগেই হুইসেলের শব্দ শোনা গেলো।

"পুলিশ?"

"বিচে প্রচুর পুলিশ আছে," বললো মেয়েটি।

মাই গড! করাচিতে এসে এক পাণ্ডার সাথে মারামারি করে ফৌজদারি কেসে জড়ানোর ইচ্ছে তার নেই। "চলো," তাড়া দিলো আইনাতকে। "জলদি!"

মেয়েটাকে নিয়ে বিচ থেকে দৌড়ে চলে গেলো সে, পেছনে ফেলে গেলো দশাসই লোকটাকে। এখনও নাক দিয়ে সমানে রক্ত বের হচ্ছে। একটু নড়াচড়া করলেও উঠে দাঁড়ানোর ক্ষমতা নেই তার।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৪৫

একটু আগে আজমলের যেমন বাজে অনুভূতি হয়েছিলো ঠিক তেমনটি আবারও হলো ছত্রপতি শিবাজি টার্মিনাস নামের মুম্বাইর সবচেয়ে বড় রেলস্টেশনে ঢুকে।

হাজার-হাজার নারী-পুরুষ আর শিশু ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে স্টেশনের প্লাটফর্মে। এদের মধ্যে অসংখ্য শিশু যেমন আছে তেমনি আছে প্রচুর মুসলিম!

মাথায় টুপি, বোরকা পরা নারী আর তাদের সঙ্গে থাকা বাচ্চা-কাচ্চা। মা-বাবার সাথে ঈদ করার জন্য সবাই পরিবার-পরিজন নিয়ে রওনা দিয়েছে। ট্যাক্সি-ড্রাইভার একজন মুসলমান ছিলো বলে খুব খারাপ লাগছে আজমলের। একঘণ্টা পর ঐ বেচারার কি হবে সেটা তার ভালোই জানা আছে। মনে মনে দোয়া করলো, বোমাটা বিস্ফোরণের আগে যেনো আল্লাহপাক তাকে ট্যাক্সি থেকে দূরে সরিয়ে রাখেন!

"চল্," আস্তে করে বললো ইসমাইল। "একদম স্বাভাবিক থাকবি। ঠিক আছে?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো আজমল। ব্যাক-প্যাক নিয়ে দু-জন যুবক স্টেশনের টয়লেটের দিকে এগিয়ে গেলে কেউ বুঝতেই পারলো না মানুষরূপি দুটো যমদূত একটু পর কি করতে যাচ্ছে। ইসমাইল আর আজমলকে দেখে কর্মব্যস্ত রেলস্টেশনের কারোর বিন্দুমাত্র সন্দেহও জাগলো না।

সিএসটি'র টয়লেটটা যেমন বড় তেমনি নোংরা। শত শত লোকজনের মল-মূত্রে উপচে পড়ছে যেনো। প্রস্রাবরত কেউই পর্যটকরূপি দু-জন যুবকের দিকে ফিরেও তাকালো না। বলতে গেলে সবার অলক্ষ্যে খুব সহজেই টয়লেটের একটি কিউবিকলে ঢুকে পড়লো তারা। ইসমাইলের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হতে পারে সে বুঝি হরহামেশা এখানে যাতায়াত করে। তবে সশরীরে না-হলেও ভিডিও'তে অসংখ্যবার দেখে আর বর্ণনা শুনে জায়গাটা তার মুখস্ত হয়ে গেছে।

"আস্তিন গোটা," আজমলকে বললো ইসমাইল। ব্যাক-প্যাক থেকে একটা সিরিঞ্জ বের করে আনলো সে।

"ভিটামিন ইনজেকশন দেবেন, ভাই?!" অল্পবয়সি ছেলেটা অবাক হলো ভীষণ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"হুম। কাজ শুরুর আগে আমাদের আরো এনার্জির দরকার।" কথাটা বলেই আজমলের হাতে সুঁইটা ঢুকিয়ে পুশ করে দিলো। "কি করতে হবে মনে আছে তো?"

ইনজেকশনের ব্যথায় একটুও সাড়া দিলো না আজমল আমের কাসাব। "জি, ভাই...সব মনে আছে।"

"একটুও ভাববি না...সমানে গুলি চালিয়ে যাবি...গ্রেনেড মেরে যাবি...ওদের যতো বেশি মারতে পারবি ততো বেশি সওয়াব হবে...ঠিক আছে?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো ছেলেটি।

*

পুলিশের তাড়া খেয়ে উল্টো পথে চলে এসেছে তারা। বিচের যে অংশে লোকজন প্রচুর সেখানে মিশে গেলো দ্রুত। তবে আইনাত তাকে আশ্বস্ত করে বলেছে, আলীর ডিসকো থেকে তারা খুব একটা দূরে নেই। একটু ঘুরপথে হেটে গেলেও ওখানে খুব জলদি চলে যাওয়া সম্ভব। কোনো কথা না বলে তারা দু-জন সেই কাজই করলো।

কপাল খারাপ, মনে মনে বললো বাস্টার্ড। তাদের বিচ-অভিসার শুরু না হতেই পণ্ড। কোত্থেকে উটকো দু-জন লোক এসে হাজির হলো কে জানে। মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করলেই জানা যাবে কিন্তু সে কিছু বলার আগে আইনাত কথা বলে উঠলো।

"চিন্তা কোরো না...আমার সঙ্গে গাড়ি আছে। আমি তোমাকে লিফট দিতে পারবো।"

যাক, কপাল তাহলে পুরোপুরি খারাপ নয়। তার সঙ্গেও যে গাড়ি আছে সেটা বেমালুম চেপে গেলো। "ড্রাইভ করবে কে?" হাটতে হাটতে জিজ্ঞেস করলো।

"কে আবার, আমি।" জোর দিয়ে বললো সে। "টিপিক্যাল পাকিস্তানি পুরুষদের মতো মেয়েদের ড্রাইভিং নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ো না, ওকে? লন্ডনে থাকতে নিয়মিত ড্রাইভিং করতাম আমি। এখন সুযোগ পেলে করি।"

"আমি তোমার ড্রাইভিং নিয়ে উদ্বিগ্ন নই, আমি জানতে চাচ্ছি তোমার সাথে আর কেউ আছে কিনা...মানে ড্রাইভারের কথা বলছি।"

"মাথা খারাপ তোমার, ড্রাইভার নিয়ে আসবো ডিসকোতে?"

মেয়েটার দিকে তাকালো সে। "কেন? বাড়ির সবাই কি টিপিক্যাল পাকিস্তানি?"

www.BanglaBook.org

"অবশ্যই," সঙ্গে সঙ্গেই বললো আইনাত। "তুমি কি ভেবেছো আলীর ডিসকোতে যারা আসে তারাই পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ?" মাথা দোলালো সে। "এই করাচিতে আমাদের মতো অনেক মানুষ আছে কিন্তু তারচেয়ে অনেক অনেক বেশি আছে পরহেজগার, ধর্মান্ধ আর তালিবান-টাইপ মানুষজন।"

"হুম...এরকম কথা আমিও পাকিস্তানি বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে শুনেছি। তাদের বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন সবাই খুব ধর্মপ্রাণ।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো আইনাত। "আমার বাবার কথা শুনলে তো তুমি অবাক হয়ে যাবে।"

বলো, আমি তো সেটাই শুনতে চাচ্ছি! মনে মনে বলে উঠলো সে। অবশ্য মুখে বললো, "কেন?"

"উনি একজন মওলানা, বুঝেছো? খুবই পরহেজগার মানুষ।"

"ওয়াও, মওলানা!" বললো সে। "উনি যদি জানেন তুমি ডিসকোতে আসো, ড্রিঙ্ক করো, তাহলে কি হবে?"

"খুব বকাঝকা করবেন...বলবেন আমি উচ্ছন্নে গেছি...বরবাদ হয়ে গেছি।"

বাস্টার্ড কিছু বললো না, চুপচাপ শুনে গেলো। সে এখন ভালো শ্রোতা।

"কিন্তু আমি আর এসব পরোয়া করি না। কোনো কিছুই পরোয়া করি না। তাদের কথা শুনে আমার জীবনটা বরবাদ হয়ে গেছে।"

বরবাদ! আগ্রহী হয়ে উঠলো সে। "বুঝলাম না?"

"এই তো, এসে গেছি," তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলে উঠলো মেয়েটি। "বলেছিলাম না, খুব কাছেই।"

বাস্টার্ড দেখতে পেলো আলীর ডিসকোর সামনে যে খোলা জায়গায় গাড়ি পার্ক করা হয় সেখানে চলে এসেছে তারা। জাভেদের গাড়িটাও চোখে পড়লো কিন্তু ছেলেটাকে দেখতে পাচ্ছে না। আইনাতের গাড়ি ওর গাড়ি থেকে মাত্র তিনটি গাড়ির পরই পার্ক করা।

"চলো," মেয়েটি বললো তাকে। "ঐ যে আমার গাড়ি।"

"হুম।" পা বাড়ালো সে আইনাতের পেছন পেছন। জাভেদের গাড়ির সামনে দিয়ে যাবার সময় দেখতে পেলো ভেতরটা অন্ধকার। দরজার কাঁচ তোলা। ছেলেটা যে গাড়িতে নেই সেটা বুঝতে পারলো। *তাহলে গেলো কোথায়?* প্রশ্নটা তার মাথায় ঘুরপাক খেলেও আইনাতের গাড়ির কাছে চলে এলো। ভাবলো ফোন করবে কিনা।

মেয়েটা গাড়ির দরজা খুলে ড্রাইভিং সিটে বসতেই সে পকেটে হাত

www.BanglaBook.org

ঢোকালো ফোনটা নেবার জন্য। জাভেদকে বলে দেয়া দরকার সে যেনো চলে যায়। আজকের জন্য তার ডিউটি শেষ। মেয়েটার লিফট নেবার কারণ একটাই, সম্পর্কটা আরেকটু গাঢ় করা। যেতে যেতে হয়তো মূল্যবান কিছু তথ্যও জোগাড় করতে পারবে।

"ওহ্ মাই গড!" গাড়ির ভেতর থেকে আইনাতের কণ্ঠটা শোনা গেলো।

একটু ঝুঁকে ভেতরে উঁকি দিলো সে। "কি হয়েছে?"

"জলদি গাড়িতে ওঠো! মাদার-ফাকারটা এখানে আসছে!"

চট করে সামনের দিকে তাকালো বাস্টার্ড। ওদের দিকে পাঁচ-ছয়জন যুবক এগিয়ে আসছে মেইনরোড থেকে। একহাতে নাক চেপে রাখা লম্বুটাকে সহজেই চোখে পড়লো। *শিট!* সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়লো সে। হারামজাদা এতো দ্রুত সামলে উঠেছে বলে একটু অবাকই হলো। আরেকটা মারা দরকার ছিলো। কিংবা আরো জোরে!

আইনাত সময় নষ্ট না করে দ্রুত গাড়ি নিয়ে বের হয়ে গেলো আলীর ডিসকো থেকে। পাণ্ডার দল গাড়িটা চলে যেতে দেখে দৌড় দিলো কিন্তু চোখের নিমেষে বহু দূরে চলে গেলো তারা। পেছনে তাকিয়ে দেখলো বাস্টার্ড, লোকগুলো ক্ষিপ্ত হয়ে গালাগালি করছে।

"*ফাক!*" বলে উঠলো আইনাত।

"কি হয়েছে আবার?"

"তার মানে ও জানতো আমি আলীর ডিসকোতে যাই!"

পাণ্ডাটাকে যে আইনাত চেনে সেটা আগেই বুঝেছে, কিন্তু মেয়েটার সাথে ওর কী সম্পর্ক বুঝতে পারছে না। ভাই? মওলানার এক ছেলেকে সে দেখেছে, আইনাতের নিশ্চয় আরো ভাই আছে। নাকি বয়ফ্রেন্ড!

গাড়িটা করাচির ব্যস্ততম সড়কে যানবাহনের সাথে মিশে গেলে অবশেষে প্রশ্নটা না করে পারলো না। "ওই লোকটা কে?"

তার দিকে না তাকিয়েই দীর্ঘশ্বাস ফেললো আইনাত। "সন অব অ্যা বিচ!"

"বুঝলাম...কিন্তু তোমার সাথে তার কী সম্পর্ক?"

চোখমুখ কঠিন করে বললো সে, "আমার হাজব্যান্ড!"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৪৬

দশ মিনিট পর ওরা দু-জন বসে আছে পিং ক্যাডিলাক ক্যাফে অ্যান্ড রেস্টুরেন্টে। ক্লিফটন বিচ থেকে জায়গাটা বড়জোর ছয়-সাত মিনিটের পথ, খায়াবান-এ-শেহার নামক একটি এলাকায় অবস্থিত। নিজের জীবনের ঘটনাটা খুলে বলার জন্য এখানে থেমেছে মেয়েটি। সে যে একজন বিবাহিত রমনী, তার যে স্বামী আছে—এটুকু বললে পুরো সত্যটা বলা হয় না।

একটু আগে আইনাত যখন বললো দশাসই লোকটি ওর স্বামী তখন বাস্টার্ড যারপরনাই বিস্মিত হয়। কয়েক মুহূর্ত সে কোনো কথাই বলতে পারে নি। তখনই মেয়েটি সিদ্ধান্ত নেয় এই প্রবাসী যুবককে পুরো ঘটনা খুলে বলবে।

করাচির হাতেগোনা কয়েকটি জায়গার মধ্যে পিং ক্যাডিলাক ক্যাফে আইনাতের প্রিয়। ভালোমানের খাবারের জন্য নয়, চমৎকার ছিমছাম পরিবেশ আর রুচিসম্মত ডেকোরেশনের কারণে তার ভালো লাগে।

হুইস্কি ছাড়া আর কিছু খায় নি বলে এতোক্ষণে বেশ খিদে পেয়ে গেছে, সেজন্যে ক্যাফে'তে ঢুকেই চিকেন ড্রামস্টিক আর ফ্রেঞ্চফ্রাই অর্ডার দিয়েছে মেয়েটি, তবে বাস্টার্ডের মনোযোগ তার জীবনকাহিনী শোনার দিকেই।

মওলানা ইউসুফ হোসাইনীর দুই বিয়ে। আইনাত দ্বিতীয়পক্ষের সন্তান। মওলানার প্রথম স্ত্রীর ঘরে আরো এক মেয়েসহ দুই ছেলে রয়েছে। বড় ছেলে স্ত্রী-সন্তান নিয়ে করাচির লিয়াকতাবাদ টাউনে বসবাস করে। কোনো এক অজ্ঞাত কারণে বাবার সাথে তার সম্পর্ক শীতল। ছোটো ছেলে আইনাতের চেয়ে বয়সে বড় হলেও এখনও বিয়ে করে নি। বাবার ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে সে জড়িত। বাস্টার্ড তাকেই দেখেছে।

আইনাতের মা জোহার তাবরেজি ছিলেন একজন আফগান। আশির দশকে রাজনৈতিক সমস্যার কারণে আরো অনেক আফগানের মতো তাদের পুরো পরিবার চলে আসে করাচিতে। মওলানার প্রথম স্ত্রী থাকতেই জোহারকে বিয়ে করে। একই বাড়িতে দুই স্ত্রীকে নিয়ে বসবাস করতো। প্রথম স্ত্রী পাঁচ-ছয় বছর আগেই মারা গেছে আর গত বছর ব্রেস্ট-ক্যান্সারে মারা যান

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আইনাতের মা। তার মা যখন মৃত্যুশয্যায় তখনই আইনাতের সাথে বিয়ে দেয়া হয় করাচির সম্ভ্রান্ত আর ধনী রাঙ্গুওয়ালা পরিবারের ছোটো ছেলে মানসুর রাঙ্গুওয়ালার সাথে। এই বিয়েটা ছিলো পুরোপুরি মওলানার ইচ্ছেয়।

আইনাত কলেজ পর্যন্ত করাচিতে পড়াশোনা করে চলে যায় লন্ডনে। ওখানে বিবিএ শেষ করে ব্যাঙ্কিয়ের উপর পড়াশোনা করার ইচ্ছে ছিলো কিন্তু তড়িঘড়ি তাকে দেশে এনে অনেকটা জোর করেই বিয়ে দেয়া হয় মানসুরের সাথে। এই বিয়েতে কোনোমতেই রাজি ছিলো না সে, তাকে বাধ্য করা হয় মৃত্যুপথযাত্রি মায়ের সাহায্যে। মওলানা ইউসুফ বেশ ঠাণ্ডা মাথার মানুষ। মেয়েকে জোর-জবরদস্তি না করে দ্বিতীয় স্ত্রীর মাধ্যমে ইমোশনাল ব্ল্যাকমেইল করে কাজ হাসিল করে নেয়।

তার মৃত্যুপথযাত্রি মা যখন মাথায় হাত রেখে কসম দিয়ে বলেছিলেন বিয়েতে রাজি হয়ে যেতে তখন আর আইনাত না করতে পারে নি। কিন্তু ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে করার পরই তার ভুল ভাঙে। মানসুর রাঙ্গুওয়ালা আস্ত একটা জানোয়ার। বাসরঘর থেকেই শুরু হয় তাদের বিচ্ছেদের সূচনা। কলেজ পর্যন্ত পড়াশোনা করা মাথামোটা মানসুর বাসরঘরে রীতিমতো ধর্ষণ করে তাকে। শুধু এটা করেই ক্ষান্ত হয় নি সে, উল্টো অভিযোগ আনে, তার সদ্যবিবাহিত স্ত্রী কুমারী নয়! লন্ডনে নিশ্চয় অনেকের সাথে শুয়েছে। নইলে বাসরঘরে রক্তপাত হলো না কেন! সাদা চাদরে কেন কয়েক ফোঁটা রক্ত ঝরে পড়লো না? এর মানে কি সেটা তো আর বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। এই মেয়ে লন্ডনে গিয়ে কী ছাই পড়াশোনা করেছে কে জানে, কিন্তু সে যে কুমারীত্ব হারিয়েছে এ ব্যাপারে একদম নিশ্চিত।

কয়জনের সাথে এ পর্যন্ত সে শুয়েছে? ওদের সবাই কি বিলেতি সাহেব ছিলো? রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে এরকম অসংখ্য নোংরা প্রশ্ন করতে শুরু করে সে বিয়ের রাতেই। আইনাতও চুপ করে থাকে নি। নতুন স্বামীকে যা-তা ভাষায় গালিগালাজ করে। মানসুর বিয়ের আগে কতোজনের সাথে শুয়েছে সে কথাও জানতে চায়। এক পর্যায়ে রাগের মাথায় এও বলে, সে হাজার হাজার ছেলের সাথে শুয়েছে। খৃস্টান-ইহুদি কিছুই বাদ দেয় নি। এমনকি হিন্দুদের সাথেও!

কথাটা শুনে মানসুরের মাথায় খুন চেপে যায়। নতুন বৌয়ের গায়ে হাত তুলে বসে। ঘটনা আরো খারাপের দিকে যেতে পারতো কিন্তু রাঙ্গুওয়ালা পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলাদের কারণে বেশিদূর এগোয় নি। ঐ দিনের পর থেকে আইনাতের সাথে মানসুর স্বামী-স্ত্রীর মতো একছাদের নীচে থাকলেও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কখনও এক বিছানায় ঘুমাতো না। তাদের সম্পর্কটা ছিলো দমবন্ধ করা এক দাম্পত্য। দিনের বেলায় লোকজনের সামনে অভিনয় করতে হতো দু-জনকেই। রাতে তারা আলাদা বিছানায় ঘুমাতো। পারতপক্ষে দু-জনের মধ্যে কোনো কথাই হতো না। আর যদি কথা বলতো সেগুলো হতো গালাগালি। এক্ষেত্রে আইনাতও মানসুরকে ছাড় দিতো না। দু-জন দু-জনকে তীব্র ঘৃণা করতো। অবশ্য নারীদের সতীত্ব নিয়ে সোচ্চার মানসুর তার স্ত্রীকে যতোই ঘৃণা করুক, রেন্ডি বলে গালাগাল দিক না কেন, প্রায়শই মাঝরাতে স্বামীর অধিকার আদায় করতে পিছপা হতো না। পশুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়তো ঘুমন্ত আইনাতের উপর। সম্ভ্রান্ত পরিবারের এক ঘরে নিশুতি রাতে যে ধর্ষণের ঘটনা ঘটে যেতো সেটা যেনো সবাই জেনেও না জানার ভান করতো।

বিয়ের ছয়মাস পরই আইনাতের মা মারা যান। মায়ের মৃত্যুর পর সেই যে বাপের বাড়িতে চলে আসে আর স্বামীর বাড়িতে ফিরে যায় নি। দুই পরিবারের অনেকে অনেক চেষ্টা করার পর ব্যর্থ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে অবশেষে। কিন্তু মানসুর নাছোরবান্দা। স্ত্রীর প্রাপ্য সম্মান দিতে নারাজ হলেও তালাকের ব্যাপারে তার বড্ড অনীহা। কোনোমতেই সে তালাক দেবে না। এটা তার অহংয়ের বিষয় হয়ে উঠেছে। যা-ই ঘটুক আইনাতকে সে তালাক দেবে না। বনিবনা না হলেও এই স্ত্রীর সাথেই ঘর করবে। শ্বশুড়বাড়িতে গিয়ে হৈহল্লা আর গালাগালি করার কারণে দু-মাস আগে মওলানা তার জামাইকে মেয়ের সাথে দেখা করতে নিষেধ করে দিয়েছে। অবশ্য এর আগে খুব একটা দেখাও হতো না স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। মানসুর হয়তো আইনাতের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে বন্ধ দরজা ধাক্কা-ধাক্কি করে কিছু গালাগালি দিয়ে চলে যেতো। তবে গত দু-মাস কাগজে-কলমের স্বামীর বদসুরত দেখার যন্ত্রণা আর পোহাতে হচ্ছে না তাকে।

আইনাতের জীবন-কাহিনী শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেললো বাস্টার্ড। তার মতো মেয়ে এরকম ঘটনার শিকার সেটা হয়তো অনেকের কাছেই অবিশ্বাস্য বলে মনে হতে পারে কিন্তু পাকিস্তানের ব্যাপারে যারা একটু খোঁজখবর রাখে তারা ভালো করেই জানে এখানকার সমাজের উঁচু-নীচু যে স্তরের নারীই হোক না কেন, তাতে কিছুই যায় আসে না, এরকম ভাগ্য বরণ করাটাই যেনো সাধারণ ঘটনা। যেখানে বেনজীর ভুট্টোর মতো অক্সফোর্ড শিক্ষিতা মেয়ে, যার বাবা ছিলো পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী, তাকেও প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন আসিফ আলী জারদারির মতো এক লম্পট জমিদারপুত্রের দ্বিতীয় স্ত্রী হতে হয়েছে,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিমানবন্দরে প্রকাশ্যে হাজার-হাজার লোকের সামনে স্বামীর চড় খেয়ে হজম করতে হয়েছে, সেখানে আইনাতের মতো মেয়েদের আর কী করার থাকতে পারে। পাকিস্তানী সমাজের এই চিত্রটাই অনেক বেশি বাস্তব। আলীর ডিসকো নিতান্তই ব্যতিক্রমি ঘটনা।

"তুমি ওকে ডিভোর্স দিচ্ছো না কেন?" সব শুনে অনেকক্ষণ পর বলে উঠলো সে।

"বাবা আর ভাইয়ের জন্য দিতে পারছি না," বললো আইনাত। "অনেকদিন ধরে চেষ্টা করছি কিন্তু..." মাথা দোলালো। "...তুমি বুঝবে না। সমস্যাটা খুব জটিল।"

"যেমন?" আগ্রহভরেই জানতে চাইলো তওফিক আহমেদ। "তোমাকে দেখে কিন্তু আমার মোটেও অসহায় মেয়ে বলে মনে হয় না।"

দীর্ঘশ্বাস ফেললো আইনাত। "দেখে কিছু বোঝা যায় না, তওফিক," একটু থেমে আবার বললো, "এ দেশে যতোদিন আছি ওকে আমি ডিভোর্স করতে পারবো না।"

"সমস্যা কি...থাকবে না, লন্ডনে চলে যাবে। আমার ধারণা ওখানে তুমি খুব সহজেই রেসিডেন্সিয়াল পারমিশন পেয়ে যাবে।"

"তা পাবো কিন্তু আমি দেশ ছাড়বো কিভাবে?"

"মানে?" বুঝতে পারলো না বাস্টার্ড।

গম্ভীর হয়ে বললো মেয়েটি, "ওরা আমার পাসপোর্ট আটকে রেখেছে।"

ওহ্! চুপ মেরে রইলো সে।

"মার অসুখের সময় যখন লন্ডন থেকে চলে এলাম তারপরই ওরা আমাকে বিয়ের জন্য চাপ দিতে শুরু করলো। আমার পাসপোর্ট আমার কাছ থেকে নিয়ে নিলো। এখনও সেটা ওদের কাছেই আছে।"

"তুমি চাইলে নতুন আরেকটি পাসপোর্ট জোগাড় করতেই পারো?"

মাথা দোলালো আইনাত। "পারি না।"

"কেন?"

"আমি যদি বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাই পাসপোর্ট পাবো না। নতুন করে আবেদন করলেও না।"

"বলো কি?"

"হুম। এটা করতে হলে আমাকে বাড়ি ছাড়তে হবে। পরিবারের সাথে সম্পর্ক শেষ করে দিতে হবে। তারপরও পাবো কিনা সন্দেহ।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আজব!" সত্যি সত্যি অবাক হলো বাস্টার্ড। "পকিস্তানী পাসপোর্ট জোগাড় করা এতো কঠিন?"

"উপরমহলের সাথে যাদের কোনো খাতির নেই তাদের জন্য কঠিনই।" একটু চুপ থেকে আবার বললো, "তারচেয়েও বড় কথা আমি দেশে ছেড়ে চলে যেতে পারি না। আমার একটা পিছুটান আছে।"

"কি সেটা?" কয়েক মুহূর্তের জন্য বাস্টার্ডের মনে হলো আইনাতের বোধহয় সন্তান-সন্ততি আছে।

"আমার একটা ভাই আছে। ও শারিরীক আর মানসিক প্রতিবন্ধী।"

বিস্মিত হলো সে। "এর কথা তো তুমি বলো নি?"

গভীর করে নিঃশ্বাস নিলো মেয়েটি। "ওর কথা আমরা কেউই বলি না।"

"তোমাদের সাথেই থাকে?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো আইনাত। "বলতে পারো আমার সাথে থাকে। আমি যদি কিছু করি তাহলে বাবা আর ভাই ওকে..." কথাটা আর শেষ করতে পারলো না। "...তাই আমি যা করার এখানেই করবো...যেভাবে আছি হয়তো সেভাবেই থাকতে হবে অনেকদিন...কবে মুক্তি পাবো জানি না।"

পরিবেশ থমথমে হয়ে উঠলো। বাস্টার্ড কি বলবে বুঝতে পারলো না।

"তুমি কোন্ হোটেলে উঠেছো?" অবশেষে প্রসঙ্গ পাল্টে জানতে চাইলো আইনাত।

"সামুনাবাদ...গুলশান-এ-ইকবাল।"

"ভালোই হলো। আমার বাসায় যাবার পথেই পড়বে ওটা। তাহলে চলো, অনেক রাত হয়ে গেছে।"

"এগুলো খেয়ে নাও...তারপর উঠি?"

"ওকে...তুমিও খেয়ে নাও।"

আর কিছু না বলে চুপচাপ খেতে শুরু করলো তারা দু-জন। হঠাৎ খেয়াল করলো ক্যাফের লোকজন ফিসফাস করছে। দূরের দেয়ালে যে টিভিটা চলছে সেটার সামনে কিছু কাস্টমার জড়ো হয়ে কী যেনো দেখছে।

আইনাতের দিকে তাকালো সে। মেয়েটা কাঁধ তুললো। তাদের পাশের টেবিলে বসা এক তরুণকে জিজ্ঞেস করতেই সে খুব আমুদে ভঙ্গিতে জানালো হিন্দুস্তানের মুম্বাই শহরে মারাত্মক সন্ত্রাসী হামলা চলছে!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৪৭

মানসুর রাঙ্গুওয়ালা রাগে ফুঁসছে। ঐ বানচোতটা তার নাক এমনভাবে ভেঙে দিয়েছে যে ব্যথার চোটে মাথা ধরে আসছে, তার উচিত হাসপাতালে যাওয়া, দ্রুত চিকিৎসা নেয়া কিন্তু এসব উপেক্ষা করে নিজের হারানো পৌরুষ ফিরে পাবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। একজন প্রবাসীর কাছে নিজের শহরে মার খেয়ে পড়ে থাকবে বিছানায় আর তার ধর্মমত স্ত্রীকে নিয়ে ঐ ব্যাটা ফুর্তি করে যাবে!

চাওয়াল কে বাচ্চে!

মুখ বিকৃত করে থুতু ফেললো সে। দেখতে পেলো থুতুর সাথেও হালকা রক্ত বের হয়ে আসছে। নাকের ব্লিডিংটা বন্ধই হচ্ছে না। তার ইচ্ছে করছে নিজের মাথার চুল ছিঁড়ে ফেলতে। টাকা-পয়সা যা লাগে লাগুক, আজকের মধ্যেই ঐ হারামিটাকে ধরতে হবে। দরকার হলে একরাতে সে পাঁচলাখ রুপি খরচ করে ফেলবে। শূয়োরটাকে ধরার পর কি করবে সেটাও ঠিক করে ফেলেছে এতোক্ষণে। ওকে জানে মারবে না, বিচি গালিয়ে দেবে। নাক-মুখ এমনভাবে থেতলে দেবে যে ওর নিজের মাও যদি দেখে চিনতে পারবে না।

হারামজাদার আদৌ যদি মা-টা কিছু থেকে থাকে!

এখন তারা দুটো প্রাইভেটকার নিয়ে ছুটে চলেছে ওই হারামিটাকে ধরার জন্য। আলীর ডিসকোর সামনে দাঁড়িয়ে থেকে চেয়ে চেয়ে দেখেছে তার স্ত্রীর গাড়িতে করে ঐ লোকটা সটকে পড়ছে। এই দৃশ্য দেখার যে কী যন্ত্রণা সেটা ভুক্তভোগি ছাড়া আর কে বুঝবে? শিকার হাতছাড়া হয়ে গেছিলো ভেবে তার সঙ্গিরা হাল ছেড়ে দেয়। একজন অবশ্য বলেছিলো গাড়ি নিয়ে ধাওয়া করতে কিন্তু মানসুরের গাড়ি ডিসকো থেকে বের করতে করতে ওটা আরেক মুল্লুকে চলে যাবে। সুতরাং সিনেমা-স্টাইলে গাড়ি নিয়ে ধাওয়া করার বুদ্ধিটা নিতান্তই বালখিল্যতা। তাছাড়া করাচির এক মসজিদে বোমা হামলারপর থেকে শহরের নিরাপত্তায় নেমেছে মিলিটারি। এমন সময় গাড়ি নিয়ে ধাওয়া করতে গেলে ভুল বোঝাবুঝির শিকার হতে হবে। মিলিটারির হাতে বেঘোরে মারা যাবার সম্ভাবনা আছে। ওঁরা তো আর বুঝবে না এক বাহেনচোদ তার বউকে নিয়ে ভেগেছে!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আজকের রাতের মধ্যেই ওই হারামজাদাকে খুঁজে বের করতে হবে, এটা স্পষ্ট করে বলে দেবার পর তার খুব ঘনিষ্ঠ হাবিবের কথা শুনে মাথায় রক্ত ওঠার জোগাড় হয়েছিলো। ভাই আপনার বিবিসাবই তো ওকে গাড়িতে করে নিয়ে চম্পট দিলো। উনাকে ধরলেই জানা যাবে চুতিয়েটা কোথায় থাকে, তাই না?

হুম। কথাটাতে যুক্তি আছে কিন্তু সে তো সব খুলে বলতে পারছে না, নিজের শ্বশুড়বাড়িতে তার ঢোকাই নিষেধ। অনেক কষ্টে রাগ দমন করে একটা ব্যাখ্যা দাড় করিয়েছিলো। তার বউ কখনও বলবে না ঐ লোকটা কোথায় থাকে। গায়ে হাত তুললেও না। বরং শূয়োরটাকে জানিয়ে দেবে, আর তার ভয়ে সে সটকে পড়বে অন্য কোথাও। সুতরাং বিবিকে এসব না বলাটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

ছয়জন যুবকের দলটি এ কথার সাথে সায় না দিয়ে পারে নি। এ কথাতেও যুক্তি আছে! কিন্তু রাতের মধ্যে অজ্ঞাত এক লোককে তারা কিভাবে খুঁজে বের করবে? চেনাজানা হলে না-হয় কথা ছিলো।

ঠিক তখনই হাবিবের মাথায় একটা বুদ্ধি আসে। ছেলেটা ভীতুর ডিম হতে পারে কিন্তু তার মাথা বেশ পরিস্কার। এজন্যে সব সময় ওকে সঙ্গে রাখে। একজন সাহসী মানুষের সাথে বুদ্ধিমান কেউ থাকলে আর কি কিছু লাগে এই দুনিয়াতে?

তো, হাবিবের আইডিয়াটা একদিক থেকে খুব সহজ ছিলো। শোনামাত্রই সে বুঝে গেছিলো, জোর-জবরদস্তি ছাড়াই কাজটা করা সম্ভব। যদিও জোর-জবরদস্তি করার মতো লোকবল আর মেশিন আছে তাদের সঙ্গে। তারপরও প্রথমে সে-দিকে যায় নি। সময় নষ্ট না করেই হাবিবের হাতে বিশ হাজার রুপি তুলে দেয়। যাও, যেমনে পারো কাজটা করো। দরকার পড়লে আরো দেবো। সে জানতো, পিস্তল ব্যর্থ হলেও টাকা ব্যর্থ হয় না।

এটা আরেকবার প্রমাণিত হয়েছে আজ।

*

বিষন্ন মুখে আইনাত গাড়ি চালাচ্ছে। যে দুঃসহ জীবনের কথা ভুলে ডান্সফ্লোরে মেতে থাকতো সে-সব কথা বলতে গিয়ে যেনো হুট করে আবিষ্কার করেছে, তার জীবনটা আসলে অনিশ্চিত এক গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। এরকম জীবন তার মতো এক মেয়ের মোটেও কাম্য নয়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাস্টার্ড চুপ মেরে আছে। আর কোনো প্রশ্ন করে মেয়েটাকে তার দুঃসহ স্মৃতির মধ্যে নিপতিত করার ইচ্ছে নেই। তার মিশন মওলানা ইউসুফ—ওই লোকের নাগাল পাবার জন্যই এতো কিছু করছে সে। আইনাতের কাছ থেকে যতোটুকু জানার জেনেছে, তবে তাতে তার বাবা সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য নেই। এ মুহূর্তে আর কিছু জিজ্ঞেস না করাই ভালো। ভাগ্য ভালো থাকলে, আবারো দেখা হবে ওদের। তখন হয়তো চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।

"আজকের পর কি তুমি আমার সাথে দেখা করবে?" আস্তে করে জানতে চাইলো সে। "তোমার হাজব্যান্ড তো জেনে গেছে তুমি আলীর ডিসকোতে যাও...সম্ভবত ওখানে ওর কোনো লোক আছে।"

"হুম, তা আছে। সব সময়ই একদঙ্গল গুণ্ডা-পাণ্ডা নিয়ে ঘোরে, তবে আমি ওকে খুব একটা পাত্তা দেই না। ভয়ও পাই না," গাড়ি চালাতে চালাতে বললো মেয়েটি।

"তুমি অনেক সাহসী।"

মুচকি হাসলো আইনাত। "ঠিক তা নয়...তবে ও আমার তেমন ক্ষতি করতে পারবে না। আমার আব্বাকে ও খুব ভয় পায়।"

"তাহলে তুমি আবার আলীর ডিসকোতে আসছো?"

"অবশ্যই।"

"যাক, তোমার সাথে দেখা হচ্ছে আবার," স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো সে।

"না।"

"না?" আৎকে উঠলো বাস্টার্ড।

"তুমি আর আলীর ডিসকোতে যাবে না। ও তোমাকে ছেড়ে দেবে না। মানসুর আস্ত একটা জানোয়ার। তুমি ওকে চেনো না। ও সবই করতে পারে।"

"তাহলে তোমার সাথে...?"

রাস্তা থেকে অল্প সময়ের জন্য চোখ সরিয়ে তার দিকে তাকালো মেয়েটি। "দেখা হবে তবে ওখানে না...অন্য জায়গায়..."

হাফ ছেড়ে বাঁচলো সে।

মুচকি হাসলো আইনাত। "আমার ফোন নাম্বার রাখো...তোমারটাও দাও...আমরা কন্ট্যাক্ট করে দেখা করবো।"

"দ্যাটস গুড," খুশিতে বলে উঠলো সে। "তুমি তোমার নাম্বারটা বলো, আমি সেভ করে রাখছি।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করাচি

গাড়ি চালাতে চালাতেই ফোন নাম্বারটা বলে গেলো আইনাত।

"ওকে, আমি তোমাকে মিসকল দিচ্ছি...তুমি সেভ করে রেখো," মেয়েটার নাম্বারে একটা কল দিলো।

"এই হোটেলটা না?" সামনের দিকে দেখিয়ে বললো আইনাত।

"হুম।" হোটেল সামুনাবাদের কাছে চলে এসেছে তারা।

"মাই গড!" গাড়িটা হোটেলের কাছে আসতেই সে বলে উঠলো।

"কি হয়েছে?"

"*ফাক! ফাক!*" মেয়েটা গাড়ির গতি বাড়িয়ে চলে গেলো হোটেল সামুনাবাদ পেরিয়ে আরো সামনের দিকে।

বাস্টার্ড বুঝতে না পেরে তাকালো আইনাতে দিকে। "কি হয়েছে? কোথায় যাচ্ছো?"

"ঐ মাদারফাকারটা তোমার হোটেলে এসে পড়েছে!"

"কি?!" এটা কিভাবে সম্ভব! জাভেদ ছাড়া আর কেউ জানে না সে কোন্ হোটেলে আছে! তাহলে কি জাভেদ বলে দিয়েছে? আনমনেই মাথা দোললো সে। "তুমি কি তোমার হাজব্যান্ডকে হোটেলে দেখেছো?"

"না। আমি ওর গাড়িটা দেখেছি হোটেলের বাইরে..." বললো আইনাত। "...ওর গাড়িটা আমি ভালো করেই চিনি। বিয়ের সময় ঐ গাড়িটাই আব্বা আমাদেরকে দিয়েছিলো।"

কয়েক মুহূর্তের জন্য হতবুদ্ধিকর হয়ে গেলো সে। "কিন্তু ও কিভাবে জানতে পারলো আমি ওখানে উঠেছি?"

বাস্টার্ডের দিকে ফিরে তাকালো মেয়েটি, "আমার মাথায়ও কিছু ঢুকছে না।"

"শিট!" রাগেক্ষোভে বলে উঠলো।

"ওই জানোয়ারটা থেকে তোমাকে দূরে থাকতে হবে, নইলে..."

"নইলে কি? ও আমাকে মেরে ফেলবে?"

বাঁকাহাসি দিলো আইনাত। "তোমার কি ধারণা ও তোমাকে কিল-ঘুষি দেবার জন্য তোমার হোটেল পর্যন্ত চলে এসেছে?"

বাস্টার্ড চেয়ে রইলো মেয়েটার দিকে। *ওহ্! এটা আবার কোন্ সমস্যায় পড়লাম!*

"তুমি আর ঐ হোটেলে থাকতে পারবে না।"

"সমস্যা নেই...অন্য একটা হোটেলে উঠবো।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আইনাত তার দিকে চকিতে তাকালো। "পাসপোর্ট, লাগেজ...পাবে কোথায়?"

ভুরু কপালে উঠলো তার। "ওগুলো তো ঐ হোটেলের রুমে!"

দীর্ঘশ্বাস ফেললো মেয়েটি। "ফাক।"

"কি?"

"আজ রাতে তুমি আর ওখানে ফিরে যেতে পারবে না। আমি নিশ্চিত, ওখানে ওর লোক আছে।"

"বলো কি!"

"ওরা যখন তোমার হোটেলের খোঁজ পেয়ে গেছে তখন নিশ্চয় তোমার জন্য ওয়েলকাম পার্টির ব্যবস্থাও করেছে।"

"তাহলে আমি কোথায় উঠবো এখন?" আৎকে উঠলো সে। "পাসপোর্ট ছাড়া তো একজন বিদেশীকে কোনো হোটেলই তুলবে না।"

"তুমি যদি পাকিস্তানীও হতে তারপরও আজরাতে ন্যাশনাল-আইডি ছাড়া তোমাকে কেউ তুলতো না। করাচিতে বোমা ফুটেছে। এখন আবার বোম্বাইতে সন্ত্রাসী হামলা হয়েছে। পরিস্থিতি মোটেও ভালো নয়। পথেঘাটে চেকিং বেড়ে যাবে। হোটেলগুলোও আইডিকার্ড কিংবা পাসপোর্ট ছাড়া কাউকে তুলবে না।"

"মাই গড!" অস্ফুটস্বরে বলে উঠলো বাস্টার্ড।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৪৮

সামুনাবাদ হোটেলের ম্যানেজারের পক্ষে মানসুর রাঙ্গুওয়ালার কোনো অনুরোধ যে ফিরিয়ে দেয়া সম্ভব হয় নি তার কারণ লোকটার প্রতিপত্তি নয়। করাচিতে এরকম ক্ষমতাবান লোক প্রচুর আছে। কারো আছে রাজনৈতিক খুঁটির জোর, কারোর আবার জঙ্গি-সন্ত্রাসী দলের সাথে সংশ্লিষ্টতা। সেনাবাহিনী, আইএসআই-র সদস্য, বিভিন্ন প্রদেশ আর অঞ্চলের জমিদারদের দাপট তো পাকিস্তানের ঐতিহ্যের সাথেই জড়িয়ে আছে। তবে এখানে সবচাইতে বেশি খাতির করা হয় টাকাওয়ালাদের। মানসুর রাঙ্গুওয়ালার টাকা এবং পারিবারিক প্রতিপত্তি দুটোই আছে। তাকে ফিরিয়ে দেয়াটা প্রায় অসম্ভব।

এক হাজার রুপি!

একজন বোর্ডার রুমে আছে কিনা এটা জানতে একহাজার রুপি?

মানসুর রাঙ্গুওয়ালার হয়ে তার ঘনিষ্ঠসহচর হাবিবই প্রস্তাবটা দিয়েছে ম্যানেজারকে। আলীর ডিসকো'তে সে-ই নজরদারি করছিলো আইনাতের উপরে। এ কাজে নেমে প্রথম দিনই সে দেখতে পায় এক সুদর্শন যুবকের সাথে মানসুরের স্ত্রী দহরম-মহরম করছে। এখন তারা জানতে পারছে লোকটার নাম তওফিক আহমেদ।

এই লোকটা তাদের কাছে একদম অচেনা ছিলো। কোত্থেকে এসেছে, কোথায় থাকে কিছুই জানতো না। পরে যখন মানসুর চাইলো লোকটার পরিচয় খুঁজে বের করতে হবে, সে কোথায় থাকে তা জানতে হবে, তখন খুব সহজেই হাবিবের মাথায় আইডিয়াটা চলে আসে। আলীর ডিসকোতে ওকে এমন একজনের সাথে কথা বলতে দেখেছে যাকে অল্পবিস্তর চেনে।

মানসুর যখন তার হাতে বিশ হাজার রুপি ধরিয়ে দিলো তখন মনে মনে খুশিই হয়েছিলো। ইয়াসিনের মতো একজনকে কিনতে বড়জোর পাঁচ হাজার রুপি লাগবে-এই হিসেবটা আগেভাগেই করে নিয়েছিলো সে। সত্যি বলতে, কোনো টাকা না দিয়েও শুধুমাত্র ভয়-ভীতি দেখিয়ে ছেলেটার পেট থেকে কথা বের করতে পারতো।

যাকগে, পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে যা পেয়েছে সেটার মূল্য কম করে হলেও পঞ্চাশ হাজার টাকা। কিংবা আরো বেশি। অবশ্যই সেটা মানসুরের কাছে!

ইয়াসিনকে প্রথমে সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিয়েছে সে যা জানতে চায় তা না বললে কি পরিণাম হতে পারে। তারপর পাঁচ হাজার রুপি ধরিয়ে দেয়

www.BanglaBook.org

ছেলেটার হাতে। দুই ধরণের চাপে পড়ে ইয়াসিন যা যা জানতো সবই বলে দিয়েছে তাদের। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ছিলো লোকটর নাম আর কোথায় থাকে সেটা জানা। ইয়াসিন বলেছে তওফিক নামের লোকটা লন্ডন থেকে এসেছে। তার এক কাজিন ওর গাইড হিসেবে কাজ করেছে কয়েকদিন। সেই সুবাদেই যতোটুকু জানার সে জানে। আর হোটেল সামুনাবাদের কথাটাও ঐ কাজিনের কাছ থেকেই সে শুনেছে। তাদের ডিসকোতে একজন বিদেশী আসবে কয়েকটা দিন আর সে কিছু তথ্য জানতে চাইবে না? তবে রুম নাম্বার কতো সেটা তার জানা নেই।

হাবিবের জন্য এর বেশি দরকারও ছিলো না। লোকটার নাম আর হোটেল সামুনাবাদই যথেষ্ট।

ডিসকো থেকে বের হয়ে এসে মানসুরকে চমকে দেয় সে। ঐ হারামজাদাকে চাইছেন? কোনো সমস্যা নেই। আধঘণ্টার মধ্যেই ওকে আপনার হাতে তুলে দেবো।

তারপর দেরি না করে তাদের ছয়জনের দলটি চলে আসে সামুনাবাদে। হারামজাদা আর হোটেলে ফেরে নি। সম্ভবত রেন্ডিটাকে নিয়ে কোথাও ফুর্তি করছে। তারা প্রায় একঘণ্টা অপেক্ষা করার পর বুঝে যায় চিড়িয়া আজ রাতে হোটেলে নাও ফিরতে পারে। হয়তো কোনোভাবে সে বুঝে গেছে তাদের আগমনের খবর। তারপরও তাদের দলের সাহসী দু-জনকে সামুনাবাদে রেখে চলে আসে তারা। ঐ বাহেনচোদটা হোটেলে ঢুকলেই তাকে কব্জায় নিয়ে নেবে ওরা। হোটেল কর্তৃপক্ষ এ নিয়ে মাথা ঘামাবে না। এমনটাই আশ্বাস দিয়েছে ম্যানেজার।

মানসুর রাঙ্গুওয়ালার নাকের অবস্থা যা-তা। ঐ লোক তাকে এমনভাবে মেরেছে যে, সম্ভবত বাকি জীবন এই চিহ্ন বয়ে বেড়াতে হবে তাকে। নাকটা একেবারে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। নাকের হাড্ডি একবার ভেঙে গেলে নাকের আকার চিরতরের জন্য বদলে যায়। সেটা আর আগের অবস্থায় নিয়ে যাওয়া যায় না। মাত্র কয়েক সেকেন্ডে বিদ্যুৎগতিতে আঘাত হেনে ছয় ফুট দুই ইঞ্চির দেহটাকে কাবু করে ফেলে। হাবিব জানে খুব জলদি তাকে ডাক্তার দেখানো দরকার। বেচারা জোর করে নিজের দুরাবস্থা লুকিয়ে রেখেছে।

হোটেল সামুনাবাদের মেইনগেটের বাইরে প্রোটন সাগা গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে মানসুর রাঙ্গুওয়ালা রুমাল দিয়ে নাক চেপে রেখেছে এখনও। রক্তপাত বন্ধ হলেও শ্বাস-প্রশ্বাস নেবার সময় মাঝেমধ্যেই ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছে, তাই রুমাল দিয়ে নাকটা চেপে না রেখে উপায় নেই।

হাবিব মুচকি হেসে তার দিকে এগিয়ে গেলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৪৯

আইনাতের গাড়িটা কোথায় যাচ্ছে বাস্টার্ড জানে না, এ নিয়ে তার কোনো আগ্রহও নেই, তার মাথায় এখন একটাই চিন্তা, এতো রাতে করাচির মতো শহরে পাসপোর্ট ছাড়া সে কোথায় গিয়ে উঠবে!

"চিন্তায় পড়ে গেছো মনে হয়?"

মেয়েটার দিকে তাকালো সে। মুখ টিপে হাসছে! কে জানি বলেছিলো পুরুষ মানুষকে বিপদে পড়তে দেখলে মেয়েরা এক ধরণের সুখ পায়। আইনাত কি সেই সুখ পাচ্ছে? তার এমন ঘোরতর বিপদেও?

"চিন্তা করবো না? তুমি বুঝতে পারছো কোন্ বিপদে পড়েছি?" অসহায়ের মতো বলে উঠলো সে।

"অবশ্যই বুঝতে পেরেছি। আমিই তো বিপদটার কথা খুলে বললাম তোমাকে।"

দীর্ঘশ্বাস ফেললো বাস্টার্ড। "হুম, তা ঠিক।"

"আজকে তোমার যে পরিচয় পেলাম তাতে তো মনে হচ্ছে তুমি খুব সাহসী...ঐ জানোয়ারটাকে যেভাবে তুড়ি বাজিয়ে ঘায়েল করে ফেললে..." একটু থেমে আবার বললো, "আমি জীবনেও এরকম দেখি নি। মাইন্ড ব্লোয়িং!"

বাস্টার্ড কিছু বললো না। কোনো বাঘ যদি বিপদে পড়ে অসহায় হয়ে যায় তখন তাকে বাঘেরবাচ্চা বলে প্রশংসা করাটা এক ধরণের পরিহাস।

"কি ভাবছো?"

"না। কিছু না।"

"নিশ্চয় কিছু ভাবছো," জোর দিয়ে বললো আইনাত। "কোথায় থাকবে...পরিচিত কেউ আছে কিনা...এসব ভাবছো তো?"

মেয়েটার দিকে চেয়ে রইলো বাস্টার্ড।

"এরকম কেউ আছে?" ভুরু নাচিয়ে বললো এবার।

দীর্ঘশ্বাস ফেললো সে।

"নেই?"

রেগেমেগে বললো এবার। "আমাকে নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই। ধন্যবাদ।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"বাহ্, আমি চিন্তা না করলে কে করবে?"

স্থিরচোখে চেয়ে রইলো সে।

"আমার জন্যই তো আজ তোমার এই অবস্থা...আমি একটু চিন্তা করবো না?"

"তোমার খুব গিল্টি ফিলিংস হচ্ছে?"

"হুম।"

"তাহলে যথেষ্ট হয়েছে। এখন এসব বন্ধ করো।"

"আমি এসব বন্ধ করলে কি তোমার সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে?"

কিছু বললো না বাস্টার্ড। সে বুঝতে পারছে মওলানার মেয়ে অতিরিক্ত হুইস্কি পান করার কারণেই এমন হেয়ালি কথাবার্তা বলছে। হুইস্কি তার ক্রিয়াকর্ম শুরু করে দিয়েছে। এর সঙ্গে থাকলে আরো জ্বালাবে। কিন্তু একে ছেড়েই বা কোথায় যাবে? পুরোপুরি নিশ্চিত না-হয়ে জাভেদকেও ফোন করতে পারছে না। আইনাতের স্বামীকে তার সম্পর্কে এতোসব খবর কে দিলো–এ ব্যাপারে নিশ্চিত না-হয়ে ছেলেটার সাথে যোগাযোগ করা মানে ফাঁদে পা দেয়া।

"কি...কিছু বলছো না যে?"

মেয়েটার দিকে তাকালো সে। "একটা পপুলার ডায়লগ বলতে ইচ্ছে করছে তোমাকে।"

ভুরু কপালে তুলে ফেললো মেয়েটি। "রোমান্টিক কোনো ডায়লগ না তো?"

"না।"

"তাহলে বলো, শুনি।"

"গো হোম। ইউ আর ড্রাঙ্ক।"

হা-হা-হা করে হেসে উঠলো আইনাত। "আমি মাতাল?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো সে।

"আমার এসব কথা তোমার কাছে মাতলামি বলে মনে হচ্ছে?"

"হ্যা।" কাটাকাটাভাবে জবাব দিলো।

"মাই গড!" একহাতে মুখ চাপা দিলো মেয়েটি। "তাহলে এখন যে কথাটা বলবো সেটা শুনে কি বলবে?"

ভুরু কুচকে আইনাতের দিকে তাকালো সে। ঠিক তখনই খেয়াল করলো গাড়িটা চলছে না। "গাড়ি থামিয়েছো কেন?"

মওলানার মেয়ে মুখ টিপে হেসে ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে বোরকার মতো একটি পোশাক বের করে দারুণ দক্ষতায় গাড়িতে বসে থেকেই গায়ে চাপিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিলো। এরপর মাথায় জড়িয়ে নিলো একটি স্কার্ফ।

বাস্টার্ড বুঝতে পারলো, এই পোশাকেই সে বাড়ি থেকে বের হয়, আবার ঢোকার আগে পরে নেয়।

"পেছনের সিটে যাও," এবার আদেশের সুরে বললো আইনাত।

"কি?"

"পেছনের সিটে গিয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকো।"

"তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না?"

"আমি বাড়িতে ঢুকছি। ওকে? তুমিও যাচ্ছো আমার সাথে," একটু থেমে আবার বললো, "আমি চাই না গেটের দারোয়ান তোমাকে দেখে ফেলুক।"

বিস্ময়ে চেয়ে রইলো সে। "আমাকে তোমার বাড়িতে নিয়ে যাবে!"

"এছাড়া তো আর কোনো উপায় দেখছি না।"

"তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? তোমার বাড়ির লোকজন আছে না?!"

"বাবা আর ভাই থাকে ওদের বিল্ডিংয়ে...আমি থাকি আলাদা বিল্ডিংয়ে। শুধু ঢোকার রাস্তা একটা। সুতরাং কোনো সমস্যা হবে না।"

"কাজের লোকজন?"

"আমি না ডাকলে ওরা কেউ আমার ফ্ল্যাটে আসে না। আমি আমার মতো থাকি।"

বাস্টার্ড নিজের সৌভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারছে না। মওলানা ইউসুফের বাড়িতে ঢোকার এমন একটা সুযোগ চলে আসবে স্বপ্নেও ভাবে নি।

"ওকে।" সৌভাগ্যকে ফিরিয়ে দেবার মতো বোকা সে নয়। "তুমি যখন বলছো..."

"এখন পেছনে চলে যাও," মুচকি হেসে বললো আইনাত।

বাস্টার্ড বাইরে তাকালো। গুলজার-এ-হিজরি'র ঢোকার মুখে যে রাস্তা আছে সেখানে তাদের গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। এখান থেকে মওলানার বাড়ি খুব কাছেই। দরজা খুলে যে-ই না বের হবে অমনি টের পেলো তার ফোনটা ভাইব্রেট করছে। "এক্সকিউজ মি।" বলেই গাড়ি থেকে নেমে একটু দূরে গিয়ে কলটা রিসিভ করলো। "হ্যা, বলো জাভেদ?"

"ভাই, আপনি কোথায়? ঠিক আছেন তো? আমি অনেকক্ষণ ধরে আপনাকে ফোন করে যাচ্ছি..."

সে বুঝতে পারছে না এই কলটি কোনো উদ্বিগ্ন লোকের নাকি ফাঁদে ফেলার কোনো কৌশল। "হুম, ঠিক আছি।"

"আপনি সামুনাবাদে যাবেন না, আল্লাহর কসম লাগে। ওরা ওখানে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আছে!"

জাভেদের কথাটা বোঝার চেষ্টা করলো সে। "ওরা কিভাবে জানলো আমি ওখানে আছি?"

"আপনাকে কী বলবো...আমার ভাই ইয়াসিন...ওই বাহেনচোদটা ওদের বলে দিয়েছে। হারামজাদা ভয় পেয়ে বলেছে...বুঝলেন...তারপরও আমি ওকে ছাড়বো না। এটা তো আমার সঙ্গে গাদ্দারি করা হলো!"

জাভেদের কণ্ঠে রাগের বর্হিপ্রকাশটি যে একদম নির্ভেজাল সেটা বুঝতে পারলো সে। "শোনো, জাভেদ," একটু থেমে আবার বললো, "তুমি ইয়াসিনকে কিছু বোলো না, আর আমিও হোটেলে যাচ্ছি না আজ।"

"আমিও সেটাই বলছি। আজকে আর হোটেলে যাওয়ার কোনো দরকার নেই। আপনি থাকার জায়গা নিয়ে একদম চিন্তা করবেন না...আপনি আমার ওখানে থাকবেন।"

হাসলো সে। ভাগ্য কতো দ্রুতই না বদলে যায়। একটু আগেও সে ভেবে পাচ্ছিলো না কোথায় থাকবে–আর এখন দু-দুটো জায়গা পেয়ে গেলো। "শোনো, জাভেদ। থাকার জায়গা পেয়ে গেছি। তুমি এ নিয়ে চিন্তা কোরো না। কাল তোমার সঙ্গে কথা হবে। ওকে?"

একটু চুপ থেকে জাভেদ ওয়ার্সি বলে উঠলো, "ওকে, ভাই।"

বাস্টার্ড ফোনটা রেখে গাড়ির কাছে চলে গেলো আবার। পেছনের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকেই বললো, "সরি। একটা জরুরি ফোন ছিলো।"

"ইটস ওকে। মেইনগেটের সামনে আসার আগে শুয়ে পড়বে। ঠিক আছে?"

"ওকে।"

আইনাতের গাড়ি তাদের বাড়ির মেইনগেটের সামনে চলে আসতেই আস্তে করে সিটের উপরে শুয়ে পড়লো সে। হর্ন বাজালো মেয়েটি পর পর কয়েকবার। শব্দ করে গেটটা খোলার আওয়াজ কানে গেলো। কয়েক মুহূর্ত পরই গাড়িটা ঢুকে পড়লো ভেতরে।

স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেললো সে। মওলানা ইউসুফ ঘুণাক্ষরেও জানতে পারবে না, তার খুনি তারই মেয়ের গাড়িতে করে তার বাড়িতে ঢুকে পড়েছিলো!

হঠাৎ করেই তার মনে হলো, করাচি অপারেশনটি এক লহমায় পানির মতো সহজ হয়ে গেছে। এখন মওলানার কপালে একটা বুলেট ঢুকিয়ে দেয়া কোনো ব্যাপারই হবে না।

গাড়িটা ব্রেক করে থামতেই তার চিন্তা-ভাবনাও আচমকা ঝাঁকি খেলো।

কিন্তু আমার পিস্তল!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৫০

মেইনগেট থেকে সুদীর্ঘ একটি ড্রাইভওয়ে চলে গেছে বাড়ির ভেতরে। ড্রাইভওয়ের বামপাশে বেশ উঁচু দেয়ালটি শুধু সীমানাপ্রাচীর হিসেবেই কাজ করে নি, পাশের বাড়ি থেকে অনেকটা আড়ালও তৈরি করেছে, কারণ দেয়াল ঘেষে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি নাম-না-জানা গাছ।

মেইনগেটের পরই ড্রাইভওয়ের ডানপাশে বিশাল একটি লন। সেই লনের পরেই একটি তিনতলা বাড়ি। ড্রাইভওয়ের একটি শাখা চলে গেছে ডানদিকের সেই বাড়ির সদরদরজা পর্যন্ত। আর ড্রাইভওয়েটি শেষ হয়েছে সোজাসুজি আরো কিছুটা সামনে এগিয়ে মাঝারি আকারের দোতলা একটি বাড়ির ঠিক সামনে গিয়ে। আইনাত বলেছে, এটাকে তারা ছোটোবাড়ি বলে। এখানে তার মা, মওলানার ছোটোবিবি থাকতো। ছোটোবিবির জন্য ছোটোবাড়ি!

এই ছোটোবাড়িটির দোতলা এখন আইনাতের ঠিকানা। নীচতলার একটি ঘরে থাকে তার মানসিক প্রতিবন্ধী ভাই, বাকি ঘরগুলো কাজের লোকজনের জন্য বরাদ্দ। ছোটোবাড়ির সদর-দরজা ড্রাইভওয়ের ডানদিকে।

"তুমি ডানপাশের দরজা খুলে নামবে...ওকে?" গাড়িটা ছোটোবাড়ির সদর-দরজার সামনে থামলে পেছনে ফিরে বললো আইনাত।

"ওকে," সিটের উপরে শুয়ে থেকেই জবাব দিলো সে।

"উপরে ওঠার সিঁড়িটা দরজার বামপাশে...আমি গাড়ি থেকে নেমে গেলে তুমি বের হয়ে সোজা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যাবে আমার পেছন পেছন। নীচতলায় যারা আছে তারা ভেতরের ঘরে থাকে, আর ডানপাশের দরজা দিয়ে বের হলে মেইনগেট থেকে দারোয়ানও দেখতে পাবে না। সুতরাং চিন্তার কোনো কারণ নেই।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো সে, মেয়েটির কথা শুনে আশ্বস্ত হয়েছে। আজকের রাতটা মুম্বাইবাসীর জন্য যতোই খারাপ হোক না কেন তার জন্য সৌভাগ্যের রজনীই বটে। হঠাৎ করে সবকিছুই তার অনুকূলে চলে যাচ্ছে।

আইনাত গাড়ি থেকে নেমে গেলে সেও আস্তে করে ডানপাশের দরজা খুলে বেরিয়ে এলো। ছোটোবাড়িটার পোর্চের দু-পাশে দুটো কলাম আছে। কলাম দুটোর পাশে আছে বড়সর দুটো লতানোগাছ, সে-কারণেই পোর্চের শেডের নীচে গাড়ি থামালে, আর সেই গাড়ির ডানপাশের দরজা দিয়ে বের হয়ে এলে মেইনগেট থেকে দেখা যায় না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একটু আগে আইনাত ঢুকে পড়ার কারণে সদর-দরজাটা খোলাই আছে। সিঁড়িতে তার হিলের শব্দ শুনতে পেয়ে দ্রুত উঠে পড়লো সে।

দোতলায় উঠে আইনাত ভ্যানিটিব্যাগ থেকে চাবি বের করে তার ফ্ল্যাটের দরজা খুলতে খুলতে বললো, "ওয়াও, ভালোই হলো!"

মেয়েটার পেছনে এসে দাঁড়ালো বাস্টার্ড। সে বুঝতে পারছে না হঠাৎ করে খুশি হবার কারণটা কি।

"হুইস্কির বোতলটা যে ব্যাগে আছে ভুলেই গেছিলাম," হাসিহাসি মুখে বললো মওলানার মেয়ে।

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়লো আইনাত। "আসো।"

বাস্টার্ড ভেতরে পা রাখতেই দরজা বন্ধ করে দিলো আবার। ভেতরটা বেশ অন্ধকার। সুইচটিপে মৃদু আলোর বাতি জ্বালিয়ে দিলো মেয়েটি।

চমৎকার ছিমছাম একটি ফ্ল্যাট। বেশ বড়সর ড্রইংরুমের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে তারা। ঘরটি সাজানো হয়েছে সুন্দর করে। আধুনিক রুচির পরিচয় পাওয়া যায়।

"কেমন?" হাসিমুখেই জানতে চাইলো সে।

মেয়েটার দিকে স্থিরচোখে চেয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত। "খুব সুন্দর!"

বাঁকাহাসি দিলো সে। "কোন্‌টা?"

"সব।"

হা-হা-হা করে হেসে উঠলো আইনাত। "আসো...ভেতরে আসো।"

বাস্টার্ড ধীর পায়ে এগিয়ে গেলো তার পেছন পেছন।

"বাবা থাকেন দোতলায়...ভাই তিনতলায়।"

"আর নীচতলায়?"

"ওটা আব্বার অফিস কিংবা মিটিংঘর বলতে পারো," একটা ঘরে ঢুকে বাতি জ্বালিয়ে দিলো সে। "এটা আমার বেডরুম।"

মাঝারি আকারের একটি ঘর। সম্ভবত নতুন রঙ করা হয়েছে। একদম ফিটফাট। একটা সেমি-ডাবল বেড আছে ঘরের ঠিক মাঝখানে। বামদিকে অ্যাটাচড বাথরুমের দরজা। ড্রেসিংটেবিল আর ওয়্যারড্রব ছাড়া ঘরে আর কোনো আসবাব নেই।

"হুম...খুব সুন্দর।" চারপাশে চোখ বুলিয়ে বললো, "তোমার বাবা, ভাই...ওরা কি এখানে আসে না?"

মাথা দোলালো সে। "না। ওদের দরকার পড়লে আমাকে ডেকে পাঠায় বড়বাড়িতে।"

গুড, মনে মনে বললো বাস্টার্ড। "আর কাজের লোকজন?"

"বললাম না, আমি ডাকলেই কেবল আসে। নীচের তলায় আমার

www.BanglaBook.org

ছোটোভাইটা থাকে, ওকে দেখাশোনা করে দু-জন কাজের লোক। একজন ওর কেয়ার-টেকার, অন্যজন রান্নাবান্না করে। ঘরদোর পরিস্কার করার লোক আলাদা। ওরা থাকে সার্ভেন্ট কোয়ার্টারে।"

"সার্ভেন্ট কোয়ার্টার...ওটা কোথায়?"

"নীচতলার দুটো ঘরই সার্ভেন্ট কোয়ার্টার।"

"ও," আর কিছু বললো না সে।

"এসব নিয়ে চিন্তা করার কোনো কারণ নেই, বুঝলে?"

"হুম। কিন্তু আগামীকাল সকালে এখান থেকে বের হবো কিভাবে?"

"আজব," কাঁধ তুললো আইনাত, "যেভাবে ঢুকেছো সেভাবে।"

"ও!" বাস্টার্ড অবশ্য জানে তার বের হবার ধরণটা অন্যরকম হবে। এতো বড় একটা সুযোগ হাতছাড়া করার কোনো ইচ্ছে তার নেই। কিন্তু সমস্যা অন্য জায়গায়–তার কাছে কোনো পিস্তল নেই। একটা সাইলেন্সার পিস্তল কতো সহজেই না তার মিশনটা সফল করে দিতো। ওটা সঙ্গে থাকলে রাতের মধ্যেই মওলানার ভবের লীলা সাঙ্গ করে দিয়ে চলে যেতো এখান থেকে। তাই বলে সে দমে যাবার পাত্র নয়। এই সুযোগটা নষ্ট করা ঠিক হবে না। যেভাবেই হোক একটা উপায় বের করতেই হবে। আর সে ভালো করেই জানে, মাথা ঠাণ্ডা রাখলে একটা উপায় ঠিকই বের করতে পারবে।

"কি ভাবছো?"

আইনাতের কথায় সম্বিত ফিরে পেলো। "না, ভাবছিলাম এই ব্যাপারটা কতোই না রোমাঞ্চকর।"

"হুম। আমারও তাই মনে হচ্ছে।"

"আমি কখনও এই রাতটার কথা ভুলবো না।"

বাঁকা চোখে তাকালো মেয়েটি। "মিস্টার তওফিক, রাত এখনও অনেক বাকি...এতো তাড়াতাড়ি উপসংহারে পৌছাবে না," কথাটা বলেই হা-হা-হা করে হেসে ফেললো সে।

"বাকি রাতটার কথা ভেবেই বলেছি।"

ভুরু কুচকে তাকালো আইনাত। "এক সাথে ড্রিঙ্ক করা ছাড়া আর কোনো বাড়তি সুবিধা তুমি পাবে না। ওকে?"

কাঁধ তুললো সে। "কে জানে। এটা পুরোপুরি বাকি রাতটার উপরে ছেড়ে দিলেই ভালো হয়!"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৫১

সারাবিশ্ব টিভির সামনে হুমড়ি খেয়ে দেখছে কতিপয় সন্ত্রাসী ভারতের বাণিজ্যিক শহর মুম্বাইয়ে বীভৎস ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে চলেছে।

বুধবার সন্ধ্যার পর থেকে অজ্ঞাতনামা কিছু সন্ত্রাসী মুম্বাইর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে বিরামহীনভাবে। এখনও তারা মূর্তিমান আতঙ্ক হয়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে শহর। ভারতের ইতিহাসে এমন হামলার ঘটনা নজিরবিহীন। মুম্বাই, যার সাবেক নাম বোম্বাই, সেটা কেবল সিনেমার জন্যই বর্হিবিশ্বের কাছে পরিচিত ছিলো এতোদিন, কিন্তু আজ বুধবার, ২৬শে নভেম্বরের রাত সাড়ে ন-টার পর থেকে এটি পরিচিত হয়ে উঠেছে অভাবনীয় সন্ত্রাসের শিকার একটি জনপদ হিসেবে।

মুম্বাইর কিংকর্তব্যবিমূঢ় পুলিশ, যাদের কাছে প্রথম মহাযুদ্ধে ব্যবহৃত থৃ-নট-থৃ রাইফেল আর লাঠি ছাড়া কিছু নেই, তারা ভীত সন্ত্রস্ত আর দিশেহারা হয়ে পড়েছে। শত্রু কে, কয়জন, কি তাদের উদ্দেশ্য, কোত্থেকে তারা এসেছে, কেন তারা এমনটা করছে–কোনো কিছু সম্পর্কেই তাদের স্পষ্ট ধারণা নেই।

তবে এটা নিশ্চিত, ঘটনার শুরু মুম্বাইর বিখ্যাত ক্যাফে লিওপোল্ড থেকে। ওখানেই প্রথম আঘাত হানে সন্ত্রাসীর দল। গ্রেনেড ছুঁড়ে, এলোপাথারি গুলি চালিয়ে দশ-বারোজনের মতো মানুষ হত্যা করেছে তারা। আহত করেছে ত্রিশজনের মতো। তারপরই শোনা যায়, নরিমান হাউজ আক্রান্ত হবার খবর। এরপর ছত্রপতি শিবাজী রেলস্টেশনেও একই কায়দায় হামলা চালানো হয়। ওখানে ব্যাপক প্রাণহানির খবর পাওয়া যাচ্ছে। কিছুক্ষণ আগে জানা গেছে সন্ত্রাসী দলটি ঢুকে পড়েছে মুম্বাইর বিখ্যাত হোটেল তাজ-এ।

কেউ কেউ বলছে, সন্ত্রাসীর সংখ্যা পনেরোজন হতে পারে। কখনও খবর আসছে হামলাকারীর সংখ্যা বিশ, কখনও শোনা যাচ্ছে কমপক্ষে পঞ্চাশজন অংশ নিয়েছে এই আক্রমণে। তবে কতিপয় প্রত্যক্ষদর্শী জোর দিয়ে বলেছে এ সংখ্যা দশ-বারোজনের বেশি হবে না। কোনো তথ্যই বিশ্বাস করতে পারছে না পুলিশ কিংবা সংবাদমাধ্যমের লোকজন।

সন্ত্রাসে বিপর্যস্ত আর আতঙ্কিত শহরে গুজব ছড়াচ্ছে দ্রুত। ঘটনার অভিঘাতে মুম্বাইর পুলিশবাহিনী ছত্রভঙ্গ যোদ্ধার মতো এদিক-ওদিক দৌড়াদৌড়ি করে বিভ্রান্ত আর বিপর্যস্ত।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করাচি

মওলানা ইউসুফ হোসাইনী টিভির সামনে বসে নিজের দাড়িতে হাত বুলাচ্ছে। আক্রমণের পর থেকেই টিভির সামনে জেঁকে বসেছে সে। এক মুহূর্তও মিস করে নি লাইভ রিপোর্টিং। একবার ভারতীয় কোনো চ্যানেলে সুইচ করছে তো পরেরবারই চলে যাচ্ছে সিএনএন-এ। বিবিসি আর আল-জাজিরাও বাদ দিচ্ছে না। ঘুরে ঘুরে দেখছে কারা বেশি ভালো কাভারেজ দিচ্ছে। সত্যি বলতে সে কোনো পাকিস্তানি চ্যানেল দেখছে না। এরা তোতাপাখির মতো ঐ একটা কথাই বলে যাচ্ছে বার বার, যা তারা সব সময় বলে—এটা ভারতীয়দেরই কাজ!

মুচকি হাসলো মওলানা। হিন্দুস্তান এমন জিনিস পয়দা করতে পারে নি যে, লক্ষ-লক্ষ মানুষকে ইঁদুর বানিয়ে গর্তে ঢুকিয়ে দেবে; পাখির মতো হত্যা করবে। তবে তাকে একটা সত্য মানতেই হলো, ভারতীয় চ্যানেলগুলোই এই ঘটনার সবচেয়ে ভালো কাভারেজ দিচ্ছে। আজকের জন্য বিবিসি-সিএনএনও ফেল।

নাটক এখন বেশ জমে উঠেছে। হোটেল তাজ-এ জিম্মি করা হয়েছে কয়েক শ' পর্যটককে। পুরো মুম্বাই নয়, সমগ্র হিন্দুস্তান আজ ভয়ে থরথর করে কাঁপছে হাতেগোনা কয়েকজন সন্ত্রাসীর ভয়ে। হিন্দুস্তান বিপদে পড়লে মওলানার দারুণ ভালো লাগে। এক ধরণের পুলকানুভূতি হয়।

ঠিক এমন সময় তার ফোনটা বেজে উঠলে পাশ ফিরে তাকালো। এই ফোনটার জন্যই প্রতীক্ষায় ছিলো সে। আস্তে করে ফোনটা তুলে নিলো।

"আসসালামু ওয়ালাইকুম...ওয়ারাহামাতুল্লাহ্..." মনোযোগ দিয়ে ওপাশের কথা শুনে গেলো মওলানা ইউসুফ হোসাইনী। "হুম..." মাথা নেড়ে সায় দিলো আস্তে করে।

*

সারাবিশ্বে যে খবরটা নিয়ে তোলপার সেটা করাচিতেও বেশ সাড়া ফেলেছে। নিজেদের ঘরে বসে সন্ত্রাসী হামলার 'লাইভ' সম্প্রচার দেখছে শহরের লোকজন। কিন্তু করাচির গুলজার-এ-হিজরির তিন নাম্বার রোডের দুই নাম্বার বাড়ির একটি কক্ষে এই ঘটনার কোনো প্রভাবই পড়ে নি। এখানে যে দু-জন মদ্যপান করে যাচ্ছে তাদের কারোর মাথায় এ নিয়ে তেমন কোনো ভাবনা কাজ করছে না। সত্যি বলতে তারা টিভি দেখছে না বলে খুব বেশি কিছু জানেও না। শুধু জানে মুম্বাইতে কিছু সন্ত্রাসী হামলা চালিয়েছে।

দু-জন মানুষ একই ছাদের নীচে থাকলেও তাদের মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন দুটো চিন্তা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আইনাতের বেডরুমে নীলচে ডিমলাইট জ্বলছে। তিনটি জানালার সবগুলো বন্ধ করে পর্দা টেনে দেয়া হয়েছে যাতে বাইরে থেকে কেউ টের না পায় ঘরের ভেতরে দু-জন মানুষ আছে।

মেঝের পুরু কার্পেটের উপর বসে আছে বাস্টার্ড। তার হাতে মদের গ্লাস। আইনাত বসেছে বিছানার উপর। তার হাতে কোনো গ্লাস নেই, বোতল থেকে সরাসরি পান করছে সে।

"এই যে বাড়িটা দেখছো...এটা একটা জেলখানা..." মদের প্রভাবে তার কথাবার্তা কিছুটা মাতলামির মতো হয়ে পড়েছে। "...আমি সেই জেলখানার কয়েদি...আর আমার বাবা এখানকার ওয়ার্ডেন...হা-হা-হা!"

"আমি যদি তোমার জায়গায় থাকতাম তাহলে কি করতাম, জানো?"

ঢুলুঢুলু চোখে তার দিকে তাকালো মেয়েটি। "কি-ই-ই?"

"জেল থেকে পালাতাম।"

"হা-হা-হা!" আইনাতের হাসিটা করুণ শোনালো। "তুমি আসলেই তাই করতে...কিন্তু আমি এটা করতে পারবো না মনে হয়।"

"একবার চেষ্টা করেই দেখো না?"

"পালিয়ে কোথায় যাবো?"

"বিদেশে।"

"লন্ডনে?"

"হুম।"

"আর আমার ভাই?"

"ওর কিচ্ছু হবে না। ভুলে যাচ্ছো কেন, ও তোমার বাবারই সন্তান...নিজের সন্তানকে উনি কিচ্ছু করবেন না।"

"বাবা কিছু করবেন না জানি কিন্তু ইয়াকুব?...ওকে আমি বিশ্বাস করি না। ও অনেকটা মানসুরের মতো।"

"ইয়াকুব?" চিনতে না পেরে বললো বাস্টার্ড।

"আমার সৎভাই...বড়বাড়ির তিনতলায় থাকে...তাকে আব্বার ডানহাত বলতে পারো।"

"ও।" এই ইয়াকুবকেই তাহলে হামার গাড়িতে দেখেছিলো। "ও কি করবে?"

"ও আমার ভাইকে মেরেই ফেলবে।"

"কি বলো?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো আইনাত।

"সম্পত্তির লোভে?"

"না। বোঝা...ঝামেলা মনে করে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"তোমার বাবা জীবিত থাকতে ও এরকম কিছু করতে পারবে না। আমি নিশ্চিত।"

বাঁকাহাসি দিলো মেয়েটি। "আব্বার বয়স হয়েছে, উনি আর ক-দিন বাঁচবেন।" একটু থেমে আবার বললো সে, "ইয়াকুব যদি ওরকম কিছু করে ফেলে তাহলে আব্বা হয়তো রাগ করবেন কিন্তু এর বেশি কিছু না। শেষপর্যন্ত ওকে ঠিকই মাফ করে দেবেন।"

"আমার তা মনে হয় না।"

"অ্যাই?" তর্জনি তুলে ঢুলু ঢুলু চোখে বললো আইনাত, "তুমি ওকে আমার চেয়ে বেশি চেনো?"

"মোটেও না।"

"আমি যখন লন্ডনে ছিলাম তখন ও একবার ইউনুসকে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিলো...জানো?"

চুপ মেরে রইলো বাস্টার্ড। সে এসব করুণ আর অসুস্থ গল্প শুনতে চাচ্ছে না।

"আব্বা এটা জানার পর কি করেছেন?" জবাবের অপেক্ষা না করেই আবার বললো সে, "ধমক দিয়েছেন। আর বলে দিয়েছেন ইউনুসের ধারে-কাছেও যেনো সে কখনও না যায়। ব্যস! শাস্তি মওকুফ!"

কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে বললো বাস্টার্ড, "তোমার জন্য আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।"

তার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো আইনাত।

"এতো সুন্দর আর স্মার্ট একটি মেয়ে...সে কিনা এভাবে তার জীবনটা নষ্ট করছে!" মাথা দোলালো। "আমি এটা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছি না।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বোতল থেকে হুইস্কি গিলতে লাগলো মেয়েটি।

"এটা তো পুরোপুরি অপচয়!"

বোতলটা মুখ থেকে নামিয়ে বাঁকাহাসি দিলো আইনাত। "তুমি বলছো আমি অপচয় করছি?"

"হুম।"

"এরকম অপচয় করা ঠিক হচ্ছে না?"

"একদমই ঠিক হচ্ছে না।"

মুচকি হেসে বাস্টর্ডের ঠোঁটে আঙুল দিয়ে টোকা মেরে বললো সে, "তাহলে তুমি কেন সেটা করছো...এখন?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৫২

একটা ঘোরের মধ্যে চলে গেছে আজমল। তার সঙ্গি বড়ভাই ইসমাইলও কেমন ঘোরের মধ্যে আছে। প্রায় তিনঘণ্টা ধরে তারা অপারেশন করে যাচ্ছে কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, ক্লান্তি একটুও গ্রাস করে নি।

সিএসটি-তে অপারেশনটি ছিলো প্রত্যাশার চেয়েও বেশি কিছু। টয়লেট থেকে বের হয়েই তারা গ্রেনেড ছুঁড়ে মারে। লোকজন জীবন বাঁচানোর জন্য দৌড়াদৌড়ি শুরু করলে হট্টগোল বেঁধে যায় সেখানে। পুলিশ পুরোপুরি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এরপর দু-জনে মিলে নেমে পড়ে হত্যালীলায়। কতোজনকে মেরেছে তারা জানে না। সামনে যাদেরকেই পেয়েছে হত্যা করেছে। পাখির মতো মানুষ মেরেছে তারা।

না। কাফির!

ওরা সবাই কাফির। ইসলামের শত্রু। ওদের খতম করার দায়িত্ব নিয়েই নিজের জীবনকে বিলিয়ে দিতে এসেছে এখানে।

আজমল আর ইসমাইল ভাবতে পারে নি সিএসটি থেকে জীবন নিয়ে বের হতে পারবে, কিন্তু তাই হয়েছে। হৈহট্টগোলের মধ্যে তারা দু-জন সেখান থেকে বের হয়ে যায়। এ-পথ ও-পথ হয়ে চলে যায় কামা হাসপাতালে। সেখানে দুয়েকজনকে হত্যা করার পরই পুলিশ তাদেরকে ঘিরে ফেলে। কিন্তু তাদের সাহস আর আক্রমণের কাছে পরাজিত হয় তারা। ছয়-সাতজন পুলিশকে হত্যা করে পুলিশের একটা গাড়ি ছিনতাই করে ফেলে। কয়েক মুহূর্তে জন্য আজমলের মনে হয়েছিলো পালিয়ে যাবার একটা সুযোগ এসে গেছে তাদের। তারা যা করেছে তাতে করে শহীদ না-হয়ে গাজি হলেও তো কম হয় না। কথাটা ইসমাইলকে বললে সেও একটু ধন্দে পড়ে যায়। কিন্তু মোবাইলফোনে উপরওয়ালাদের কাছ থেকে নির্দেশ পেয়ে রওনা দেয় তাজ হোটেলের উদ্দেশ্যে। এ মুহূর্তে ওখানে তাদের দলের অনেকেই যোগ দিয়েছে।

কিন্তু ছিনতাই করা পুলিশের গাড়ির চাকা পাঙ্কচার হয়ে যাওয়াতে পথে সেটা পরিত্যাগ করে আরেকটি প্রাইভেটকার বাগিয়ে নেয়। আতঙ্কিত মুম্বাই শহরের পথঘাট কেমন ভুতুরে হয়ে আছে রাত বারোটার পর পরই। ফাঁকা রাস্তায়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ইসমাইল গাড়ি ছুটিয়ে তাজ-এর দিকে যাচ্ছে। তাদের দু-জনের চোখেমুখেই দৃঢ় সঙ্কল্প।

"আজমল!" হঠাৎ ইসমাইল চিৎকার দিয়ে বলে উঠলো।

*

বেহুঁশের মতো বিছানায় পড়ে আছে আইনাত। অন্ধকার শোবারঘরের জানালার সামনে বসে আছে বাস্টার্ড। এই জানালা দিয়ে শুধু বড়বাড়িটাই দেখা যায় না, নীচের মেইনগেটটাও দেখা যায়। এর কারণ বড়বাড়িটার সামনে ছোটোখাটো একটি লন আছে। লনের পরেই মেইনগেটটা।

জানালার পর্দা সামান্য ফাঁক করে স্লাইডিং ডোরটা সরিয়ে ভালো করে দেখছে সে। বড়বাড়ির দোতলার একটি ঘরের জানালা দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। মওলানা এতো রাত পর্যন্ত জেগে আছে দেখে সে অবাকই হলো। এখন রাত প্রায় তিনটা। তিনতলা আর নীচতলা পুরোপুরি অন্ধকারে ডুবে আছে। মেইনগেটের পাশে বসে ঝিমুচ্ছে দারোয়ান। বেচারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এটাই স্বাভাবিক। একটু পর এই লোক পুরোপুরি ঘুমিয়ে পড়লেও সে অবাক হবে না।

প্রায় বিশ মিনিট ধরে সে চারপাশটা দেখে গেলো। সব দেখে তার মনে হচ্ছে মওলানাকে শিকার করার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা হচ্ছে এই বাড়িটাই। কিন্তু এই সহজ কাজটা এখন প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে একটা পিস্তলের অভাবে।

সাইলেন্সারসহ একটা পিস্তল কতো সহজেই না তার মিশন সফল করে দিতে পারতো আজরাতে!

এখন আর আক্ষেপ করে কোনো লাভ নেই। ঘটনাচক্রে যেমন অনেক সুবিধা পাওয়া যায় তেমনি অসুবিধাগুলোও মেনে নিতে হয়। সন্দেহ নেই, এখানে এভাবে চলে আসাটা অভাবনীয় একটি ঘটনা, কিন্তু পিস্তল ছাড়া এসেই বা কী করবে বুঝতে পারছে না। চেষ্টা করলে খালিহাতেও একজন মানুষ মারা যেতে পারে। এই বাড়িতে হাতেগোনা কিছু মানুষ বাস করলেও কাজের লোক আছে বেশ কয়েকজন। খালিহাতে মওলানার কাছে যাওয়াটা সম্ভব হবে কিনা ভেবে দেখলো।

একটা চাকু? কিচেন নাইফ?

মাথা দোলালো সে। আইনাতের ফ্ল্যাটে কোনো কিচেন নেই, ওটা আছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নীচতলায়। ঘরে খোঁজাখুঁজি করলে একটা কেচি কিংবা ধারালো কিছু হয়তো জোগাড় করা যাবে কিন্তু সেটা তার প্রয়োজন মেটাতে পারবে না।

জানালার পাশে বসে মাথা ঠাণ্ডা রেখে ভেবে যেতে লাগলো বাস্টার্ড। একটা না একটা উপায় বের করতেই হবে তাকে। এভাবে এতো বড় একটা সুযোগ নষ্ট করতে পারে না সে। দ্বিতীয়বার এ বাড়িতে ঢোকাটা একদম অনিশ্চিত।

একটা শব্দে চমকে উঠলো। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলো মেইনগেটটা খুলে যাচ্ছে। এতো রাতে এ বাড়িতে কে ঢুকছে?! নড়েচড়ে বসলো সে। ভালো করে তাকিয়ে দেখলো কালো রঙের একটি মাইক্রোবাস ঢুকছে।

ঘটনা কি! মনে মনে বলে উঠলো সে। অজানা আশংকায় তার হৃদস্পন্দন বেড়ে গেলো। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে পড়লো বাস্টার্ড। মেইনগেটের দিকে চোখ কুচকে তাকালো। লনের উপরে লাইটের আলোয় গাড়িটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দারোয়ান দ্রুত মেইনগেটটা লাগিয়ে দিতেই তিন-জন লোক গাড়ি থেকে নেমে বড়বাড়িটার ভেতরে ঢুকে পড়লো। কয়েক মুহূর্ত পর মজবুত শরীরের এক যুবক বড়বাড়ির ভেতর থেকে বের হয়ে এসে হাত নেড়ে কিছু বুঝিয়ে দিচ্ছে দারোয়ানকে।

বাস্টার্ড আরো বিস্ময় আর আতঙ্কের সাথে দেখতে পেলো ঐ যুবক মেইনগেটের মধ্যে ছোট্ট একটা পকেট খুলে সেটা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলো। রাস্তায় কাউকে দেখছে? আরো গাড়ি আসবে?

জবাবটা সে পেয়ে গেলো দশ মিনিট পরই। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে যুবকটি গেটের খোপ দিয়ে তাকিয়ে আছে একেবারে মূর্তির মতো। যেনো সামান্যতমও নড়ন-চড়ন হচ্ছে না।

ওয়াচার?

আতঙ্কের সাথেই বুঝতে পারলো, মওলানার বাড়িতে ঢোকার সুযোগ নষ্ট হয়ে গেছে।

পরক্ষণেই কতোগুলো প্রশ্ন তাকে জেঁকে ধরলো : এরা কারা? এখানে কেন এসেছে?

তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলে উঠলো, এটা মোটেও ভালো লক্ষণ নয়!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৫৩

মুজাহিদ নামের ছেলেটি, যার আসল নাম আজমল আমের কাসাব, সে হাসপাতালের বেডে শুয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করছে। তার চারপাশে ঘিরে আছে সশস্ত্র পুলিশ। তার মাথার কাছে বসে আছে সৌম্যকান্তির এক ভদ্রলোক। পুলিশের সবাই তাকে স্যার-স্যার বলছে সম্ভ্রমের সাথে। লোকটা অনেকক্ষণ ধরে চুপ মেরে তাকে দেখছে, কোনো কথা বলছে না।

রাত একটার সামান্য কিছু আগে ছিনতাই করা একটি প্রাইভেটকার নিয়ে তাজ-এ যাবার সময় অপ্রত্যাশিতভাবে পুলিশ-ব্যারিকেডের মুখে পড়ে যায় তারা। ব্যাপক গোলাগুলিতে বড়ভাই ইসমাইল ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারায়। তবে মৃত্যুর আগেও সে সত্যিকারের জিহাদির মতো লড়াই করে গেছে। আজমলও চেষ্টা করেছিলো কিন্তু ধরা পড়ে যায় পুলিশের হাতে।

ধরা পড়ার পর বার কয়েক 'হায় ভগবান-হায় ভগবান' বলেছিলো সে কিন্তু পুলিশের হৈ-হট্টগোলে সেটা ধামাচাপা পড়ে গেছে। তাকে ধরতে গিয়ে তার রাইফেলের গুলিতে একজন পুলিশ মারা যায় ফলে বাকিরা ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে কিল-ঘুষি চড়-থাপ্পড় মারতে শুরু করে। এ কারণে শেখানো বুলিটা আর আওড়াতে পারে নি বেশিক্ষণ।

একটু আগে তাকে এক লোক ইনজেকশন দিয়ে গেছে। তার মনে হচ্ছে এটাও এক ধরণের ভিটামিন ইনজেকশান। কিন্তু এখন প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছে শরীরে। যেনো জাহান্নামের আজাব শুরু হয়ে গেছে। অথচ এমনটা হবার কথা ছিলো না। তারা তো জান্নাতী! তাদের মুখ দিয়ে নূরের জ্যোতি বের হবার কথা। তাদের শরীরে কেন মৃত্যুর আজাব হবে!?

"তোমার নাম কি?" মাথার কাছে বসে থাকা পুলিশের লোকটি মুখ খুললো এই প্রথম। "কোত্থেকে এসেছো? ক-জন এসেছো তোমরা?"

আজমল চুপ মেরে পড়ে থাকলো।

"তোমাকে কথা বলতেই হবে...না-বলে কোনো উপায় নেই।"

লোকটা এতো দৃঢ়ভাবে বলাতে আজমল একটু অবাকই হলো, আবার ভয়ও পেলো। সঙ্গে সঙ্গে টের পেলো তার শরীরের যন্ত্রণা হঠাৎ করেই বেড়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গেছে, যেনো প্রতিটি শিরা-ধমনী তীব্র চাপে ফেঁটে পড়বে এক্ষুণি!

"আম্মি!" প্রাণপণে চিৎকার দিলো আজমল আমের কাসাব।

*

আতঙ্কের সাথেই সে দেখতে পাচ্ছে পাঁচ-ছয়জন লোক ড্রাইভওয়ে দিয়ে এগিয়ে আসছে ছোটোবাড়িটার দিকে। তারপরই দরজায় জোরে জোরে আঘাতের শব্দ! ভয়ে তার সারা শরীর অসাড় হয়ে গেলো।

একটা পিস্তল!

আবারো সেই আক্ষেপ। খালি হাতে লোকগুলোর সাথে কিভাবে মোকাবেলা করবে? আর ঐ মেইন দরজা ছাড়া এই ঘর থেকে বের হওয়ারই বা উপায় কি?

দরজার ধাক্কা প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছে, যেনো তার বুকে এসে মারছে! ঘরের মাঝখানে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলো। ভালো করেই জানে কিচ্ছু করার নেই। এখন মাথা ঠাণ্ডা রেখে যতোই ভেবে যাক কোনো লাভ হবে না। ফাঁদে পড়ে গেছে সে। কঠিন এক ফাঁদে। এই ঘর থেকে বের হওয়ার কোনো উপায়ই নেই, আর ঐ দরজাটাও বেশিক্ষণ বন্ধ করে রাখা যাবে না। দরজার বাইরে যারা আছে তারা একটু পরই মরিয়া হয়ে দরজা ভেঙে ঢুকে পড়বে ভেতরে। কিন্তু তার মাথায় কিছুতেই ঢুকছে না এই বাড়িতে তার অবস্থানের কথা ওরা কিভাবে জানতে পারলো!

বিছানার দিকে তাকালো। আইনাত এখনও বেহুঁশের মতো ঘুমাচ্ছে। কিন্তু যেভাবে দরজায় ধাক্কা মারা হচ্ছে তাতে এই গাঢ় ঘুমও যেকোনো সময় ভেঙে যাবে। মেয়েটা উঠে গেলে কি হবে? ওকে কিভাবে আটকে রাখবে সে? আদৌ কি আটকে রাখতে পারবে?

যা হবার তা-ই হলো। আইনাতের ঘুম ভেঙে গেলো একটু পরই। দরজা ধাক্কানোর শব্দে সেও বিস্মিত। কয়েক মুহূর্ত লাগলো ব্যাপারটা বোঝার জন্য। তার সাথে চোখাচোখি হলো।

"বোকা কোথাকার! বিছানার নীচে লুকাও!" চাপা কণ্ঠে আদেশের সুরে বললো সে। "আমি দেখছি ঘটনা কি।"

মেয়েটা বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেও জায়গা থেকে নড়তে পারলো না বাস্টার্ড। এরকম নার্ভাস কখনও হয় নি। যেনো তার সমস্ত বোধবুদ্ধি লোপ পেয়ে গেছে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকেই দেখতে পাচ্ছে আইনাত চলে যাচ্ছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দরজার কাছে। মেয়েটা আর কোনো দিকে না তাকিয়ে দরজা খুলে দিলো!

সঙ্গে সঙ্গে হুরমুর করে ঘরে ঢুকে পড়লো পাঁচ-ছয়জন সশস্ত্র যুবক। ওদের প্রত্যেকের হাতে অটোমেটিক অস্ত্র। কালো পোশাকের যুবকেরা তাকে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একটুও সময় নষ্ট করতে চাইলো না। একসঙ্গে দু-তিনজন গুলি ছুঁড়ে বসলো। বুলেটের আঘাতে কয়েক হাত পেছনে ছিটকে পড়ে গেলো সে।

"না!" চিৎকার দিয়ে উঠলো বাস্টার্ড।

"অ্যাই, কি হয়েছে?"

হতভম্ব হয়ে দেখতে পেলো তার মুখের কাছে ঝুঁকে আছে একটা মুখ।

আইনাত!

"আজব! তুমি এখানে কেন? সারারাত কি এখানেই বসেছিলে নাকি?"

ধাতস্থ হতে কয়েক মুহূর্ত লেগে গেলো তার। হাফ ছেড়ে বাঁচলো যেনো। বুঝতে পারলো ঘটনাটা কি।

"দুঃস্বপ্ন দেখছিলে?"

ঢোক গিলে মাথা নেড়ে সায় দিলো।

মুখ টিপে হাসলো আইনাত। "কি দুঃস্বপ্ন দেখলে? মানসুর তোমাকে ধরে *পিটাই* দিচ্ছে?"

এবার তার মুখে স্মিতহাসি দেখা গেলো। "আমার বুকে পিস্তল তাক্ করে বলছে, 'তুই আমার লিগ্যাল ওয়াইফের সাথে ইলিগ্যাল কাজ করেছিস! আমি তোকে গুলি করে মারবো!' "

"হা-হা-হা," হাসিতে ফেঁটে পড়লো আইনাত। "দারুণ তো! মনে হচ্ছে না কোনো দুঃস্বপ্ন....মনে হচ্ছে সিনেমা।"

উঠে দাঁড়ালো বাস্টার্ড। তার মনে পড়ে গেলো ভোর পর্যন্ত জানালার সামনে বসে বসে বাইরে চোখ রাখছিলো। কখন ঘুমিয়ে পড়েছে টেরই পায় নি। হতাশা আর হুইস্কি তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে কখন টেরই পায় নি!

আইনাত তার গলা জড়িয়ে ধরলো। "আমি তোমাকে আবারো এরকম দুঃস্বপ্ন দেখাতে চাই!"

"তার আগে তুমি আমাকে এই বাড়ি থেকে বের হবার রাস্তাটা তো দেখাবে, নাকি?"

ভুরু কুচকে তাকালো মেয়েটি। "এতো সকালেই চলে যাবে? জরুরি কোনো কাজ আছে নাকি?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"না, তা নেই...কিন্তু এখানে বেশিক্ষণ থাকাটা নিশ্চয় ঠিক হবে না।"

"কতোবার বলবো, আমি না ডাকলে কেউ আমার ফ্ল্যাটে আসে না। এ নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই। তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে ঘুম ভালো হয় নি। মুখটা দেখে খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছে।"

কথাটা সত্যি, কিন্তু মুখে দুষ্টুমি হাসি দিয়ে বললো, "ক্লান্ত হবো না? ভুলে গেছো, ম্যাডামকে কি কঠিন সার্ভিসটাই না দিলাম?"

"ইউ নটিবয়," বলেই বাস্টার্ডের বুকে জোরে জোরে দুটো ঘুষি মারলো আইনাত।

"হা-হা-হা," করে হেসে উঠলো সে।

"অ্যাই, চুপ!" মুখে আঙুল দিয়ে তার হাসি থামিয়ে দিলো। "এখন সবাই উঠে গেছে...এতো জোরে জোরে হেসো না।"

"সরি সরি," বলে উঠলো সে। "ভুল হয়ে গেছে।"

মেয়েটা শুধু হাসলো।

"তাহলে আমরা বের হচ্ছি কখন?"

"তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও। দশটার পর বের হবো। আব্বা আর ভাই অফিসে চলে যাবে তখন।"

"এখন ক'টা বাজে?"

দেয়ালঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললো আইনাত, "সাড়ে আটটা...তুমি বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ো। আমি ব্রাশ করে আসি।"

আইনাত বাথরুমের দিকে চলে গেলো।

গভীর করে নিঃশ্বাস নিয়ে ঘরের চারপাশে তাকালো সে। এখানে বেশিক্ষণ থাকলে দুঃস্বপ্নটা অনেক বেশি বাস্তব হয়ে উঠতে পারে। জানালার সামনে চলে গেলো। পর্দা সরিয়ে বাইরে দেখতে পেলো মেইনগেটের পাশে দারোয়ান নেই, কিন্তু অন্য একজন দাঁড়িয়ে আছে। ভোর পর্যন্ত এই লোকটাকেই দেখেছে গেটের কাছে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকতে। এখন সে গেটের পাশে চুপচাপ বসে আছে।

আবারো সেই প্রশ্ন তার মাথায় ঘুরপাক খেতে শুরু করলো–মওলানা ইউসুফ হোসাইনীর কাছে এরা কেন অতো রাতে চলে এলো? এরা কারা?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৫৪

মুম্বাই
অ্যান্টি টেররিস্ট পুলিশ হেডকোয়ার্টার
রাত: ২-১৫

এমন অসময়ে অশোক মিত্র হেডকোয়ার্টারে ফিরে আসায় রাত্রিকালীন ডিউটিতে থাকা নিম্নপদস্থ কর্মচারিরা একটুও অবাক হলো না। রাত দশটার দিকে মুম্বাইতে সন্ত্রাসী আক্রমণ শুরু হবার পর পর গোটা ভারত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে, সুতরাং এটিপি'র কর্তাব্যক্তিরা যে মাঝরাতে অফিসে ছুটে আসবে সেটা তারা ধারণা করতে পেরেছিলো।

এটিপি'র সমস্ত কর্মীবাহিনী যে যেখানে ছিলো যতো দ্রুত সম্ভব ছুটে এসেছে। তাদের অনেককেই উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা ফোন করে ডেকে এনেছে, বাকিরা নিজের কাণ্ডজ্ঞানেই এই অসময়ে ছুটে এসেছে সদরদফতরে।

এক অধস্তনকে নিয়ে নিজের অফিসে ঢুকেই ফাইল-ক্যাবিনেটটা খুলে বিশেষ একটি ফাইল নিয়ে অশোক চলে গেলো নীচতলার কমিউনিকেশন্স রুমের দিকে। একটু আগে মুম্বাইর পুলিশের জয়েন্ট কমিশনার রাকেশ মারিয়া তাকে ফোন করে জানিয়েছে রাত একটার দিকে জীবিত অবস্থায় এক সন্ত্রাসীকে ধরতে সক্ষম হয়েছে তারা। সময়ক্ষেপন না করেই সেই সন্ত্রাসীর কাছ থেকে মূল্যবান কিছু তথ্য জানতে পেরেছে :

পাকিস্তানী জঙ্গিগোষ্ঠী লস্কর-এ-তৈয়বার দশজন প্রশিক্ষিত সন্ত্রাসী করাচি থেকে ট্রলারে করে আরব-সাগর পাড়ি দিয়ে মুম্বাই এসে হামলা করেছে। দশজনের দলটি দু-জন করে জুটি বেঁধে পাঁচটি টিম তৈরি করে হামলা শুরু করে। এখনও নরিমান হাউজ, হোটেল তাজ আর হোটেল ওবেরয়-এ সন্ত্রাসী দল রক্তের গঙ্গা বয়ে দিচ্ছে।

জীবিত সন্ত্রাসীর কাছ থেকে রাকেশ মারিয়া আরো জানতে পেরেছে, তাদের দলের পাঁচজন সিনিয়রের সাথে টেলিফোনে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছে করাচিতে থাকা লস্করের হ্যান্ডলাররা। ওদের কাছ থেকে নির্দেশ পেয়েই হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে দলটি। এখন আটজন সন্ত্রাসী তিনটি স্পটে সক্রিয় আছে। এরইমধ্যে পুলিশ ঘিরে রেখেছে ঐসব জায়গা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রাকেশ মারিয়া চাইছে ঐসব সন্ত্রাসীদের সেলফোনের ফ্রিকোয়েন্সি স্ক্যানিং করে কলগুলো যেনো ইন্টারসেপ্ট করা হয়।

অশোকের জায়গায় অন্য কেউ হলে কথাটা শোনামাত্রই অসম্ভব বলে উড়িয়ে দিতো—লক্ষ-লক্ষ ফোনকল থেকে তিন-চারটা কল ডিটেক্ট করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। তার জানামতে কেবলমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রেঞ্জার্সদের বিশেষ একটি বিমান আর সেই বিমানে থাকা অত্যাধুনিক একটি ডিভাইস এই কাজটা করতে পারে। এরকম উচ্চপ্রযুক্তির কোনো ডিভাইস এটিপি'র হাতে নেই। তাদের কাছে ফোন নাম্বারগুলো থাকলেই কেবলমাত্র ইন্টারসেপ্ট করা সম্ভব হয়।

তবে রাকেশ মারিয়ার অনুরোধটি শোনার পরই অশোক মিত্র বুঝতে পেরেছিলো একটা চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।

গত সপ্তাহে করাচিতে থাকা র-এর এক দক্ষ আন্ডারকভার এজেন্ট লস্কর-এ-তৈয়বার একজনকে অনুসরণ করে দারুণ একটি তথ্য লাভ করে। লস্করের ঐ লোকটি এক দোকান থেকে বত্রিশটি সিম কিনেছিলো। জাগদীশ নামের এজেন্ট সুকৌশলে ঐ বত্রিশটি সিমের নাম্বার জোগাড় করে দিল্লির হেডকোয়ার্টারে পাঠিয়ে দিলে এই গুরুত্বপূর্ণ ইন্টেলটি এটিপি'র সাথে শেয়ার করে তারা। কিন্তু দুভার্গ্যের ব্যাপার, এটিপি'র কর্তাব্যক্তিরা তেমন কিছু না করে ফাইলবন্দী করে রাখে এটি। অথচ ব্যাপারটা গুরুত্ব দিয়ে দেখার দরকার ছিলো। কেননা সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝিতে অন্য আরেকটি ফোনকল ইন্টারসেপ্ট করে তারা জানতে পেরেছিলো লস্কর-এ-তৈয়বা মুম্বাই শহরে হামলার পরিকল্পনা করছে। এটা জানার পরই করাচিতে থাকা আন্ডারকভার এজেন্টদের দায়িত্ব দেয়া হয় বিষয়টা খতিয়ে দেখার জন্য। ফলস্বরূপ গতসপ্তাহে তারা জানতে পারে বত্রিশটি সিম কেনার কথা।

কমিউনিকেশন্স রুমে রাত্রিকালীন ডিউটিতে থাকা দু-জন অপারেটরকে ফাইলটা দিয়ে অশোক বলে দিলো এই বত্রিশটি সিমের মধ্যে কতোগুলো এখন অ্যাক্টিভ আছে সেটা যেনো দ্রুত চেক করে দেখে তারা।

নিতিন আর যোগেশ নামের দু-জন অপারেটর কাজে লেগে গেলে অশোক এক কাপ কফি নিয়ে অধীর আগ্রহে বসে রইলো।

পনেরো মিনিটের মধ্যেই জানা গেলো বত্রিশটি সিমের মধ্যে তিনটি সিম এ মুহূর্তে সচল আছে। অশোক নড়েচড়ে বসলো তথ্যটা জেনে। ঐ তিনটি সিমের সেলফোন ফ্রিকোয়েন্সি স্ক্যান করে ইন্টারসেপ্ট করার নির্দেশ দিলো সে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করাচি

নিতিন আর যোগেশ সাত-আট মিনিটের মধ্যেই কাজটা সফলভাবে করতে পারলে বিস্ময়ের সাথে অশোক আবিষ্কার করলো, সুদূর করাচিতে বসে লস্করের দু-জন হ্যান্ডলার তিনটি সন্ত্রাসী টিমকে 'গাইড' করছে!

ইয়ারফোনটা কানে চেপে কিছুক্ষণ শুনে গেলো সে। কখন কি করতে হবে, কিভাবে করতে হবে সব নির্দেশ দেয়া হচ্ছে মুম্বাইর সন্ত্রাসীদের। আর হ্যান্ডলারদের নির্দেশ পেয়ে খুন-খারাবি করে যাচ্ছে হামলাকারীরা।

কান থেকে ইয়ারফোনটা খুলে ফোনালাপগুলো রেকর্ড করার নির্দেশ দিলো, তারপর সিকিউর একটি ফোন তুলে নিয়ে একে একে ফোন করে গেলো বেশ কয়েকটি জায়গায়। ভালো করেই জানে এই খবরটি কতোটা গুরুত্বপূর্ণ। রাত যতোই হোক, দেরি না করে অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান আর কর্তাব্যক্তিকে জানাতে হবে এটা।

*

২৭শে নভেম্বর সকালে করাচিবাসী দেরি করেই ঘুম থেকে উঠলো।

অধিকাংশ বাসিন্দা রাতভর টিভি পর্দায় মুম্বাই হামলার লাইভ টেলিকাস্ট দেখে ভোরের দিকে ঘুমাতে যায়। পরিহাসের বিষয় হলো প্রতিবেশি এক দেশের শহরে এই দানবীয় হামলায় অনেক পাকিস্তানির মতো করাচির কিছু অধিবাসীও খুশি। তবে কাণ্ডজ্ঞান আর মানবিকতা বোধসম্পন্ন মানুষ যে একদমই নেই তা নয়। এই ঘনবসতি শহরে তারাও রয়েছে, তবে বরাবরের মতোই অশুভদের আস্ফালনে তাদের কণ্ঠস্বর খুব ক্ষীণ শোনাচ্ছে।

ভারতের বাণিজ্যিক রাজধানী মুম্বাইতে যে আক্রমণ শুরু হয়েছে গতরাত সাড়ে-নয়টার পর থেকে সেটা এখনও অব্যাহত আছে। সন্ত্রাসীদল নরিমান হাউজ আর হোটেল তাজ-এ জিম্মি করে রেখেছে কয়েক শ' মানুষ। শিবাজি রেলস্টেশনের গণহত্যা রাতেই সম্পন্ন হয়েছে ৫৮জন নিরীহ ভারতবাসীর জীবনাবসানের মধ্য দিয়ে। মুম্বাই শহর এখন আতঙ্কের নগরী। টিভিতে লাইভ সম্প্রচার দেখে ভারত সরকারের মতোই সারাবিশ্ব জেনে গেছে সন্ত্রাসীর সংখ্যা পঞ্চাশ-বিশ কিংবা পনেরো নয়, মাত্র দশজন! আর তারা এসেছে প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় শহর করাচি থেকে।

পাকিস্তান রাষ্ট্রটি আরো একবার বিশ্ববাসীর সামনে নিজের ভ্রষ্টনীতি আর মধ্যযুগীয় চিন্তা-ভাবনা উলঙ্গভাবে প্রকাশ করে ফেললো এ ঘটনার মধ্য দিয়ে।

www.BanglaBook.org

তাদের সমস্ত বক্তব্য মিথ্যে প্রমাণিত হয়ে গেছে কাসাবের ধরা পড়ে যাওয়ার ঘটনায়। ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে পঞ্চমযুদ্ধের আশংকা করা হচ্ছে এখন। আর এরকম যুদ্ধ বেঁধে গেলে সবচাইতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে যে শহরটি সেটা অবশ্যই করাচি। এর আগে একাত্তরের শেষের দিকে পাকিস্তান রাষ্ট্রটি যখন ভারতের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করে বসে তখন করাচি বন্দরটি ভারতীয় বিমানবাহিনীর হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলো। সেই স্মৃতি প্রবীণ করাচিবাসীর মনে এখনও দগদগে ঘায়ের মতো অক্ষত আছে।

সারাবিশ্বে নিন্দার ঝড় গায়ে মেখেও পাকিস্তানি শাসকদের কিছু অংশ আর বিরাট সংখ্যক জনগণ যুদ্ধংদেহী মনোভাব নিয়ে পাল্টা হুমকি-ধামকি দিয়ে যাচ্ছে। তবে সরকারের মধ্যে সবাই এরকম মনোভাব পোষণ না করলেও মুখে কিছু বলছে না। তারা ভালো করেই জানে আরেকটি পাক-ভারত যুদ্ধের পরিণাম দু-দেশের জন্য কি ফলাফল বয়ে আনতে পারে। দুটো পারমাণবিক অস্ত্রসমৃদ্ধ দেশ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ুক এমন বিপজ্জনক চিন্তা পশ্চিমাবিশ্ব করছে না। তারা উঠে পড়ে লেগেছে, যে করেই হোক পঞ্চমযুদ্ধটি যেনো সংঘটিত না-হয়।

করাচি এখন চাপা উল্লাস আর আতঙ্কের নগরী। পথেঘাটে একটু কান পেতে লোকজনের কথাবার্তা শুনলে যে কেউ হতভম্ব হয়ে যাবে। বর্বর এই আক্রমণে অনেকে শুধু খুশিই হয় নি, সন্ত্রাসীদের কাজকর্মকে বীরোচিত বলেও মনে করছে কেউ কেউ। মাত্র দশজন পুচকে ছেলের ভয়ে গোটা ভারত হিজড়ার মতো আচরণ করছে বলে তাদের এক রকম বিকৃত আনন্দ হচ্ছে।

ভারত যখন তাজ হোটেল আর নরিম্যান হাউজের সন্ত্রাসীদের হাত থেকে জিম্মি উদ্ধারে ব্যতিব্যস্ত তখন করাচি শহরে বাড়তি নিরাপত্তার জন্য সেনাবাহিনী টহলে নেমেছে। পুলিশের সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়ে জায়গায় জায়গায় বসানো হয়েছে চেকপোস্ট। আসন্ন বিমানহামলা মোকাবেলা করার জন্য বিভিন্ন জায়গায় অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গান বসানোর কাজও চলছে সমানতালে।

পাকিস্তান এবং পাকিস্তানের প্রতি সহমর্মি দেশগুলোর কিছু ধর্মান্ধ জ্ঞানপাপী নানারকম 'কন্সপিরেসি থিওরি' নিয়ে হাজির হচ্ছে ঘণ্টায় ঘণ্টায়।

ভারতের অভ্যন্তরে বিচ্ছিন্নতাবাদী কোনো জঙ্গিগোষ্ঠীর কাজ এটি।

ইরাক আর আফগানিস্তানের পর পাকিস্তানকে টার্গেট করেছে পশ্চিমাবিশ্ব আর তাদের মোড়ল আমেরিকা। এই ঘটনা সেই নীলনক্সারই প্রথম ধাপ।

ভারত সরকার পাকিস্তানকে বেকায়দায় ফেলার জন্য এই ঘটনা

www.BanglaBook.org

সাজিয়েছে।

এটা ভারতীয় র-এর একটি ভয়াবহ চাল। তারা পাকিস্তানের কিছু বিপথগামী তরুণকে দিয়ে এ কাজ করিয়েছে।

পাকিস্তানকে আমেরিকা তার 'নতুন যুদ্ধক্ষেত্র' বানাবার পায়তারা করছে।

কাশ্মিরি জনগণের স্বাধীনতার আন্দোলনকে কালিমালিপ্ত করার জন্য ভারত এ কাজ করেছে। সবটাই নাটক। সন্ত্রাসীরা কেউই পাকিস্তানের নয়। এমন কি তারা কেউ উর্দুও বলতে পারে না! কাসাবের পরিচয় নিয়ে রহস্য আছে। ভারত সরকার তার সম্পর্কে যে তথ্য দিয়েছে সেটার সত্যতা পাওয়া যায় নি। পাঞ্জাবের ঐ গ্রামে গিয়ে কাসাবের পরিবারের কোনো হদিশ তারা পায় নি।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৫৫

মানসুর রাঙ্গুওয়ালা তার নাক নিয়ে যারপরনাই পেরেসানে আছে। গতরাতে ডাক্তারের কাছে গেলে জানা যায়, তার নাকের হাঁড় ভেঙে গেছে। রাত দুটো পর্যন্ত হাসপাতালে ছিলো, তারপর নাকে বিরাট বড় ব্যান্ডেজ নিয়ে বাড়ি ফিরে আসে। গাড়ি চালাতে গিয়ে অ্যাকসিডেন্ট করেছে–পরিবারের লোকজনদের এই মিথ্যেটা বলতে হয়েছে তাকে। কিন্তু তাদের হাবভাবে সে বুঝতে পেরেছে মিথ্যেটা কাজে লাগে নি। শরীরের আর কোথাও চোট না পেয়ে শুধু নাকে! মানসুরের মতো তাদের সবার মাথা অতো মোটা নয়।

যাহোক, তার নাকের এই যন্ত্রণা অনেকটাই ভুলে যেতো মুম্বাই হামলার খবরটা শুনে কিন্তু যে হারামিটা এ কাজ করেছে তাকে না পেয়ে একটুও শান্তি পাচ্ছে না সে। হাবিব ছেলেটা অবশ্য চেষ্টা করে যাচ্ছে যদিও এখন পর্যন্ত হারামজাদার টিকিটাও খুঁজে পাচ্ছে না। সকালে ফোন করে সে জানিয়েছে, কুত্তাটা নাকি হোটেলেই ফেরে নি। তার দু-জন লোক সারারাত হোটেলেই ছিলো। ম্যানেজারও জানিয়েছে তাদের ঐ গেস্ট আর ফিরে আসে নি। তবে কি শূয়োরটা পালিয়ে গেলো?

কিন্তু এটা কি করে সম্ভব! ওর লাগেজ, পাসপোর্ট সব তো রুমেই আছে। ওগুলো ছাড়া অন্য কোথাও সটকে পড়বে কিভাবে? সম্ভবত টাকা-পয়সাও রুমেই রেখে গেছে। নিশ্চয় সব টাকা সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াবে না?

হাবিবকে সে বলে দিয়েছে, টাকা-পয়সা নিয়ে যেনো চিন্তা না করে। যতো টাকা লাগুক সে দেবে কিন্তু তার হারানো পৌরুষ ফিরে পেতে হলে ঐ লোকটাকে চাই-ই চাই। ওকে নিজের কব্জায় নিয়ে মনের আশ মিটিয়ে হাড্ডি-মাংস এক করবে। এমন শিক্ষা দেবে, যে এই জীবনে কোনো মেয়ের দিকে তাকাবে না। এমন কি কোনো মশা-মাছি মারতে গেলেও দশবার চিন্তা করবে।

হাবিব ছেলেটার মাথা খুব ভালো। সে একবার কোনো কাজ নিলে ব্যর্থ হয় না। হয়তো একটু দেরি হবে কিন্তু কাজটা সে ঠিকই করতে পারবে। একটু আগে যখন ওর সাথে কথা হলো তখনও জোর দিয়ে বলেছে, চিড়িয়া তাদের হাতের মুঠোয়ই আছে। ওকে সামুনাবাদ হোটেলে ফিরে আসতেই হবে, না

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এসে উপায় নেই। তাছাড়া, ইয়াসিন নামের ছেলেটা তো আছেই। দরকার হলে ওকে তুলে এনে এমন হালুয়া টাইট করবে যে বাপ-বাপ বলে সব কিছু জানিয়ে দেবে।

নাকের প্রচণ্ড ব্যথা সত্ত্বেও মনে মনে জুলুম করার অভিনব কিছু কায়দা নিয়ে ভেবেছে মানসুর। কি করে বাহেনচোদটাকে শাস্তি দিলে বেশি যন্ত্রণা পাবে তাও ভেবে দেখেছে। সকালের নাস্তা করার সময় এসব ভাবতে ভাবতে একটা উদ্ভট কায়দার কথা তার মাথায় চলে আসে। সে ঠিক করেছে এটা করবেই। তার সাথে পাণ্ডা মতো এক ছেলে আছে, নাম রুস্তম, সে জানে ছেলেটার ওই বদঅভ্যেস রয়েছে। হাবিবই তাকে বলেছিলো এটা। খচ্চরটার নাকি মেয়েমানুষের ব্যাপারে কোনো আগ্রহ নেই। ঠিক আছে, রুস্তমকে তার মর্দানি দেখানোর একটা সুযোগ দেয়া হবে। নিশ্চয় দৃশ্যটা হবে খুবই উপভোগ্য। নারী ধর্ষণ কেমন হয় সে তা ভালো করেই জানে। পনেরো বছর বয়সেই এক কাজিনকে ধর্ষণ করেছিলো। এই ছোট্ট জীবনে কাজটা তো আর কম করে নি। কিন্তু পুরুষ ধর্ষণ? তাও আবার পুরুষের হাতে? না, এমন বিরল দৃশ্য দেখা হয় নি এখনও।

সে আরো ঠিক করলো, ঐ বিরল দৃশ্য দেখার পর পরই হারামজাদাকে খাসি করে ফেলবে। একেবারে খোজা-দাস! যা, এবার মেয়েমানুষের সাথে ওসব কর্ গিয়ে!

চিন্তাটা মাথায় আসতেই হাসতে হাসতে নাস্তার টেবিল থেকে উঠে গেলো মানসুর রাঙ্গুওয়ালা।

*

সাড়ে দশটার দিকে ঘুম ভেঙে গেলো তার। উঠে দেখে আইনাত নেই। ঘরের চারপাশে তাকিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লো সে। ড্রইংরুমেও মেয়েটা নেই। এই ফ্ল্যাটে আরো দুটো ঘর আছে, ওগুলোর দরজায় বাইরে থেকে তালা মারা।

জানালার সামনে গিয়ে পর্দা সরিয়ে বাইরে মেইনগেটের দিকে তাকালো। এখন দারোয়ান ছেলেটা চুপচাপ বসে আছে গেটের পাশে ছোট্ট একটা টুলের উপর কিন্তু তার সাথে শেষরাতে যোগ দেয়া যুবকটি নেই। মওলানার ঘরের জানালার দিকে তাকালো। কাঁচের ওপাশে যে বাতি জ্বলছে বুঝতে পারলো সে। দিনের বেলায়ও বাতি জ্বালিয়ে রেখেছে, তার মানে দরজা-জানালা সব বন্ধ। একটা মানুষের অবয়বও দেখতে পেলো জানালার সামনে, তবে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বেশিক্ষণের জন্য নয়। মওলানা আর গভীর রাতে আসা কিছু লোকজন সারারাত জেগে ছিলো। এখনও তারা ঘরের মধ্যে হাটাহাটি করছে।

দরজায় খুট করে শব্দ হতেই সে সতর্ক হয়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে সরে এলো জানালা থেকে। আস্তে করে চলে গেলো ড্রইংরুমের দরজার কাছে। অবশ্য তার মনের একটা অংশ বলছে এটা আইনাত। কয়েক মুহূর্ত পরই তার ধারণা সত্যি প্রমাণ করে ঘরে ঢুকলো মেয়েটি।

"তুমি উঠে গেছো?" আইনাতের হাতে খাবারের ট্রে। "নীচে গেছিলাম...ছোটোভায়ের খোঁজখবর নিয়ে এলাম...আমি ছাড়া তো ওর খোঁজ-খবর কেউ নেয় না।" খাবারের ট্রে-টা টেবিলের উপরে রেখে আবার বললো, "আসার সময় নাস্তা নিয়ে এলাম। হাজার হলেও মেহমান...তাকে নাস্তা না করিয়ে কিভাবে বিদায় করি?" হাসতে হাসতে বললো। "তাও আবার যেই-সেই মেহমান নয়..."

"মানে?"

"দারুণ সার্ভিস দেয়া মেহমান!"

হেসে ফেললো সে।

নাস্তার ট্রে'টা ড্রইংরুমের একটি নীচু টেবিলে রেখে দিলো মেয়েটা। "খবর জানো? বোম্বাইর হামলা তো বিরাট ঘটনা হয়ে গেছে।"

হামলার ঘটনা তারা জেনেছিলো রাত দশটার দিকে। তখন অবশ্য দৌড়ের উপরে ছিলো। এরপর আর টিভি দেখা হয় নি বলে সে কিছুই জানে না। ইন্ডিয়ান পার্লামেন্টের হামলার মতো কোনো ঘটনা বলে মনে করেছিলো।

"টিভি'তে লাইভ দেখাচ্ছে...নীচে গিয়ে দেখে এলাম। বোম্বের রেলস্টেশন, হাসপাতাল, ইহুদিদের একটি বাড়ি আর তাজ হোটেলে হামলা করা হয়েছে। মারাত্মক ঘটনা। পরিস্থিতি মোটেও ভালো নয়। সন্ত্রাসীরা নাকি পাকিস্তানি। সিএনএন, বিবিসিও তাই বলছে। পাকিস্তান-ইন্ডিয়া যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে পারে।"

"বলো কি?" অবাকই হলো বাস্টার্ড।

"কাজের লোকেরা বলাবলি করছে, শহরের রাস্তায় নাকি মিলিটারি নেমে গেছে।"

"কেন?"

"আহা, যুদ্ধ বেঁধে গেলে তো এই করাচিই সবার আগে আক্রান্ত হবে।"

"ও," আর কিছু বললো না সে। করাচি তাকে বার বার চমকে দিচ্ছে। তাক লাগিয়ে দিচ্ছে। যেনো ছিনিমিনি খেলা শুরু করে দিয়েছে তার সাথে। একবার সৌভাগ্যের দুয়ার খুলে দিচ্ছে তো পরক্ষণেই এমন কঠিন পরিস্থিতিতে ফেলে দিচ্ছে যা সে ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারে নি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"কি ভাবছো?"

আইনাতের কথায় তার দিকে ফিরে তাকালো। "না, মানে বেডরুমের জানালা দিয়ে তোমাদের মেইনগেটে দেখলাম দারোয়ানের সাথে আরেকজন লোক পাহারা দিচ্ছে...সে কে?"

"ও...আব্বা মনে হয় বাড়তি দারোয়ানের ব্যবস্থা করেছে...অফিসের সিকিউরিটি হবে হয়তো।"

"বাড়তি পাহারা কেন?"

ঠোঁট ওল্টালো সে। "ঠিক জানি না। তবে মনে হচ্ছে শহরের অবস্থা ভালো নয় তাই। করাচিতে কিন্তু প্রচুর চুরি-ডাকাতি হয়। পরিস্থিতি খারাপ হয়ে গেলে ওরা সুযোগ নিতে একটুও দেরি করে না।"

কিছু বললো না বাস্টার্ড। তার কাছে অবশ্য এটা মনে হচ্ছে না।

"গত ইলেকশনের সময়ও অবস্থা খুব খারাপ ছিলো। এমকিউএম-এর সাথে পিপিপি আর মুসলিমগিারদের সে কি মারামারি। তখনও আব্বা এরকম পাহারা বসিয়েছিলো।"

"ও।"

"তুমি এসব নিয়ে চিন্তা কোরো না। চলো দু-জনে মিলে নাস্তা করে ফেলি। তারপর আমি তোমাকে গাড়িতে করে হোটেলে পৌঁছে দেবো।"

"আজকের পর আমাদের দেখা হবে কবে?"

"খুব জলদিই হবে, যদি না তুমি যুদ্ধের ভয়ে পাকিস্তান থেকে লেঁজ গুটিয়ে লন্ডনে চলে না-যাও।" কথাটা শেষে করেই মুখ টিপে হাসলো মেয়েটি।

হাসতে হাসতে মাথা দোলালো বাস্টার্ড। "তুমি আমার লেঁজও দেখে ফেলেছো?"

আইনাত ভুরু কুচকে দুষ্টুমিসুলভ অভিব্যক্তি দিলো। "তোমার কি মনে হয় গতরাতে আমি ওটা দেখি নি?" তারপর চোখ নাচিয়ে বললো, "তুমি এমন একটা *জানোয়ার* যার লেঁজ সামনের দিকে!"

হা-হা-হা করে হাসতে গিয়ে থমকে গেলো সে। মুখে আঙুল এনে নিজেকে চুপ করালো।

"আস্তে!" আইনাত জিভে কামড় দিয়ে বললো।

"সরি।"

"ইটস ওকে। এখন আসো, নাস্তা করে নাও।"

"তার আগে আমাকে বাথরুমে যেতে হবে।"

"ওকে।"

বাস্টার্ড বেডরুমের অ্যাটাচ্‌ড বাথরুমের দিকে চলে গেলো।

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৫৬

হাবিব চুপচাপ বসে আছে গাড়িতে। তাকে এই গাড়িসহ পঞ্চাশ হাজার রুপি দেয়া হয়েছে গতরাতের শেষের দিকে। মানসুর একটা মাথামোটা ছেলে, টাকা ছাড়া কিছুই বোঝে না। দুনিয়ার সবকিছু টাকা দিয়ে কিনতে চায়। সমাধান করতে চায়।

বাহেনচোদ, মনে মনে মুচকি হেসে বললো সে। টাকা দিয়ে যে সব কিছু সমাধান করা যায় না সেটা এখনও বুঝে উঠতে পারে নি এই বেকুব। আরে, তুই তো নিজের বিবিকে কিছু করতে পারলি না এখন পর্যন্ত। দরজা-বন্ধ ঘরে ধর্ষণ করার চেয়ে আর কী পৌরুষ দেখিয়েছিস? তোর বউ পরপুরুষের সাথে নষ্টামি করে বেড়ায়। ডিসকোতে গিয়ে নাচে। মদ খায়। কয়জনের সাথে শোয় তার নেই ঠিক। আর তুই কিনা এমন বিবিকে তালাক না দিয়ে এখনও ঝুলিয়ে রেখেছিস!

একদলা থুতু ফেললো গাড়ির বাইরে। হোটেল সামুনাবাদের কাছে তার গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে এখন। যে দু-জন লোককে সারারাত হোটেলে রেখেছিলো তারা জানিয়েছে ঐ ইবলিশটা এখনও রুমে ফিরে আসে নি। হাবিব জানে, রাতটা হয়তো অন্য কোথাও কাটিয়েছে হারামজাদা কিন্তু সকালের পর ঠিকই ফিরে আসবে। না এসে উপায় আছে?

এই স্থিরবিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও আরেকটি বিকল্প ঠিক করে রেখেছে সে। কিছুটা সময় দেখার পর ওটাই করবে। সামুনাবাদ হোটেলের ম্যানেজারকে দিয়ে ওই কাজটা করাতে বড়জোর পাঁচ হাজার রুপি খসাতে হবে। তারপরও বাকি পয়তাল্লিশ হাজার থেকে যাবে তার পকেটে। ওখান থেকে তিন-চার হাজার দিয়ে দেবে রাতভর পাহারা দেয়া দুই পাণ্ডাকে। ওরা তাতেই খুশি হবে। যেমন কাজ তেমন পারিশ্রমিক। ওরা তো আর হাবিবের মতো মাথা নিয়ে জন্মায় নি।

সে ভালো করেই জানে, তওফিক নামের হারামজাদাকে মানসুরের হাতে তুলে দিতে পারলে আরো কিছু নগদ মিলবে। মানসুরের এই নাক কাটানোর কাণ্ডে সবচেয়ে বেশি লাভবান হবে সে-ই। ওর মতো মাথামোটা আর দিলখোলা মানুষ না থাকলে হাবিবের মতো বুদ্ধিমানেরা কিভাবে চলতো?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মুচকি হাসলো সে। এটাই দুনিয়ার নিয়ম। আল্লাহ্পাক সবকিছু সুন্দর করেই সাজিয়ে দেন। বুদ্ধিমানদের জন্য এক রাস্তা, বোকাদের জন্য অন্য রাস্তা। সবকিছু ঠিকঠাক মতো করতে পারলে দু-জনেই দু-জনের কাছ থেকে লাভবান হতে পারে। আর আল্লাহ্র দুনিয়াতে যে কেউই খামোখা পয়দা হয় নি সেটা একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বোঝা যায়।

"তুমি থাকো...আমি একটু আসছি," বললো মানসুরের দেয়া ড্রাইভারকে।

গাড়ি থেকে নেমে গেলো হাবিব। যথেষ্ট সময় গড়িয়েছে। আর বেশি দেরি করলে মানসুর অস্থির হয়ে যাবে। গাধা বলেই ওর ধৈর্য আবার কম। সময় নষ্ট না করে এখন দ্বিতীয় পরিকল্পনাটা বাস্তবায়ন করতে হবে।

বেশ হেলেদুলে ধীরপায়ে হোটেল সামুনাবাদে ঢুকে পড়লো সে।

*

আইনাতের সাথে নাস্তা সেরে এক কাপ কফিও খেয়ে নিলো বাস্টার্ড। সঙ্গত কারণেই নাস্তার পরিমাণ ছিলো খুব কম। নীচতলা থেকে মাত্র একজনের নাস্তা নিয়ে এসেছে মেয়েটি। সে এতোটা বোকা নয় যে, দু-জনের জন্য নাস্তা নিয়ে এসে কাজের লোকদের সন্দেহের উদ্রেক করবে। তবে একজনের জন্যে হলেও তারা দু-জন ভালোমতোই খেতে পেরেছে। একেবারে ঐতিহ্যবাহী পাকিস্তানী নাস্তা।

আটার রুটি পাঠার গোস্ত!

মনে মনে হাসলো বাস্টার্ড। মোল্লাভায়ের সাথে থাকার সময় এক বিহারী ছেলের সাথে তার খুব বন্ধুত্ব হয়েছিলো। এ কথাটা সে প্রায়ই বলতো।

আইনাত জামা পাল্টে সালোয়ার-কামিজ পরে নিয়েছে। বেডরুম থেকে ভ্যানিটি ব্যাগটা নিয়ে বের হয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে ড্রইংরুমে চলে এলো। "আমি আগে বের হবো, ঠিক আছে?"

মন দিয়ে তার কথা শুনে গেলো সে।

"গাড়িতে ঢুকেই পেছনের ডানদিকের দরজা খুলে রাখবো। তারপর নীচতলার পরিস্থিতি দেখে তোমাকে কল দিয়ে বলে দেবো কখন সিঁড়ি দিয়ে নামবে।"

মুচকি হেসে বললো সে, "ওকে।"

তারপরই হুট করেই বাস্টার্ডকে জড়িয়ে ধরে গাঢ় চুম্বনে ডুবিয়ে দিলো আইনাত।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মেয়েটার চুম্বনে সাড়া না দিয়ে পারলো না সে। গভীর আলিঙ্গনে জড়িয়ে দুর্দান্তভাবে চুম্বনের সাড়া দিলো। "ওকে," মেয়েটাকে ছেড়ে দিয়ে বললো। "বাকি চুমুগুলো আগামীকালের জন্য রেখে দাও, ডার্লিং।"

মুচকি হেসে মাথা নেড়ে সায় দিলো আইনাত। "তুমি অনেক ভালো। একেবারে স্বপ্নের একজন পুরুষ। আমি তোমাকে ভীষণ পছন্দ করি...বুঝলে?"

মেয়েটার নাকে টোকা মেরে সে বললো, "আমিও।"

আবারো আইনাত তাকে জড়িয়ে ধরলো, তবে এবার কোনো চুমু খেলো না, শুধুই আলিঙ্গন। "অ্যাকচুয়ালি...আই কান্ট হেল্প বাট ফলিং ইন লাভ উইথ ইউ!"

ওহ্, মনে মনে আৎকে উঠলো সে। মেয়েটার হৃদয় ভাঙার কোনো ইচ্ছে তার নেই। আইনাতের জন্য তার হৃদয় কিছুটা আর্দ্র হয়ে উঠলো। খুব মায়া হলো তার জন্য।

তাকে ছেড়ে দিয়ে হাত ধরে সিঁড়ির ল্যান্ডিংয়ে নিয়ে এলো সে। "আমি গাড়িতে উঠেই তোমাকে কল দিচ্ছি...তুমি এখানেই থেকো। ঠিক আছে?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো বাস্টার্ড।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৫৭

সামুনাবাদ হোটেলের ম্যানেজার লোকটি দেখতে নিরীহগোছের হলেও আদতে মহাধরিবাজ। টাকার গন্ধ পেয়ে গেছে সে। বুঝে গেছে সামান্য কাজের জন্য যারা হাজার রুপি দিতে পারে এরকম বড় কাজের জন্য নিশ্চয় একটু বেশিই দেবে।

হাবিব তাকে প্রস্তাবটা দেয়ামাত্রই কাচুমাচু খেতে লাগলো, নানান নিয়ম-কানুন আর অজুহাত দেখাতে শুরু করলো সে। কতো নিয়মে যে দুনিয়া চলে! হোটেলের নিয়ম। রাষ্ট্রের নিয়ম। আরে শালা, এতো নিয়মে দুনিয়া চললে তো কথাই ছিলো না। নিয়ম তো আকাশ থেকে পড়ে না, মানুষই বানায়, আবার মানুষই ভাঙে, বদলে ফেলে। তুই ব্যাটা পাঁচহাজার রুপি পকেটে ঢুকিয়ে নিয়মটা একটু স্থগিত করে রাখ না, সমস্যা কোথায়? যে লোকের প্রাইভেসি নিয়ে এতো সবক দিচ্ছিস সে আর তোর হোটেলে ফিরে আসবে না। এ-ব্যাপারে গ্যারান্টি দেয়া যায়।

সে নিছকই একজন ম্যানেজার, মালিক জানতে পারলে সমস্যা হবে না?

হাবিব বুঝতে পারে লোকটা আসলে না-বুঝের মতো কথা বলছে অন্য উদ্দেশ্যে। তার রেট বাড়াতে হবে। ঠিক আছে, ছয়?

চাকরি হারানোর ঝুঁকিটাও কিন্তু বিবেচনায় নেয়া উচিত।

বাপ্‌রে! হারামজাদা তো দেখি কঠিন মাল! ওকে, সাত?

পুরো দশ হলে ভালো হতো না? তাকে তো অনেক কাঠখড়ও পোড়াতে হবে। আরো কয়েকজন স্টাফের মুখ বন্ধ রাখার জন্যও কিছু খরচ হয়ে যাবে। তাছাড়া হোটেল মালিককে একদিনের পাওনা তিনহাজার রুপিও তো দিতে হবে, নাকি?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে অবশেষে হাবিব রাজি হয়ে গেছে। এই *বাহেনচোদ* তার সাথে মাছের বাজারের মতো দরদাম শুরু করে দিয়েছে। এর সাথে সময় নষ্ট করার কোনো মানেই হয় না।

তবে দশ হাজার রুপি নিলেও লোকটার কাজের ধরণ দেখে প্রশংসা করতেই হলো। এই বুদ্ধি নিয়ে সে সামুনাবাদে পড়ে আছে কেন? করাচিতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কতো বড় বড় হোটেল আছে। ক্লিফটন বিচের কাছকাছি ফাইভস্টার হোটেলই হলো তার যোগ্য জায়গা।

তওফিক আহমেদ নামের লোকটা সামুনাবাদ ছেড়ে চলে গেছে গতকাল রাতেই! তার কাছে হোটেলের কোনো পাওনা নেই। বিল ক্লিয়ার। রুম খালি। ঠিক আছে?

ম্যানেজারের দাঁত না দেখিয়ে চওড়া হাসিটা মনে রাখার মতোই ছিলো।

হাবিব খান এখন তওফিক আহমেদের একমাত্র লাগেজটি নিয়ে গাড়িতে করে যাচ্ছে। সিটের পাশে রাখা লাগেজের দিকে তাকালো। এটা মানসুরের হাতে তুলে দেবার সময় আরো কিছু টাকা খসানো যাবে কিনা ভেবে দেখলো সে।

না, থাক। যথেষ্ট হয়েছে। বাড়াবাড়ি করার ফল ভালো হয় না। সীমার মধ্যে থাকাটা আল্লাহ তা-আলা-ও পছন্দ করেন। ইলাস্টিকও বেশি টানলে ছিঁড়ে যায়!

পকেট থেকে ফোনটা বের করে একটা নাম্বারে ডায়াল করলো। লাগেজটা খুলেও দেখে নি। নিশ্চিত করেই জানে অন্য অনেক কিছুর সাথে এর ভেতরে বেশ ভালো পরিমাণের টাকা-পয়সা আছে। তারপরও মানসুর রাঙ্গুওয়ালা নিজের হাতে এ জিনিস খুলে দেখলেই ভালো হবে। এতো টাকা খরচ করেছে বেচারা, এইটুকু করার অধিকার নিশ্চয়ই তার আছে।

*

আইনাতের গাড়িতে উঠে বসতে তেমন কোনো সমস্যাই হলো না তার।

মেয়েটা খুব স্মার্ট। গাড়িতে উঠে তাকে ফোনে জানায় নীচতলা থেকে কেউ বের হয়ে আসছে না। আর মেইনগেটের দারোয়ান দু-জনকে নিয়ে চিন্তা করার কিছুই নেই। ডানদিকের দরজা দিয়ে ঢুকে পড়লে ওখান থেকে তাকে দেখা যাবে না। তাই হয়েছে। সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নেমে খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েছে সে।

এখন সিটের উপরে শুয়ে আছে। ইগনিশানে চাবি ঘোরালো আইনাত কিন্তু ইঞ্জিনটা স্টার্ট নিয়েও বন্ধ হয়ে গেলো। আবারও চাবি ঘোরালো সে। একই ফল।

"শিট!"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মেয়েটার বিরক্তি শুনতে পেলো পেছনের সিট থেকে। অভয় দিয়ে বললো, "ইজি, ইজি...আরেকবার ট্রাই করো।"

আইনাত আবারো চেষ্টা করলো কিন্তু ফলাফল একই। এবার বাস্টার্ড নিজেও মনে মনে প্রমাদ গুণলো। দরকারের সময় কেন যে গাড়িগুলোর ইঞ্জিন স্টার্ট নেয় না সেটা এক রহস্যই। এরকম অভিজ্ঞতা তারও আছে।

"ফাক!" আইনাত তার প্রিয় স্ল্যাংটা ব্যবহার না করে পারলো না।

"টেক ইট ইজি...গভীর করে দম নিয়ে আস্তে করে স্টার্ট নাও, ওকে?"

"হোয়াট দ্য হেল ইউ আর টকিং!!" বিরক্ত হয়ে বললো মেয়েটি। "ইগনিশানের সাথে গভীর করে দম নেবার কী সম্পর্ক? আজব!"

"যা বলছি তাই করো, ডার্লিং। কী সম্পর্ক সেটা আমি তোমাকে পরে বলবো...আগে এই বাড়ি থেকে বের হও।"

"ওকে ওকে!"

পেছনের সিটে শুয়ে থেকেই সে শুনতে পেলো মেয়েটা গভীর করে দম নিয়ে চাবি ঘোরালো ইগনিশানে। তাদের দু-জনকে স্বস্তি দিয়ে ইঞ্জিনটা শব্দ করে চালু হয়ে গেলো এবার।

"থ্যাঙ্কস গড!" বলে উঠলো আইনাত।

থ্যাঙ্কস গড, সেও মনে মনে বলে উঠলো।

কিন্তু গাড়িটা ব্যাক-গিয়ারে মাত্র একহাত পিছিয়েছে অমনি একটা পুরুষকণ্ঠ শোনা গেলো।

"আইনাত?"

যেমন কর্কশ তেমনি কর্তৃত্বপরায়ন। সঙ্গে সঙ্গে ব্রেকে পা দিয়ে গাড়ি থামিয়ে দিলো মেয়েটি।

"কে?" আতঙ্কের সাথে ফিসফিসিয়ে জানতে চাইলো বাস্টার্ড।

"মাই গড!" আৎকে উঠলো মওলানার মেয়ে। "ইয়াকুব!" রিয়ার-মিররে তাকিয়ে দেখলো তার সৎভাই ইয়াকুব হোসাইনী এগিয়ে আসছে গাড়ির দিকে। বোঝাই যাচ্ছে, এইমাত্র সে বড়বাড়ি থেকে বের হয়ে এসেছে। "তুমি শুয়ে থাকো...আমি দেখছি," ফিসফিসিয়ে বলেই তড়িঘড়ি গাড়ি থেকে নেমে গেলো সে।

বাস্টার্ড বুঝতে পারলো মেয়েটা দারুণ স্মার্ট। সে যদি গাড়িতে বসে থাকতো তাহলে তার ভাই ড্রাইভিং ডোরের কাছে চলে আসতো, আর সেখানে আসামাত্রই দেখতে পেতো পেছনের সিটে একজন শুয়ে আছে। এই গাড়ির কাঁচ একদম স্বচ্ছ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"কি হয়েছে?"

সে শুনতে পেলো একদম খাঁটি উর্দুতে বলে উঠলো আইনাত।

"গাড়ি নিয়ে কোথায় যাচ্ছো?" জেরা করার ভঙ্গিতে বললো ইয়াকুব।

"আমি কোথায় যাচ্ছি না যাচ্ছি সে কৈফিয়ত কি তোমাকে দিতে হবে?" ঝাঁঝের সাথে পাল্টা বললো মওলানার মেয়ে।

"*বেয়াদ্দপ! বেলাহাজ!*" উর্দুতে চেঁচিয়ে উঠলো ইয়াকুব হোসাইনী। "দিন দিন তোমার সাহস বেড়ে যাচ্ছে। কাউকে তোয়াক্কা করো না। যখন খুশি বের হও, বেরিয়ে যাও...পেয়েছোটা কি? আব্বা না তোমাকে বলেছে গাড়ি না চালাতে?"

মুখ ঝামটা দিলো আইনাত। রাগে তার গা রি রি করছে।

"এটা লন্ডন নয়, পাকিস্তান...বুঝলে? আর তুমি কোনো বেদ্বীনের বেটি নও...একজন সম্ভ্রান্ত পরহেজগার মাওলানার বেটি...কথাটা মনে থাকে না কেন?"

"আমাকে লেকচার দেবে না। তোমার এইসব ফালতু কথা শোনার কোনো ইচ্ছে আমার নেই।"

"তা হবে কেন? বড়দের কথা শোনার খাসলত তো তোমার না। লন্ডনে পড়াশোনা করতে পাঠানোটাই বিরাট ভুল হয়ে গেছে।"

"ভুল তো করেছো তোমরা! তোমাদের কথা শুনে আমি আমার জীবনটাই নষ্ট করেছি!

রাগে ফুঁসে উঠলো ইয়াকুব, বাস্টার্ড সেটা না দেখলেও টের পেলো।

"আর শুনছি না! বুঝলে?"

"জাহান্নামে যাও তুমি...তোমার সাথে কথা বলাটাই উচিত হয় নি আমার।"

"ঠিক বলেছো!" চেঁচিয়ে উঠলো আইনাত। "আমার সাথে কথা বলতে এসো না। আমি তোমাদের কাউকে পরোয়া করি না। বুলশিট!"

তারপর কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। বাস্টার্ড বুঝতে পারলো ইয়াকুব নিজের রাগ দমন করার চেষ্টা করছে।

"তুমি যেখানে খুশি সেখানে যাও...জাহান্নামে যাও...আমিও পরোয়া করি না...কিন্তু গাড়ি নিয়ে বের হতে পারবে না।"

সর্বনাশ! আৎকে উঠলো বাস্টার্ড।

"কি!" আইনাত যেনো আকাশ থেকে পড়লো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

“এই গাড়িটা আমার লাগবে। তুমি বাইরে গিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে নাও।”

“আজব!”

না দেখেও আইনাতের অসহায়ত্ব টের পাচ্ছে সে। তার অবস্থাও মেয়েটার মতোই। এ কোন্ বিপদে পড়লো!

“আমাকে গাড়ির চাবি দাও!” আদেশের সুরে বললো মওলানার ছেলে।

“এ-এটা তো...তোমার গাড়ি না...আব্বার।”

“হ্যা, জানি। আব্বার কাজেই গাড়িটা নিচ্ছি।”

“আশ্চর্য!”

“আরে, কানে কথা যায় না দেখি!”

তারপরই আইনাতের মৃদু আর্তনাদ। “অ্যাই! অ্যাই...কি করছো!”

বাস্টার্ড দেখতে পেলো না ইয়াকুব তার সৎবোনের হাত থেকে গাড়ির চাবিটা এক ঝটকায় কেড়ে নিয়েছে।

“চাবিটা আমাকে দাও! দাও বলছি!”

আইনাতের কণ্ঠটা শুনতেই বুঝতে পারলো কি ঘটে গেছে। *মাই গড!*

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৫৮

নাকের ব্যান্ডেজের কারণে মানসুরকে দেখে সার্কাসের ক্লাউন মনে হচ্ছে হাবিবের। দশাসই এই লোক তার থেকে হালকা-পাতলা গড়ন আর কম উচ্চতার এক বিদেশীর কাছে কি মারটাই না খেয়েছে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঐ লোক বিদ্যুৎগতিতে কাবু করে ফেলেছে গর্দভটাকে।

"লাগেজের চাবি কোথায়?"

"চাবি তো ঐ লোকের কাছে, ভাই।"

"তাহলে এটা কিভাবে খুলবো?"

আগে তোর দিমাগের তালা খোল্, বাহেনচোদ! মানসুরের প্রশ্নটা শুনে মনে মনে বললো হাবিব। "ভাই, লাগেজটা তো আপনি ব্যবহার করবেন না...এটা নিয়ে এতো ভাবাভাবির কি আছে? তালা ভেঙে ফেলুন।"

"ও," এবার যেনো তার আক্কেল হলো। লাগেজের ঢাকনাটা দু-হাতে ধরে 'হুউউম্' বলে জোরে টান দিলো, ফাঁক করার চেষ্টা করলো সে।

তুমি শুধু এটাই পারো, বেল্লেগ! শব্দটা শুনে হাবিবের অন্য কিছুর কথা মনে পড়ে গেলো তার। ন্যাপিয়ের রোডের মুজরাওয়ালির ঘরে ঢোকার পর মানসুরের মুখ থেকে এমন আওয়াজ সে বহুত শুনেছে। মুখ টিপে হেসে ফেললো হাবিব।

দু-তিনবার হুউউম করার পরই সফল হলো মানসুর। কট-কট শব্দ করে খুলে গেলো লাগেজটা। ভেতর থেকে কাপড়চোপড় বেরিয়ে এলো, সেইসাথে একটা হ্যান্ডব্যাগ। মানসুর হ্যান্ডব্যাগটা খুলে দেখলো সবার আগে। একে একে বের করে আনলো ডলার আর রুপির বান্ডিল, প্লেনের ফিরতি টিকেট একটা মোবাইলফোন, আর কিছু কাগজপত্র।

"বলেছিলাম না, লোকটা সব কিছু রুমে রেখে গেছে," আকর্ণ বিস্তৃত হাসি দিয়ে বললো হাবিব খান। "হারামিটার সবকিছু এখন আপনার হাতের মুঠোয়, ভাই।"

মুচকি হাসি দিলো রাঙ্গুওয়াল কিন্তু কাগজপত্রের মধ্যে একটা সবুজ রঙের পাসপোর্ট খুঁজে পেয়ে তার সেই হাসি উবে গেলো মুহূর্তে। "হাবিব, শূয়োরের বাচ্চা তো দেখি একটা গাদ্দার!"

www.BanglaBook.org

সামনের দিকে ঝুঁকে এলো মানসুরের সহচর। "দেখি?"

পাসপোর্টটা তার হাতে তুলে দিলো সে।

"হায় খোদা! ইয়াসিন বলেছিলো এই লোক লন্ডন থেকে এসেছে...নাম তওফিক আহমেদ...কিন্তু এ তো দেখি মাশরেকি-পাকিস্তানের!" ঘেন্নায় মুখ বিকৃত করে ফেললো সে, "মানে বাংলাদেশ থেকে এসেছে! হারামখোর গাদ্দার!"

মানসুর কাগজপত্রের দিকে মনোযোগ দিলো।

"অবশ্য নামটা ঠিকই বলেছে ইয়াসিন," বিড়বিড় করে বললো হাবিব। "মনে হয় গাদ্দারটাই ইয়াসিনকে লন্ডনের কথা বলেছে। ইয়াসিন সত্যিটা জানলে অবশ্যই আমাকে বলতো।" তবে হাবিব বুঝতে পারলো সামুনাবাদের ম্যানেজার ইচ্ছে করেই এই তথ্যটা লুকিয়ে গেছে। লোকটা ঐ কিসিমের আদমি যাদেরকে জিজ্ঞেস না করলে নিজে থেকে টু শব্দটিও বের করে না।

আইনাতের স্বামী একটা ছোট্ট কাগজ তুলে ধরলো। "দেখো এটা!"

হাবিব ভুরু কুচকে চেয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত। "এটা তো আপনার শ্বশুড়ের বিজনেস কার্ড!"

"হুম...কিন্তু এটা ওর কাছে গেলো কিভাবে?"

থুতনিতে হাত বোলালো হাবিব খান। "বাকি কাগজগুলো দেখি?"

মানসুর তার হাতে কাগজগুলো তুলে দিয়ে ডলার আর রুপিগুলোর দিকে মনোযোগ দিলো। অনেকক্ষণ ধরে নেড়েচেড়েও আর কিছু পেলো না সে।

"ভাই, লাগেজটা আমি চেক করে দেখি?"

হাবিবের দিকে তাকালো মানসুর। "আরে, এটা আবার জিজ্ঞেস করতে হয় নাকি, আজব কথা বললে তো!"

সঙ্গে সঙ্গে লাগেজের মধ্যে থাকা কাপড়-চোপড়গুলো সরিয়ে একটা জিনিস বের করে আনলো হাবিব খান। "দেখেন, ভাই?"

ডলার আর রুপির বান্ডিল থেকে মুখ তুলে তাকালো মানসুর। "এটা কি?"

হাবিব এই জিনিসটা দেখেই চিনতে পেরেছে। মানসুর যখন তার বিবির উপরে নজরদারি করার ভার দিলো তখন সে করাচির এক স্পাই-গেজেটের দোকানে গিয়ে এরকম একটা জিনিস কিনতে চেয়েছিলো, কিন্তু পরে ভেবে দেখলো, এইসব আধুনিক যন্ত্রপাতির খোঁজ পেলে গাধাটার কাছে তার মাহাত্ম্য কমে যাবে। সে যে অসাধ্য সাধন করতে পারে সেই বিশ্বাস আর থাকবে না। ভাববে, সবই যন্ত্রপাতির কাজকারবার। তাই অনেক ভেবে জিনিসটা আর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কেনে নি। কী দরকার। মানসুরের বিবিকে তালাশ করার জন্য, পেছনে লেগে থাকার জন্য দুয়েকটা দিন নজরদারি করাই যথেষ্ট। এরজন্য কয়েক হাজার রুপি দিয়ে জিপিএস ট্র্যাকার কিনে কোনো ফায়দা নেই। এটা যদি কিনতে হয় তাহলে নিজের পকেট থেকে খরচ করতে হবে। মানসুরকে তো আর বলা যাবে না, পাঁচ হাজার রুপি দিয়ে একটা যন্ত্র কিনতে হয়েছে!

"আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না...এটা কি?"

মানসুরের কথায় মাথা নেড়ে সায় দিলো হাবিব। "এটা মোবাইলফোনের মতো একটা যন্ত্র।"

"ও," যেনো বুঝতে পেরেছে এমন ভঙ্গি করলো রাঙ্গুওয়ালাদের কুলাঙ্গারটা। "আজব কিসিমের সব মোবাইলফোন বের হচ্ছে আজকাল।"

হাবিব কিছু না বলে ডিভাইসটি চালু করে দিয়ে উন্মুখ হয়ে চেয়ে রইলো ডিসপ্লের দিকে কিন্তু মানসুরের নজর ডলার আর রুপিতে। রীতিমতো গুণতে শুরু করে দিয়েছে সে।

"ভাই, আপনার শ্বশুড়বাড়ি গুলজার-এ-হিজরিতে না?" হাবিব খান জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যা...কেন?" ডলারের নোটগুলো গুণতে গুণতে জবাব দিলো মানসুর।

"এই লোক তো আপনার বিবির পেছনে লাগে নি...আপনার শ্বশুড়ের পেছনে লেগেছে, ভাই!"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৫৯

"আই অ্যাম ফিনিশ্‌ড!"

অস্ফুটস্বরে বলে উঠলো আইনাত। মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে ড্রাইভওয়ের উপর। ইয়াকুবকে সে কোনোভাবেই থামাতে পারে নি। তার কাছ থেকে চাবিটা রীতিমতো কেড়ে নেয়া হয়েছে, তারপর শাসানোর মতো করে বলেছে, সে যেনো এ নিয়ে চিল্লাফাল্লা না করে। আব্বার কাজে গাড়িটা দরকার। এ নিয়ে যদি বেশি কিছু বলার থাকে তাহলে যেনো তার আব্বার কাছে গিয়ে নালিশ করে। তারপরও একটা চেষ্টা করেছিলো ভাইকে থামাতে। বলেছিলো মাত্র দশ-পনেরো মিনিটের জন্য গাড়িটা দিতে। এই তো কাছেই, এক ব্লক দূরে যাবে পিৎজাহাটে। একটু পরই ফিরে আসবে সে। ইয়াকুব এ কথা শুনে অবাক হয়ে বলেছে, এখান থেকে পিৎজাহাট খুবই কাছে, সে হেটে যাচ্ছে না কেন? ওদের হোমডেলিভারির সার্ভিস আছে। চাইলে ঘরে বসেই অর্ডার দিতে পারে।

মোক্ষম প্রশ্ন।

আইনাত আরেকটা অজুহাত দাঁড় করানোর আগেই তার ভাই গটগট করে চলে গেলো গাড়ির দিকে। পেছন পেছন ছুটে গিয়ে যে কিছু বলবে সেই ক্ষমতা আর রইলো না। ভয়ে-আতঙ্কে বরফের মতো জমে গেলো সে।

এখন দেখতে পাচ্ছে ইয়াকুব বাঁকাহাসি হাসতে হাসতে গাড়ির ড্রাইভিং ডোরটায় হাত রাখলো। আইনাতের মনে হলো তার মাথাটা বুঝি চক্কর দিয়ে উঠেছে। সম্ভবত হৃদস্পন্দন থমকে গেলো কয়েক মুহূর্তের জন্য।

ইয়াকুব গাড়ির ভেতরে ঢুকে ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে ব্যাক-গিয়ারে তার কাছে চলে এলে ড্রাইভওয়ে থেকে সরে লনের উপরে দাঁড়াতে বাধ্য হলো সে। হতভম্ব হয়ে সে অপেক্ষা করছে কখন তওফিককে আবিষ্কার করে তার সৎভাইটি।

ঠিক তার সামনে আসতেই ঘ্যাচ করে ব্রেক করলো ইয়াকুব। হতবুদ্ধিকর বোনের দিকে তাকিয়ে বাঁকাহাসি হাসলো সে, তারপরই একটা ভ্যানিটি ব্যাগ ছুঁড়ে মারলো আইনাতের দিকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"শালার মেয়েমানুষের জাতটাই হারামি!" বলেই দ্রুত মেইনগেটের কাছে চলে গেলো।

গাড়িটা বের হতে দেখে গেটটা আগেভাগেই খুলে রেখেছিলো দারোয়ান। পেছন ফিরে দেখে নিয়ে আবারো ব্যাক-গিয়ারে গাড়িটা চালিয়ে বের হয়ে গেলো বাড়ি থেকে।

ভ্যানিটি ব্যাগটা মাটি থেকে তুলে দু-হাতে ধরে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো আইনাত।

"আপনি কি বের হবেন?" দারোয়ান গেট লাগানোর আগে জিজ্ঞেস করলো তাকে।

মাথা দুলিয়ে জবাব দিলো সে। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে গেলো নিজের ফ্ল্যাটের দিকে। ভালো করেই জানে, একটু পরই কেলেংকারিটা চাউর হবে। ইয়াকুব তার এরকম একটি দুর্বলতা পেলে কী যে করবে খোদা মালুম! তার বাবাও নিশ্চয় কম করবে না। বকা-ঝকা এমনকি গায়ে হাত তোলার মধ্যেও যদি এটা শেষ হয় তাহলে ভাগ্যই বলতে হবে, কিন্তু সে জানে তার বেলায় সবচেয়ে খারাপ ঘটনাটাই ঘটবে। ঐ নরপশুটার কাছে তুল দেবে তার বাপ-ভাই! কোনো আকুতি-মিনতিতেও কাজ হবে না। তোমাকে তোমার মতো থাকতে দেয়া হয়েছিলো তুমি সেই সুযোগটা জঘন্যভাবে নষ্ট করেছো। এক পরপুরুষকে নিজের ঘরে লুকিয়ে এনেছো। তার সাথে রাত কাটিয়েছো। ছি ছি! এটা তো জেনা! কবিরা গুনাহ্!

অনেকটা যন্ত্রের মতো হাটতে হাটতে ছোটোবাড়িটার সিঁড়ির কাছে চলে এলো সে। স্বামী ছেড়ে থাকাটা মেয়েদের জন্য খুব খারাপ কাজ—তার বাবার এ কথাটা এখন শক্তভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। মানসুরের জাহান্নামে ঠাঁই হবে তার। আবারো সেই নান্নতের জীবন। ধর্ষণ হয়ে উঠবে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। ঝগড়া, গালাগালি, গায়ে হাততোলা। অসহ্য!

এসব ভাবতেই আইনাতের কান্না চলে এলো, আর ঠিক তখনই ভুত দেখার মতো চমকে উঠলো সে। সিঁড়ির ল্যান্ডিংয়ে, তার ফ্ল্যাটের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে তওফিক!

*

একেবারে শেষ সময়ে উপস্থিত বুদ্ধির কারণে সে আজ ধরা খায় নি। বলতে

www.BanglaBook.org

গেলে কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপার ছিলো ওটা। আরেকটু দেরি করলেই সর্বনাশ হয়ে যেতো। করাচি মিশনটা তো ভেস্তে যেতোই, নিজের জীবন নিয়েও ফিরে যেতে পারতো কিনা সন্দেহ। তার সাথে সাথে আইনাতও ভীষণ বিপদে পড়ে যেতো।

গাড়ির পেছনে সিটে শুয়ে থেকে যখন সে বুঝতে পারলো আইনাতের কাছে গাড়িটা চাইছে তখনই সে বুঝে যায় ঘটনা কোন্‌দিকে যাচ্ছে। মেয়েটা যে তার সৎভাইকে বিমুখ করতে পারবে না তা বোঝা গেছে লোকটার চাছাছোলা কথাবার্তায়। কর্তৃত্বপরায়ণ কণ্ঠে সে গাড়ির চাবি চেয়েছিলো ছোটো বোনের কাছ থেকে। এরকম লোকজনকে বিমুখ করা যায় না। তারা যা চাইবে তা-ই দিতে হবে। শেষ পর্যন্ত তা-ই হয়েছে।

গাড়ির পেছনের সিটে শুইয়ে থাকলে যে ধরা খেতে হবে তা ছিলো একদম নিশ্চিত। যতোদ্রুত সম্ভব তাকে বের হতে হবে—এই চিন্তাটা মাথায় আসতেই শুনতে পায় আইনাত তার ভায়ের সাথে বাদানুবাদ করছে। এরফলে বের হয়ে যাবার জন্য কিছুটা সময় পায় সে।

প্রথমে মাথাটা একটু তুলে রিয়ার-মিরর দিয়ে দেখে নেয় আইনাতের ভায়ের অবস্থান। বুঝতে পারে শব্দ না করে দ্রুত বের হয়ে গেলে তাকে দেখতে পাবে না। তাই যেভাবে ঢুকেছিলো সেভাবেই গাড়ির ডানদিকের দরজাটা খুলে নীচু হয়ে নেমে যায়, তারপর চট করে ঢুকে পড়ে ছোটোবাড়ির সদর-দরজা দিয়ে। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় সে বুঝে যায় আইনাতের ভাই ইয়াকুব গাড়ির কাছে চলে এসেছে। এক পদক্ষেপে তিন-চারটা সিঁড়ি ডিঙিয়ে দোতলার ল্যান্ডিংয়ে উঠে অপেক্ষা করতে থাকে। গাড়িটা মেইনগেট দিয়ে বের হয়ে যাবার শব্দ শুনে হাফ ছেড়ে বাঁচে সে।

অনেকটা পেন্ডুলামের মতো সৌভাগ্য আর দুর্বিপাকের দোলাচালে দুলছে তার সময়। শেষ পর্যন্ত কোন্‌টা তাকে আলিঙ্গন করে কোন্ ধরণের পরিণতি দান করবে সে জানে না। তবে সব সমস্যার যেমন ভিন্ন একটা দিক থাকে আজকের এই ঘটনাটিও তেমনি অন্য একটি সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। সিঁড়ির ল্যান্ডিংয়ে ওইটুকু সময়ে দাঁড়িয়ে থেকেই সে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। শুধু সিদ্ধান্ত বললে ভুল বলা হবে, সত্যি বলতে একটা পরিকল্পনাও করে ফেলেছে চট জলদি। সম্ভবত তার করাচি মিশনটির সফলতা এই পরিকল্পনার উপরেই নির্ভর করছে এখন।

আইনাতের দিকে তাকালো সে। মেয়েটা যেনো বিশ্বাসই করতে পারছে না পুরো ঘটনাটি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"তুমি যে আমাকে কতো বড় বিপদ থেকে বাঁচিয়েছো বোঝাতে পারবো না। থ্যাঙ্কস অ্যা লট, তওফিক।"

তারা এখন বসে আছে আইনাতের বেডরুমে।

"তোমাকেও থ্যাঙ্কস...তুমি যদি ইয়াকুবের সাথে কিছুক্ষণ তর্ক না করতে তাহলে আমি বের হবার সময়ই পেতাম না।"

"যাহোক, এখন তো তুমি দেখলেই পরিস্থিতিটা...তোমাকে কিভাবে বাড়ির বাইরে নিয়ে যেতে পারবো বুঝতে পারছি না। মানে, আমার মাথায় কিছুই ঢুকছে না।"

মুচকি হাসি দিলো বাস্টার্ড। "এ নিয়ে তুমি চিন্তা কোরো না। মাথা ঠাণ্ডা রেখে ভাবলে একটা না একটা উপায় বের করা যাবে।"

"তোমার হোটেল? ওখানে আজকের মধ্যে ফিরে না গেলে সমস্যা হবে না? তোমার সবকিছু তো ওখানেই?"

"আমি অ্যাডভান্স বুকিং দিয়ে রেখেছি। আরো তিনদিন রুমটা আমারই থাকবে।"

"উফ!" হাফ ছেড়ে বাঁচলো মেয়েটি। "বাঁচালে। আমি তো ভাবছিলাম তুমি এজন্যেই বের হবার জন্য অস্থির হয়ে আছো।"

আইনাতের দিকে তাকয়ে দুষ্টুমির হাসি দিলো সে। "একটা সত্যি কথা বলবো?"

"কি?"

"এখানে আরো একটা দিন যদি থেকে যেতে হয় তাহলে দারুণই হবে ব্যাপারটা।"

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলো মেয়েটি। "সত্যি?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো বাস্টার্ড।

"মাই গড!" বলেই তাকে জড়িয়ে ধরলো সে। "আই জাস্ট লাভ ইট!" তারপরই চোখেমুখে চুমু খেতে শুরু করলো।

"ওগুলো সারাদিনের জন্য বাঁচিয়ে রাখো..." মেয়েটার বন্ধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললো সে। "এখন সত্যি করে একটা কথা বলো, আমি যদি আরেকটা দিন থাকি তাহলে কি সমস্যা হতে পারে?"

একটু ভাবলো আইনাত। "তুমি যদি এই ফ্ল্যাটের বাইরে না যাও...আমার জেলখানায় বন্দী থাকো-তাহলে কোনো সমস্যাই হবে না। একটুও না।"

"এরকম জেলখানায় একদিন কেন, অনেকদিন বন্দী থাকতে রাজি আছি।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"নটি বয়!" উঠে দাঁড়ালো আইনাত। "তাহলে আমরা সারাদিন অনেক মাস্তি করছি, ওকে?"

"ওকে।"

"আর বাড়ি থেকে বের হওয়া নিয়ে একদম দুশ্চিন্তা কোরো না। আগামীকাল যে-করেই হোক আব্বার ঐ গাড়িটা আমি কিছুক্ষণের জন্যে হলেও ম্যানেজ করে নিতে পারবো।"

"আমি জানি তুমি এটা করতে পারবে।"

"অ্যাই, শোনো?" একেবারে আহ্লাদি কণ্ঠে বললো আইনাত।

"কি?"

"আমরা আজকের দিনটাকে স্মরণীয় করে রাখবো, ওকে?"

ভুরু কপালে তুললো সে। "মনে হচ্ছে এ নিয়ে তোমার মাথায় দারুণ কোনো পরিকল্পনা আছে?"

"অবশ্যই।" বলেই তার গলা জড়িয়ে ধরলো মেয়েটি। "এখন একটা কুইকি হয়ে যাক...কি বলো?"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৬০

জীবনে কতো রকম কাজই তো করেছে জাভেদ ওয়ার্সি, তার মধ্যে অদ্ভুত আর কঠিন কিছু কাজও আছে। সেগুলো অবশ্য নেতার নির্দেশে করেছে, কিন্তু পিৎজা ডেলিভারি দেবার কাজ এই প্রথম। তাও আবার যে-ই সে-ই নয়, একটা স্পেশাল ডেলিভারি!

সত্যি বলতে, এর আগে পিৎজা নামের ফালতু খাবারটা মাত্র একবারই খেয়ে দেখেছে সে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেপেলে আর টাকাওয়ালাদের ছেলেপেলেদের কাছে এই জিনিসটা বেশ লোভনীয় বলে তারও খেয়ে দেখার ইচ্ছে জেগেছিলো একদিন।

করাচিতে অনেকগুলো পিৎজাহাট আছে, ওগুলো সব সময়ই কাস্টমারে উপচে পড়ে। সেইসব কাস্টমারদের দেখলে মনে হবে তারা বুঝি দুনিয়ার সবচাইতে সুস্বাদু খাবারটি খেতে এসেছে। কিন্তু প্রথমবার পিৎজা খেয়ে তার যে অনুভূতি হয়েছিলো সেটা এখনও মনে আছে : এই জিনিস খাওয়ার জন্য এতো পেরেসান কেন মানুষ! মোটা তান্দুর রুটির উপরে কিছু তরকারি-ভাজি সাজিয়ে দিলেই হলো! ধুর! এতো দাম দিয়ে কেউ এই জিনিস খায়! এরচেয়ে করাচির রাস্তায় যে-সব খাবার পাওয়া যায় তা অনেক ভালো।

যাহোক, আজকে অবশ্য জাভেদ নিজের জন্যে পিৎজা কেনে নি। সে কেবলই ডেলিভারি-ম্যান। গাড়ি চালাতে চালাতে মুচকি হাসি ফুটে উঠলো তার ঠোঁটে। এটা তো পিৎজা নয়, মৃত্যুর পয়গাম!

তওফিকভাই তাকে ফোন করে প্রথমেই জানতে চেয়েছে এই কাজটা সে করতে পারবে কিনা। জাভেদ সঙ্গে সঙ্গে বলে দিয়েছে পারবে। তারপর ফোনেই বলে দিয়েছে কি কি কিনতে হবে, কিভাবে সব ব্যবস্থা করতে হবে। যেনো এরকম কাজ অনেকবার অনেককে দিয়ে করিয়েছে লোকটা।

পাশের সিটের উপরে রাখা একটু আগে কেনা লাল টকটকে সানক্যাপটা মাথায় পরে নিলো। এই অল্প সময়ে তাকে অনেক কিছু করতে হয়েছে, লাল-ক্যাপটি তার মধ্যে একটি। পিৎজা হাটের ডেলিভারি-ম্যানদের আদলে পোশাক জোগাড় করাটা একদিক থেকে খুব সহজ ছিলো। তওফিক আহমেদ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাকে বলেছে, টি-শার্টে পিৎজাহাটের লোগোসহ কোনো ড্রেস সে পাবে না মার্কেটে। তবে এ নিয়ে চিন্তার কিছু নেই, গেটের দারোয়ান অতোকিছু খেয়ালও করবে না।

কড়া পাওয়ারের ঘুমের ওষুধটা জাভেদ কিনেছে পুরনো করাচির এক পরিচিত দোকান থেকে। তার শেষ কাজটা ছিলো পিৎজা কেনা।

গুলজার-এ-হিজরি'তে তার গাড়িটা ঢুকতেই বেশিদূর এগোলো না। রাস্তার পাশে সুবিধাজনক একটি জায়গায় গাড়ি রেখে পিৎজার বড় প্যাকেটটা নিয়ে হাটা শুরু করলো। তিন নাম্বার রোডের দুই নাম্বার বাড়ি। জায়গাটা তার মুখস্ত। পর পর কয়েকদিন সে এখানে এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিরক্তিকর সময় পার করেছে। তখন এক পর্যায়ে তার মনে হয়েছিলো তওফিক নামের লোকটা খামোখাই সময় নষ্ট করছে। কিন্তু লোকটাকে দেখে যতোটুকু বোঝা যায় বাস্তবে সে অনেক অনেক গভীর জলের মাছ! তওফিকভাই কিভাবে ঐ বাড়িতে ঢুকে পড়লো সেটা এখনও বুঝে উঠতে পারছে না। ইয়াসিনের বেঈমানির পর সে ভেবেছিলো লোকটা করাচি ছেড়ে পালাবে, তার সাথে আর যোগাযোগ করবে না। কিন্তু দু-ঘণ্টা আগে তাকে ফোন করে যখন এই ডেলিভারিটা দিতে বললো তখন বুঝতে পারলো ইয়াসিনের কারণে তাকে অবিশ্বাস করে নি সামাদ ভায়ের লোকটি। সত্যি বলতে তওফিকভায়ের কাছ থেকে ফোনটা পেয়ে তার ভালোই লেগেছে। কেউ যদি তাকে বিশ্বাস করে তাহলে অন্যরকম এক ভালোলাগা তৈরি হয় তার মধ্যে। ছোটোবেলা থেকেই সে খুব বিশ্বস্ত। কাউকে কখনও পিঠ দেখায় নি, আর এজন্যেই তার নেতার মতো ক্ষমতাবান মানুষ তাকে অন্ধের মতো বিশ্বাস করে।

দুই নাম্বার বাড়িটার সামনে এসে গভীর করে দম নিয়ে নিলো। গেটের পাশে কলিংবেলের কোনো সুইচ নেই। বুঝতে পারলো হাত দিয়ে জোরে জোরে আঘাত করতে হবে কিন্তু সেটা করার আগেই মেইনগেটের ছোট্ট একটি খোপ খুলে গেলো। একজোড়া চোখ ভালো করে দেখে নিলো তাকে।

"কি চাই?" বললো গেটের ওপাশ থেকে।

"আমি পিৎজাহাট থেকে এসেছি। আহমাদ হোসাইনীর একটা হোম-ডেলিভারি আছে।"

খোপটা বন্ধ হয়ে গেলো। পাশের ছোটো গেটটা খোলার শব্দ শুনতে পেলো জাভেদ। সে জানে মেইনগেটে তাকে তেমন কিছুই করতে হবে না, তওফিক আহমেদ সেরকমই বলেছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গেট খুলে যেতেই দারোয়ানকে দেখতে পেলো। তার পাশে আরেকজন দাঁড়িয়ে আছে। লোকটার চোখমুখ দেখে মনে হচ্ছে সারারাত ঘুমায় নি।

দারোয়ান পিৎজার প্যাকেটটা হাতে নিয়ে তাকে পাঁচ শ' রুপির একটা নোট দিয়ে দিলো। টাকাটা পকেটে নিয়ে আর কোনো কথা না বলে চুপচাপ চলে গেলো সে।

তওফিক আহমেদ তাকে ঠিক এমনটাই করতে বলেছে। এর একটু বেশিও নয়, কমও নয়। কাজটা ভালোমতো করতে পেরে স্বস্তি পেলো জাভেদ। ইয়াসিন যে ক্ষতি করেছে তার কিছুটা হলেও পুষিয়ে দেয়া গেলো।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৬১

একটু আগে জানালা দিয়ে মেইনগেটের দৃশ্যটা দেখেছে। সে যেভাবে বলেছিলো জাভেদ ছেলেটা ঠিক সেভাবেই কাজ করেছে। পিৎজার টাকা পরিশোধ করে প্যাকেটটা বুঝে নিয়েছে দারোয়ান। নতুন যে লোকটা দারোয়ানের সাথে গেট পাহারা দিচ্ছে সে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করে নি। মওলানার মেয়ে পিৎজা খেতে চেয়েছে। কিছুক্ষণ আগে কাজের লোককে দিয়ে পাঁচ শ' টাকা পাঠিয়ে বলেও দিয়েছে পিৎজাহাট থেকে একটি হোম-ডেলিভারি আসবে তার নামে, টাকাটা দিয়ে পিৎজাটা যেনো বুঝে নেয়, ছোটোবাড়ির দোতলায় পাঠিয়ে দেয়।

বাস্টার্ড দেখতে পেলো দারোয়ান গেট বন্ধ করে পিৎজার প্যাকেটটা নিয়ে এই বাড়ির নীচতলার দিকে এগিয়ে আসছে।

আইনাতের কুইকির আব্দার সে রেখেছে তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সুবিধার্থে। ওর সাথে দ্বিতীয়বারের মতো মিলনের পরই মেয়েটাকে বিছানায় রেখে বাথরুমে চলে যায়। ওখান থেকে ফোন করে জাভেদকে সব বুঝিয়ে দেয়। তারপর ফিরে এসে মেয়েটাকে বলে, "তোমার কি খুব পিৎজা খেতে ইচ্ছে করছে?"

কথাটা শুনে আইনাত অবাক হয়। "না। তোমার কেন এটা মনে হলো?"

"বাহ্, তুমি তোমার ভাইকে বললে না, পিৎজা খেতে যাবে?"

কথাটা শুনে হেসে ওঠে মেয়েটি। "আরে, ওটা তো বলেছি অজুহাত হিসেবে। ইয়াকুব আমার কাছ থেকে গাড়ির চাবিটা নিয়ে নিতে চাইছিলো দেখে চট করে এটা মাথায় আসে।"

আইনাতের এ কথা শুনে সে বলে, "ঠিক আছে, তা না-হয় বুঝলাম, কিন্তু সত্যি সত্যি পিৎজা খেলে কেমন হয়, বলো তো? আসলে আমার খুব খেতে ইচ্ছে করছে এখন।"

মুখ টিপে হেসে ফেলে আইনাত। "সেটা বলো, তোমার খুব খেতে ইচ্ছে করছে।"

"হুম। পিৎজাহাটের কথা শোনার পর থেকেই খুব খেতে ইচ্ছে করছে।

www.BanglaBook.org

আমি আবার পিৎজা খুব পছন্দ করি। রীতিমতো আসক্তির পর্যায়ে চলে গেছে এটা। লন্ডনে প্রায় প্রতিদিনই পিৎজা খেতাম।"

হা-হা-হা করে হেসে ফেলে আইনাত। "অন্য কিছু না...পিৎজা-অ্যাডিকশন? অদ্ভুত তো!"

বাস্টার্ডও বোকার মতো হাসে। "আচ্ছা, ওরা তো হোম-ডেলিভারি দেয়...তোমার নামে একটা পিৎজার অর্ডার করে দেই, কি বলো?"

"হাজার হলেও মেহমান, কি আর বলবো। ওকে, অর্ডার দাও।"

"গুড। তুমি দারোয়ানের কাছে পাঁচ শ' রুপি দিয়ে বলে রাখবে তোমার নামে একটা পিৎজা হোম-ডেলিভারি দিতে আসবে। পেমেন্ট দিয়ে যেনো জিনিসটা বুঝে নেয় সে।"

"ঠিক আছে।"

"পেমেন্ট অবশ্যই আমি করবো...এ নিয়ে কোনো কথা হবে না।"

"ওকে ওকে।" হাসতে হাসতে বলে মেয়েটি।

তারপর সে ফোন বের করে পিৎজা-হাটে একটি অর্ডার দেয়। বলা বাহুল্য, ওটা ছিলো ভুয়া ফোন। কোথাও কোনো কল না দিয়ে নিঁখুত অভিনয় করে একটা স্পেশাল পিৎজার অর্ডার দেয়।

মুচকি হাসলো সে। আইনাত এখন নীচতলায় চলে গেছে পিৎজার প্যাকেটটা নিয়ে আসতে। ইচ্ছে করলে কাজের লোককে এখানে ডেকে এনেও নিতে পারতো কিন্তু তার নীচে যাবার আরেকটি কারণ হলো ছোটোভাইটিকে দেখে আসা। ওর গোসল করে খাওয়ার সময় হয়ে গেছে। কাজের লোকদের উপরে পুরোপুরি ছেড়ে দেয়াটা ঠিক না। এরা কাজে ফাঁকি দিতে ওস্তাদ। নীচে গিয়ে পিৎজাটাও নিয়ে এলো, ভাইকেও দেখে এলো।

দরজা খোলার শব্দ পেলো সে। একটু পরই আইনাত ঢুকলো পিৎজার পাকেটটা নিয়ে।

"এই যে তোমার প্রিয় পিৎজা!" দরজা বন্ধ করে প্যাকেটটা নিয়ে এগিয়ে এলো তার কাছে। "কতোবড় পিৎজার অর্ডার দিয়েছো, অ্যা? এতো ভারি কেন?"

প্যাকেটটা দ্রুত মেয়েটার হাত থেকে নিয়ে নিলো সে। হেসে বললো, "স্পেশাল পিৎজা, ডার্লিং।"

"ওয়াও," হেসে বললো মেয়েটি। "ভালোই হলো, আমার খুব খিদে পেয়েছে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"কিন্তু এটা তো এখন খাওয়া যাবে না।"

অবাক হলো আইনাত। "কেন?"

"আমাদের দু-জনকেই শাওয়ার নিতে হবে আবার। ভুলে গেছো, একটু আগে কি করেছি?"

"ও," মিটিমিটি হাসলো মওলানার মেয়ে। "তাও তো ঠিক। তাহলে বসে আছো কেন...জলদি যাও, শাওয়ার নিয়ে এসো।"

"লেডিস ফার্স্ট," বাথরুমের দিকে ইঙ্গিত করে বললো সে। "তুমি যাও, আমি আমার হোটেলে একটা ফোন করবো। ওদের বলতে হবে, আমি আজও ফিরছি না, করাচির বাইরে আছি। আগামীকাল ব্যাক করবো।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো আইনাত, তারপর টেনে টেনে বললো, "ও-কে।"

তার গালে আল্‌তো করে একটা চাপড় মেরে চলে গেলো বাথরুমে। বাস্টার্ড আর দেরি করলো না, দ্রুত পিৎজার প্যাকেটটা খুলে ফেললো। বড়সড় পিৎজার নীচে স্বচ্ছ পলিথিনে মোড়ানো একটা প্যাকেটের ভেতরে সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল, এক্সট্রা ম্যাগাজিন আর ছোট্ট একটা ওষুধের প্যাকেট। পলিথিনের প্যাকেটটা হাতে নিতেই টের পেলো গরম হয়ে আছে। বেডরুমের ক্লোজেটে রাখা তার জ্যাকেটের ভেতরের পকেটে ওটা রেখে দেয়ার সময় টের পেলো সেই পরিচিত আত্মবিশ্বাসটি আবার ফিরে এসেছে তার মধ্যে। এখন মনে হচ্ছে কোনোভাবেই ঐ মওলানা তার হাত থেকে রেহাই পাবে না।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৬২

মানসুরের মেজাজ খারাপ হয়ে আছে। রাগলে তার নাকের পাতি ফুলে ওঠে অনেকটা ক্ষ্যাপা ষাড়ের মতো, কিন্তু ব্যান্ডেজ করা ভাঙা নাকে সেটাও হচ্ছে কিনা সন্দেহ।

এটা তো অপমান। মারাত্মক অপমান। তার ফোনটা পর্যন্ত ধরছে না মওলানা ইউসুফ! একবার নয় দু-বার নয়, পর পর তিন-চারবার ফোন করেছে, কিন্তু কলটা রিসিভ করা হয় নি। সে কি এতোটাই ফালতু হয়ে গেছে? তার কি কোনো মানসম্মান নেই? আরে, করাচিতে যে-কয়টি খানদানি পরিবার আছে তার মধ্যে তাদের পরিবার অন্যতম। মাশরেকি-পাকিস্তান থেকে আসা মওলানার হিম্মত কতো বড় যে, এই পরিবারের একজন ছেলের ফোন ধরছে না? মেয়ের জামাইর কথা না-হয় বাদই দেয়া গেলো।

"গাদ্দারের জাত...কতোবড় আস্পর্ধা, আমার ফোন ধরছে না!" রেগেমেগে বলে উঠলো সে।

"ভাই, মওলানা কিন্তু গাদ্দার নয়," আস্তে করে বললো হাবিব। "আপনি ভুলে গেছেন, লোকটা পাকিস্তান রক্ষার জন্য অনেক কিছু করেছে। খুন-খারাবি থেকে শুরু করে কোনো কিছুই বাদ দেয় নি। শেষে নিজের দেশ ছেড়ে চলে এসেছে এখানে।"

লাল টকটকে চোখে হাবিবের দিকে তাকালো মানসুর, কিছু বলতে গিয়েও বললো না। কথা সত্যি। এ কারণে মওলানা বাঙালি হলেও পাকিস্তান সরকারের অনেক উচ্চপর্যায়ের সাথে তার দারুণ খাতির। এদের মতো আরো কিছু মানুষ মাশরেকি পাকিস্তানে থাকলে দেশটা আর ভাঙতো না। মানসুরের বাবাও মওলানাকে খুব সমীহ করতো।

"উনার উপরে রাগ করে লাভ নেই। উনি ভেবেছেন আপনি হয়তো আপনার বিবির ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলতে চাইছেন। উনি তো আর জানেন না, আসল ঘটনা কি।"

হাবিবের কথায় কোনো প্রতিবাদ করলো না মানসুর। এই ছেলেটার বিচার-বিবেচনার উপরে তার অগাধ আস্থা রয়েছে। ওর মাথাটাও বেশ ঠাণ্ডা,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাকিস্তানে এটা খুবই বিরল ব্যাপার। ছেলেটা সহজে রাগে না। কিন্তু তার নিজের রাগ বেশি। অল্পতেই মাথায় খুন চেপে যায়।

"তাহলে এখন কি করবো?"

হাবিব মুচকি হাসলো। "এটা নিয়ে মাথা গরম করার কিছু নেই। একটু ভেবে দেখি কি করা যায়।"

"ঠিক আছে, তাই করো," রেগেমেগে বললো মানসুর।

হাবিবউল্লাহ খান আসলে কোনো কিছুই ভাবছে না। এরপর সে কি বুদ্ধি দেবে এই গর্দভটাকে তা এখনই বলে দিতে পারে কিন্তু তার বুদ্ধি এতো সস্তা নয়, একটু রয়েসয়ে দিলেই ভালো। তাতে করে বুদ্ধির দাম বাড়ে। তার মাথায় এখন ঘুরছে অন্য চিন্তা। পকেট বেশ ভারি। আজকের রাতটা একটু ভিন্নভাবে কাটাতে ইচ্ছে করছে। কতোদিন হলো ন্যাপিয়ের রোডে যায় না। গুলবাহারের উত্তেজক মুজরা দেখার পর উদ্দাম রাত্রিযাপন...

"কিছু বলো?" অধৈর্য হয়ে বললো মানসুর।

মাথামোটা বাহেনচোদ! বিরক্ত হয়ে মনে মনে বলে উঠলো হাবিব। একটুও ধৈর্য নেই। এজন্যেই তো কোনো মেয়েকে খুশি করতে পারে না। আরে, সব কাজে কি তাড়াহুড়া করতে হয়?

"আমার মনে হয় মওলানাকে ফোন করে লাভ নেই," অবশেষে গম্ভীরমুখে বললো সে।

"তাহলে?"

"আপনি ইয়াকুবকে ফোন করে সব খুলে বলেন...সে তো আপনার বন্ধুর মতোই, তাই না?"

কথাটা বেকুবের মনে ধরলো। "হুম," মাথা নেড়ে সায় দিলো সে। "ইয়াকুবকে সব খুলে বলবো তাহলে?"

"ওকে আপনি বলবেন, খুবই জরুরি একটা কাজে মওলানার সঙ্গে দেখা করা দরকার...এর সাথে আপনার বিবির ঝগড়া-ফ্যাসাদের কোনো সম্পর্ক নেই।"

"হুম, ঠিক আছে। কিন্তু ইয়াকুব তো জানতে চাইবে ঘটনাটা কি?"

"তা চাইবে, আপনি বলবেন, কথাটা তার বাবাকে বলাই ভালো হবে।"

"এতে কাজ হবে?"

"কাজ না-হলে একটু ইশারা দেবেন...বুঝিয়ে দেবেন ঘটনা কতোটা সিরিয়াস।"

"কি রকম ইশারা দেবো?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হারামখোরের মাথায় দেখি কিছুই নেই! মনে মনে গজগজ করে বললো হাবিব। "বলবেন, তার বাবার পেছনে এক ফেউ লেগেছে। লোকটা এসেছে মাশরেকি পাকিস্তান থেকে। তার মেয়ে আইনাতের সাথে খাতিরও করে ফেলেছে সে।"

"এটা বললে কাজ হবে?"

"আলবৎ হবে। আপনি বলবেন, এ ব্যাপারে আপনার কাছে শক্ত প্রমাণ আছে।" একটু থেমে আবার বললো, "যার চুলকানি সে ঠিকই চুলকাবে। আপনাকে কিছুই করতে হবে না। দেখবেন, একটু পরই মওলানা ফোন দিয়েছে আপনাকে। জামাই আদর করে ডেকে নিয়ে যাবে ওই বাড়িতে।"

মানসুরের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। হাসিমুখে মাথা নেড়ে সায় দিলো সে। "বুঝতে পেরেছি।" পকেট থেকে ফোনটা বের করে একটা নাম্বারে ডায়াল করে কানে চেপে ধরে মুচকি হাসতে লাগলো।

হাবিব খানের মনোযোগ অবশ্য এদিকে নেই। তার মাথায় ঘুরছে আজরাতে সে কি করবে। মুজরাওয়ালিকে মোটা অঙ্কের বখশিস দিলে সে কি করবে, নিজেকে কতোটা উজাড় করে দেবে তার জন্য, ভাবতেই এক ধরণের উত্তেজনা বোধ করলো। হঠাৎ মানসুরের চিৎকারে চমকে তাকালো সে।

"*কুত্তে কি বাচ্চে!*"

"কি হয়েছে?"

"ইয়াকুবও আমার ফোন ধরছে না!"

মনে মনে মুখ টিপে হাসলো হাবিব। খানদানি বড়লোকদের এই এক দোষ। তাদেরকে কেউ অবহেলা করলে, অবজ্ঞা করলে মাথা আউলা-ঝাউলা হয়ে যায়। যেনো দুনিয়ার সবাই নিজেদের ফোন মুখের কাছে নিয়ে বসে আছে কখন কোন্ জমিদারপুত্র তাদেরকে ফোন করবে!

"সমস্যা নেই, একটু পর করেন। হয়তো ব্যস্ত আছে।"

রাগে ফুঁসতে লাগলো মানসুর। "একটু পরও যদি ফোন না ধরে?"

হাবিব মুচকি হাসলো। "হ্যা, সেটা হতেই পারে। তারা তো আর জানে না আপনি কেন ফোন করছেন।"

"এতো কথা না বলে কিছু একটা বলো? ফোন না ধরলে আমি কি করবো?"

মনে মনে মুচকি হাসলো হাবিব। মানুষ এতোটা বোকা কিভাবে হয় ভেবে পেলো না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৬৩

মুম্বাইর তাজ হোটেল আগুনে পুড়ছে। তার থেকে কয়েক ব্লক দূরে ইহুদিদের একটি ডরমিটরি নরিমান হাউজে সন্ত্রাসীরা জিম্মি করে রেখেছে বেশ কিছু ইহুদি নারী-পুরুষকে। মুম্বাই হামলার দ্বিতীয় দিনটিও টিভির সামনে বসে সারাবিশ্বের মানুষ দেখছে কি করে মাত্র দশজন সন্ত্রাসী তিনকোটি মানুষের শহরকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে।

গতকালের পৈশাচিকতার শিকার শুধুমাত্র শিবাজি রেল স্টেশনেই ৫৮জন নারী-শিশু-পুরুষ প্রাণ হারিয়েছে। আহত হয়েছে দুশ'রও বেশি। ক্যাফে লিওপোল্ডে নিহত হয়েছে এগারো জন। ভাগ্যবান ৩৮জন মানুষ প্রাণে বেঁচে গেলেও আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছে তারা। পাঁচ-তারকার ওবেরয় হোটেলের ম্যাসাকারে নিহত হয়েছে আরো ১৫জন। এছাড়াও কামা হাসপাতালের সামনে ছয়জন পুলিশ কর্মকর্তা নিহত হয়, তাদের মধ্যে মুম্বাইর পুলিশ কমিশনার কারকারও আছে। সন্ত্রাসীদের ব্যবহৃত ট্যাক্সিটি বোমা বিস্ফোরণে চূর্ণবিচূর্ণ হলে ড্রাইভারসহ আরো তিনজন পথচারি নিহত হয়। চুরি করে গাড়ি নিয়ে পালাবার সময় সন্ত্রাসীদের গুলিতে কমপক্ষে ১৫জন পথচারি মারা গেছে বলে এখন পর্যন্ত রিপোর্ট করা হয়েছে।

এতোসব দুঃসংবাদের মধ্যে একটাই ভালো খবর : একজন সন্ত্রাসীকে জীবিত গ্রেফতার করা হয়েছে। আহত সন্ত্রাসী আজমল আমের কাসাব বর্তমানে কড়া পুলিশ প্রহরার মধ্যে হাসপাতালে ভর্তি আছে। সে নিজেকে পাকিস্তানের পাঞ্জাবের অধিবাসী বলে পরিচয় দিয়েছে। মুম্বাইর পুলিশ তার কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেলেও এখন পর্যন্ত মিডিয়ার কাছে কোনো কিছু প্রকাশ করে নি। তবে পাকিস্তান সরকার আগের অবস্থান থেকে কিছুটা সরে এসেছে। তাদের প্রেসিডেন্ট আসিফ আলী জারদারি আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে জানিয়েছে, সন্ত্রাসী ঘটনাটি নন-স্টেট অ্যাটাক।

ভারতীয় কমান্ডোরা হোটেল তাজ এবং নরিমান হাউজ ঘিরে রেখেছে। আশা করা যাচ্ছে অচিরেই সেখানকার জিম্মি পরিস্থিতির সমাপ্তি ঘটবে।

অসমর্থিত একটি সূত্র বলেছে, সন্ত্রাসীরা পাকিস্তান থেকে টেলিফোনের মাধ্যমে নির্দেশনা পেয়ে গেছে প্রতিনিয়ত, এখনও সেটা অব্যাহত আছে। ভারতীয় গোয়েন্দারা তাদের ফোনালাপ ইন্টারসেপ্ট করতে পেরেছে

www.BanglaBook.org

সৌভাগ্যক্রমে। তবে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ এখন পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করে নি।

*

জাগদীশ নামের লোকটি গাড়ির পেছনের সিটে বসে আছে, তার পাশে বসে আছে সুরাইয়া। ন্যাপিয়ের রোডই যার ঠিকানা। মেয়েটি কোনো কথা না বলে চুপচাপ চুইংগাম চিবোচ্ছে আর মোবাইলফোনে গেম খেলে যাচ্ছে।

আড়চোখে মেয়েটির দিকে তাকালো জাগদীশ। ন্যাপিয়ের রোডের মেয়েগুলোর তুলনায় সুরাইয়া বেশ আধুনিক। ফলে *গাহাগ*দের কাছে তার কদরও বেশি। সব সময় জিন্স-শার্ট পরে থাকে। কথাবার্তায় বেশ স্মার্ট। আজকে অবশ্য সাধারণ সালোয়ার-কামিজ পরেছে, আর তার উপরে জড়িয়ে নিয়েছে লাল টকটকে একটি শাল। এর কারণ অবশ্যই নভেম্বরের ঠাণ্ডা আবহাওয়া নয়—পাকিস্তানি মেয়েরা যতোই বেলেল্লাপনা করুক, বাইরে বেরুবার সময় একটু রেখেঢেকেই বের হয়। মেহমুদ আর সুরাইয়া দম্পতি তাদের বাচ্চাদের জন্য খেলনা কিনে নিয়ে যাচ্ছে—এখানে সন্দেহের কিছু নেই!

গুলজার-এ-হিজরিতে গাড়িটা প্রবেশ করতেই পেছনের সিট থেকে বলে উঠলো সে, "দু-নাম্বার রোডের প্রথম বাড়িটার উল্টোদিকে একটু রাখবে।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো কুনাল, করাচিতে অবশ্য সুলতান নামেই সে পরিচিত, যেমন মেহমুদ নামে পরিচিত জাগদীশ।

পায়ের নীচ থেকে বাচ্চাদের একটি খেলনার প্যাকেট তুলে নিলো জাগদীশ। সুরাইয়া আড়চোখে দেখে আবারো মন দিলো মোবাইলফোনের ডিসপ্লের দিকে। সত্যি সত্যি অ্যাংরি বার্ডে আসক্ত হয়ে পড়েছে সে। প্যাকেট থেকে বন্দুকের মতো দেখতে একটা খেলনা বের করে কানে ইয়ারফোন লাগিয়ে ডিভাইসটির সাথে ওটা কানেক্ট করে নিলো জাগদীশ। এটি আসলে সফিসটিকেটেড সাউন্ড-ক্যাচার, দূর থেকে, চারদেয়ালের ভেতরে মানুষজনের কথাবার্তাও ক্যাচ করতে পারে। আজ দুপুরের পর হেডকোয়ার্টার থেকে তাকে একটি অ্যাসাইনমেন্ট দেয়া হয়। মুম্বাই'র সন্ত্রাসীরা এখনও করাচির দু-জন হ্যান্ডলারের কাছ থেকে মোবাইলফোনের মাধ্যমে দিক-নির্দেশনা পাচ্ছে। ওদের অবস্থান খুঁজে বের করে যে করেই হোক থামাতে হবে। কিন্তু এ মুহূর্তে করাচিতে আছে কেবল সে আর কুনাল। বাকি দু-জন একসপ্তাহ ধরে ইসলামাবাদে অবস্থান করছে। তারপরও কোনো রকম দ্বিধা না করে কাজে নেমে পড়েছে সে। ন্যাপিয়ের রোড থেকে সুরাইয়াকে সঙ্গে নেবার একটাই

www.BanglaBook.org

কারণ—ধোঁকা দেয়া। বিবিসাবকে নিয়ে একটু কেনাকাটা করতে বের হয়েছে।

এই মেয়েটি বিগত দু-তিনবছর ধরে তাদের সাথে কাজ করে গেলেও আজই প্রথম ন্যাপিয়ের রোডের বাইরে কাজ করছে। সাধারণত নিজের ডেরায় থেকেই সে যা করার করে, বিনিময়ে পায় মোটা অঙ্কের বখশিস।

এই মেয়েটি তাদের এক এজেন্ট হুসেনের আবিষ্কার, যে কিনা এই মুহূর্তে জরুরি একটা কাজে ইসলামাবাদে অবস্থান করছে। সম্ভবত হুসেন ন্যাপিয়ের রোডে প্রায়ই যেতো। যাহোক, ও-ই প্রথম প্রস্তাব করে সুরাইয়াকে দিয়ে দারুণ কাজ করানো যেতে পারে। ওরা যাদের পেছনে লেগেছে তাদের অনেকেই সুরাইয়ার গাহাগ!

কয়েকদিন আগে লস্করের যে লোকটাকে ফলো করে বত্রিশটা সিমের খোঁজ সে পেয়েছে সেটাও সুরাইয়ার দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে। বোকাচোদাটা সুরাইয়ার সামনে টেলিফোনে গোপন একটি বিষয় নিয়ে কথা বলেছিলো।

"পরের বাড়িটার সামনে যাও," বললো জাগদীশ।

রাস্তার দু-পাশে থাকা বাড়িঘরের ভেতর থেকে মানুষজনের কথাবার্তা ভেসে আসছে। সে-সব কথাবার্তা একেবারেই মামুলি। পরের বাড়িটার সামনে গাড়ি থামলে প্রথমে সে বামদিকের বাড়িতে যন্ত্রটা তাক্ করে সতর্ক হয়ে শুনে গেলো কয়েক মুহূর্ত। একটু পর তার মুখে হাসি দেখা দিলো। একলোক তার বাড়ির কাজের মেয়ের সাথে জোড়াজুড়ি করছে! অনিচ্ছুক মেয়েটাকে ফুসলানোর চেষ্টা করছে বেচারা। তার কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে কার্তিকের কুত্তা হয়ে গেছে এই ভরসন্ধ্যায়!

এবার ডানদিকে রাস্তার ওপাড়ের বাড়িটার দিকে তাক্ করতেই নড়েচড়ে বসলো সে।

একজন লোক কথা বলছে বেশ আয়েশি ভঙ্গিতে। তার কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে ফোনে কারো সাথে কথা বলছে। প্রায় তিন-চার মিনিট মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শোনার পর নিশ্চিত হলো জাগদীশ—এ-ই সেই হ্যান্ডলার!

"গাড়িটা এখান থেকে একটু সামনে নিয়ে যাও...পেয়ে গেছি...এই বাড়িটা-ই!"

"আপনি শিওর?" কুনাল জানতে চাইলো।

"একদম শিওর।"

"তাহলে এখন কি করবো আমরা?"

"আমি কন্ট্রোলের সাথে যোগাযোগ করে জানাচ্ছি...তারা কি বলে সেটা জেনে নিতে হবে আগে।"

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৬৪

মওলানা ইউসুফ হোসাইনী গম্ভীর মুখে ধীরপায়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচতলায় নামছে।

বলা নেই কওয়া নেই তার মেয়েজামাই মানসুর রাঙ্গুওয়ালা বাড়িতে চলে এসেছে তার সঙ্গে দেখা করার জন্য। মেহমানদের সাথে দোতলায় জরুরি একটা কাজে ব্যস্ত আছে সে, এরকম সময় কারো সাথে দেখা করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছেও ছিলো না। কিন্তু এখন বাধ্য হয়েই নীচে নেমে দেখা করতে হচ্ছে। বাড়িতে জামাই চলে এলে তো কিছু করার থাকে না। এর আগে মানসুর কয়েকবার কল করলেও ফোন ধরে নি। ভেবেছে ধরে কোনো লাভ নেই। হয় তার মেয়ের নামে নালিশ করবে নয়তো বাড়িতে ফিরিয়ে নেবার জন্য বায়না ধরবে।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো মওলানা ইউসুফের ভেতর থেকে। মানসুরের বাবা আহামাদ রাঙ্গুওয়ালা ছিলো তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। খুব সম্মান করতো তাকে। নিজে থেকেই তার ছেলের সাথে আইনাতের বিয়ের পয়গাম দিয়েছিলো। প্রস্তাবটা শুনে যারপরনাই খুশিও হয়েছিলো সে। কিন্তু তাদের দুই পরিবারের সমস্ত খুশি ম্লান হয়ে গেছে এই নাদানটার জন্য। অবশ্য তার মেয়ের যে কোনো দোষ নেই তা নয়। লন্ডনে গিয়ে পড়াশোনা করার পর থেকেই মেয়েটার মাথা বিগড়ে গেছে। সে আর মানিয়ে-টানিয়ে নেবার ধাতে নেই। তবে মেয়ে বলে নয়, সে জানে বেশি দোষ এই নাদানটারই। লন্ডন থেকে যে মেয়ে লেখাপড়া করে এসেছে তার গায়ে হাত পর্যন্ত তুলেছে। এখন এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি করেছে যে, তার মেয়ে মরে গেলেও জামাইর সাথে থাকতে চাইছে না। বাবা হয়েও এ-নিয়ে খুব বেশি জোরও করতে পারছে না সে। মেয়েমানুষ একবার বেঁকে গেলে সে সোজা করতে সময় লাগে সেটা তার মাথামোটা নাদান জামাই বুঝতে পারছে না।

লম্বা-চওড়া দেহের মানসুর বিশাল ড্রইংরুমের সোফায় বসে আছে। তার হাতে ছোট্ট একটা প্যাকেট। মওলানাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই দাঁড়িয়ে সম্ভ্রমের সাথে সালাম দিলো। "স্লামালেকুম, আব্বাজান।"

www.BanglaBook.org

সালামের জবাব দিয়েই জামাইর নাকের ব্যান্ডেজের দিকে চেয়ে রইলো বিস্ময়ে। "তোমার নাকে কি হয়েছে?"

কাচুমাচু খেলো মানসুর। "গতকাল মেহমুদাবাদে যাচ্ছিলাম...পেছন থেকে এক নালায়েক আমার গাড়িটা মেরে বসে...স্টিয়ারিংয়ে লেগে এই অবস্থা হয়েছে।"

"এখন কি অবস্থা? ডাক্তার কি বললো?" উদ্বিগ্ন দেখালো মওলানাকে।

"জি, ভালো। ডাক্তার বলেছে কোনো সমস্যা নেই। জখম খুব সামান্য।"

"বসো বসো," জামাইকে বসতে বলে নিজেও বসে পড়লো সোফায়। "তোমার আম্মার শরীর কেমন? পরিবারের সবাই কেমন আছে?"

"জি, ভালো।" বসে পড়লো মানসুর।

"ব্যবসার কি অবস্থা?"

"জি, ভালো।"

গভীর করে দম নিলো মওলানা ইউসুফ। সে ভালো করেই জানে তার মেয়েজামাই পৈতৃক ব্যবসায় খুব একটা সময় দেয় না। "দুবাই থেকে কিছু মেহমান এসেছে...তাদের সাথে মিটিংয়ে ব্যস্ত ছিলাম তাই তোমার ফোন ধরতে পারি নি। ঘটনা কি, বেটা?"

"আব্বা, ঘটনা তো বহুত খারাপ।"

"আইনাত কি কিছু করেছে?"

"আমি আগেই বলেছিলাম, ও সব লাফাঙ্গাদের সাথে মেলামেশা করে। এখন তো ডিসকোতেও যাওয়া শুরু করে দিয়েছে।"

ভুরু কুচকে ফেললো আইনাতের বাবা। "ডিসকোতে?!"

"জি, আব্বাজান।"

"তুমি এটা কিভাবে জানতে পারলে?"

"ইয়ে মানে," একটু কাচুমাচু খেলো মানসুর। "আমার এক পরিচিত লোক ওকে দেখেছে...ঐ যে বেগম নওয়াজিশ আলী আছে না?...ঐ জাহান্নামিটা ক্লিফটন বিচে একটা ডিসকো চালায়...আইনাত অনেকদিন ধরেই ওখানে যাওয়া আসা করছে।"

আলীকে মওলানাও চেনে। জঘন্য এক পাপী। কী সম্ভ্রান্ত এক পরিবারেই না জন্মেছিলো! তার বাবা মিলিটারির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। ছেলেটা বিয়েও করেছিলো এক ম্যাজিস্ট্রেট মেয়েকে, তারপর মাথাটা পুরোপুরি শয়তানের কব্জায় চলে গেলো। মেয়েদের পোশাক পরে, মেকআপ করে থাকতে শুরু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করলো আচমকা। এসব কারণে বিয়েটাও ভেঙে গেলো। এখন নষ্টামির চূড়ান্ত বলতে যা বোঝায় তার সবই সে করে বেড়াচ্ছে এই পাকজমিনে। প্রকাশ্যে বলে বেড়ায়, তার নাকি নারী-পুরুষ দুটোই পছন্দ। আস্তাগ ফিরুল্লাহ্! এমন নাচিজের আস্তানায় তার মেয়ে যাতায়াত করতে শুরু করেছে! ঘেন্নায় মুখ বিকৃত হয়ে গেলো তার।

"আমি ওকে হাতেনাতে ধরেছিলাম..." একটু চুপ থেকে আবার বললো, "আপনি বিশ্বাসও করতে পারবেন না, ও এক পরপুরুষ গাদ্দারের সাথে বসে মদ খাচ্ছিলো!"

গাদ্দার! শব্দটা মওলানাকে আগ্রহী করে তুললো। সে জানে সাধারণ পাকিস্তানিরা গাদ্দার বলতে কি বোঝায়–এককালে তার স্বদেশী! "কার সাথে বললে?"

"এক গাদ্দার, আব্বাজান।" বলেই মানসুর তার হাতে থাকা একটা এনভেলপ বাড়িয়ে দিলো। "এই দেখেন...এখানে গাদ্দারটার সবকিছু আছে...ঘটনা বহুত খারাপ...আপনি দেখলেই বুঝতে পারবেন।"

অবাক হয়ে এনভেলপটা হাতে নিলো মওলানা। ওটার ভেতরে সবুজ রঙের একটি পাসপোর্ট, তার বিজনেস কার্ড আর মোবাইলফোনের মতো দেখতে অদ্ভুত একটি ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস। হতবাক হয়ে দেখলো সে।

বাংলাদেশী পাসপোর্ট! আমার কার্ড! আর এটা কি?

পাসপোর্টটা খুলতেই যে ছবিটা দেখতে পেলো সেটা তাকে রীতিমতো চমকে দিলো, অবশ্য মেয়ের জামাইর সামনে বহুকষ্টে নিজেকে ঠিক রাখতে পারলো সে।

এই লোকটা কয়েকদিন আগে তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলো। দুবাইর প্লেনে তার সাথে পরিচয় হয় এক বাংলাদেশী ব্যবসায়ির। সেই লোক তার কাছ থেকে একটা বই পড়তে নিয়ে আর ফেরত দেয় নি। ওটা ফেরত দিতে এসেছিলো এই যুবক।

তার মাথায় অসংখ্য প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে লাগলো। অবশেষে গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো সে, "এই লোকটাকে তুমি আইনাতের সাথে দেখেছো?"

"জি। গাদ্দারটাই তো আমার নাক..." মানসুর নিজের বোকামিটা ধরতে পেরে চুপ মেরে গেলো।

ভুরু কুচকে তাকালো মওলানা। "এই লোকটা..." তওফিক আহমেদের পাসপোর্টটা দেখিয়ে বললো, "...তোমার নাক ভেঙে দিয়েছে?"

www.BanglaBook.org

কাচুমাচু খেলো মওলানার জামাই।

ব্যাপারটা বুঝতে পারলো মওলানা ইউসুফ হোসাইনী। গভীর করে আরো একবার নিঃশ্বাস নিয়ে বললো, "তুমি ওর পাসপোর্ট, আমার কার্ড আর এই জিনিসটা কিভাবে পেলে?"

"ওর হোটেল রুম থেকে, আব্বাজান।"

মওলানা চুপ মেরে রইলো কিছুক্ষণ। সে জানে মানসুর কতো বড় ত্যাদড়। তাওফিক আহমেদ নামের বাংলাদেশীটা ওর নাক ভেঙে দিয়েছে, সুতরাং লোকটার পেছনে ও লাগবে সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সে অবাক হচ্ছে এই লোকটা তার জামাইর মতো দশাসই একজনকে কিভাবে শায়েস্তা করতে পারলো! সে তাহলে কে? তার উদ্দেশ্যটা কি? বলেছিলো করাচিতে এসেছে দু-তিনদিনের জন্য, এখন দেখতে পাচ্ছে লোকটা বেশ ক-দিন ধরেই এখানে আছে, তাও আবার গুলশান-এ-ইকবালে! তার অফিসের খুবই কাছে!

"এই জিনিসটা কি, তুমি জানো?" জিপিএস ট্র্যাকারটা দেখিয়ে বললো মওলানা।

"জি আব্বা। এটা হলো জিবিএস..." ভুলটা আত্মবিশ্বাসের সাথেই বললো মানসুর, "মোবাইলফোনের মতোই একটা জিনিস। আপনি কোথায় আছেন সেটা নাকি বোঝা যায়।"

দীর্ঘশ্বাস ফেললো মওলানা। সে পুরনো দিনের মানুষ, এইসব মোবাইল, ইন্টারনেটের ব্যাপারে খুব একটা ওয়াকিবহাল নয়, তারপরও এই জিনিসটার সাথে বেশ পরিচিত।

"এই লোকটা এখন কোথায় আছে?" তওফিক আহমেদের পাসপোর্টটা দেখিয়ে বললো।

"আব্বা, আইনাতই তো গাদ্দারটাকে গাড়িতে করে পালাতে সাহায্য করেছে। ও যে হোটেলে উঠেছে সেখানেও আর ফিরে যায় নি। ওকে পেলে আমি ওর হাড্ডি-মাংস এক করে ফেলতাম না!"

মওলানা ইউসুফের কপালে ভাঁজ পড়লো।

"আপনি আইনাতকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবেন গাদ্দারটাকে কোথায় নামিয়ে দিয়ে এসেছে।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো মওলানা। তার আর বুঝতে বাকি নেই তওফিক আহমেদ লোকটা কে। *হিন্দুস্তানি এজেন্ট!* পূর্ব-পাকিস্তান বহু আগেই হিন্দুস্তানের পদানত হয়ে গেছে। ওরা নাম-কা-ওয়াস্তে স্বাধীন। র-এর অনেক এজেন্ট বাংলাদেশি পাসপোর্ট নিয়ে এই পাক-জমিনে ঢোকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সম্বিত ফিরে পেতেই দেখলো মানসুর উদগ্রীব হয়ে চেয়ে আছে তার দিকে।

"বেটা, আমি খুব পেরেসানির মধ্যে আছি...বাড়িতে মেহমান আছে। কিছু জরুরি কাজও আছে হাতে। তুমি দু-দিন পর দেখা করো আমার সাথে, তখন এ নিয়ে বিস্তারিত কথা হবে, কেমন?"

"জি, আব্বা," মানসুর খুশি হলো। "দু-দিন পর কি এই বাড়িতেই আসবো?"

"আলবৎ। তুমি এ বাড়ির জামাই, এটা ভুলে যাচ্ছো কেন?"

মানসুরের হাসি আরো বিস্তৃত হলো।

"এখানেই আসবে। ঠিক আছে?"

"ঠিক আছে, আব্বাজান।"

"আর শোনো, আমি খুব জলদি আইনাতকে তোমাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দেবো। এ নিয়ে তুমি চিন্তা কোরো না।"

বিগলিত হয়ে উঠলো মানসুর।

"বিয়ের পর মেয়েদের আসলে জামাইর বাড়িতে থাকাই ভালো। নইলে অনেক সমস্যা হয়। আমি আইনাতকে বলে দেবো, যা হবার হয়েছে, জামাইর সাথে যেনো আর কোনো ঝামেলা না করে।"

মানসুর রাঙ্গুওয়ালার বিগলিত ভাব আরো বেড়ে গেলো।

"আর তুমিও বেটা মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ কোরো। ঘরের সমস্যা মাথা গরম করে সমাধান করা যায় না।"

"জি, আব্বা।"

"আরেকটা কথা, এই ব্যাপারটা নিয়ে কারো সাথে কোনো কথা বোলো না। আইনাতের সাথেও না। ঠিক আছে?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো মওলানার মেয়ে-জামাই। "জি আব্বা।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৬৫

বিশাল আকারের পিৎজা খাওয়ার পর দুপুরের খিদেটা একটু দেরিতেই এলো তাদের। প্রায় বিকেলের কাছাকাছি সময় হালকা লাঞ্চ করে দু-জনে মিলে খোশগল্প করতে শুরু করে। দীর্ঘদিন একাকীত্বে থাকা মেয়েটি একজন সঙ্গি পেয়ে প্রগলভ হয়ে উঠেছিলো যেনো। তার জীবনের যতো কথা আছে সবই বলে গেছে কোনোরকম ভনিতা ছাড়া। লন্ডনের দারুণ সময়গুলো, তার মায়ের সাথে চমৎকার সম্পর্কের গল্প, ভাইকে নিয়ে উদ্বিগ্নতা, মানসুরের সাথে তার দুঃসহ সময়গুলো–সবই বলেছে। বাস্টার্ড সুকৌশলে ভালো শ্রোতা হয়ে সব শুনে গেছে, নিজের কোনো কথা সে বলে নি। আইনাতও তেমন কিছু জানতে চায় নি। এসব কথা শোনার সময় তার মাথায় ঘুরছিলো অন্য একটি চিন্তা।

"কফি খেলে কেমন হয়?" মেয়েটার গল্প শুনতে শুনতে এক পর্যায়ে বলে ওঠে সে।

"এখনই খেতে চাও?"

"হুম।"

"ওকে...তাহলে আমি নীচে যাই...গরম পানি ফ্লাস্কে করে নিয়ে এসে বানাবো এখানে।"

"সেটাই ভালো হবে। তুমি পানি নিয়ে আসো, আমি মিক্সিং করবো আজ। দেখো, কেমন কফি বানাই।"

"তুমি বানাবে?"

"আহা, বার বার তুমি বানাবে কেন....একবার না-হয় আমিই বানালাম।"

"ওকে ওকে," হাসতে হাসতে চলে যায় আইনাত।

মেয়েটা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে ক্লোজেটটা খুলে জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢোকায়। সকালে অল্পের জন্যে বেঁচে যাবার পর থেকে এখন পর্যন্ত তার পরিকল্পনা নিখুঁতভাবেই এগিয়ে যাচ্ছে। যেনো হঠাৎ করেই সবকিছু তার পক্ষে কাজ করতে শুরু করেছে আবার। দৈবাৎ কোনো কিছু ঘটছে না। হুট করে ঘটনা অন্যদিকেও মোড় নিচ্ছে না। সে চেয়েছিলো একটা পিৎজা হোম-ডেলিভারি, সেটা খুব সুন্দরভাবেই করেছে জাভেদ। পিৎজার প্যাকেটের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভেতরে পিস্তল-গুলি-সাইলেন্সার আর ওষুধ হাতে পেয়ে যেতেই ধৈর্য ধরে বাকিটা সময় অপেক্ষা করে গেছে।

বামহাতের তালুতে চারটা স্লিপিং পিল মুঠো করে নিয়ে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে মেইনগেটের দিকে তাকিয়ে আছে সে। ঐ দু-জনই দারোয়ানের কাজ করছে। ইয়াকুব এখনও ফিরে আসে নি। এটাও ভালো লক্ষণ। আর বেশি দেরি করা ঠিক হবে না। সে আঘাত হানবে ঠিক মাগরেবের আজানের পর পরই। মওলানা অবশ্যই নামাজ পড়বে। এই বাড়ির দারোয়ান পর্যন্ত নামাজ পড়ে। সে দেখেছে দুপুরের জোহরের আজানের পর পরই নতুন লোকটাকে রেখে পুরনো দারোয়ান বড়বাড়ির নীচতলায় চলে গেছে। আইনাতকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলো, সে বলেছে, নীচতলায় একটা নামাজ ঘর আছে। দারোয়ান লোকটিও ওখানে নামাজ পড়ে। অনেক সময় মেহমানের সংখ্যা বেশি হলে নীচের নামাজ ঘরে এসে সবাই নামাজ আদায় করে।

দরজা খোলার শব্দ শুনে জানালার কাছ থেকে সরে গেলো বাস্টার্ড। একটা ট্রের উপর ফ্লাস্ক, সুগার কিউব, ম্যাট, কফির পাত্র আর দুটো কাপ নিয়ে ঘরে ঢুকলো আইনাত। ড্রইংরুমের কফি টেবিলের উপর ট্রেটা রেখে দিলো সে।

"এখন তাহলে বানাও?"

মুচকি হেসে বাস্টার্ড কফি বানাতে লেগে গেলো। "তুমি কয়টা কিউব নেবে তোমার কফিতে?"

"তিন," আইনাত বললো।

ভুরু কপালে তুললো সে। "অনেক বেশি। এতো চিনি খাওয়া ঠিক না।" কাপে দুধ আর কফি ঢেলে দিলো কয়েক চামচ।

"কফিতে একটু বেশিই খেতে হয় নইলে কেমন তেতো লাগে।"

"হুম," মাথা নেড়ে সায় দিলো। "তা ঠিক।" একটা কাপে তিনটি সুগার কিউব দিলো সে। "আমি অবশ্য দুটো নেই।" নিজের কাপে দুটো কিউব দিতে দিতে বললো।

"দ্যাটস গুড," মুচকি হেসে বললো মেয়েটি।

"তোমার ঐ ভাই কি এখনো ফেরে নি?"

"মনে হয় না। সম্ভবত পোর্টে গেছে। দুবাইতে কোনো শিপমেন্ট আছে হয়তো।"

"মেইনগেটে কি এখনও দু-জন পাহারা দিচ্ছে?" ফ্লাস্ক থেকে কাপে গরম পানি ঢালতে নিলো এবার।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আইনাত জানালার কাছে চলে গেলো। ঠিক এই সময়েই আস্তে করে বামহাতে রাখা স্লিপিং পিলগুলো একটা কাপে ঢেলে দিলো সে।

"হুম," জানালা দিয়ে দেখে বললো মেয়েটি।

চামচ দিয়ে নাড়তে নাড়তে বললো, "এই নাও তোমার কফি।"

কাছে এসে কাপটা হাতে তুলে নিলো সে। "থ্যাঙ্কস।"

এবার নিজের কাপে চামচ নেড়ে নিলো। "কেমন হয়েছে?"

আইনাত একটা চুমুক দিয়ে একটু স্বাদ পরখ করে নিলো। "মন্দ না!"

"আ-হা!" নাটকীয় ভঙ্গিতে বললো সে। "একটু সৌজন্যতা দেখাও। মেহমানের বানানো কফি খারাপ হলেও ভালো বলতে হয়। মন্দ নয় মানে ভালো হয় নি।"

হা-হা-হা করে হেসে উঠলো আইনাত। "সরি সরি। বেশ ভালো হয়েছে।"

এবার হেসে উঠলো বাস্টার্ড। কফিতে চুমুক দিলো সে। "খুব একটা মন্দ হয় নি কিন্তু।"

"হুম," মুখ টিপে হেসে বললো মেয়েটি। আস্তে আস্তে চুমুক দিচ্ছে কফিতে।

"যেভাবেই হোক কাল সকালে কিছুক্ষণের জন্যে হলেও গাড়িটা নিতে হবে...নইলে এই জেলখানা থেকে বের হওয়াটা মুশকিল হয়ে যাবে।"

"কেন, আমার জেলখানা ভালো লাগছে না? এতো দ্রুত হাপিয়ে উঠলে?"

"আমি তো পারলে আরো কয়েকটা দিন থাকতাম কিন্তু ধরা পড়ে গেলে কি কেলেংকারিটা হবে, বোঝো?"

চুপ মেরে গেলো আইনাত।

"আমি চাই না তুমি এরকম বিপদে পড়ো।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো মেয়েটি। "হুম।"

"তাই বলছিলাম, কাল সকালে যেভাবেই হোক একটা গাড়ি ম্যানেজ করতে হবে। ঠিক আছে?"

"ওকে। তুমি এটা নিয়ে কোনো চিন্তা কোরো না। ইয়াকুব যদি গাড়ি না-ও দেয় আমি আমার কোনো বন্ধুর হেল্প নেবো।"

"ওরা তাহলে জেনে যাবে না?"

"বন্ধুরা জানলে সমস্যা নেই।"

"ওকে...যা ভালো মনে করো।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কফিতে চুমুক দিয়ে আশ্বস্ত করার হাসি দিলো আইনাত।

বাস্টার্ডও নিজের কাপে চুমুক দিতে দিতে দেখতে লাগলো মেয়েটার কফি খাওয়া।

নিজের কাপে আস্ত আস্তে চুমুক দিয়ে ড্রইংরুমের টিভিটার দিকে তাকালো সে। "তুমি মনে খুব কম টিভি দেখো, না?"

"আরে না," কফিতে চুমুক দিয়ে বললো মেয়েটি। "ঘরে থাকলে আমি সারাক্ষণই টিভি ছেড়ে রাখি। কিন্তু দু-দিন ধরে আমার টিভিটা নষ্ট হয়ে আছে...মেকানিকের কাছে আর নিয়ে যাওয়া হয় নি।"

এমন সময় হঠাৎ দরজায় নক করার শব্দ শুনে চমকে উঠলো তারা দু-জন।

"কে?" চাপাস্বরে বললো বাস্টার্ড।

আইনাত ঘাবড়ে গেলেও দ্রুত সামলে নিয়ে বললো, "চিন্তার কোনো কারণ নেই, আমি দেখছি।" কফির কাপটা নিয়েই সে চলে গেলো মেইনগেটের কাছে। পিপহোলে চোখ রাখতেই আৎকে উঠলো। "মাই গড!"

বাস্টার্ড বুঝতে পারলো না ঘটনা কি।

আইনাত ফিরে তাকালো ওর দিকে। মেয়েটার চোখমুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। তারপর ভয়ার্তকণ্ঠে ফিসফিসিয়ে বলে উঠলো, "মানসুর!"

সর্বনাশ!

"তুমি বেডরুমে চলে যাও! আমি দেখছি," চাপাকণ্ঠে তাড়া দিলো তাকে।

কফির কাপটা হাতে নিয়েই সে চলে গেলো বেডরুমে। ওখানে গিয়েই কফি কাপটা রেখে দিলো বেডসাইড টেবিলে। তারপর ক্লোজেটে রাখা তার জ্যাকেটের ভেতর থেকে পিস্তলটা বের করে হাতে তুলে নিলো। তার সমস্ত পরিকল্পনা আবারো ভেস্তে যেতে বসেছে আচমকা। আরো একবার তাকে ভড়কে দেবার মতো ঘটনা ঘটলো। মানসুর চলে এসেছে আইনাতের ফ্ল্যাটে!

ফ্ল্যাটের দরজা খোলার শব্দ কানে গেলো। আইনাত উর্দুতে কর্কশ কণ্ঠে জানতে চাইছে মানসুর কেন এখানে এসেছে। লোকটা চিবিয়ে চিবিয়ে উর্দুতে কিছু বললেও সে পুরোপুরি বুঝতে পারছে না। শুধু ধারনা করতে পারছে কিছুটা।

তোমার বাবাকে বলে দিয়েছি তুমি ডিসকোতে গিয়ে কি করো! আজ বাদে কাল তোমাকে আমার বাড়িতে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে। তখন তোমার সব বেলেল্লাপনা আমি বের করে দেবো!

www.BanglaBook.org

আইনাত তার কথাগুলো পাত্তাই দিচ্ছে না। সেও চেঁচিয়ে পাল্টা বলে যাচ্ছে, মানসুরের বাড়িতে সে কখনও ফিরে যাবে না। যদি জোর করে তাহলে তার লাশ নিয়ে যেতে হবে ঐ বাড়িতে!

বেডরুমের বন্ধ দরজার পেছনে দাঁড়িয়ে আরো কিছুক্ষণ তাদের দু-জনের কথাবার্তা শুনে গেলো সে। তারপরই সজোরে দরজা বন্ধ করার শব্দ। রাগে গজ গজ করছে আইনাত।

হাফ ছেড়ে বাঁচলো বাস্টার্ড। পিস্তলটা আবারো আগের জায়গায় রেখে কফির কাপটা হাতে নিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে এলো।

"সন অব অ্যা বিচ!" দাঁতমুখ খিচে বললো আইনাত। "তার সাহস কতো, আমার ঘরে এসে আমাকে হুমকি-ধামকি দেয়!"

"মনে হচ্ছে ও তোমার বাবাকে আমার কথা বলে দিয়েছে?"

বাস্টার্ডের দিকে তাকালো মেয়েটি। "সেটাই তো স্বাভাবিক। এরকম একটা ঘটনা আব্বাকে বলবে না? আমি তো ভেবেছিলাম গতকালকেই নালিশ করবে।"

বাস্টার্ড একটু অবাকই হলো আইনাতের কথা শুনে। "তুমি এটা নিয়ে চিন্তিত নও?"

"আশ্চর্য, চিন্তার কি আছে? ও আমাদের দেখেছে না? আমি ডিসকোতে যাই সেটা ও জেনে গেছে। এতো কিছু জানার পর বাবাকে সে বলে দেবে, এতে মোটেও অবাক হই নি।"

"এখন তাহলে কি হবে?"

"কি আবার হবে?" গভীর করে দম নিয়ে বললো সে। "এর আগেও এরকম অনেক নালিশ করেছে...আব্বা আমাকে ধমক-টমক দিয়ে পরে বুঝিয়ে বলেছে এসব যেনো না করি। এবারও তাই করবে।"

"কিন্তু আমার সাথে যে দেখে ফেলেছে তোমাকে?"

"তাতে কি?" একটু থেমে আবার বললো, "এর আগেও আমার কিছু ফ্রেন্ডদের সাথে দেখে বাবার কাছে নালিশ করেছিলো।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো বাস্টার্ড।

"তুমি এতো ভয় পাচ্ছো কেন, আজব! ও তো জানে না তুমি এখন আমার ফ্ল্যাটে আছো।" বলেই হেসে ফেললো মেয়েটি। "এখন এসব নিয়ে ভেবে ভেবে আমাদের সুন্দর সময়টা নষ্ট কোরো না তো। আসো...আমাকে একটু আদর করো...শূয়োরটার সাথে কথা বলে মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"এখন যদি তোমার বাবা চলে আসেন এখানে?"

"আহ্," বিরক্ত হলো মেয়েটি। "খামোখা চিন্তা করছো তুমি। আব্বা এখানে আসবেন না। দরকার হলে আমাকে ডাকবেন। আমি নীচে গিয়ে দেখা করে আসবো।"

"উনি কি তোমাকে এখন ডাকতে পারেন?"

"এখন ডাকলেও আমি যাচ্ছি না...বলবো আমার খুব মাথা ধরেছে...পরে আসছি।" একটু থেমে বাস্টার্ডকে জড়িয়ে ধরলো আবার। "অ্যাই...তুমি আমাকে আদর করছো না কেন? মাত্র দু-দিনেই পুরনো হয়ে গেলাম নাকি?"

হা-হা করে হেসে উঠলো সে। "তা তো হয়েছোই," বলেই আইনাতকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরলো। "তবে আমি আবার পুরনো মদ বেশি পছন্দ করি..." মেয়েটার ঠোঁটে গাঢ় চুমু খেলো। "আর তুমি হলে সেই পুরনো মদ!"

মাতালের মতো হাসতে শুরু করলো আইনাত। অমনি তার মুখটা চেপে ধরলো বাস্টার্ড।

"আস্তে!"

জিভে কামড় দিয়ে ফিসফিসিয়ে বললো মেয়েটি, "সরি!"

"দ্যাটস লাইক মাই বেবি!" বলেই মেয়েটাকে কোলে তুলে বিছানায় নিয়ে গেলো।

"অ্যাই...আমাকে আদর করে ঘুম পাড়িয়ে দাও...আমার খুব ঘুম পাচ্ছে!"

বাস্টার্ড বুঝতে পারলো ওষুধটা কাজ করতে শুরু করেছে। মুচকি হাসলো সে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৬৬

সন্ধ্যার কালোছায়া নেমে এসেছে করাচির উপর। পথঘাটের অবস্থা থমথমে। প্রতিবেশী দেশের মুম্বাই শহর এখনও সন্ত্রাসীদের থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে পারে নি। গুলজার-এ-হিজরির তিন নাম্বার রোডের দুই নাম্বার বাড়ির ভেতরের পরিবেশ বাইরে থেকে বোঝার কোনো উপায় নেই। বড়বাড়িটার দোতলায় মওলানা আর তার অজ্ঞাত মেহমান থাকলেও তাদের কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না বাইরে থেকে।

একটু আগে মানসুর চলে গেলেও মওলানা বসে আছে নীচের বড় ঘরটায়। সাধারণত এখানেই সে মানুষজনের সাথে বৈঠক করে। এই বড়ঘরটার পাশেই আছে নামাজ ঘর। বাড়িতে থাকলে ওখানেই নামাজ পড়ে। অবিশ্বাস্য চোখে মওলানা চেয়ে আছে জিপিএস ট্র্যাকারের দিকে।

আমার বাড়িটা শো করছে!

বাংলাদেশের একজন ব্যবসায়ির সাথে তার দেখা হলো প্লেনে। আগ বাড়িয়ে কথা বলতে শুরু করলো সেই লোক। তার কাছ থেকে পড়ার জন্য একটা বই নেবার পর বিজনেস কার্ডটাও চেয়ে নিলো। এক্ষেত্রে মওলানা অবশ্য সতর্ক ছিলো বরাবরের মতোই। তার সবচাইতে ক্ষমতা আর সম্মানের উৎস খিদমাত-এ-খালাকের কার্ডটা না দিয়ে ফিশিং-কোম্পানির কার্ড দিয়েছিলো। লোকটার মধ্যে কোনো অস্বাভাবিক কিছু দেখে নি, শুধু বার কয়েক তার বামহাতের ষষ্ঠ আঙুলটির দিকে আড়চোখে তাকানো ছাড়া। মওলানা এই দৃষ্টির সাথে ছোটোলো থেকেই পরিচিত। তার হাতের এই বাড়তি আঙুলটা প্রায় সবারই মনোযোগ আকর্ষণ করে, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে লোকটার সেই তাকানোর মধ্যে স্বাভাবিক কোনো ব্যাপার ছিলো না। আরো একটি অস্বাভাবিক ব্যাপার ঘটে কয়েকদিন আগে। সেই ব্যবসায়ি বাংলাদেশ থেকে এক তরুণকে পাঠায় প্লেনে ধার নেয়া বইটি ফেরত দেবার জন্য। ফেরত দেবার আরো অনেক সহজ উপায় ছিলো। লোকটার কাছে তার অফিসের কার্ড ছিলো, ডিএইচএল, ফেডেক্স, ইউপিএস যেকোনো একটা কুরিয়ারে পাঠিয়ে দিলেই কয়েকদিনের মধ্যে বইটা সে পেয়ে যেতো। সত্যি

www.BanglaBook.org

বলতে, এই ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভেবেছে কিন্তু কোনো কিছুই বুঝে উঠতে পারে নি। তবে একটা কাজ সে করেছে। দীর্ঘদিন পর অবশেষে বাড়তি আর অপ্রয়োজনীয় আঙুলটি ছোট্ট একটি অপারেশন করে বাদ দিয়ে দিয়েছে। ঐ যুবক দেখা করার দু-দিন পরই সে এটা করে। মাত্র আধঘণ্টার একটি অপারেশন। কণিষ্ঠ আঙুলের উপরে সামান্য একটি টেপ-ব্যান্ডেজ। কেউ খেয়ালই করে নি তার এই পরিবর্তনটি।

এখন সেই ব্যান্ডেজের উপর হাত বুলিয়ে ভাবছে, বহুকাল আগে এক কামেল লোকের কথাটাই কি শেষ পর্যন্ত সত্যি হতে চলেছে কিনা!

তার বয়স যখন পনেরো-ষোলো, তখন বাড়তি আঙুলটা নিয়ে খুব বিব্রত ছিলো। লোকজনের অযাচিত আগ্রহ তৈরি হতো ওটা নিয়ে। তাছাড়া দেখতেও কেমন বিশ্রী লাগতো নিজের কাছে। তো সে সিদ্ধান্ত নেয় আঙুলটা কেটে ফেলার। তার বাবাকেও রাজি করিয়ে ফেলে কিন্তু বিপত্তি বাধে এক কামেল লোকের কথায়। লোকটা ছিলো তাদের গ্রামেরই এক পীরবংশের সন্তান। সবাই বলতো, তার মধ্যে বিশেষ কিছু একটা আছে। তার বাবা খুব সম্মান করতো তাকে। বাড়ির সব সিদ্ধান্ত নিতো তার পরামর্শে। সেই লোক বলেছিলো, এই বাড়তি আঙুলটা যেদিন কেটে ফেলবে সেদিন থেকে তার দুভার্গ্যের সূচনা ঘটবে। এটা নাকি তর সৌভাগ্যের নিদর্শন। এ কথা শোনার পর তার বাবা বেঁকে বসে। নিরূপায় হয়ে আঙুল কেটে ফেলার সিদ্ধান্তটি বাদ দিতে হয় তাকে।

এখন সে বুঝতে পারছে, ঐ জামিল আহমেদ লোকটা আসলে হিন্দুস্তানি এজেন্ট। যেচে তার সাথে ভাব জমাতে চেয়েছিলো। সুকৌশলে তার কাছ থেকে একটা বই পড়তে নিয়ে আর ফেরত দেয় নি। এরপর তওফিক নামের একজনকে পাঠায় সেই বই ফিরিয়ে দেবার জন্য। এসবের উদ্দেশ্য একটাই—মওলানাকে ট্র্যাক-ডাউন করা। সম্ভবত ঐ বইটার ভেতরেই কিছু আছে। সত্যি বলতে বইটা ইয়াকুবকে দিয়েছিলো বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্য, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ভুল করে সে ওটা গাড়িতেই রেখে দিয়েছে। জিপিএস নিয়ে এখন কোনো দুর্ভাবনা নেই তার। জিনিসটা বেহাত হয়ে গেছে ঐ হিন্দুস্তানি এজেন্টের কাছ থেকে। তবে খুব জলদি, ঐ লোকটাকে শেষ করে দিতে হবে। নইলে বিরাট বড় বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে।

আরেকটা সিদ্ধান্ত নিলো, ঘরের মেহমানদের এসব বলা যাবে না। তার বাড়িটাকে নিরাপদ ভেবেই ওরা এখানে এসেছে। এখন যদি জানাজানি হয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যায় ওর মেয়ে হিন্দুস্তানী এজেন্টের খপ্পরে পড়েছে তাহলে সংগঠনে নিজের অবস্থান নাজুক হয়ে যাবে। ছোটো হয়ে যাবে সবার চোখে।

গভীর করে দম নিয়ে নিলো সে। এটা অন্যভাবে মোকাবেলা করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে মোবাইলফোনটা তুলে নিয়ে ইয়াকুবকে একটি এসএমএম করে দিলো যতো দ্রুত সম্ভব যে যেনো বাড়িতে চলে আসে। দুবাইয়ের একটি বিশাল শিপমেন্টের ব্যাপারে পোর্টে ব্যস্ত আছে।

অবশেষে উঠে দাঁড়ালো। ঘর থেকে বের হতেই দেখা হলো আসাদুল্লাহর সাথে। জাতে আফগান এই ছেলেটিকে তার মেহমানরা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। তার সাথে চোখাচোখি হতেই সালাম দিলো ছেলেটি।

"করিম কোথায়?" জানতে চাইলো মওলানা। করিম তার বাড়ির বহু পুরনো দারোয়ান।

"মওলানাসাব, ওর শরীরটা খারাপ...একটু রেস্ট নিতে গেছে।"

"ও," একটু থেমে আবার বললো সে, "চোখ-কান খোলা রেখো। বাইরে সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়লেই আমাকে জানাবে।"

"জি, মওলানাসাব।"

"তোমার সঙ্গে অস্ত্র আছে না?"

"জি, আছে।"

"ঠিক আছে..." আর কিছু না বলে যে-ই না ঘুরে দাঁড়ালো অমনি দেখতে পেলো ছোটোবাড়িটার মেইনগেটের সামনে তার ছোটোছেলে ইউনুস হুইলচেয়ারে বসে আছে। থমকে গেলো সে। এই মানসিক আর শারিরীক প্রতিবন্ধী ছেলেটা তার জীবনের সবচাইতে বড় দীর্ঘশ্বাস। আল্লাহপাক কেন তাকে এমন সন্তান উপহার দিয়ে কঠিন পরীক্ষার মধ্যে ফেললো সে জানে না। পারতপক্ষে ছেলেটাকে এড়িয়েই চলে, আজও তাই করলো। বিরক্ত হয়ে ফিরে গেলো বড়বাড়ির ভেতরে।

*

আইনাত বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে বিছানায়। তার স্বামী মানসুর চলে যাবার দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যেই সে গভীর ঘুমে ঢলে পড়েছে। কোলে করে বিছানায় নিয়ে আসার পরই সে নিস্তেজ হয়ে পড়ে। বাস্টার্ড জানে, মেয়েটার এই গাঢ় ঘুম আগামীকাল সকাল পর্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। তবে মাঝরাতের আগে যে ওষুধের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারবে না সেটা নিশ্চিত।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আইনাত ঘুমিয়ে পড়ার সাথে সাথে কাজে নেমে পড়ে সে। সাইলেন্সার পিস্তলটা জ্যাকেটের ভেতরের পকেটে রেখে জানালার সামনে বসে থাকে শিকারী পশুর মতো ধৈর্য নিয়ে। বড়বাড়িটার দিকে অনেকক্ষণ লক্ষ্য রাখার পরও বুঝতে পারে না ওখানে কতোজন আছে। তবে আইনাতে সাথে কথা বলার সময় ঐ বাড়ির অনেক কিছুই সে জেনে নিয়েছে সুকৌশলে। তিনতলা বাড়ির নীচতলাটি মূলত মওলানার অফিসঘর, বৈঠকখানা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। দোতলায় থাকে মওলানা নিজে, আর তিনতলায় থাকে ছোটোছেলে ইয়াকুব। তবে বাস্টার্ড জানে, গতরাতে গাড়িতে করে কয়েকজন এসেছে। তারা যে এখনও চলে যায় নি সেটা তাদের গাড়ি দেখেই বোঝা যায়।

আইনাতের ভাষায় ওরা 'মেহমান।' এরকম মেহমান প্রায়ই ওর আব্বার সাথে দেখা করতে আসে। সম্ভবত এনজিও'র কাজের সাথে ওরা সংশ্লিষ্ট। তার ধারণা এই মেহমানরা আছে দোতলায় মওলানার ঘরে। বড় বড় তিনটি বন্ধ জানালার কাঁচের ওপাশে মাঝেমধ্যে কিছু অবয়ব দেখা যাচ্ছে। অনেকক্ষণ ধরে পর্যবেক্ষণ করার পর তার মনে হয়েছে মওলানাসহ ঘরে আরো দু-জন মানুষ আছে। তবে ইয়াকুব এখনও বাড়িতে ফিরে আসে নি। যে গাড়িটা নিয়ে সে বেরিয়ে গেছে ওটা এখনও ড্রাইভওয়ের পাশে দেখা যাচ্ছে না। তার মানে দাঁড়ালো, কাজের লোকজন ছাড়া মেইনগেটের বাড়তি একজনকে ধরলে এই বাড়িতে এখন চারজন মানুষ আছে। দারোয়ান লোকটিকে হিসেবে রাখছে না সে, তবে তার সাথে যোগ দেয়া নতুন লোকটিকে রাখতে হচ্ছে। কারণ খুব সহজ : দারোয়ানকে স্বয়ং মওলানাই যদি হিসেবে রাখতো তাহলে বাড়তি একজনের দরকার পড়লো কেন? নিশ্চয় নতুন ঐ লোকটি বিশেষ কেউ। তাছাড়া দারোয়ান এখন গেটে নেই, নতুন লোকটিই পাহারা দিচ্ছে।

মানুষজনের সংখ্যা নিয়ে মোটেও ভাবছে না এই মুহূর্তে। তার কাছে এখন সাইলেন্সার পিস্তল রয়েছে–তার প্রিয় জিনিস–নীরব এক ঘাতক। সে একা একা কাজ করে, তার কোনো গ্রুপ নেই, বাহিনী নেই। এমনকি আসল কাজের সময় কোনো সহযোগীও ব্যবহার করে না কখনও। ফলে সাইলেন্সার পিস্তল তার জন্য বিরাট সুবিধা বয়ে আনে। এই সামান্য সাইলেন্সার না থাকলে তার পক্ষে একা একা কাজ করাটা শুধু কঠিনই হয়ে যায় না, অসম্ভবও হয়ে ওঠে অনেক সময়। বাড়তি ম্যাগাজিনসহ তার কাছে এখন বিশটি গুলি আছে। দশ-পনেরোজনকে ঘায়েল করার জন্য যথেষ্ট। সে কোনো ট্রিগার-হ্যাপি নয়, এলোপাথারি গুলি করাও তার স্বভাবে নেই। তার নিশানাও বেশ ভালো। কাছ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থেকে খুব কমই মিস করে। সুতরাং ঐ বাড়িতে ঢুকলে যে পরিস্থিতি তৈরি হবে সেটা অনুমাণ করতে পারলো : একদল নিরস্ত্র লোক তার নীরব ঘাতকের সামনে পটাপট ঘায়েল হয়ে যাবে। বাড়িতে একটা হৈ-হল্লার সৃষ্টি হবে হয়তো কিন্তু তাতে কিছুই হেরফের হবে না। মওলানাকে হত্যা করেই সে এই বাড়ি থেকে বের হয়ে যাবে।

ঠিক এমন সময় একটা দৃশ্য দেখতে পেয়ে ভুরু কুচকে যায় তার। বড়বাড়িটা থেকে একজন বৃদ্ধ মানুষ বের হয়ে আসে। মেইনগেটে থাকা লোকটার সাথে একটু কথা বলেই আবার ফিরে যায় বাড়ির ভেতরে। মানুষটাকে চিনতে একটুও সময়স্য হয় নি। এই নিয়ে তৃতীয়বার দেখলো তাকে। মওলানা সম্ভবত নামাজ পড়ার জন্য নীচতলায় নেমে এসেছে। মাগরিবের আজান দেবে আরেকটু পরই।

দারুণ!

এরপরই দেখতে পায় গতরাতে যোগ দেয়া লোকটি কোমর থেকে পিস্তল বের করে পরীক্ষা করে দেখছে!

সশস্ত্ররক্ষী!

ত্রিশ-পয়ত্রিশের এক যুবক। পেটানো শরীর। জ্যাকেট, গ্যাবাডিনের প্যান্ট, পায়ে কেডস জুতো আর গলায় মাফলার পেচানো। একেবারে টিপিক্যাল পাকিস্তানীদের মতো মোটা গোঁফ। পিস্তলটা পরীক্ষা করে আবারো কোমরে গুঁজে রেখেছে সে। নিয়মিত দরোয়ান অনেকক্ষণ ধরেই নেই। সম্ভবত বিশ্রামে গেছে। গতকাল থেকেই দেখছে বার বার মেইনগেটের মধ্যে যে ছোট্ট একটা খোপ আছে সেটা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখে এই লোক। এখনও তাই করছে। তার মানে কয়েক মিনিট এক নাগাড়ে এ কাজ করে যাবে সে।

বাস্টার্ড বুঝতে পারলো এরকম দারুণ সুযোগ আর আসবে না। মাত্র একজন সশস্ত্র লোক, তাকে ঘায়েল করতে পারলেই বড়বাড়িতে ঢোকা যাবে। আর সেখানে আছে মওলানা ইউসুফ হোসাইনী।

আর কিছু না ভেবে জ্যাকেটের ভেতর থেকে পিস্তলটা বের করে নিয়ে শাটার টেনে চেম্বারে গুলি লোড করে নিলো। তারপর সেফটি লক না করেই রেখে দিলো আগের জায়গায়। বিছানায় পড়ে থাকা আইনাতের দিকে তাকালো। মেয়েটার জন্য একটু মায়াই হলো তার, কিন্তু এটাও ঠিক, তার মিশন শেষ হলে সেও মুক্তি পাবে। দ্রুত ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে গেলো। কাজের লোকজন সাধারণত এই বাড়ির বাইরে ঘোরাফেরা করে না, পর্যবেক্ষণে তা-ই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেখেছে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলো নিঃশব্দে। নীচের ল্যান্ডিংয়ে একটু থামলো। বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে ডান দিকে ঘুরে পা বাড়াতেই থমকে গেলো সে।

ওহ্!

ছোটোবাড়িটার মেইনগেটের ঠিক সামনে, যেখানে এসে ড্রাইভওয়েটি শেষ হয়েছে, সেখানে হুইলচেয়ারে বসে আছে এক ছেলে। ফাঁকা দৃষ্টি নিয়ে সে চেয়ে আছে সামনের মেইনগেটের দিকে। বুঝতে পারলো এটা আইনাতের সেই ছোটোভাই ইউনুস। ছেলেটাকে এর আগে দেখে নি। তবে আইনাতের সাথে গল্প করার সময় কিছুটা জেনেছে। তার ভাই মানসিক এবং শারিরীক প্রতিবন্ধী, হুইলচেয়ারে চলাফেরা করে।

মূর্তির মতো জমে গেলো সে। তার সামনে এক প্রতিবন্ধী বসে আছে হুইলচেয়ারে, সামনে একটু দূরে মেইনগেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে সশস্ত্র এক যুবক। এখনও ছোট্ট খোপ দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। একটু শব্দ হলেই পেছনে ফিরে তাকাবে। কী করবে বুঝতে পারছে না বাস্টার্ড। ছেলেটা তাকে দেখে ফেলার আগেই আইনাতের ফ্ল্যাটে ফিরে যাওয়া উচিত। কিন্তু এই ভাবনাটা মাথায় আসতেই আচমকা প্রতিবন্ধী ছেলেটি পাশ ফিরে তাকালো তার দিকে!

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৬৭

আসাদুল্লাহ আফগানি দু-চোখ কুচকে বাড়ির বাইরে তাকিয়ে আছে। একটু আগে মওলানাসাব তাকে কড়া নজর রাখতে বলার পর পর একটা প্রাইভেটকার এসে থেমেছে মেইনগেটের ঠিক বাইরে, রাস্তার ওপাড়ে। গাড়িতে কয়জন আছে বোঝা যাচ্ছে না কালো কাঁচ আর ইনসাইড-লাইট অফ করে রাখার কারণে, তাই গাড়ির ভেতর থেকে কেউ এই বাড়ির দিকে লক্ষ্য রাখছে কিনা সে-ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারছে না।

আরো মনোযোগ দিয়ে দেখে গেলো আসাদুল্লাহ। এরকম সন্দেহজনক কিছুর ব্যাপারে তাকে আগেই বলে দেয়া হয়েছে। তার মুরব্বিরা বলেছে, বাড়ির সামনে সন্দেহজনক লোকজন দেখলে সে যেনো তাদের জানায়, কিন্তু সন্দেহ করার মতো ঘটনা এখনও ঘটে নি এই গাড়িটা আসার আগপর্যন্ত।

আসাদুল্লাহ জানে, এইসব বড়লোকদের এলাকায় গাড়ির মধ্যে অনেকেই মেয়েমানুষ নিয়ে একটু আধটু ফুর্তি করে। সুতরাং তাকে আরেকটু দেখতে হবে। পুরোপুরি নিশ্চিত না-হয়ে উপরতলায় যারা আছে তাদেরকে এটা জানানোর মানে নিজেকে হাস্যকর করে তোলা। ওরা এখন গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ করছে। এরকম কাজের সময় খামোখা পেরেসানির মধ্যে ফেলাটা ঠিক হবে না। সম্ভবত এই গাড়িটা বড়লোকের নষ্ট আর ফুর্তিবাজ পোলাপানেরই হবে।

কয়েক মুহূর্ত পরই গাড়িটা আস্তে করে সামনের দিকে চলে গেলো। আসাদুল্লাহ তারপরও খোপ্ থেকে চোখ না সরিয়ে দেখে গেলো নিবিষ্টভাবে। নজরদারি করার ব্যাপারটা খুব কঠিন। এতে ধৈর্য লাগে, সেই ধৈর্য তার ভালোই আছে। একটানা অনেকক্ষণ এভাবে তাকিয়ে থেকেও সে ক্লান্ত হয় না, বিরক্ত হওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। ঠিক করলো গাড়িটা আবার ফিরে আসে কিনা দেখবে।

BanglaBook.org

*

নিষ্পাপ চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে প্রতিবন্ধী ছেলেটি। অচেনা কাউকে

www.BanglaBook.org

দেখেও চোখেমুখে কোনো বিস্ময় নেই। হাসি দেবার চেষ্টা করলো বাস্টার্ড। ছেলেটাও জবাবে হেসে দিলো। আঙুল তুলে মেইনগেটের দিকে দেখালো, চোখেমুখে অস্বাভাবিক ভঙ্গি করে কিছু বলার চেষ্টা করলো সে। বাস্টার্ড নিজের মুখে আঙুল দিয়ে তাকে চুপ থাকার ইশারা করলো। ছেলেটা দু-হাত তুলে এমন ভঙ্গি করলো যেনো বুঝতে পেরেছে। তাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করে আঙুল দিয়ে পিস্তল আর গুলি করার ভঙ্গি করলো সে। বোঝাতে চাইলো গেটের সামনে যে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে তার কাছে পিস্তল আছে। মাথা নেড়ে সায় দিলো বাস্টার্ড। বুকে হাত রেখে সেও পিস্তলের ভঙ্গি করলো।

আমার কাছেও আছে!

আইনাতের ভাই খুশিতে আটখানা। চোখেমুখে খুশির ঝলকানি।

বাস্টার্ড আবারো তাকে চুপ থাকার ইশারা করে পিস্তলটা হাতে তুলে নিলো। *আমি ওকে গুলি করবো, ওকে?* এরকম একটি ভঙ্গি করার চেষ্টা করে চোখ টিপে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে মুখে আঙুল দিয়ে চাপা দিলো ছেলেটি। দারুণ মজা পাচ্ছে যেনো। সেও চোখ টিপে দেবার চেষ্টা করলো কিন্তু সফল হলো না, চোখমুখ বিকৃত হয়ে গেলো শুধু।

বাস্টার্ড দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেলো ড্রাইভওয়ে দিয়ে, একেবারে নিঃশব্দে, প্রায় বেড়ালের মতো। মেইনগেট দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকা লোকটি এখনও টের পায় নি।

বড়জোর দশগজ!

লোকটা এখনও গেটের খোপ দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে।

পাঁচগজ!

বাস্টার্ডের পিস্তলটা আস্তে করে উপরে উঠে গেলো।

গুলি করার ঠিক আগেই লোকটা চমকে চমকে ঘুরে দাঁড়ালো। অবিশ্বাসের সাথেই দেখতে পেলো তার দিকে পিস্তল তাক করে এগিয়ে আসছে এক যুবক! আৎকে ওঠার আগেই ভোতা শব্দটি হলো। পর পর দুটো। চাপা আর্তনাদ করে লোকটা মেইনগেটের দিকে ছিটকে গেলো। তার পিঠটা গেটে লাগতেই একটা শব্দ হলো কিন্তু সেটাও তেমন জোরে নয়। বাস্টার্ড পিস্তল তাক্ করে অপেক্ষা করলো কয়েক মুহূর্ত।

একটা গলার নীচে, আরেকটা বুকে। মোটা জ্যাকেটটা রক্তের ধারায় ভিঁজে যাচ্ছে। লোকটা পিস্তল হাতে নেবারও সময় পায় নি।

ঠিক তখনই হাত তালির শব্দ শুনে চমকে তাকালো সে। আইনাতের ভাই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হুইলচেয়ারে বসে হাততালি দিচ্ছে খুশিতে। তার চোখেমুখে সে কী আনন্দ!

উৎফুল্ল এক দর্শক!

সর্বনাশ!

ছেলেটাকে আবারো চোখ টিপে দিয়ে মুখে আঙুল এনে চুপ থাকার ইশারা করলো সে, কিন্তু এবার তাতে কাজ হলো না। খুশিতে আকাশের দিকে মুখ করে অদ্ভুত ভঙ্গি করতে লাগলো প্রতিবন্ধী ছেলেটি।

বুঝতে পারলো এর পেছনে সময় ব্যয় করে লাভ নেই। নিথর দেহটার দিকে মনোযোগ দিলো এবার। লোকটার জ্যাকেটের কলার ধরে টেনে-হিঁচড়ে মেইনগেটের বামপাশে সীমানা প্রাচীরঘেষা একটি বড় গাছের নীচে রেখে দিলো। বড়বাড়িটার মেইনগেটের কাছে আসতেই দেখতে পেলো মওলানার ছেলে এখনও খুশিতে বিভিন্ন ধরণের অঙ্গভঙ্গি করে যাচ্ছে।

বড়বাড়ির নীচতলায় এসে চারপাশটা তাকিয়ে দেখলো সে। কেউ নেই। পিস্তলটা হাতে নিয়েই এগিয়ে গেলো ঘরের শেষ মাথায় থাকা সিঁড়িটার দিকে। সিঁড়ির পাশে আরেকটা দরজা। সেটা খোলাই আছে। ভেতরে উঁকি মেরে দেখলো ঘরটা একদম খালি। দুই সারির সতরঞ্জি বিছানো। বুঝতে পারলো, এটা সেই নামাজঘর। তার মানে মওলানা আবারো উপরে চলে গেছে। পা টিপে টিপে খুব সাবধানে উঠে গেলো দোতলায়।

সিঁড়ির ল্যান্ডিংয়ের পরই একটা দরজা। সেটা বন্ধ কিনা তার জানা নেই। দরজায় কোনো পিপহোলও দেখা যাচ্ছে না। আস্তে করে দরজার নবে হাত রেখে মোচড় দিলো। লক্ করা নেই। তার জন্য সুসংবাদ। দরজাটা সামান্য ফাঁক করে বোঝার চেষ্টা করলো ভেতরে কারা আছে।

দু-জন মানুষের কথা ভেসে আসছে কিন্তু সেটা খুবই ক্ষীণ। সম্ভবত ভেতরের কোনো ঘর থেকে। দরজার ফাঁক দিয়ে এবার উঁকি দিলো সে। ঘরটা খুব কমই আলোকিত। তবে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে সামনের ঘরে কেউ নেই। আস্তে করে ঢুকে পড়লো বাস্টার্ড। দরজাটা নিঃশব্দে বন্ধ করে বেশ সতর্ক পদক্ষেপে এগিয়ে গেলো দু-জন মানুষের কথাবার্তার আওয়াজ অনুসরণ করে। সামনের ঘরটার পরই একটা ছোটো হলওয়ে, সেই হলওয়ের ডানদিকে একটি খোলা দরজা দিয়ে কথাগুলো ভেসে আসছে। বুঝতে পারলো আইনাতের ঘর থেকে এই ঘরটার জানালাই দেখেছে সে।

চুপিসারে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে রইলো। এবার কথাগুলো বেশ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"ভাই আব্দুল, মিডিয়া তো তোমাদের অ্যাকশনকে ৯/১১-এর সাথে তুলনা করছে..." কণ্ঠটা খুবই আমুদে। "টিভি নিউজে বলছে গতরাতে একজন সিনিয়র পুলিশ অফিসার নিহত হয়েছে, বুঝলে?"

উর্দু পুরোপুরি বুঝতে না পারলেও এই কথপোকথনটি বুঝতে তেমন অসুবিধা হলো না বাস্টার্ডের।

"আমরা এখন দশ-এগারো তলায় আছি," ফোনের অপরপ্রান্ত থেকে একটা কণ্ঠ বলে উঠলো এবার। স্পিকার মোডে দেয়া আছে ফোনটি, যাতে ঘরের অন্যেরাও শুনতে পায়। "পাঁচজন জিম্মি আছে আমাদের কব্জায়।"

"মিডিয়ায় সব দেখানো হচ্ছে," আমুদে কণ্ঠটি বললো আবার। যতোদূর সম্ভব ক্ষয়ক্ষতি করো। লড়াই চালিয়ে যাও। কাউকে জীবিত রেখো না।" একটু বিরতি দিয়ে আবারো বললো সে, "মুসলিম দু-জন বাদে জিম্মিদের সবাইকে মেরে ফেলো। তোমাদের ফোন চালু রেখো যাতে আমরা গুলির শব্দ শুনতে পাই।"

"তিনজন বিদেশী আছে, তার মধ্যে একজন নারী," জবাব ভেসে এলো ফোনের ওপাশ থেকে। "তারা সিঙ্গাপুর আর চায়নার।"

"খতম করে দাও ওদের।" হুকুম দিলো ঘরে থাকা লোকটি।

তারপরই গুলির শব্দ হলো ফোনের ওপাশ থেকে। মুচকি হাসি শোনা গেলো ঘরে। দু-জন মানুষ নিজেদের মধ্যে নীচুস্বরে কথা বলছে খোশ মেজাজে। তারপরই আবারো নির্দেশনা : "নীচের তলায় যাবার চেষ্টা করো এবার।"

দরজার পাশে লুকিয়ে থেকে বাস্টার্ড আতঙ্কের সাথেই বুঝতে পারলো ঘটনাটি। *এরা মুম্বাই হামলার সাথে জড়িত!* অবিশ্বাস্য মনে হলো তার কাছে। মওলানা ইউসুফ হোসাইনী তার নিজের বাড়িতে যে মেহমানদের খাতির করছে দু-দিন ধরে তারা আসলে মুম্বাইয়ের হামলাকারীদের হ্যান্ডলার! এ-কারণেই হামলার পর পর রাতের বেলায় এইসব মেহমান চলে এসেছে মওলানার বাড়িতে। গেটের কাছে একজন সশস্ত্র প্রহরীও রেখেছে।

মওলানা ইউসুফ হোসাইনী আসলে কি করে? কোন্ সংগঠনের সাথে জড়িত? তার মাথায় এসব প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে লাগলো। কী ভয়ঙ্কর ঘটনা! ঠাণ্ডা মাথায় সাধারণ মানুষজন হত্যা করার নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছে টেলিফোনে!

মুম্বাই হামলার খবর সে খুব একটা রাখতে পারে নি কারণ ঘটনার পর পরই সে মওলানার বাড়িতে আটকা পড়ে। এই ঘটনা নিয়ে খুব একটা মাথাও

www.BanglaBook.org

ঘামায় নি, কেননা তার নিজের মিশনটা বার বার জট পাকিয়ে যাচ্ছিলো। করাচিতে এসে একাত্তরের এক ঘাতককে হত্যা করতে এসে অযাচিতভাবে কোথায় ঢুকে পড়েছে সে!

"নীচতলায় যাও ভাই আব্দুল..." আবারো নির্দেশ দেয়া হলো। "...টিভিতে দেখতে পাচ্ছি ওখানে অনেকে আছে এখনও...কাউকে বাঁচিয়ে রেখো না। মৃত্যুর আগপর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাও!"

গভীর করে দম নিয়ে নিলো বাস্টার্ড। পিস্তলটা দু-হাতে ধরে বিদ্যুৎগতিতে ঢুকে পড়লো ঘরের ভেতরে। দু-জন মাঝবয়সি লোক বসে আছে সোফায়। তাদের সামনে একটা ফোন। তাকে পিস্তল হাতে ঢুকতে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলো হ্যান্ডলার দু-জন। বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইলো আগন্তুকের দিকে। একজন সিগারেট চেপে রেখেছে ঠোঁটে, তার সিগারেটটি টুপ করে ঠোঁট থেকে পড়ে গেলো। বিস্ময়ে চেয়ে রইলো আগন্তুকের দিকে। একেই তো সৈকতে দেখেছে!

লোকটার চেহারা দেখে বাস্টার্ডেরও কেমন চেনা চেনা মনে হলো, কিন্তু তার মনোযোগ টার্গেটকে নিয়ে তাই এ নিয়ে খুব একটা ভাবলো না। হতাশ হয়েই সে দেখতে পাচ্ছে ঘরে মওলানা নেই।

"মওলানা ইউসুফ হোসাইনী কোথায়?" ইংরেজিতেই বললো সে।

ফোনে কথা বলছিলো যে লোকটা সে ভুরু কুচকে চেয়ে রইলো তার দিকে।

"ইউসুফ হোসাইনী কাহা?" আবারো প্রশ্নটা করলো সে, তবে এবার হিন্দিতে।

বিস্ময়ে নিজের সঙ্গির দিকে তাকালো লোকটি। "কাফা! এই লোকটাই ঐদিন বিচে পিস্তল নিয়ে এসেছিলো! এটা তো ওদের লোক!"

কাফা হতভম্ব হয়ে গেলো কথাটা শুনে। হিন্দুস্তানী এজেন্ট মওলানার বাড়িতে ঢুকে পড়েছে!

ওয়াসির সমস্ত শরীর কাঁপতে শুরু করলো। বাস্টার্ড দেখতে পেলো লোকটা তার কোমরে হাত দিতে যাচ্ছে।

দেরি না করে গুলি চালিয়ে দিলো সে।

পর পর দুটো ভোতা শব্দ হলো কেবল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৬৮

মওলানা ইউসুফ হোসাইনী আজ অনেকদিন পর ছোটোবাড়িতে ঢুকছে। তার দ্বিতীয় স্ত্রী বেঁচে থাকতে প্রায়ই এখানে আসা হতো, কিন্তু স্ত্রী বিয়োগের পর শেষ কবে এসেছিলো মনে নেই। বর্তমানে এখানে থাকে তার দু-সন্তান। ওদের ভরণপোষণের যাবতীয় খরচ বহন করে। ওদের জন্য কাজের লোক রেখে দিয়েছে, কিন্তু নির্মম সত্যি হলো, এই পক্ষের দু-সন্তানের সাথে তার সম্পর্ক মোটেও স্বাভাবিক নয়। একজনকে তো আল্লাহপাক এমন করে পাঠিয়েছেন যে, তার সাথে সম্পর্ক রাখলেই কি না রাখলেই বা কি। পরিবার, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এসব বিষয় তার বোঝার সাধ্য নেই। আর অন্যজন আইনাত, এখন মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মেয়েটার সাথে তার সম্পর্ক ভালোই ছিলো। তার সব আব্দার মেটানোর চেষ্টা করেছে। লন্ডনে পড়াশোনা করার বায়না যখন ধরলো তখন তার ছেলেদের আপত্তি সত্ত্বেও রাজি হয়েছিলো। কিন্তু নিজের ঘনিষ্ঠ বন্ধু রাঙ্গুওয়ালার ছেলের সাথে বিয়ে দেবার পর থেকেই বাবা-মেয়ের সম্পর্ক বিগড়ে যায়।

বড়বাড়ি আর ছোটোবাড়ির মধ্যে যাতায়াতের জন্য আরেকটি সরু পথ আছে। বড়বাড়ির নীচতলার নামাজঘরের একটি দরজা দিয়ে সীমানা প্রাচীর ঘেষে একটি গলি চলে গেছে ছোটোবাড়িটার পশ্চিমদিকে। এই পথ দিয়েই কাজের লোকেরা বড়বাড়িতে খাবারসহ দরকারি জিনিস আনা-নেয়ার কাজ করে। আজকে এই পথটি ব্যবহার করার কারণ ইউনুস। তার এই প্রতিবন্ধী ছেলেটার সামনে পারতপক্ষে সে পড়তেই চায় না। যেনো ছেলেটার মুখোমুখি হলেই তার মনে হয় কোনো এক গোপন পাপের ফল ভোগ করছে!

নীচতলার করিডোর দিয়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যেতেই এক কাজের মহিলা তাকে দেখতে পেয়ে সম্ভ্রমে সালাম ঠুকলো। মওলানাকে এ-পথ দিয়ে যেতে দেখে সে কিছুটা বিস্মিত।

"ইউনুস বাইরে আছে...ওকে ঘরে নিয়ে যাও," গম্ভীর মুখে বললো মওলানা। আর কোনো কথা না বলে চুপচাপ সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালো সে। চাপা রাগে তার সারা শরীর কাঁপছে। বখে যাওয়া মেয়ের কারণে তাকে অনেক

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অপমান হতে হয়েছে। সন্তান বলে মুখ বুজে সব সহ্যও করেছে সে, কিন্তু এখন এই মেয়ে না-বুঝে এমন একজনের সাথে মেলামেশা করতে শুরু করে দিয়েছে যে কিনা মারাত্মক হুমকি হয়ে দেখা দিতে পারে।

দোতলার ল্যান্ডিংয়ে এসে হাঁপিয়ে উঠলো। বয়স হয়েছে, সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময়ই এটা সবচেয়ে বেশি টের পাওয়া যায়। আইনাতের ফ্ল্যাটের দরজায় নক করতে যাবে অমনি থেমে গেলো। দরজাটা সামান্য ফাঁক হয়ে আছে। মওলানা ইউসুফ তারপরও ভেতরে ঢুকে পড়লো না, খোলা দরজায় কয়েকটা টোকা মারলো। নিজের সন্তান হলেও মেয়েছেলে বড় হয়ে গেলে হুটহাট করে তার ঘরে ঢোকা যায় না।

"আইনাত?" কোনো সাড়াশব্দ নেই। "আইনাত?" একই ফল। এবার আর অপেক্ষা না করে ঢুকে পড়লো ভেতরে। ফ্ল্যাটটা অন্ধকারে ঢেকে আছে। দরজার পাশে সুইচ টিপে বাতি জ্বালিয়ে দিলো সে।

ড্রইংরুমটা একটু এলোমেলো। কফি টেবিলের উপরে ট্রে, ফ্লাস্ক, সুগার কিউবের পট, কফিমেট, কফির কাপ আর পিৎজার একটি খালি প্যাকেট। ঘরের চারপাশে তাকালো। বেডরুমের দরজা পুরোপুরি খোলা। সেদিকে পা বাড়াবে অমনি থমকে গিয়ে কফি টেবিলের দিকে তাকালো আবার।

দুটো কফি কাপ!

ভুরু কুচকে গেলো তার। আইনাত একা থাকে। দরকারে কাজের লোকদের ডাকে, নইলে তার ফ্ল্যাটে কেউ ঢোকে না। মেয়েটার প্রাইভেসি জ্ঞান টনটনে। এ বাড়ির কেউ তাকে খুব একটা ঘাটায়ও না। কাজের লোক ছাড়া কেউ তার ফ্ল্যাটে আসার কথা নয়, তাহলে দুটো কফির কাপ কেন?

আইনাতের বেডরুমে ঢুকে সুইচ টিপে বাতি জ্বালাতেই বিছানায় মেয়েকে দেখতে পেলো। ঘুমাচ্ছে। "আইনাত?" বেশ গম্ভীর কণ্ঠে ডাকলো সে। "আইনাত!" এবার বেশ জোরে। "আইনাত!"

তার মেয়ে বেঘোরে ঘুমাচ্ছে, কিন্তু সে ভালো করেই জানে আইনাতের ঘুম খুবই পাতলা। সামান্য খুটখাট শব্দেই এই মেয়ের ঘুম ভেঙে যায়। ছোটোবেলা থেকেই তার এমন স্বভাব। মেয়ের কপালে হাত রাখলো। গাঢ় ঘুমে তলিয়ে আছে সে। "আইনাত?" আরো একবার ডাকলো মওলানা। এবার মেয়ের কাঁধ ধরে আল্‌তো করে ঝাঁকুনি দিলো। "আইনাত! ওঠো...তোমার সাথে আমার জরুরি কথা আছে!"

চিন্তিত হয়ে উঠলো মওলানা ইউসুফ হোসাইনী। এটা একদম স্বাভাবিক

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নয়। তার মেয়ে যতো গাঢ় ঘুমই দিক না কেন এতোক্ষণে উঠে যাবার কথা। কোনো মানুষ এভাবে মরার মতো পড়ে ঘুমায় না। মেয়েকে দু-হাতে ধরে আবারো ঝাঁকুনি দিলো, গালে চাপড় মারলো বেশ কয়েকটা। "আইনাত?"

"হু-উ-উ-ম?" গোঙানির মতো করে বলে চোখের পাপড়ি টেনে খোলার চেষ্টা করলো তার মেয়ে।

"আইনাত!"

মওলানা ইউসুফ বুঝতে পারলো তার মেয়ে নেশাজাতীয় কিছু খেয়েছে। দ্রুত অ্যাটাচড বাথরুমে চলে গেলো। তোয়ালেটা বেসিনের ট্যাপে ভিজিয়ে ফিরে এলো মেয়ের কাছে। ভেঁজা তোয়ালে দিয়ে তার চোখ-মুখ মুছে দিলো। "আইনাত?" গালে আবারো চাপড় মারলো কয়েকটা।

"ত-ও-ফি-ক?" আধোঘুমের মধ্যেই টেনে টেনে বললো সে। "বা-বাতি নি-নিভিয়ে দাও..." শেষ কথাটা ইংরেজিতে বললো আইনাত।

"কি!?" মওলানার মনে হলো তার শরীরে যেনো বিদ্যুৎ খেলে গেলো আচমকা। "কি বলছো?!" উঠে দাঁড়ালো সে।

আবারো গভীর ঘুমে ঢলে পড়লো তার মেয়ে।

মওলানার নিঃশ্বাস দ্রুত হয়ে উঠলো। সারা শরীর কাঁপছে এখন। "ওই লোকটা এখানে...?!" কথাটা বিশ্বাস করতে এখনও বেগ পাচ্ছে যেনো।

আইনাতের দিক থেকে কোনো সাড়া-শব্দ পাওয়া গেলো না।

"হায় আল্লাহ্!" অস্ফুটস্বরে বলে উঠলো মওলানা।

বিপদের গন্ধ টের পেয়ে বেডরুম থেকে দ্রুত বের হয়ে গেলো সে, কিন্তু ড্রইংরুমের মাঝখানে আসতেই থমকে দাঁড়ালো। ফ্ল্যাটের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক যুবক। তাকে দেখে চিনতে একটুও কষ্ট হলো না। মাত্র কয়েকদিন আগেই এই মুখটা দেখেছে। মূর্তির মতো জমে গেলো মওলানা ইউসুফ হোসাইনী।

"তুমি?!"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৬৯

দু-জন হ্যান্ডলারের মধ্যে ফোনে যে কথা বলছিলো না তার কাছে অস্ত্র ছিলো। কিন্তু আচমকা অস্ত্রহাতে একজনকে ঘরে ঢোকার পর তার নার্ভ নিশ্চয় ভেঙে পড়েছিলো নইলে বোকার মতো কোমরে হাত দিয়ে অস্ত্র বের করে আনার চেষ্টা করতো না। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, অস্ত্র পরীক্ষা করতে গিয়ে এই লোকটাকে নির্জন বিচে দেখেছে সে! লোকটাও তাকে চিনতে পেরে হতভম্ব হয়ে গেছে। ওরা মনে করেছে সে একজন হিন্দুস্তানী এজেন্ট! সম্ভবত এই কারণেই নার্ভাস হয়ে তড়িঘড়ি করে কোমর থেকে অস্ত্র নেবার মতো ভুল করে ফেলেছে হ্যান্ডলার লোকটি।

এরকম পরিস্থিতিতে পড়লে বাস্টার্ড মাথা ঠাণ্ডা রেখে কিছু কৌশল খাটাতো। মনোযোগ সামান্য সরিয়ে দেয়া। কিছু কথা বলে সময় নষ্ট করা। বিভ্রান্ত করার চেষ্টা। পাজল করা। ধোঁকা দেয়া। কতো কিছুই তো করার আছে।

কিন্তু যে লোকগুলো টেলিফোনে নির্দেশ দিচ্ছিলো কিভাবে সুদূর মুম্বাইতে খুন-খারাবি করতে হবে, ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করতে হবে তারা এরকম কিছু করে নি বলে সে অবাকই হয়েছে। এরা নিরীহ লোকজনের হত্যাকাণ্ড ফোনের এ প্রান্ত থেকে শুনে আমোদিত হচ্ছিলো, অথচ একজন অস্ত্রধারী যুবককে দেখে যারপরনাই ভড়কে যায়।

তার দুটো গুলিতে ধরাশায়ী হয়ে যায় কাফা আর নাম না-জানা অন্য লোকটি। কাফা অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে মারা যায় নি, কারণ গুলিটা তার বুকে বিদ্ধ হয়। তবে নাম না-জানা হ্যান্ডলার ঘোৎ করে একটা শব্দ করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারে নি। লোকটার বাম কপালে, ঠিক চোখের উপরে গুলিটা বিদ্ধ হয়। সোফাতেই হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে থাকে সে। কাফার বুকে ডানপাশে গুলিটা লাগলে যন্ত্রণাকাতর চিৎকার দিয়ে ওঠে কিন্তু বাস্টার্ডের পিস্তলের নল তার মাথা বরাবর তাক্ করা হলে জোর করে নিজেকে চুপ রাখতে বাধ্য হয় লোকটা।

হিন্দিতেই জানতে চেয়েছিলো মওলানা কোথায়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"একটু আগে নীচে গেছে...উপরে আর আসে নি..." যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠে জবাব দিয়েছিলো কাফা।

সে-ও দেখেছে মওলানাকে নীচে নামতে কিন্তু অল্প কিছু সময়ের জন্য, তারপর আবার বড়বাড়িতে ঢুকে পড়তে দেখে লোকটাকে।

"সত্যি করে বলো, মওলানা কোথায়?" আহত লোকটার কাছে আবারো জানতে চেয়েছিলো সে।

"সত্যি বলছি..." কথাটা বলার সময় কাফার সারা শরীর কাঁপছিলো।

অবিশ্বাসে হ্যান্ডলারের দিকে তাকিয়ে থাকে কয়েক মুহূর্ত। তার ধারণা মিথ্যে বলছে লোকটা। তার কপালে পিস্তল ঠেকিয়ে আবারো জানতে চায় মওলানা কোথায়।

"সত্যি বলছি..."

কাফা যখন এটা বলে ঠিক তখনই তার চোখ যায় আহত লোকটার পেছনে বড় জানালার দিকে। জানালার পর্দা একটু সরানো ছিলো। সেই ফাঁকটুকু দিয়ে সরাসরি আইনাতের ফ্ল্যাটের জানালাগুলো দেখা যায়। অবাক হয়ে সে দেখতে পায়, ফ্ল্যাটের ভেতরে আলো জ্বলে উঠছে। ঐ ফ্ল্যাট থেকে বের হবার সময় সব বাতি বন্ধ করা ছিলো। তাহলে কেউ বাতি জ্বালিয়েছে? কিন্তু কে? আইনাতের পক্ষে এতো জলদি জেগে ওঠা অসম্ভব।

তারপরই জানালা দিয়ে আইনাতের ঘরে একটা অবয়ব দেখতে পায়। খুব অল্প সময়ের জন্য। সঙ্গে সঙ্গে বুঝে যায় কাফার কাছ থেকে যেটা জানতে চাইছে সেটার কোনো দরকার নেই। কিন্তু মওলানা ইউসুফ কিভাবে ছোটোবাড়িটাতে চলে গেলো বুঝতে পারে নি।

কাঁধ তুলে আহত কাফাকে সে বলে, "শুকরিয়া...তুমি সত্যিই বলেছো।" তারপরই লোকটার কপালে একটা গুলি করে দেয় সে।

দ্রুত বড়বাড়ির দোতলা থেকে নীচে নেমে আসে। বাড়িতে কোনো মানুষজনের সাড়াশব্দ নেই। কাজের লোকেরা সার্ভেন্ট কোয়ার্টারে। না ডাকলে ওখান থেকে সচরাচর বের হয় না তারা। বাস্টার্ড এগিয়ে যায় ছোটোবাড়িটার দিকে। হুইলচেয়ারে বসে থাকা আইনাতের ছোটোভাইকে আর সেখানে দেখতে পায় না। কাজের লোকজন হয়তো তাকে আবার ঘরের ভেতরে নিয়ে গেছে।

পিস্তলটা হাতে নিয়ে দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে ফ্ল্যাটের দরজা দিয়ে ঢুকতেই দেখতে পায় মওলানা বের হয়ে আসছে আইনাতের বেডরুম থেকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাকে দেখেই মওলানা চিনতে পারে। অনেকদিন পর নিজের মাতৃভাষায় কথা বলে উঠে একাত্তরের ঘাতক।

"তাহলে মায়ের ভাষাটা পুরোপুরি ভুলে যান নি!"

বাঁকাহাসি দিয়ে আস্তে করে দু-পা সামনে এগিয়ে গেলো বাস্টার্ড। মওলানার হাতে বাংলাদেশের পাসপোর্ট দেখে দারুণ অবাক হলো সে।

"কার পাসপোর্ট এটা?"

মওলানা ইউসুফ হোসাইনীর মুখে আতঙ্ক। কথা না বলে পাসপোর্টটা বাড়িয়ে দিলো তার দিকে। তার সেই বাড়িয়ে দেয়া হাত পার্কিনসন্স ডিজিজের রোগির মতোই কাঁপছে।

পিস্তলটা মওলানার বুকের দিকে তাক্ করেই পাসপোর্টটা বাম হাতে নিয়ে নিলো। "আমার পাসপোর্ট?!" অবিশ্বাসে বলে উঠলো সে। "এটা আপনার কাছে কিভাবে এলো?"

"মানসুর দিয়েছে," নির্ভুল বাংলায় জবাব দিলো। "আইনাতের স্বামী।"

মানসুর! বিস্মিত হলো বাস্টার্ড। তার হোটেলরুম থেকে তাহলে সবই বেহাত হয়ে গেছে! পাসপোর্টটা প্যান্টের পকেটে রেখে দিলো।

"তোমাকে ঐ জামিল আহমেদ পাঠিয়েছে?" নিজেকে ধাতস্থ করে নিয়ে জানতে চাইলো মওলানা।

মুচকি হাসলো সে। "অবশ্যই।"

"কিন্তু কেন? আমি তার কি করেছি?"

"আপনি এখনও জানেন না সে কে?"

ভুরু কুচকালো মওলানা। "কে? হিন্দুস্তানী এজেন্ট?"

বাঁকাহাসি দিলো বাস্টার্ড। "হিন্দুস্তানী এজেন্ট ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারেন না দেখছি!"

কিংকর্তব্যবিমূঢ় দেখালো মওলানাকে।

"একটু পেছনে ফিরে যান...অতীতের কথা ভাবুন, মি: ইউসুফ আলী।"

এই নামটা শুনে চমকে উঠলো একাত্তরের ঘাতক।

"বহু পুরনো ঘটনা যদিও...আশা করি ভুলে যান নি।"

মওলানা ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে রইলো।

"একাত্তরের ১৩ থেকে ১৪ই ডিসেম্বর অনেক লোককেই বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গেছিলেন...সে-কথা কি ভুলে বসে আছেন?"

বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেলো একাত্তরের ঘাতক।

"জামিলের বাবা ছিলেন তাদেরই একজন।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অবিশ্বাসে তাকালো এক সময়কার ইউসুফ আলী।

এবার বাস্টার্ডের চোখ গেলো মওলানার বামহাতের দিকে। কড়ে আঙুলের পাশে ছোট্ট একটা টেপ-ব্যান্ডেজ। "ঐ আঙুলটা কবে ফেলে দিলেন?"

চমকে উঠলো মওলানা। আনমনেই ডানহাত দিয়ে বামহাতের ব্যান্ডেজটা ধরে ফেললো। তার ষষ্ঠ আঙুলের খবরও এই লোক জানে বলে যারপরনাই বিস্মিত।

বাঁকাহাসি ফুঁটে উঠলো বাস্টার্ডের মুখে। "আরো আগে ফেলে দিলে ভালো করতেন," একটু থেমে আবার বললো, "একটু দেরিতে ফেলেছেন, ইউসুফ আলী।"

মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলো মওলানা। হয় কোনো কথা বলার শক্তি নেই, নয়তো বলার মতো কিছু খুঁজে পাচ্ছে না এ-মুহূর্তে।

"বলতে পারেন ঐ আঙুলটাই আপনার দুর্ভাগ্য ডেকে নিয়ে এসেছে!"

মওলানার চোখে আতঙ্ক আর বিস্ময়। তারচেয়েও বেশি জিজ্ঞাসা। কিন্তু মুখ খুলে কিছু বলতে পারলো না।

বামহাত দিয়ে পকেট থেকে মোবাইলফোনটা বের করে নিলো বাস্টার্ড। "আসলে একটু আগে এই আইডিয়াটা আপনাদের কাছ থেকেই পেয়েছি...দারুণ আইডিয়া...আই লাইক ইট!"

মওলানা ইউসুফের নিঃশ্বাস দ্রুত হয়ে উঠলো। বুঝতে পারছে না তার সামনে যে যুবক দাঁড়িয়ে আছে সে কি করতে চলেছে।

একটা নাম্বারে ডায়াল করলে চারবার রিং হবার পর কলটা রিসিভ করা হলো।

"হ্যালো?" বারো শ' মাইল দূরের কণ্ঠটা হতবুদ্ধিকর শোনালো।

"জামিল আমেদ?"

"হ্যা...কে বলছেন?"

"আমি করাচি থেকে বলছি...আশা করি চিনতে পেরেছেন।"

একটু বিরতি, তারপরই ওপাশ থেকে বললো ভদ্রলোক। "হ্যা...অবশ্যই। বলেন, কি খবর?"

"আপনার বাবার ঘাতক ইউসুফ আলী এখন আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।"

"কি!" ফোনের অপরপ্রান্তের কণ্ঠটা অবিশ্বাসে বলে উঠলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মওলানার দিকে তাকালো সে। রীতিমতো কাঁপছে। দু-চোখে অবিশ্বাস আর বিস্ময়। "আপনি কি তার সঙ্গে কথা বলবেন?"

ওপাশে নীরবতা নেমে এলো।

"সরি...কিছু মনে করবেন না," মওলানার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে বললো সে, "এটা আমার প্ল্যানের মধ্যে ছিলো না, কিন্তু সুযোগ যখন পাওয়া গেলো তখন ভাবলাম আপনি আপনার বাবার ঘাতকের সাথে একটু কথা বললে হয়তো খারাপ হয় না।"

ওপাশে দীর্ঘশ্বাস ফেলার শব্দ শোনা গেলো। যেনো কথাটা হজম করতে পেরেছে জামিল আহমেদ। "ঠিক আছে...দিন।"

বাস্টার্ড মুচকি হেসে ফোনটা স্পিকার মোডে দিয়ে মওলানার দিকে বাড়িয়ে দিলো। "কথা বলুন।"

কাঁপতে থাকা হাতেই ফোনটা নিয়ে কানে চাপলো একাত্তরের ঘাতক।

"ইউসুফ আলী..." ফোনের ওপাশ থেকে জামিল আহমেদের কণ্ঠটা বলে উঠলো। "...আমি শহীদ ডাক্তার শাফকাত আহমেদের একমাত্র সন্তান...প্লেনে আমাদের দেখা হয়েছিলো...সাইত্রিশ বছর পর।"

"আ-আমি আপনার বাবাকে খুন করি নি..." অবশেষে মওলানার মুখে বোল ফুটলো। "...বিশ্বাস করুন...ঐ ইউসুফ আর আমি এক ব্যক্তি না!...আপনাকে যারা এ কথা বলেছে তারা মিথ্যে বলেছে...ভুল বলেছে...সব প্রোপাগাণ্ডা...এসব কথার কোনো প্রমাণ নেই...কিচ্ছু নেই!...ঐ সময় আমি ঢাকাতেই ছিলাম না...এ-ব্যাপারে অনেক সাক্ষী আছে...অনেক সাক্ষী!...আপনি চাইলে—"

"চুপ কর্ শূয়োরেরবাচ্চা!" রেগেমেগে বললো জামিল আহমেদ। "...আমি নিজের চোখে দেখেছি তোকে! কোনো সাক্ষী-প্রমাণের দরকার নেই আমার।" একটু থেমে আবার বললো, "তুই আমাদের বাড়ির সামনে একটা জিপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছিস...সিগারেট খাচ্ছিস! তোর মুখ...তোর বামহাতের ছয়টি আঙুল...তোর চাহ্নি...সব আমার মনে গেঁথে আছে!"

মওলানার চোখেমুখে মৃত্যু আতঙ্ক জেঁকে বসলো যেনো। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ঘাতকের দিকে তাকালো।

"তুই ভেবেছিলি কোনোদিন তোর বিচার হবে না। তুই ধরাছোঁয়ার বাইরেই থাকবি! তোর পেয়ারে পাকিস্তানে থাকলে তোকে কেউ কিছু করতে পারবে না।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মওলানার শ্বাস-প্রশ্বাস আরো বেড়ে গেলো। বাস্টার্ড খেয়াল করলো লোকটার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে শুরু করে দিয়েছে।

"কি ভাবছিস?...সাইত্রিশ বছর আগের ঘটনা...ঐসব গণ্ডগোলের কথা ভুলে যাওয়া উচিত আমার?...আমাদের!" জামিল আহমেদ একটু থেমে দম নিয়ে নিলো। "কিন্তু কেমনে ভুলি?...বিচার হয়ে গেলে...ঘাতকেরা শাস্তি পেয়ে গেলে হয়তো চেষ্টা করে দেখতাম...কিন্তু সেটা তো হয় নি...তোরাও মাফ চাস নি কখনও...বরং বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিস ঢাকা, লন্ডন, করাচিতে!"

"মি: জামিল, একটু জলদি করুন।" জোরেই বললো বাস্টার্ড যেনো তার কথাটা ফোনের ওপাশে শোনা যায়।

কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে নিলো জামিল আহমেদ। তারপর বেশ শান্তকণ্ঠে ঘোষণা করলো সে : "কোনো আদালত তোর বিচার করতে না পারলেও আমি নিজে সেটা করবো এখন।" গভীর করে দম নেবার শব্দ শোনা গেলো ফোনের ওপাশ থেকে। "আমার বাবার মতো আরো অসংখ্য শহীদের পক্ষ থেকে, আমি তোকে মৃত্যুদণ্ড দিলাম!"

ফোনটা কান থেকে ফেলে দিয়ে চিৎকার করে উঠলো মওলানা। "না!"

সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি ভোতা শব্দ বিদীর্ণ করলো একাত্তরের ঘাতকের কণ্ঠ! গুলির অভিঘাতে একটু পিছিয়ে গেলো, টলতে টলতে দু-হাতে নিজের গলা চেপে ধরে মেঝেতে বসে পড়লো সে। ফিনকি দিয়ে তার দু-হাতের আঙুলের ফাঁক গলে রক্তধারা বেরিয়ে আসছে। মুহূর্তে তার সফেদ চাপদাড়ি, সাদা আচকান, ঘিয়েরঙা কোটি রক্তে লাল হয়ে গেলো। গলা দিয়ে অস্ফুট আর চাপা গোঙানি ছাড়া কিছুই বের হচ্ছে না। দু-চোখ যেনো কোটর থেকে ঠিকরে বের হয়ে যেতে চাইছে।

স্থিরচোখে চেয়ে রইলো বাস্টার্ড। একদম কাছ থেকে তিনটি গুলি করেছে। সবগুলোর লক্ষ্যই ছিলো ঘাতকের গলা। একটাও ব্যর্থ হয় নি। বুক আর গলার সংযোগস্থলে যে গুলিটা বিদ্ধ হয়েছে ওটাই তার প্রাণ হরণ করবে। আস্তে করে সামনে এগিয়ে উপুড় হয়ে মেঝের কার্পেট থেকে ফোনটা তুলে নিলো সে।

"হ্যালো?"

"হ্যা...বলেন?"

"মিশন অ্যাকম্প্লিশ্‌ড!...পরে কথা হবে।"

ফোনটা কেটে দিয়ে মওলানার শেষ কিছু সেকেন্ড ভিডিও করে নিলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তারপর দ্রুত আইনাতের ফ্ল্যাট থেকে বের হয়ে গেলো সে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে পিস্তলটা রেখে দিলো জ্যাকেটের ভেতরের পকেটে।

ছোটোবাড়ি থেকে বের হয়ে সোজা মেইনগেটের দিকে এগিয়ে গেলো। কাজের লোকজন তাকে দেখলো কি না দেখলো সে-সব পরোয়া করলো না। এখন তার একটাই কাজ, এই বাড়ি থেকে বের হয়ে যাওয়া। আর সেটা তেমন কঠিন কিছু না।

মেইনগেটের সামনে এসে দেখতে পেলো পাশের যে ছোটো গেটটা দিয়ে মানুষজন চলাচল করে সেটাতে কোনো তালা নেই। ছিটকিরি দিয়ে আটকানো। আস্তে করে সেটা খুলে বাইরে বের হতেই তার দু-চোখ ঝল্সে গেলো তীব্র আলোতে। সেইসাথে বেজে উঠলো হর্ন। একটা গাড়ি এগিয়ে আসছে গেটের দিকে!

কপালের উপরে হাত রেখে দেখার চেষ্টা করলো সে।

আইনাতের বড়ভাই ইয়াকুব! ড্রাইভিং সিট থেকে উৎসুক হয়ে তাকে দেখছে।

দ্রুত জ্যাকেটের ভেতর থেকে পিস্তলটা বের করে গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলো বড় বড় পা ফেলে। মওলানার ছেলে বুঝতে পেরে গাড়ি থেকে নামার চেষ্টা করলো কিন্তু সিটবেল্ট বাধা বলে সুবিধা করতে পারলো না।

ড্রাইভি ডোরের কাঁচ নামিয়ে রেখেছে বলে সেখান দিয়ে অনায়াসে পিস্তলটা তাক্ করে ট্রিগার টিপে দিলো। ভোতা দুটো শব্দ চাপা পড়ে গেলো অস্ফুট আর্তনাদে। সিটের উপর পড়ে গেলো ইয়াকুব, একটু কেঁপেই নিস্তেজ হয়ে গেলো তার দেহটা।

কপালে আর বুকে দুটো গুলিই তার প্রাণ সংহার করে ফেললো চোখের নিমেষে।।

পিস্তলটা জ্যাকেটের ভেতরের পকেটে রেখে আশেপাশে চকিতে দেখে নিলো বাস্টার্ড। অভিজাত এলাকা। যেমন পরিচ্ছন্ন, সাজানো-গোছানো তেমনি নিরিবিলি। ডানদিকে, পঞ্চাশ গজ দূরে রাস্তার পাশে একটা প্রাইভেটকার পার্ক করে রাখা আছে। এছাড়া পুরো রাস্তাটাই ফাঁকা। একেবারে স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই হেটে চলে গেলো বাড়িটা থেকে যতোদূর চলে যাওয়া যায়।

ইয়াকুবকে মারার কোনো ইচ্ছেই ছিলো না কিন্তু সামনে পড়ে যেতেই দ্রুত একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় : আইনাতের মুক্তি নিশ্চিত করা দরকার।

হাটতে হাটতে রাস্তার মোড়ে এসে পকেট থেকে ফোনটা বের করে একটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নাম্বারে ডায়াল করলো সে কিন্তু ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারলো না, একটু দূরে পার্ক করে রাখা গাড়ির ভেতর থেকে তিনজন মানুষ মণ্ডলানার বাড়ির মেইনগেটের সামনে যা ঘটেছে তার সবটাই দেখে ফেলেছে।

*

গুলজার-এ-হিজরির তিন নাম্বার রোডের দুই নাম্বার বাড়ি থেকে সামান্য দূরে, রাস্তার উপরে পার্ক করে রাখা গাড়িতে বসে হতবাক হয়ে আছে জাগদীশ। এইমাত্র যে দৃশ্যটা সে দেখেছে সেটা কোনোভাবেই বোধগম্য হচ্ছে না তার।

একটু আগে বেশ কয়েকবার চেষ্টার পর দিল্লিতে তার কন্ট্রোলের সাথে যোগাযোগ করতে পেরেছে। লস্কর-এ-তৈয়বার দু-জন হ্যান্ডলার ঠিক কোন্ বাড়িতে বসে মুম্বাইর হামলাকারীদের গাইড করে যাচ্ছে সেটা জানিয়েছে উর্ধতন কর্মর্তাকে। এতো দ্রুত সফলভাবে হ্যান্ডলারদের অবস্থান চিহ্নিত করাতে কন্ট্রোল খুবই বিস্মিত হয়, কিন্তু জাগদীশের কাছ থেকে বাড়িটার বর্ণনা শুনে দ্বিধায় পড়ে যায় সে। মাত্র দু-জন এজেন্টকে—হোক না তারা অভিজ্ঞ আর দক্ষ—লস্করদের ডেরায় ঢুকিয়ে 'স্যাবোটাজ' করতে বলার মানে আত্মঘাতি মিশনে পাঠানো। এদিকে হ্যান্ডলার দু-জনকে 'নিউট্র্যাল' করাটাও ভীষণ জরুরি। কন্ট্রোল যে সিদ্ধান্তহীনতায় পড়ে গেছে সেটা বুঝতে পেরে জাগদীশই প্রস্তাব করে তার সঙ্গে থাকা দুটো হ্যান্ডগ্রেনেড ঐ বাড়িতে চার্জ করতে পারবে। এতে করে হয়তো হ্যান্ডলাররা মারা পড়লেও পড়তে পারে। কন্ট্রোল এই প্রস্তাবে রাজি হলে ফোনটা রাখতে না রাখতেই কুনাল জানায় ঐ বাড়িতে একটা গাড়ি ঢুকছে। সেদিকে তাকাতেই বিস্ময়ের সাথে দেখে লম্বা-নলের পিস্তলহাতে এক যুবক ছোটোগেটটা খুলে বের হয়েই গাড়ির ভেতরে থাকা একজনকে গুলি করে মেরে ফেললো চোখের নিমেষে! খুনি এতোটাই শক্ত নার্ভের যে খুনটা করার পরও কোনোরকম ঘাবড়ে না গিয়ে, স্বাভাবিক গতিতে হেটে চলে গেলো।

"কি হলো এটা?"

কুনালের প্রশ্নে সম্বিত ফিরে পেলো জাগদীশ।

কাঁধ তুললো সে। "কিছুই বুঝতে পারছি না।"

সুরাইয়াও দৃশ্যটা দেখেছে তবে যথারীতি কোনো প্রশ্ন করছে না মেয়েটি।

জাগদীশ দ্বিতীয় চিন্তা না করে আবারও ফোন করলো তার কন্ট্রোলের

www.BanglaBook.org

কাছে। এবার সংযোগ পেয়ে গেলো একবারেই। সংক্ষেপে এবং দ্রুত জানালো কি হয়েছে। তাকে অবাক করে দিয়ে অভিজ্ঞ কন্ট্রোল জানালো, এই ব্যাপারটা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে তারা যেনো এক্ষুণি ঐ এলাকা ছেড়ে চলে যায়।

জাগদীশ ফোনটা রেখে হতভম্ব হয়ে বসে রইলো কয়েক মুহূর্ত। তার কেনজানি মনে হচ্ছে ঐ যুবকের ব্যাপারে কন্ট্রোল অবগত আছে।

"এখানে থেকে লাভ নেই, চলো ফিরে যাই," অবশেষে কুনালকে বললো সে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৭০

প্লেনে বসে চোখ বন্ধ করে রেখেছে সে। তার মুখটা দেখলে মনে হবে এক ধরণের প্রশান্তিতে ভরে আছে।

গতকাল রাতে মাত্র বিশ মিনিটের মধ্যেই জাভেদ ওয়ার্সি গাড়ি নিয়ে চলে এসছিলো গুলজার-এ-হিজরির বাইরে সচল রোডে। রওনা দেবার আগে ছেলেটা বলেছিলো তার আসতে কমপক্ষে পনেরো-বিশ মিনিট লাগবে। এই সময়টা এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি কিংবা হাটাহাটি না করে দারুণভাবে কাজে লাগিয়ে নেয় সে। সচল রোডে এসে রাস্তার পাশে ছোট্ট একটা নাপিতের দোকান দেখে ঢুকে পড়ে। দু-দিনের খোঁচা-খোঁচা দাড়ি কামিয়ে সময়টা পার করে দেয় ভালোভাবেই।

জাভেদ যখন গাড়ি নিয়ে নাপিতের দোকানের সামনে চলে এলো তখন পরিস্কার মুখ নিয়ে বের হয়ে আসে সে। তার মুখের দিকে তাকিয়ে হা-করে থাকে ছেলেটা। মুচকি হেসে জাভেদের গাড়িতে উঠে বসে।

"আজকের রাতটা কোথায় থাকা যায়, বলো?" পেছনের সিটে বসে জিজ্ঞেস করে ছেলেটাকে। "ঐ হোটেলে তো ওঠা যাবে না। অন্য কোনো হোটেলে উঠতে হবে। এয়ারপোর্টের কাছে হলে ভালো হয়।"

"হোটেলে উঠবেন!" রিয়ার-মিররে তাকিয়ে অবাক হয়ে বলে জাভেদ।

"হুম। শুধু আজকের রাতের জন্যই।"

"পাসপোর্ট আছে আপনার সাথে?...ওটা না ঐ হোটেলে?"

মুচকি হাসে সে। "হুম, ওখানেই ছিলো...এখন আমার কাছে।"

জাভেদ বুঝতে পারে না। হোটেল থেকে এই লোক তার পাসপোর্ট কিভাবে নিয়ে এলো? কখন নিয়ে এলো? কিন্তু প্রশ্ন করার লোভ সামলে নিয়ে গাড়ি চালাতে শুরু করে সে। "এয়ারপোর্টের কাছে কোয়েটা হোটেল আছে...ওখানে যাবেন?"

"ওকে।"

"ভাড়া কিন্তু একটু বেশি?"

"কতো হতে পারে?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"ধরেন পাঁচ হাজার রুপি?"

এটা একটা সমস্যা ছিলো। সামুনাবাদ হোটেলে তার লাগেজে যে ডলার আর রুপি ছিলো সেগুলো পাসপোর্টের মতোই বেহাত হয়ে গেছে।

"জাভেদ?" অনেকক্ষণ ভাবার পর সে বলে।

"জি, ভাই?"

"তুমি কি আমাকে কিছু রুপি ধার দিতে পারবে?"

"পারবো, ভাই। কতো?"

"পাঁচ-ছয় হাজার?"

"ওকে।"

"শুকরিয়া।"

মুচকি হাসে ছেলেটা। "আপনাকেও শুকরিয়া।"

"কেন?"

"আমাকে বিশ্বাস করার জন্য। আমার উপরে আস্থা রাখার জন্য।"

পেছন থেকে জাভেদের কাঁধে হাত রেখে সে বলে, "তুমি অনেক ভালো একটা ছেলে, জাভেদ। সত্যি, অনেক ভালো। তুমি বিদেশে চলে যাও। এখানে থেকো না। আরেকটা কথা বলি, কখনও পলিটিশিয়ানদের সঙ্গে থেকো না। সে যতো ভালোই হোক না কেন।"

রিয়ার-মিরর দিয়ে পেছনের সিটে তাকায় জাভেদ ওয়ার্সি, তবে কিছু বলে না।

"পিস্তলটা নাও...এটা আর আমার দরকার নেই। কম্পার্টমেন্টে লুকিয়ে রাখো।"

জাভেদ একহাতে স্টিয়ারিং ধরে পেছন থেকে পিস্তলটা নিয়ে ড্যাশবোর্ডের গোপন কম্পার্টমেন্টে লুকিয়ে ফেলে।

এরপর হোটেল কোয়েটায় যাবার আগে মাঝপথে গাড়ি থামিয়ে একটা লাগেজ কিনে নেয় সে। জাভেদের সঙ্গে ছয়হাজার রুপি ছিলো, তার পুরোটাই দিয়ে দেয় তাকে। ছেলেটা জানায়, দরকার হলে আরো কিছু রুপি তাকে দিতে পারবে।

হোটেলে ওঠার আগে বাস্টার্ড জানিয়ে দেয় সকালে তাকে ফোন করে বলে দেবে কখন তার ফ্লাইট। জাভেদকে বিদায় দিয়ে কোয়েটা হোটেলের একটা রুম ভাড়া নিয়ে নেয় সে। গরমপানিতে গোসল করে রাত দশটার দিকে হোটেলের নিজস্ব রেস্টুরেন্টে হালকা ডিনার করে রুমে এসে টিভি ছেড়ে দেয়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সারাবিশ্বের সংবাদ মাধ্যমে একটা ঘটনাই আধিপত্য বিস্তার করে আছে : মুম্বাই'র ভয়ানক সন্ত্রাসী হামলা। তখনও হোটেল তাজ সন্ত্রাসীদের হাত থেকে পুরোপুরি মুক্ত হয় নি, তবে কমান্ডোরা ঢুকে পড়েছে অভ্যন্তরে। আশা করা যায় শেষ রাতের দিকে হোটেলটি পুরোপুরি সন্ত্রাসীদের কবল থেকে মুক্ত করা সম্ভব হবে।

এ পর্যন্ত খবর দেখে বাতি বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়ে সে। খুব সকালে উঠে এয়ারলাইন্সে ফোন করে টিকেট কনফার্ম করে। তারা জানায়, সৌভাগ্যক্রমে আজ বিকেল ৪টার ফ্লাইটে বুকিং দেয়া যেতে পারে। বাস্টার্ড এক মুহূর্তও দেরি না করে বুকিং দিয়ে দেয়। এরপর সারাটা সকাল হোটেল রুমেই কাটিয়ে দেয় সে। দুপুরের আগে শুটার সামাদকে ফোন করে বলে, জাভেদকে কিছু টাকা দিতে চায় কিন্তু সেটা দেশে ফিরে গিয়ে। এ মুহূর্তে তার সব টাকা বেহাত হয়ে গেছে। সামাদ জানায়, জাভেদকে পরে টাকা পাঠিয়ে দেয়া যাবে, এ নিয়ে সে যেনো কোনো চিন্তা না করে।

সকালের পর থেকে দুপুর পর্যন্ত টিভি দেখেই কাটিয়েছে সে। তাজ হোটেলটিও অবশেষে সন্ত্রাসীদের হাত থেকে মুক্ত করা হয়েছে ভোরের দিকে। একজন বাদে বাকি নয়জন সন্ত্রাসীর সবাই নিহত। একমাত্র জীবিত সন্ত্রাসী কাসাবের ধরা পড়ার ছবি দেখে নড়েচড়ে বসেছিলো। এই চেহারাটা তার স্পষ্ট মনে আছে। ছেলেটাকে দেখেছিলো করাচির নির্জন বিচে। মওলানার বাড়িতে দু-জন হ্যান্ডলারের একজনকেও তখন দেখেছিলো। দুয়ে দুয়ে চার মেলাতে কোনো সমস্যাই হয় নি তার।

পৃথিবীটা কতোই না অদ্ভুত, ভাবে সে। কেউ কখনও জানতেও পারবে না, মুম্বাইর হামলায় অংশ নেয়া কমপক্ষে একজনের সাথে তার দেখা হয়েছিলো করাচির কোনো র্নিজন বিচে। আবার তাদেরই দু-জন হ্যান্ডলার, যারা মওলানা ইউসুফ হোসাইনীর বাড়িতে বসে সন্ত্রাসীদের নির্দেশ দিচ্ছিলো, তারাও মারা পড়েছে তার হাতে।

প্লেনে ওঠার ঠিক আগে দিয়ে এয়ারপোর্টে বসে আইনাতকে একটা মেসেজ পাঠায় সে :

আমি কে, কোত্থেকে এসেছিলাম এসব নিয়ে ভেবে কোনো লাভ নেই। নতুন করে আবার সবকিছু শুরু করো। নিজের মতো করে বাঁচো।

www.BanglaBook.org

ভালো থেকো।
তওফিক

এরপরই মোবাইলফোনটা অফ করে দিয়ে চিরকালের জন্য করাচির সিমটা খুলে ফেলে সে। তার জন্য করাচির অধ্যায় ওখানেই শেষ।

এয়ারহোস্টেসের কণ্ঠটা স্পিকারে ভেসে আসতেই চোখ খুলে তাকালো। সবাইকে সিটবেল্ট বাঁধার নির্দেশ দিচ্ছে মেয়েটি। প্লেন একটু পরই ঢাকার জিয়া ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে অবতরণ করবে। সিটবেল্টটা বেধে আবারো চোখ বন্ধ করে ফেললো। দেশের মাটিতে প্লেনের চাকা স্পর্শ করতেই অন্যরকম এক ভালোলাগার অনুভূতি বয়ে গেলো সারা শরীরে। এটা সব সময়ই ঘটে। সম্ভবত সব সময়ই ঘটবে।

হোম সুইট হোম!

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় একাত্তর

বারো তলার উপরে অ্যাট দি টপ রেস্টুরেন্টে বসে আছে জামিল আহমেদ আন্দোলন। তাকে যারা দীর্ঘদিন ধরে চেনে-জানে তারা গত কয়েকদিন ধরে একটা জিনিস ভালোভাবেই লক্ষ্য করছে, জামিলের চেহারায় এক ধরণের প্রশান্তি চলে এসেছে। তাকে খুব নির্ভারও দেখাচ্ছে। জীবনের সবচেয়ে বড় কর্তব্যটি পালন করার পর মানুষ যেমন নিশ্চিন্ত হয়ে যায়, তাকে দেখলে এখন তেমনি মনে হবে।

তার ঘনিষ্ঠজনেরা শুধু তার মধ্যে এই পরিবর্তনটিই দেখতে পাচ্ছে বললে ভুল বলা হবে। দু-দিন আগে জামিল আহমেদ তার অফিসের সমস্ত কর্মকর্তা-কর্মচারির বেতন বাড়িয়ে দিয়েছে। যার যা দাবি ছিলো হুট করেই মিটিয়ে দিয়েছে বিনা নোটিশে। যাদের প্রমোশন দীর্ঘদিন ধরে আটকে ছিলো তারা প্রমোশন পেয়ে গেছে। যারা তার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরির জন্য দরখাস্ত করে রেখেছিলো, দিনের পরদিন ঘুরে বেড়াচ্ছিলো, তারা হুট করেই আরাধ্য চাকরিটা পেয়ে গেছে!

অফিসের ম্যানেজমেন্টে যারা আছে তারা বিস্মিত। তাদের তো এতো লোকের দরকার নেই। ঢালাওভাবে সবাইকে প্রমোশন দেয়াটাও ঠিক হচ্ছে না। প্রতিষ্ঠানের লাভ-লোকসানের কথা মাথায় রাখা উচিত। এমনভাবে চলতে থাকলে বছর শেষে মালিক হিসেবে তিনি কিছুই পাবেন না!

এসব কথার জবাব দিয়েছে সে প্রসন্ন এক হাসির মধ্য দিয়ে। সমস্যা নেই। সে যা করেছে বুঝেশুনেই করেছে। তার অগোচরে যে কর্মকর্তারা এ নিয়ে নানান ধরণের স্পেকুলেশন করেছে, এখনও করছে সেটা সে ভালো করেই জানে। তবে এটাও জানে, ক-দিন পরই এসব ভুলে গিয়ে সবাই আবার স্বাভাবিক হয়ে যাবে। সারপ্রাইজ বেশিদিন টিকে থাকে না।

তবে কেউ জানে না তার এই পরিবর্তনের আসল কারণ। এমন কি যে ছেলেটা অসাধ্য সাধন করে তাকে তার জীবনের সবচাইতে সেরা মুহূর্তটি উপহার দিয়েছে তার কাছেও এটা অজানাই রয়ে গেছে।

হাতঘড়িতে সময় দেখলো। সন্ধ্যা সাতটা দশ মিনিট। তার মধ্যে কোনো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধৈর্যও দেখা যাচ্ছে না। আরো একঘণ্টাও যদি এখানে বসে থাকতে হয় তাতেও সে কিছু মনে করবে না। কফির কাপটা তুলে নিয়ে ছোট্ট করে চুমুক দিলো। আসলেই, তার এই রেস্টুরেন্টের কফিটা দারুণ। ঐ ছেলেটা মোটেও বাড়িয়ে বলে নি। প্রথম দেখা থেকে আজ পর্যন্ত ছেলেটির সবকিছুই তাকে অবাক করে দিচ্ছে। ঘুণাক্ষরেও সে ভাবে নি এ-দেশের কোনো ভাড়াটে খুনি করাচিতে গিয়ে মওলানার বাড়িতে ঢুকে তাকে খুন করে নির্বিঘ্নে চলে আসবে। তাও আবার খুন করার আগে ঘাতকের সাথে মোবাইলফোনে কথা বলিয়ে দেয়া, গুলি করে পশুটাকে হত্যা করার শব্দ শোনানোর মতো নাটকীয় কিছু!

ছেলেটা দেখতে দেবদূতের মতো। চাল-চলনে ভীষণ স্মার্ট। যথেষ্ট পরিমিতবোধও আছে। ব্যবহার অমায়িক। বলা বাহুল্য, প্রখর বুদ্ধির অধিকারী সে, অথচ এরকম একটি ছেলে কিনা পেশায় খুনি!

"সরি অ্যাগেইন।"

কথাটা শুনে চমকে তাকালো জামিল আহমেদ। তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে করাচি থেকে ফিরে আসা সেই যুবক। "না, না...ইটস ওকে," বললো সে।

"আগেই বলেছি...আপনার রেস্টুরেন্টের লিফটটা খুব রাশ থাকে।"

প্রসন্নভাবে হাসলো জামিল আহমেদ। "আমি কেবল টপ ফ্লোরটা কিনে নিয়েছি...পুরো বিল্ডিংটা নয়।"

মুচকি হেসে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লো সে। "তাহলে বলবো এটা অন্য কোথাও শিফট করে ফেলুন।"

জামিল কিছু বললো না। ওয়েটারকে ডাকলো সে। "কফি?"

বাস্টার্ড মাথা নেড়ে সায় দিলো।

যথারীতি গোমড়ামুখে অর্ডার নিয়ে চলে গেলো ওয়েটার।

"সাধারণত কাজ শেষ হয়ে যাবার পর এরকম মিটিং আমি করি না," আস্তে করে বললো সে। "কিন্তু বিশেষ একটা কারণে এটা করতে হলো।"

অবাক হলো জামিল আহমেদ। "কারণটা কি?"

"বলছি," বলেই পকেট থেকে মোবাইলফোন বের করে একটা ভিডিও ফাইল ওপেন করলো। "তার আগে এটা দেখুন।" ফোনটা তার দিকে বাড়িয়ে দিলো এবার।

ফোনের দিকে বিস্ময়মাখা দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো জামিল আহমেদ আন্দোলন। অভাবনীয় একটি দৃশ্য। একাত্তরের ইউসুফ আলী দু-হাতে গলা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চেপে ধরে মেঝেতে শুয়ে পড়ছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে তার হাত-মুখ। চোখ দুটো কোটর থেকে বের হয়ে যেতে চাইছে যেনো। কিছু বলার চেষ্টা করলেও মুখ দিয়ে গল গল করে শুধু রক্তবমি হচ্ছে।

"সুযোগটা পেয়ে গেলাম তাই ভাবলাম ভিডিও করে রাখি, অকাট্য প্রমাণ হিসেবে থাকবে।"

বাস্টার্ডের দিকে মুখ তুলে তাকালো সে। "প্রমাণ মানে?"

"মওলানা ইউসুফ হোসাইনী যে খুন হয়েছে সেটা পাকিস্তানের কোনো পত্র-পত্রিকা কিংবা টিভি নিউজে আসে নি। কেন আসে নি তা অবশ্য বুঝতে পেরেছি।"

"কেন আসে নি?"

মুচকি হাসলো সে। "গল্পটা খুব লম্বা...জটিলও।" একটু থেমে আবার বললো, "যাক, আশা করি এখন আর আপনার মনে কোনো সন্দেহ নেই।"

প্রসন্নভাবে হাসলো জামিল আহমেদ। "এ নিয়ে আমার মধ্যে কোনো সন্দেহই তৈরি হয় নি।"

চুপ মেরে রইলো বাস্টার্ড। সে যে কাজ করে সেগুলো প্রমাণ করার কাজটা করে থাকে পত্র-পত্রিকা আর টিভি-নিউজ চ্যানেলগুলো। কিন্তু মওলানার বেলায় সেটা ঘটে নি।

"আমি আপনাকে কী বলে যে–"

"দরকার নেই," জামিলের কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বললো সে। "আপনি একটা কাজ দিয়েছিলেন, টাকার বিনিময়ে আমি সেটা করেছি। ঘটনা এখানেই শেষ।"

কয়েক মুহূর্ত চুপ মেরে রইলো শহীদের সন্তান। "...আমি আপনার পেমেন্টটা...মানে...ওটা..." কেমন একটা দ্বিধা এসে ভর করলো জামিল আহমেদের মধ্যে। এই জীবনে কখনও কারো সামনে এতোটা দ্বিধাগ্রস্ত হয় নি। লোকজন বলে খুব অল্পবয়স থেকেই সে স্মার্ট আর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একজন মানুষ। তার চিরলড়াকু মা তাকে এভাবেই গড়ে তুলেছিলেন।

এমন সময় ওয়েটার এসে কফি দিয়ে গেলো।

"দিতে দেরি হবে?...কোনো সমস্যা নেই।" কফিতে চুমুক দিলো বাস্টার্ড।

"ব্যাপার সেটা নয়," নিজেকে ধাতস্থ করে নিয়ে বললো জামিল। "আসলে আমি পেমেন্টটা বাড়িয়ে দিতে চাচ্ছিলাম।"

www.BanglaBook.org

বাস্টার্ড চেয়ে রইলো শহীদের সন্তানের দিকে। মুচকি হাসি ফুটে উঠলো তার ঠোঁটে। "বোনাস দিতে চাচ্ছেন?"

বিব্রত হলো মিঃ আহমেদ।

"আমি বাড়তি যা কিছু করেছি সেটা সুযোগ পেয়েছি বলেই করেছি...বোনাস পাবার জন্য করি নি।" কফির কাপটা নামিয়ে রেখে আবার বললো, "আমি যে কাজ করি তাতে কোনো বোনাস নেই।"

মাথা দোলালো জামিল। "এটা বোনাসের ব্যাপার নয়। আসলে আমার মনে হচ্ছে বেশি দিতে...মানে পেমেন্টটা বাড়িয়ে দিলে আমার নিজেরই ভালো লাগবে।"

"ধন্যবাদ। আমাদের মধ্যে যে কথা হয়েছিলো সেটা দিলেই আপনার সাথে সব লেনদেন শেষ হয়ে যাবে।" কফিতে মনোযোগ দিলো আবার।

স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো জামিল।

"একটা কথা শুধু মনে রাখবেন, মওলানা ইউসুফ হোসাইনীকে হত্যা করে আপনি ভালো একটা কাজই করেছেন।"

"মানে?" বিস্ময়ে বলে উঠলো জামিল আহমেদ আন্দোলন।

মুচকি হাসলো বাস্টার্ড। "সবটা খুলে বলা যাবে না...লম্বাগল্প। আর গল্প করতে আমার একদম ভালো লাগে না।" উঠে দাঁড়ালো সে। "তবে এটুকু বলতে পারি, কয়েকদিন আগে দুনিয়া কাঁপিয়ে দেয়ার মতো একটি ঘটনার সাথে সে জড়িত ছিলো।"

জামিল আহমেদ আন্দোলনকে বিস্ময়ে আবিষ্ট করে পেশাদার খুনি চলে গেলো। *ও কি বলে গেলো?* মনে মনে বলে উঠলো সে। *কয়েকদিন আগে...?!*

তারপরই ভাবনাটা তার মাথায় এলো। মুম্বাই হামলা?! *অসম্ভব!* মাথা দোলালো। কিন্তু ছেলেটার কথা পুরোপুরি উড়িয়ে দিতেও পারছে না। এটা কিভাবে সম্ভব?!

*

অ্যাট দি টপ থেকে নীচে নামার সময় বাস্টার্ড মনে মনে ঠিক করলো নতুন কাজটায় নামার আগে ঢাকার বাইরে নির্জন কোথাও গিয়ে এক সপ্তাহের ছুটি কাটিয়ে আসবে। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, করাচি থেকে ফিরেই আরেকটি কাজ পেয়ে গেছে, আর এই কাজটা স্বয়ং অমূল্যবাবুর!

www.BanglaBook.org

সত্যি বলতে, নতুন কাজটার কথা শোনামাত্রই সে ভিরমি খেয়েছিলো, কিন্তু পরে যখন বিস্তারিত শুনলো তখন বুঝতে পারলো সবটা। এমনিতেও সে রাজি হতো কারণ বাবু বলেছে এটা তার নিজের কাজ। তবে অন্যসব কাজের মতো এ-কাজটা করা যাবে না, এটা করতে হবে বাবুর নিজস্ব ছকে। বাধাধরা সময় নেই ঠিকই কিন্তু নির্দিষ্ট ঐ ছকে কাজটা করতে গেলে অনেক বেশি সময় লাগবে, কমপক্ষে এক-দেড় মাস।

সব শোনার পর কাজটা করার ব্যাপারে তার মধ্যে আর কোনো দ্বিধা থাকে নি। অল্পবয়সি নিষ্পাপ বাচ্চাদের সাথে যারা খারাপ কাজ করে সেই ছোটোবেলা থেকেই তাদেরকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করে। হোক না সে জনপ্রিয় কোনো লেখক!

সমাপ্ত

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG